NOTES

ON

THE LAWS OF BENGAL

BY

ANANDA RAM DHEKIAL PHOOKAN

Vol. I.

আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহ।

অর্থাৎ

[illegible]দিগের চলিত শাস্ত্র, শরা, দেশাচার, ইংলণ্ডীয় লা, গবর্ণমেণ্টের আইন, কনষ্ট্রক্‌শন, সর্কুলর অর্ডর ও আদালতের নজির ইত্যাদির সার সংগ্রহ।

শ্রীআনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রণীত।

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা।

কলিকাতা নিউ প্রেস যন্ত্রে মুদ্রিত

এই পুস্তক মোকাম হাবড়ার রেইলওয়ে কোম্পানীর লকোমটিব সুপিরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে শ্রীযুত ব্রজনবীন চন্দ্র রায়ের নিকট অথবা অন্য যন্ত্রালয়ে পাওয়া যাইবেক।

১৮৫৫

শ্রীযদুনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

PREFACE.

The author, in the following work, attempts to place before his native readers, in five octavo volumes and in a simple, popular and narrative style, the substance of the existing laws of Bengal, as they relate to the "Rights of persons and the Rights of things with the *means* whereby such rights may be either acquired or lost; Private wrongs or civil injuries, with the *means* of redressing them by law; Public wrongs or crimes and misdemeanours, with the *means* of prevention and punishment."

The work, of which the first Volume is now offered to the public, is designed to consist of five parts —

Part I., after treating of the nature of laws in general, will describe the absolute Rights of Persons, the Constitution and Prerogatives of Government, the reciprocal rights of Master and Servants, Husband and Wife, Parent and Child and Guardian and Ward, and will close with a chapter on Corporations

Part II., will treat of the following subjects; viz. of Property in general,—of Real and Personal Property, of the different landed tenures of Bengal—Zemindaries, Talooks, Lakheraje tenures, &c. &c.; of Title to property by Descent, or a Compendium of the *Hindoo, Mahomedan and English laws of Inheritance*; of Title by Occupancy; of Forfeit, and Alienation; of the laws of Contract, Gift, Will, Sale and Mortgage.

Part. III., after describing in a few preliminary chapters the different species of Private Wrongs, the Constitution and Functions of the Courts of Justice, and the various means of obtaining redress for civil injuries, will proceed to give the substance of the law of Procedure in Regular Suits.—In treating of this subject the author proposes to give a translation of Mr. Macpherson's recent work on "Civil Procedure," with the necessary additions and alterations.

In part IV., the author designs to describe the procedure of the Courts in Summary and Special Suits; which will necessarily embrace a brief sketch of the Law relating to Summary Suits, Settlement and Bautwara cases, and Resumption Suits &c. &c

It is intended to give an outline of the Criminal Law of Bengal in Part V., compiled from Beaufort's Digest, Blackstone's Commentaries and other sources.

The learned Commentator on the Laws of England having been adopted as a guide in the above classification and arrangement of subjects, it is hoped, that nothing of practical utility or general importance will be left wholly unnoticed.

It has often been observed by the author, that the majority of those who study the Regulations in Bengali, complain of the obscurity of their style, and betray an inability to comprehend their meaning. The rules of Hindoo and Mahomedan Law are also unintelligible to all except those who are acquainted with Sangskrit or Arabic.

The author has, therefore, been led to believe that this attempt on his part to convey to his native readers in Vernacular dress and in a langugage adapted to the comprehension of all classes of readers, may not prove wholly useless.

Fully conscious, however, of his inability and unfitness to execute a task so difficult and yet so important, he ventures to submit his work to the indulgent consideration of the public, under the impression that as no one has appeared with higher qualifications to undertake it, "it is better it should be done imperfectly and in the manner he may be capable of doing, than not be done at all." Should this specimen of his labors deserve the approbation and support of the public, no time will be lost in publishing the succeeding Volumes.

A.

ভূমিকা।

বঙ্গদেশ শাসনার্থে গবর্ণমেন্ট দ্বারা সংস্থাপিত আইন সকল যদিও দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, তথাপি তাহার ভাষা এমত কঠিন যে তাহার অর্থ অনেকের সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না ; বিশেষতঃ যে হিন্দু শাস্ত্র ও মুসলমানের শরার বিধানানুসারে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগের স্বত্বের বিচার হয়, তৎসমুদায় সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় রচিত হওয়াতে তাহা অত্যল্প লোকের বোধগম্য হইয়া থাকে দেশ-ব্যবহার-সিদ্ধ যে সকল নীতি ব্যবস্থা আদালতের নজির দ্বারা অবধারিত হইয়াছে তাহাও প্রায় ইঙ্গরাজী ভাষায় প্রকাশ হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে গুণদায়ক হয় না অতএব আমরা বঙ্গদেশীয় প্রজাদিগের আত্ম শরীর ও সম্পত্তি সম্বন্ধে কিরূপ স্বত্ব ও ঐ সকল স্বত্বের হানি হইলে কি ২ উপায় দ্বারা তাহা রক্ষা হইতে পারে এ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্র, মুসলমানের শরা দেশব্যবহার আদালতের নজির ও গবর্ণমেণ্টের আইনে যে সকল বিধি আছে তৎসমুদায় একত্রে সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার স্থূল মর্ম্ম অতি সহজ ও সকলের বোধগম্য বঙ্গভাষায় লিখিয়া "আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহ" নামক এক গ্রন্থ পৃথক ২ পাঁচ খণ্ড পুস্তকাকারে প্রস্তুত ও মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয় তাহার প্রথম খণ্ড সর্ব্বসাধারণ সমীপে প্রকাশ করিলাম।

উক্ত গ্রন্থ পাঁচভাগে বিভক্ত হইবেক। প্রথম ভাগে নীতি ব্যবস্থার বিবরণ ও মনুষ্যের আত্ম শরীর সম্বন্ধীয় স্বত্ব এবং এ দেশের গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপনা ও স্বত্বের বৃত্তান্ত লিখিয়া চাকর ও মনিব, ভার্য্যা ও স্বামী এবং নাবালগ ও অলীর পরস্পর যে সকল স্বত্ব তাহার ও কর্পরেশন অর্থাৎ কম্পানী প্রভৃতির কথা সংক্ষেপে লেখা যাইবেক

দ্বিতীয় ভাগে স্থাবর অস্থাবর এই দুই প্রকার সম্পত্তি ও জমীদারী তালুক ও নিষ্কর ভূমি ইত্যাদি বিবিধ প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ লিখিয়া ঐ সকল সম্পত্তিতে কিরূপে স্বত্বলাভ ও নষ্ট হয়, তাহা লেখা যাইবেক, অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্ব হস্তান্তর, দান, উইল, বিক্রয়, বন্ধক ও ঠিকা ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ে আইন, শাস্ত্র, শরা ও আদালতের নজির সকলে যে সমস্ত বিধান আছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম লিখিত হইবেক

তৃতীয় ভাগের প্রথমোক্ত কএক অধ্যায়ে যেং রূপে মনুষ্যের স্বত্বের হানি হইতে পারে এবং ঐরূপ হানি নিবারণ ও তাহার প্রতিকার নিমিত্তক যেং উপায় আছে ও সরকার হইতে যে সকল আদালত

স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া দেওয়ানী আদালতে জাবেতা মোকদ্দমা বিচারের যে ক্রম তাহার বাহুল্য বিবরণ মাক্‌ফর্শন সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে অতি সরল বঙ্গভাষায় সংগৃহীত ও অনুবাদিত হইবেক

চতুর্থ ভাগে বেজায় ও বাকী খাজানা, নীলের চুক্তী, লাখেরাজ ভূমি, বন্দোবস্ত, বাটওয়ারা ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত সরাসরী ও মুৎফরক্কা এবং অন্যান্য বিশেষ ২ প্রকার মোকদ্দমা বিচারের যে ক্রম তাহার বিবরণ বিশেষ করিয়া লিখিত হইবেক

পঞ্চম ভাগে বঙ্গদেশের ফৌজদারী আইনের সার সংগৃহীত হইবেক ও সর্ব্ব প্রকার অপরাধ ও তাহার দণ্ড এবং ঐ সকল অপরাধির বিচারের যে ক্রম তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইবেক

এই মহৎ অথচ আবশ্যকীয় কার্য্য সাধনে গ্রন্থকর্ত্তা অতি সশঙ্কিত চিত্তে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, তাহা সুচারু মতে সম্পন্ন জন্য যাদৃশ প্রাজ্ঞত আবশ্যক তাহা তাঁহার নাই, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষমতাবান, কোন ব্যক্তি এপর্য্যন্ত তাহা নিষ্পন্নার্থে মনোযোগী না হওয়াতেই তিনি এই দুঃসাহস করিয়াছেন

বঙ্গদেশের প্রজাবর্গের কি কি স্বত্ব ও ঐ সকল স্বত্ব কিরূপে রক্ষা হইতে পারে ইহা ভদ্রলোক মাত্রেরি জানা কর্ত্তব্য, অতএব শাস্ত্র, শরা ও দেওয়ানী ফৌজদারী এবং রাজস্ব সম্পর্কীয় আইন সকলের মধ্যে যাহা সর্ব্বসাধারণের জানা আবশ্যক তৎসমুদায় এই গ্রন্থে সংগ্রহ করণে আমরা বিশেষ যত্ন করিয়াছি, কিন্তু জাবেতা ও সরাসরী ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মোকদ্দমা বিচারের যে ক্রম তাহার বিবরণ বাহুল্যরূপে লিখিবার অভিপ্রায় এই যে এই পুস্তক বিচারক ও উকীলাদি ব্যবস্থা শাস্ত্র ব্যবসায়িদিগের সম্বন্ধেও উপকারক হয় ফলতঃ এই গ্রন্থ সকল শ্রেণীর পাঠক বর্গের নিকট গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে অন্যান্য মূল গ্রন্থের রচনা না রাখিয়া গ্রন্থকর্ত্তার স্বীয় রচনায় অতি সহজ ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে

"আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহের" যে প্রথম খণ্ড এক্ষণে প্রকাশ করা গেল, তাহা সাধারণ সমীপে গ্রাহ্য হইলে অবশিষ্ট কএক খণ্ড অবিলম্বে প্রচার করা যাইবেক।

১৮৫৫ সাল }
১০ ই আগষ্ট }

শ্যা।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় ভাগ

১ পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

এই পুস্তকে যে সকল অশুদ্ধ বা সন্দেহ জনক ব্যবস্থার উল্লেখ হইয়াছে তাহার বিবরণ।

৮৩——পৃষ্ঠায় লিখিত হইযাছে যে শাস্ত্রমতে কোন স্ত্রী স্বামির অনুমতি মতে এক দত্তক পুত্র লওয়ার পর ঐ পুত্রের মরণ হইলে স্বামির বিশেষ অনুমতি না থাকিলেও অপর দত্তক পুত্র লইতে পারে, কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ১৮৫২ সালের ২৭ এপ্রেল তারিখে গৌরনাথ চৌধুরী ওগয়রহ, আপেলান্ট অন্নপূর্ণা চৌধুরাণী রিস্পণ্ডেন্টের মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে দত্তক পুত্রের বিষয়ে দত্তক মীমাংসার মত অন্য সকল ব্যবস্থা হইতে বলবৎ ও তদনুসারে স্বামির বিশেষ অনুমতি নাথাকিলে এক দত্তক পুত্রাভাবে অন্য দত্তক পুত্র লওয়া যাইতে পারে না ১৮৫২ সালের নিষ্পত্তির ৩৩২ পৃষ্ঠা।

৯০——পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে দত্তক পুত্র লওয়ার পর ঔরস পুত্র জন্মিলে দত্তক পুত্র চারি অংশের একাংশের অধিকারী হয় এই ব্যবস্থানুসারে জিলা শাহাবাদের উপস্থিত প্রয়াগ সিংহ আপেলান্ট ও অযোধ্যা সিংহ রিস্পণ্ডেন্টের মোকদ্দমায় ১৮২৫ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে সদর দেওয়ানী আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এবং ঐমত মিতাক্ষরা ও দত্তক মীমাংসাদি গ্রন্থে লিখিত আছে ও তাহা যে পশ্চিম দেশে ব্যবহার সিদ্ধ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গদেশে দত্তক চন্দ্রিকার মতানুসারে ঔরস পুত্রের সহিত দত্তক পুত্র সম্পত্তির তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যবহার চলিত আছে এবং চতুর্থাংশ পাওয়ার বিধান বঙ্গদেশে গ্রাহ্য নহে

৯৩——পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে যে হিন্দু ভূম্যধিকারী নহে সে ১৬ বৎসর বয়ঃ পূর্ণ হইলে বয়স্ প্রাপ্ত হয় . এই মত বারাণসি ও মিথিলায় চলিত আছে এবং সেই সকল দেশের মধ্যে ঐ ব্যবস্থা অশুদ্ধ নহে কিন্তু বঙ্গদেশে ঐ ব্যবস্থা গ্রাহ্য নহে ও এই দেশে ১৫ বৎসর সবয় পূর্ণ হইলে নাবালগী দূর হয়। অল্পকাল হইল লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার ওগয়রহ আপেলান্ট ও মধুসুদন রিস্পণ্ডেন্টের মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বঙ্গ দেশে হিন্দু নাবালগেরা ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলে বয়স প্রাপ্ত হয় ১৮৫৩ সালের সদরের নিষ্পত্তির ৫০৫ পৃষ্ঠা।

আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহ।

প্রথম ভাগ

১ অধ্যায়।

নীতি ও ব্যবস্থার কথ

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের সংস্থাপিত বিশেষ২ নিয়মানুসারে পৃথিবীতে সমস্ত কার্য্য চলিতেছে, যথা—পশু পক্ষির জন্মগ্রহণ ও মরণ ও বৃক্ষসকল বীজহইতে জন্মিয়া পুনরায় লোপ পাওন ইত্যাদি তাবৎ কার্য্যই নিরূপিত নিয়মানুসারে এক প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইতেছে, নিয়ম উল্লঙ্ঘন হইয়া কোন কার্য্যই হয় না। যে সকল নীতি ও ব্যবস্থা অনুযায়ি সামান্যতঃ পৃথিবীস্থ জীব জন্তু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধীয় নানা কার্য্য সম্পাদন হইতেছে, তাহার উল্লেখ আমরা করিব না, কিন্তু যে সকল নীতি ও ব্যবস্থানুসারে মনুষ্যদিগের আচরণ করা কর্ত্তব্য ও তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হওয়া উচিত এই পুস্তকে আমরা সেই নীতি ও ব্যবস্থার বিবরণ লিখিব। *নীতি ও ব্যবস্থার অর্থ।*

মনুষ্যদিগের আচরণের জন্যে নীতি ও ব্যবস্থা চারি প্রকারের আছে, অর্থাৎ প্রথমতঃ—মনুষ্যের বিবেচনাসিদ্ধ বিধি, দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রের বিধান, তৃতীয়তঃ—সর্ব্বজাতিসম্মত ব্যবস্থা, চতুর্থতঃ—দেশের রাজা অর্থাৎ শাসনকর্ত্তাদিগের সংস্থাপিত আইন প্রভৃতি বিবিধ বিধান। *চারি প্রকারের নীতি ও ব্যবস্থার কথা।*

মনুষ্যের বিবেচনাসিদ্ধ ব্যবস্থার কথা।

প্রথমতঃ—সৃষ্টিকর্ত্তা মনুষ্যদিগকে সদসদ্বিবেচনার শক্তি দেওয়াতে তদ্দ্বারা তাঁহারা আপনং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং যে সকল কার্য্যদ্বারা ন্যায় বা অন্যায় উপকার বা অপকার হয় তাহাও তাঁহারা ঐ বিবেচনাশক্তির দ্বারা জানিয়া তাঁহাদের মনে স্বভাবতঃ এমত জ্ঞান জন্মে যে ন্যায় কর্ম্ম করণ উচিত এবং অন্যায় করণ অনুচিত যথা—তাবৎ লোকের এই বোধ আছে যে মনুষ্যদিগের ন্যায় ও যথার্থ পক্ষে চলা এবং যাহার যে প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেওয়া উচিত কিন্তু কাহারো অন্যায় বা অপচয় করা অনুচিত আর এই যে ভাল মন্দ বোধ ইহা স্বভাবতঃ মনুষ্যদিগের যে আছে এ কথা পৃথিবীস্থ সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতীয় লোকেরা স্বীকার করে, বিশেষতঃ তাবৎ সভ্য জাতীয়দের মধ্যে ঐ জ্ঞান আছে, অতএব মনুষ্যেরা পরমেশ্বরদত্ত উক্ত জ্ঞানের দ্বারা যে সকল নিয়মানুসারে আচরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া জানে ঐ সকল নিয়মকেই মনুষ্যের বিবেচনাসিদ্ধ নীতি ও ব্যবস্থা বলা যায়, ঐ ব্যবস্থা পৃথিবীস্থ সর্ব্ব জাতীয় লোকেরা সর্ব্বকালে প্রতিপালন করে এবং তাহা মনুষ্যের সংস্থাপিত বিধি সকলেরও মূল, সুতরাং মনুষ্যের সংস্থাপিত যে সকল বিধি তাহার বিপরীত তাহা প্রশস্ত নহে

ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার কথা।

দ্বিতীয়তঃ—প্রায় তাবৎ সভ্য জাতীয়েরা মান্য করে যে মনুষ্যদিগের সদসদ্বিবেচনাশক্তি স্বত্বেও সর্ব্বদা ভ্রম হয় এজন্যে পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের যে সকল বিধিমতে আচরণ করা কর্ত্তব্য তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা বাইবেল, মুসলমানের কোরান, এবং হিন্দুজাতীয়েরা মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র মান্য করেন, অতএব নানা জাতীয় লোকেরা ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্র বলিয়া যাহা মান্য করে তাহার বিধানকে ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রের বিধি বলা যায়, এবং ঐ সকল বিধি মনুষ্যের বিবেচনাসিদ্ধ বিধির সহিত সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হয়।

সর্ব্বজাতি সম্মত ব্যবস্থার কথা

তৃতীয়তঃ—পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকেরা যে এক রাজা মান্য করিয়া একি প্রকারের ব্যবস্থানুসারে আচরণ করিবেক ইহা অসম্ভব, তাহাদের মধ্যে জাতিপ্রভেদ হইয়া প্রত্যেক জাতীয় লোকেরা

স্বতন্ত্র মত ব্যবস্থা রাজ্যশাসনেব নীতি স্থাপন করিয়াছে, ও এক দেশের বিধি ব্যবস্থা অন্য দেশীয় লোকেবা কাজেই প্রতিপালন করে না, কিন্তু সর্ব্বজাতীয় লোকদিগের মধ্যে পরস্পর যাতাযাত আছে, এনিমিত্তে যে সকল নীতি ও ব্যবস্থাকে সর্ব্বজাতীয় লোকেরা মান্য করে তাহাকে সর্ব্বজাতিসম্মত ব্যবস্থা বলা যায় যদিচ বিষয বিশেষে পৃথিবীর এক খণ্ডে নানা জাতীয় লোকেরা যে সকল সাধারণ নিয়ম মান্য করে অন্য খণ্ডের লোকেরা তাহা মান্য করে না ও ই দেশের মধ্যে পরস্পর যে নিয়ম অবধারিত হয় তদনুসারে ওদ্দেশীয় লোকেরা আচরণ করে, তথাপি প্রায় তাবৎ সভ্য জাতীরাই নিম্নোক্ত নিয়মের ন্যায় মনুষ্যের বিবেচনাসিদ্ধ কতক নিয়ম তিপালন করে, যথা—এক দেশীয় লোকেরা যদি অন্য কোন স্থানে ন করিবার জন্যে কিম্বা যে রাজ্য তাহারদের হস্তছাড়া হইয়াছে হা পুনরায়ত্ত করার নিমিত্তে অথবা অন্য কোন জাতীয়ের সহিত াজ্য করণ ইত্যাদি আবশ্যকীয় কোন কারণে গমন করে তবে অন্য জাতীয় লোকের অধীন যে দেশ, পর্ব্বত, নদী বা সমুদ্ তাহা তাহারা নিরুপদ্রবে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবার অনুমতি া উচিত, অথবা এক দেশীয় লোক শরীরারোগ্য বা অন্য বিশিষ্ট কারণে অন্য দেশে বাস করিতে চাহিলে তাহারা চরণের অনুমতি পাওযা উচিত। আর যদি এক দেশের রাজা সনকর্ত্তাদিগের প্রতিনিধি অর্থাৎ উকীল অন্য দেশের রাজার রাজ্যে রাজদূতস্বরূপ গমন করেন তবে তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার হওয়া উচিত নহে, এবং তিনি কোন অপরাধ বা দুষ্ক্রিয়া করিলেও তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশের রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবার জন্যে পাঠান আবশ্যক, যেহেতুক তিনি যে দেশে দূতস্বরূপ গমন করেন সেই দেশের ব্যবস্থানুসারে তাঁহার অপরাধের বিচার হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ—প্রজাদিগের আচরণেব নিমিত্তে দেশের বাজা অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা যে সকল বিশেষ নিয়ম স্থাপন কবেন, এবং চিরকালাবধি যে দেশে যে আচার ব্যবহারানুসারে শাসনকর্ত্তারা দেশশাসন করিয়া আসিতেছেন, তাহাকেই শাসনকর্ত্তার সংস্থাপিত নীতি ও

দেশের শাসনকর্ত্তার সংস্থাপিত ব্যবস্থার কথা।

ব্যবস্থ বলা যয় যথা এতদ্দেশে সরকার বাহাদুরের কৃত আইন ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে শাসনকর্ত্তার সংস্থাপিত ব্যবস্থা কাহাকে বলা যাইবেক তাহার কথা।

ইঙ্গলণ্ড ইত্যাদি অনেক দেশীয় লোকেরা যাহা ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্র বলিয়া মান্য করেন তাহাতে মনুষ্যদিগের নানা আচরণ ও বিবিধ স্বত্বের বিষয়ে বিশেষ২ বিধান নাই, অর্থাৎ বাইবেলে ঐ সকল বিষয়সংক্রান্ত যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাহা যিহুদজাতীয় লোকদিগের নিমিত্তে সংস্থাপিত হওয়াতে তাহা ঐ সকল দেশে প্রতিপালন হয় না, এজন্যে তত্তদ্দেশে রাজার দ্বারা দেশের আ ব্যবহারানুসারে নানা বিধি ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায় তাবৎ বিষয়ে বিশেষ২ ব্যবস্থা অ এনিমিত্তে পূর্ব্বকালে শাস্ত্রানুসারে রাজ্যশাসন হইত, এবং জার সংস্থাপিত নীতি ব্যবস্থা পৃথক ছিল না, কিন্তু ভারত সরকার বাহাদুরের অধিকার হইলে অবিকল স্মৃতিশাস্ত্রানুস দেশশাসন করা উচিত বোধ না হওয়াতে গবর্ণমেণ্টহইতে সকল আইন হইয়াছে এবং এদেশে চিরকালাবধি যে সকল আ ব্যবহার চলিত আছে, তাহাকেই এদেশে প্রকৃত শাসনকর্ত্তার স্থাপিত বিধান গণ্য করিতে হইবেক

পৃথিবীতে কয় প্রকারে দেশশাসন হয় তাহার কথা।

সর্ব্বদেশে শাসনকর্ত্তা এক প্রকারের নহে এবং পৃথিবীতে রা শাসনের সর্ব্ব সাধারণ তিন প্রকারের নিয়ম আছে, অর্থাৎ দে দেশে তাবৎ প্রজা একত্র হইয়া রাজ্যশাসনের বিধি ব্যবস্থা সংস্থা করেন, কোন২ দেশে কএক জন প্রধান ব্যক্তি রাজ্যশাসন ক এবং স্থান বিশেষে কেবল এক ব্যক্তি অর্থাৎ এক রাজার রাজ্যশাসনের ভার থাকে

এদেশের শাসনকর্ত্তার কথা।

পার্লিমেণ্ট নামক যে সমাজ সেই ইঙ্গলণ্ড দেশের শাসনকর্ত্তা, এনিমিত্তে তদ্দেশে রাজা প্রজা ও দেশের প্রধান ব্যক্তি তাবতের রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রভুত্ব আছে, ও এই দেশ ইঙ্গরেজদিগের অধীন হওয়াতে পার্লিমেণ্টের দ্বারা এদেশও শাসিত হইতেছে, এবং যে সকল শাসনকর্ত্ত এখানে আছেন তাঁহারা পার্লিমেণ্টের অধীন

২ অধ্যায়।

ভারতবর্ষে অর্থাৎ কম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে চলিত নীতি ও ব্যবস্থার কথা।

কম্পানির রাজ্যে চলিত নীতি ■ ব্যবস্থার কথা।

কম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশসকলে এই কএক প্রকারের নীতি ও ব্যবস্থা চলিতা আছে, অর্থাৎ প্রথমতঃ—সরকার বাহাদুরের সংস্থাপিত আইন ইত্যাদি, দ্বিতীয়তঃ—হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্র ও মুসলমানের শরা, তৃতীয়তঃ—দেশাচার ও কুলাচার।

এদেশে আইন সংস্থাপিত হওয়ার কথা।

এদেশে হিন্দু রাজাদিগের প্রভুত্ব থাকা কালে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে রাজ্যশাসন হইত, পরে মুসলমানদিগের অধিকার হইলে উত্তরাধিকারিত্ব প্রভৃতি বিবিধ স্বত্বের বিষয়ে হিন্দুদিগের পক্ষে স্মৃতিশাস্ত্র ও মুসলমানেরদের পক্ষে শরা চলিত ছিল, কিন্তু অপরাধের দণ্ড ইত্যাদি ফৌজদারির বিষয়ে উভয় জাতির পক্ষেই শরার বিধান খাটিত। ১৭৬৫ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ কম্পানি বাহাদুরের শাসনাধীন হইলে ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থা সমুদায় এদেশে চলিত করা অনুচিত বোধ হওনে ১৭৯৩ সালে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল মার্কুইস্ কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর ইঙ্গলণ্ড অর্থাৎ বিলাযতের পার্লিমেণ্টের দত্ত ক্ষমতানুসারে এদেশ শাসনের জন্য এক গ্রন্থ আইন প্রস্তুত করিয়া প্রচার করেন, এবং ঐ আইন এদেশের শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ সরকার বাহাদুরের সংস্থাপিত এবং নিয়ম ও ব্যবস্থার মূল। পরে কালক্রমে দেশের অবস্থা ও আচারের ফল দৃষ্টে নূতন আইন সংস্থাপন অথবা পূর্ব্বের আইন রহিত বা মতান্তর হইতেছে, ইহার সবিশেষ আমরা পশ্চাৎ লিখিব।

শাস্ত্র ও শরা ইত্যাদির কথা।

সরকার বাহাদুরের সংস্থাপিত আইনসকলের দ্বারা হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও মুসলমানের শরার বিধান সমুদায় রহিত হয় নাই, ও উত্তরাধিকারিত্ব বিবাহ ও জাতি এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ে হিন্দু হইলে স্মৃতিশাস্ত্র ■ মুসলমান হইলে শরার বিধান খাটে (অ), ও দেশে অন্যান্য জাতীয় যে সকল লোক বাস করিতেছে তাহারদের বিষয়ে তাহারদের স্ব২ নীতি ও ব্যবস্থানুসারে আচরণ হয়।

(অ) ১৭৯৩ স —৪ আ—১৫ ধা।

পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের ব্যবস্থার কথা।

সরকারের আজ্ঞাক্রমে শাস্ত্র ও শরাসংক্রান্ত সমস্ত বিধান সংগৃহীত হইয়া আইনের ন্যায় প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু হিন্দুদিগের স্মৃতিশাস্ত্র এবং মুসলমানদিগের শরাসংক্রান্ত অনেক প্রাচীন গ্রন্থ এপর্য্যন্ত আছে, ও ঐ সকল শাস্ত্রব্যবসায়ি পণ্ডিত ও মৌলবীগণ শাস্ত্র ও শরা দৃষ্টে যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তদনুসারে হিন্দু ও মুসলমানদিগের স্বত্ব নির্ণয় হয়

ফৌজদারী বিষয়ে শরাখাটিবার কথা।

অপর অপরাধের দণ্ড ইত্যাদি ফৌজদারী বিষয়ে প্রায় মুসলমানের শরার বিধান প্রতিপালন হয়, কিন্তু যে২ বিষয়ে শরার ম অন্যথা হইয়া সরকার বাহাদুরের আইনে নূতন কোন বিধ হইয়াছে সেই২ বিষয়ে আইনের মত প্রতিপালন হয়।

দেশাচার ও কুলাচারের কথা।

এতদ্দেশে দেশাচার এবং কুলাচার উভয়েই নীতি ও ব্যবস্থ তুল্য বলবৎ (আ), এবং দেশাচার বা কুলাচার শাস্ত্রের বিপরীত হই লেও তাহা প্রতিপালন হওয়া উচিত (ই), যথা—শাস্ত্রানুসারে পিতা ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ তাবৎ পুত্রেরা পাইতে পারে, কিন্তু যদি কোন বংশে একা জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাওয়ার রীতি থাকে তবে ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রই সমুদায় সম্পত্তি পায় (ঈ), তদনুরূপ জারজ সন্তানের পিতার সম্পত্তি পাইতে পারে না, কিন্তু যদি কোন প্রদেশে পাওয়ার রীতি থাকে তবে ঐ রূপ সন্তানেরাও পিতার ধনের উত্তরাধিকারি হইতে পারে (উ)।

নজির অর্থাৎ আদালতের বিচারে নির্দ্দিষ্ট নীতি ব্যবস্থার কথা।

বহুকালাবধি আদালতসকলের বিচারে যে২ নীতি ব্যবস্থা ও দেশাচার বা কুলাচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও এক প্রকার নীতি ব্যবস্থার তুল্য বলবৎ, যেহেতুক পূর্ব্বাপর যে নীতি নিয়ম সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে তাহা এক্ষণে অসঙ্গত বোধ হইলেও তাহার

(আ) স—মি—সেখ নজির আলী, আ—কালীচরণ,—রি—১৮৫১ সা ৮ মে।

(ই) স—মি—রাজা বিদ্যানন্দ সিংহ, আ—রাজা রুদ্রানন্দ সিংহ, রি—১৮৩২ সা— ৫ এপ্রেল। রাণী সুমিত্রা, আ— রামগঙ্গা মানিক, রি—১৮২০ সা—২৩ জুলাই। রাজা গুরুন রায়ণ দেব, আ—আনন্দলাল সিংহ, রি—১৮৪০ সা—২৪ ফেব্রুয়রি।

(ঈ) স—মি—রামগঙ্গা দেব, আ—দুর্গামনি যুবরাজ, রি—১৮০৯ সা—২৪ মার্চ।

(উ) স—মি—মোহন সিংহ, আ—চুমন রায়, রি—১৭৯৯ সা—২০ নবেম্বর।

অন্যথাচরণ হইতে পারে না, যথা—কম্পানি বাহাদুরের তাবৎ আদালতের শ্রেষ্ঠ সদর আদালতে নিষ্পন্ন মোকদ্দমাসকল তাবতের জ্ঞাতার্থে ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে, ঐ সকল মোকদ্দমায় আইন ও শাস্ত্র ও শরা এবং দেশাচার ও কুলাচারসংক্রান্ত নানা বিষয়ে যে সকল বিধান হইয়াছে তাহা বিধি ব্যবস্থার ন্যায় সর্ব্বত্র মান্য হয়।

---

৩ অধ্যায়।

সরকার বাহাদুরের সংস্থাপিত আইনের কথা।

"রা এই অধ্যায়ে সরকার বাহাদুরের সংস্থাপিত আইন কি প্রস্তুত ও জারী হয় এবং তাহার অর্থ কি প্রকারে করা কর্ত্তব্য কল আইন কোন্২ দেশে চলে তাহার বিবরণ লিখিব।

সরকার হইতে যে কম্পে আইন সংস্থাপিত হইল তাহার কথা।

৭৯৩ সালের পূর্ব্বে কম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে নির্দ্দিষ্ট ান আইন ছিল না, কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণর হওয়া অবধি ।দালত ও মাল সম্পর্কীয় কতক নিয়ম যদিচ প্রচার হইয়াছিল থাপি তৎসমুদায় শৃঙ্খলামত সংগৃহীত হইয়া দেশীয় ভাষায় প্রচার না হওয়াতে প্রজাগণ তাহার মর্ম্ম কিছুই অবগত ছিল না, পরে উপরোক্ত সালে এদেশের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে কম্পানি বাহাদুরের অধিকারস্থ দেশের চিরমঙ্গলের নিমিত্তে ও প্রজাদিগের ধন সম্পত্তি স্থিরতর রাখিবার জন্যে যে সকল আইন জারী হয় তাহা গ্রন্থের ন্যায় রচনা করিয়া এদেশীয় ভাষায় তর্জ্জমা ও ছাপা হইবার এবং প্রত্যেক আইন যে সকল হেতুতে জারী হয় তাহাও ঐ আইনের শিরোনামায় লিখিয়া শৃঙ্খলামত আইন প্রচারের আদেশ করেন, তদনুযায়ি আইন প্রস্তুত হইয়া তাহাতে যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে এক্ষণে দেশশাসন ও আদালতের বিচারসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, এবং প্রজারাও ঐ সকল আইন অবগত হইয়া তাহারদিগের আপনা২ স্বত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ও রাজ্যশাসন অর্থাৎ

আদালতসকলের কার্য্যের বিষয়ে ও টাক্স ও সায়েবাতের হাসিল মাসুল ও সরকারের মালগুজারী তহসীল ও জমীদার ও প্রজাবর্গের স্বত্ব ও কম্পানি বাহাদুরের লবণ ও আফীণের ব্যাপার ইত্যাদি বিষযে এবং আদালতসকলের অধীন এদেশীয় বা ভিন্ন দেশীয় সমস্ত লোকের স্বত্ব ও ধন সম্পত্তির বিষযে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কৌন্সলহইতে যে সকল হুকুম হয়, তাহা আদালতের সিরিশ্তায় লিখিত হইয়া আইনস্বরূপ ছাপা ও জারী হইতেছে

আইন রদ ও মতান্তর হওয়ার কথা।

অপর যেং অভিপ্রায়ে কোন আইনজারী হয় তাহা কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইল তাহা আইন চলিত হওয়ার পর উত্তর কালে জানা গেলে তৎকালীন আবশ্যক বোধ হইলে কোন আইন রদ বা মতান্তর হয়, কিন্তু যথাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া কোন আইন জারী অথবা চলিত আইন রদ হইতে পারে না (অ), এবং সরকারের কার্য্যকারকেরা যদি কোন আইনদ্বারা দেশের অপকার হওয়া জানেন, অথবা দেশের উপকারের জন্যে নূতন কোন আইন হওয়া উচিত করেন, তবে তাঁহারা তদ্বৃত্তান্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হ কৌন্সলে জানাইলে বিবেচনানুসারে পূর্ব্ব আইন রদ বা মত স্ত অথবা নূতন আইন জারী হয় (আ)

যে রূপে আইন প্রস্তুত হয় হার কথা।

প্রতি বৎসর যে সকল আইন ক্রমাগত জারী হয় তাহাতে এক দুই ইত্যাদি ক্রমে নম্বর দেওয়া যায়, এবং ঐ আইন সকলের প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরিভাগে যে বৎসরের যে আইন তাহার নির্ণয় থাকে, ও যে বিষয়ের আইন তাহারও সংক্ষেপ বিবরণ লেখা থাকে, আর প্রত্যেক আইন জারী করণের যে সমস্ত হেতুবাদ তাহা আইনের আদিতে লিখিয়া আইনকে ধারাদ্বারা ও আবশ্যক হইলে ধারাকে প্রকরণের দ্বারা ১। ২ ইত্যাদি নম্বরবিশিক্রমে বিভক্ত করা যায়, এবং প্রত্যেক ধারা ও প্রকরণের পার্শ্বে তাহার মর্ম্ম কথা চুম্বকে লেখা যায় বৎসরের মধ্যে যত আইন জারী হয় তাহার এক ফিরিস্তী বৎসরান্তে প্রস্তুত হইয়া আসল আইনের সহিত বান্ধিয়া রাখা যায় (ই)।

অ) ১৭৯৩ সা—৪১ আ—১,২ ধা ১৮২৫ সা—২২ এপ্রল

আ) ১৭৯৩ সা—১০ আ—সর্কু—অ· (ই) ১৭৯৩ সা—৪১ আ—৩,৯ ধা।

আইনসকল উপরোক্তরূপে প্রস্তুত হইয়া ছাপা হইলে তাহা আদালতের বিচারকসকল ও কালেক্টর সাহেব প্রভৃতি সরকারের কার্য্যকারকদিগের নিকট প্রেরিত হয়, এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিচারকেরা ঐ সকল আইন ব্যতীত অন্য কোন বিধিমতে আচরণ করিতে পারেন না (ঈ)।

আদালতের বিচারকাদির দ্বারা আইন প্রতিপালন হইবার কথা

সরকারের নিযুক্ত তর্জ্জমানবীসের দ্বারা প্রত্যেক আইন দেশীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া ইঙ্গরেজী আইনের ন্যায় পার্শ্বের খোলাসা সমেত নম্বরবিলি ইত্যাদি হইয়া ছাপা হয় আর আইনসমস্ত প্রতিশব্দে ও অক্ষরেং তর্জ্জমা করিলে এ দেশীয় লোকেরা বুঝিতে পারিবেক না এনিমিত্তে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বহাল রাখিয়া সহজ ও কোমল ভাষায় তর্জ্জমা করার বিধান আছে, এবং যে সকল শব্দের চলন নাই তাহা ব্যবহার হইতে পারে না (উ)

আইনসকল দেশীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইবার কথা।

আসল ইঙ্গরেজী আইনে এবং তাহার তর্জ্জমায় বস্তু, সম্পত্তি, স্বত্ব, করারদাদ, দলীল, আদালত, দপ্তরখানা, কাচারি ও আমলা ইত্যাদির যাহার যে খ্যাতি ও যে বস্তুর যে নাম একবার ব্যবহার তাহার পরের আইনসকলেও ঐ খ্যাতি ও নাম ব্যবহার বিধান আছে, আর তর্জ্জমায় যদি এমত কোন শব্দ ব্যবহার হয় যে তাহা এ দেশীয় লোকেরা বুঝিতে পারে না এবং যা কোন আইনের তর্জ্জমাতেও তাহা ব্যবহার হয় নাই শব্দ প্রথম যে স্থানে লেখা যায় সেই স্থানে তাহার অর্থ হয়া লিখা আবশ্যক যে পশ্চাৎ ঐ শব্দ আর কোন স্থানে ব্যবহার হইলে তাহার অর্থের প্রীতি আর কোন সন্দেহ না থাকে (ঊ)

আইনের তর্জ্জমায় যে সকল শব্দ ব্যবহার হইবেক তাহার কথা

পূর্ব্বে জারী হওয়া আইনের সমুদায় অথবা এক অংশের সহিত পরে জারী হওয়া নূতন আইন যদি না মিলে অর্থাৎ পূর্ব্বের আইনে যে কথার বিধি আছে পরের আইনে যদি তাহার নিষেধ থাকে অথবা তাহার শব্দ ও অর্থের দ্বারা যদি নিষেধ বুঝা যায় তবে

যেং গতিকে পূর্ব্বে জারী হওয়া আইন পরে জারী হওয়া আ-

(ঈ) ১৭৯৩ সা—৪১ আ—১২,১৩ ধা (উ) ১৭৯৩ সা—৪১ আ—১৪,১৬ ধা
(ঊ) ১৭৯৩ সা—৪১ আ—১৮ ধা

ইনের দ্বারা রদ্দ হয় তাহার কথা।

পূর্ব্বের আইনের যে২ কথা পরের আইনের সহিত না মিলে সেই২ কথা রদ হইল এমত জ্ঞান করিতে হয় (ঋ)।

যেং গতিকে রদ হয় না তাহার কথা।

যে নূতন আইনের দ্বারা পূর্ব্বের কোন আইন রদ হয় সেই নূতন আইনই যদি পরে রদ হয় তবে পূর্ব্বের আইন বহাল থাকিল এমত জ্ঞান করিতে হয়, এবং তাহা পুনরায় বহাল করার জন্যে কোন স্পষ্ট বিধানের প্রয়োজন রাখে না (ৠ)।

আইনের অর্থ যেরূপে করিতে হইবেক তাহার কথা।

আইনের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার নিমিত্তে আইন করণ কালে আইনকর্ত্তার অভিপ্রায় কি ছিল ইহা আইনের শব্দ, রচনা, ভাব এবং হেতুবাদ বিবেচনার দ্বারা এবং যে বিষয়ে আইন হয় ও আইনের যে ফল ইহার বিচার করিয়া জানা আবশ্যক।

আইনের শব্দার্থ যেরূপে করিতে হইবেক তাহার কথা।

আইনের শব্দসকলের সর্ব্ব সাধারণ যে অর্থ চলিত তাহাই গ্রহণ করিতে হয়, এবং শিল্প বিদ্যাদি সম্বন্ধীয় শব্দসকলের তত্ত্ববিদ্যা ব্যবসায়ি লোকেরা যে অর্থ করে তাহাই গ্রাহ্য করা উচিত।

আইনের রচনা ও হেতুবাদ দ্বারা ভাব উদ্ধার করিবার কথা।

যদি শব্দের অর্থের প্রতি সন্দেহ হয় তবে আইনের রচনার প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, এবং কোন আইনের ভাব উদ্ধার হইতে না পারিলে ঐ আইনের হেতুবাদের প্রতি প্রণিধান করিয়া অথবা যে বিষয় সংক্রান্ত আইন ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় অন্য কোন আইন থাকিলে তাহার সহিত তুলনা করিয়া আইনের ভাব নিশ্চয় যাইতে পারে।

নানা অর্থ বোধক শব্দের অর্থ যেরূপে করিতে হইবেক তাহার কথা।

আইনে ব্যবহার হওয়া শব্দের যদি নানা অর্থ থাকে ত বিষয়ের আইন সেই বিষয়ে যে অর্থ খাটে তাহাই গ্রহণ ক হয়, যথা—ইঙ্গলণ্ড দেশের ধর্ম্মোপদেশকদিগকে রোমরাজে লোপায় জন্যে ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করার নিষেধ করি.. আইন জারী হইয়াছিল, কিন্তু ঐ আইনে ভূমি শব্দ না লিখিয়া জীবনোপায় শব্দ যে ব্যবহার হইয়াছিল ইহাতেই জীবনোপায়ের খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি ক্রয় করার যে নিষেধ হইয়াছিল এমত বুঝাইত না, যেহেতুক কেবল ভূমি সম্পত্তির বিষয়ে উক্ত আইন হইয়াছিল।*

(ঋ) ১৭৯৩ সা—৪১ আ—২০ ধা। (ৠ) ১৭৯৩ সা—৪১—২১ ধা।

আর কোন শব্দের যথার্থ অর্থ করিলে যদি অতি অসঙ্গত ফল হয় তবে তাহার অর্থ মতান্তর করিয়া করিতে হইবেক, যথা—এক আইনে বিধি আছে যে পথে কোন ব্যক্তি কাহারো রক্ত বাহির করিলে তাহার উগ্র দণ্ড হইবেক, ইহাতে যদি কোন এক চিকিৎসক পথে কোন রোগির রগ্ হইতে রক্ত নির্গত করায় তবে রক্ত বাহির করা বলিয়া চিকিৎসকের প্রতি দণ্ডের বিধান হইতে পারে না। যেং গতিকে শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবেক না তাহার কথা।

আইনের যথার্থ অর্থ নির্ণয় করণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় আইনের ভাব ও আইনকর্ত্তা কি হেতুতে ও কি অভিপ্রায়ে আইন করিলেন ইহার বিবেচনা, কেননা যে হেতুতে আইন হইয়াছিল সেই হেতুই যদি না থাকিল তবে আইন বৃথা, যথা—পূর্ব্ব কালীয় এক আইনে বিধান ছিল যে ঝড়ের সময়ে যে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া আইসে তাহার জাহাজে যে সম্পত্তি থাকে তাহা সে পাইতে পারিবেক না, এবং যে ব্যক্তি জাহাজে থাকে সেই জাহাজস্থ তাবৎ সম্পত্তি পাইবেক। এক দিবস এক জাহাজ ঝড়ে পড়াতে তাবৎ নাবিক জাহাজ ছাড়িয়া গেল, কেবল এক ব্যক্তি পীড়াপ্রযুক্ত বাহির হইতে না পারাতে জাহাজে থাকিল, দৈবাৎ ঐ জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে তীরে আইলে ঐ পীড়িত ব্যক্তি উপরোক্ত আইনানুসারে সমুদায় সম্পত্তি দাবী করিল। এমত বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মত এই যে ঐ পীড়িত ব্যক্তি সম্পত্তি পাইবার নিমিত্তে আইন হয় নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়াও জাহাজ রক্ষার নিমিত্তে থাকে তাহারি উপকারের জন্যে ঐ আইন হইয়াছিল, অতএব যে স্থলে পীড়িত ব্যক্তি জাহাজ রক্ষার জন্যে কোন যত্ন করে নাই, ও অশক্ততার গতিকে জাহাজে ছিল, সে স্থলে উক্ত আইনের দ্বারা তাহার কোন উপকার হইতে পারে না যেং গতিকে আইনকর্ত্তার অভিপ্রায় ও আইন করণের হেতু বুঝিয়া অর্থ করিতে হইবেক তাহার কথা।

এইরূপে আইন করণের হেতু ও তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া আইনের অর্থ করা উচিত আইনে কোন বিষয়ে এক সাধারণ নিয়ম থাকে, প্রত্যেক বিশেষ বিষয়ে যে বিশেষং বিধি থাকিবেক ইহা অসম্ভব, অতএব যে সকল বিশেষ বিষয় উপস্থিত হয় তাহাতে যেং গতিকে ন্যায় অন্যায় বুঝিয়া আইন খাটাইতে হইবেক তাহার কথা।

আইনের অভিপ্রায় বুঝিয়া ন্যায়তাব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা খাটান কর্ত্তব্য

যেং বিষয়ে আইন হই যাছে তাহার কথা

সরকার বাহাদুরের দ্বারা নানা বিষয়ে নানা আইন জারী হইয়াছে, কতক আইন আদালত সম্পর্কীয়, কতক রাজস্ব সম্প র্কীয়, কতক বাণিজ্য ও সৈন্য ও জাহাজ সম্পর্কীয়, অথবা লবণ অ ফীণ ইত্যাদি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে, ইহার সবিশেষ ক্রমশঃ লেখা যাইবেক

আইন জারী হওয়ার প্র মাণ

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলহইতে জারী হওয়া বলিয়া যদি কোন আইন রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় তবে ঐ গবর্ণমেণ্ট গেজেটকেই আইন জারী হওয়ার প্রমাণস্বরূপ জ্ঞান করিতে হয় (১), এবং যে তারিখে ইঙ্গরেজী আইনের নকল পাওয়া যায় সেই তারিখহইতে আইন জারী হয় (৯)

যে তারিখ হইতে আইন জারী হয় তা হার কথা

পার্লিমেণ্টের কৃত আইন এ দেশে যেরূপে জারী হয় তা হার কথা।

আমরা পুর্ব্বেই লিখিয়াছি যে ইঙ্গলণ্ড দেশের শাসনকর্ত্তা যে পার্লিমেণ্ট নামক সভা তাহা এই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা, অতএব এই দেশ শাসনের জন্যে পার্লিমেণ্টদ্বারা আইন সংস্থাপিত হইতে পারে (এ), কিন্তু পার্লিমেণ্টের কৃত আইন এ দেশে জারী করিতে হইলে তাহা গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের দ্বারা এ দেশের আইনের শামিল জারী করা যায়, এবং যে তারিখে ঐ রূপে জারী হয় সেই তারিখ অবধি তাহা এ দেশে চলন হয় (ঐ) যথা—১৮৫২ সালের ৫ আইন।

কদর্থ করণ নব কথা।

কোন বিষয়ে সরকার বাহাদুরের সংস্থাপিত আইনের যথার্থ অর্থ করণে জজ্ সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এবং পুর্ব্বকার প্রবিন্সিয়াল কোর্ট প্রভৃতি আদালতের বিচারকর্ত্তাদিগের মধ্যে পরস্পর মতের অনৈক্য হইলে অথবা তাঁহারদের মনে আইনের অর্থের বিষয়ে সন্দেহ জন্মিলে তাঁহারা সর্ব্বপ্রধান অর্থাৎ সদর দেওয়ানী

---

(১) ১৮৩৫ সা—১০ আ

(৯) সর্কু্য—অ—১৮৩৩ সা—৭ জুন আ—অর্থ—৫৬৬ নং ১৮৩০ স— ১৩ জুলাই।

(এ) উলিয়ম বাদ্শাহের ৩, ৪ আ— ৮১ অধ্যা—৫১ ধা।

(ঐ) স—মি—মিষ্টর ডিসুজা—আ— লেফ্টনাণ্ট রটন সাহেব—রি— ১৮২৭ সা—২৩ ফেব্রুয়ারি

ও নিজামত আদালতের সাহেবানের নিকট আইনের প্রকৃত অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে সদর আদালতের সাহেবেরা আইনের যে অর্থ করিয়া দেন তাহাই চূড়ান্ত হইয়া তদনুসারে এক্ষণে সর্ব্বত্র আচরণ হইতেছে (৩), এবং ঐরূপে সদর আদালতহইতে আইনের যে সকল অর্থ হইয়াছে তাহা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকে ইঙ্গরেজী ভাষায় কনষ্ট্রক্‌শন্ বলা যায় ও তাহা তাবৎ আদালত ব্যবস্থার তুল্য মান্য করেন।

সর্কুলর অর্ডরের কথা।

আদালতসকলের বিচার ও সিরিশ্‌তাসংক্রান্ত নানা কার্য্য সর্ব্বত্র এক প্রণালীতে নির্ব্বাহের জন্যে বিবিধ প্রকারের উপদেশ আব- এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্২ বিষয়ের বিধান আইনে পাওয়া যায় ৎ বিষয় বিশেষে আইনের বিধিসকল প্রতিপালনের নি- বাহুল্য উপদেশের প্রয়োজন রাখে, এজন্যে সময়ে২ আ- ৩র বিচার কর্ত্তাদিগের আচরণের নিমিত্তে সদর আদালত- ত যে সকল নিয়ম প্রচার হইযাছে তাহাকে ইঙ্গরেজী ভাষায় আদালতের সর্কুলর অর্ডর বলা যায়। এই সকল সর্কুলরও লের জ্ঞাতার্থে প্রচার হইয়াছে এবং তাহার বিধান তাবৎ আ- লতের বিচার কর্ত্তাদিগকে আসল আইন ও কনষ্ট্রক্‌শনের ন্যায় তিপালন করিতে হয়।

সদর আদালত ও প্রিবি কৌন্সলের নজিরের কথা।

আইনে যে তাবৎ বিষয়ের বিধান থাকিবেক ইহা কোনরূপেই ম্ভব নহে এজন্যে সদর আদালতে ও বিলায়তের প্রিবি কৌন্সলে শেষ২ বিষয়ে যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে, ঐ সকল নিষ্পত্তি নুসারে সকল আদালতের বিচারকেরা আচরণ করিয়া থাকেন এবং কোন বিচারকের মত ঐ সকল নিষ্পত্তির সহিত অনৈক্য হইলেও তিনি তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না, যেহেতুক আত্ম বিবেচনানুসারে বিচার করা তাঁহার উচিত নহে, কিন্তু আদালতের সংস্থাপিত রীতি ও আইনানুসারে বিচার করা কর্ত্তব্য ১৮৪৫ সাল অবধি সদর আদালতের সমুদায় নিষ্পত্তি এক্ষণে ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে।

---

(৩) ১৭৯৩ সা—১০ আ—২,৩,৪ ধা।

যে সকল দেশে আইন চলে না তাহার কথা।

ভারতবর্ষের নেপাল ইত্যাদি যে সকল দেশ স্বাধীন রাজাদিগের অধীন, এবং যে সকল দেশ লখ্নৌর নওয়াব প্রভৃতি সরকার বাহাদুরের আশ্রিত বা করাধীন রাজার অধিকৃত, সেই সকল দেশে কম্পানি বাহাদুরের সংস্থাপিত আইন চলিত নহে

সাধারণ ও বিশেষ আইনের কথা।

আইনসকলের মধ্যে কোনং আইন কম্পানি বাহাদুরের শাসিত তাবৎ দেশের প্রতি খাটে, যথা—১৮৪৩ সালের ৫ আইন ও ১৮৫০ সালের ২১ আইন ও কোনং আইন কম্পানি বাহাদুরের রাজ্য যে বাঙ্গালা ও বম্বে ও মান্দ্রাজ এই কএক রাজধানীর দ্বারা বিভক্ত আছে তাহার মধ্যে কেবল এক রাজধানীর অধীন প্রতি খাটে, যথা—১৭৯৩ সালের ১ আইন ও ৮ আইন, সালের ৭ আইন ইত্যাদি অপর পূর্ব্বে নওয়াব উজীর বাহা দত্ত ও যুদ্ধে জয় করা দেশের এবং বারাংসের জন্যে আইন জারী হইত।

আইন বহির্ভূত দেশের কথা।

কম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশসকলের মধ্যে কোনং দে তাবৎ আইন জারী ও চলন করা উচিত বোধ না হওয়াতে তাহ এ পর্য্যন্ত তাবৎ আইন জারী হয় নাই, এবং সেই সকল দে শাসনের জন্যে সরকারহইতে কতক বিশেষ নিয়ম নির্দ্দি আছে, কিন্তু ঐ সকল নিয়ম ব্যতিরেকে দেশের অবস্থা দৃ যেং আইন জারী করা সঙ্গত দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল আই জারী হইয়াছে ঐ সমস্ত দেশকে আইন বহির্ভূত দেশ বল যায়, যথা—বাঙ্গালা রাজধানীর অন্তঃপাতি আসাম, আরাক্কান ও খিনাসরিম প্রভৃতি দেশ

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ বম্বে শহরে তাবৎ আইন চলনসা হইবার কথা।

কম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশসকলের মধ্যে কলিকাতা ও বম্বে মান্দ্রাজ এই তিন শহরে কম্পানি বাহাদুরের আইনের চলন নাই। উক্ত তিন শহরের রাজ্যশাসন ও আদালতের বিচার হিন্দু ও মুসলমানদিগের উত্তরাধিকারিত্ব ইত্যাদি বিষয় ভিন্ন অন্যান্য তাবৎ বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশের আইনানুসারে হয়, এবং সরকার বাহাদুরের যে সকল আইন কেবল ঐ তিন শহরের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই মাত্র সেইং শহরের প্রতি খাটে অন্য সকল আইন খাটে না। যথা—১৮৫২ সালের ১৩ আইন ও ৮ আইন ইত্যাদি।

নীতি [illegible] ব্যবস্থার অর্থ কি এবং তাহা কত প্রকারের তদ্বিশেষ উপরে লিখিয়া আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম, কিন্তু সর্ব্ব প্রকার নীতি ব্যবস্থারি মুখ্য অভিপ্রায় মনুষ্যের স্বত্বরক্ষা, অত-এব মনুষ্যদিগের স্বত্ব কিং আমরা প্রথমতঃ তাহার বিবেচনা করিয়া ঐ সকল স্বত্ব যেরূপে রক্ষা হয় তাহা পশ্চাৎ লিখিব।

---

৪ অধ্যায়।

মনুষ্যদিগের স্বত্বের কথা

মনুষ্যদিগের স্বত্ব কি তাহা নির্ণয় করণ এবং ঐ সকল স্বত্বের প্রতি হানি জন্মিলে যে অন্যায় হয় তাহা নিবারণ করণ এই দুই নীতি ও ব্যবস্থার মুখ্য অভিপ্রায়।

নীতি ও ব্যবস্থার অভিপ্রায়।

মনুষ্যের স্বত্ব দুই প্রকার অর্থাৎ প্রথমতঃ—মনুষ্যের আত্ম শরীর সম্বন্ধে যে স্বত্ব ও দ্বিতীয়তঃ—দ্রব্যের প্রতি মনুষ্যের যে স্বত্ব।

মনুষ্যের স্বত্ব কয় প্রকার তাহার কথা।

অপর অন্যায়ও দুই প্রকার অর্থাৎ প্রথমতঃ মনুষ্যের নিজের প্রতি ও দ্বিতীয়তঃ সমুদায় রাজ্যের প্রতি যে সকল অন্যায় হয়। থা—মারপীট করণ বা সম্পত্তিহইতে বেদখল করণ ইত্যাদিকে নুষ্যের নিজের প্রতি অন্যায় করা বলা যায়। এবং ডাকাইতী রণ ইত্যাদি অপরাধ যদ্দারা দেশের শান্তিভঙ্গ হয় তাহাকে াজ্যের প্রতি হওয়া অন্যায় বলা যায়। অতএব নীতি ও ব্যব-ার চারি অভিপ্রায় গণ্য করিতে হইবেক, অর্থাৎ প্রথমতঃ—মনুষ্য-দিগের আত্ম শরীরসম্বন্ধীয় স্বত্ব কিং এবং ঐ সকল স্বত্ব কিরূপে ক্ষা ও নষ্ট হয় তাহার নিরূপণ

অন্যায় কয় প্রকার তাহার কথা।

নীতি ও ব্যবস্থার যে চারি অভিপ্রায় তাহার কথা।

দ্বিতীয়তঃ—নানা দ্রব্যের প্রতি মনুষ্যের কিং স্বত্ব এবং ঐ সকল স্বত্ব কিরূপে রক্ষা ও নষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ—মনুষ্যের নিজের প্রতি অন্যায় কিং এবং ঐ সকল অন্যায়ের প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে।

চতুর্থতঃ—রাজ্যের প্রতি অন্যায় অর্থাৎ অপরাধ কিং এবং তাহার প্রতিকার ও দণ্ড কিরূপে হইতে পারে।

স্বত্ব শব্দের অর্থ।

কিন্তু স্বত্ব শব্দের যথার্থ ভাব ও অর্থ এখানে কি বুঝিতে হইবেক আদৌ তাহা জানা আবশ্যক। নীতি ও ব্যবস্থাশাস্ত্রে মনুষ্য দুই প্রকারের গণ্য করা যায় অর্থাৎ প্রথম সাধারণ তাবৎ মনুষ্য, দ্বিতীয় যে সকল মনুষ্য দেশশাসনাদি কোন কার্য্যে একা অথবা দলবদ্ধ হইয়া নিযুক্ত হয় সাধারণ তাবৎ মনুষ্যের প্রত্যেকের স্বত্ব আছে যে তাহারা আপন শরীর ও প্রাণ নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করে, ইহাকে সাধারণ মনুষ্যের স্বত্ব বলা যায় অপর দেশশাসনে নিযুক্ত রাজ ও আদালতের বিচারক ইত্যাদি যাঁহারা আছেন তাঁহারদের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাকেও আমরা স্বত্ব কেননা রাজা বা বিচারকের প্রজাপালন ও ন্যায় অন্যায়ের ও দণ্ডকরণের যে ক্ষমতা আছে তাহাও যথার্থ পক্ষে তাঁহা পদোপলক্ষে প্রাপ্ত স্বত্বের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক—,সু যেমত শাসনকর্ত্তার প্রজাপালনের স্বত্ব আছে সেই মত প্রজ. শাসনকর্ত্তার দ্বারা প্রতিপালিত হইবার স্বত্ব আছে ভিন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যে পিতা পুত্র, স্ত্রী স্বামী, ও চ মুনিব ইত্যাদি নানা সম্পর্কের গতিকে পরস্পর যে সকল ক কর্ম্ম তাহাকেও এক প্রকার স্বত্ব বলা যায়, যথা—সন্তানের এই যে পিতার দ্বারা প্রতিপাল্য হয় এবং পিতার স্বত্ব এই সন্তানহইতে মান্য ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হয় এবং বৃদ্ধাবস্থায় প্রতি পালিত হয়

অতএব আমরা মনুষ্যদিগের আত্ম শরীরসম্বন্ধীয় স্বত্বকে এ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রমশঃ প্রত্যেকের বিবেচনা করি অর্থাৎ প্রথমতঃ—সাধারণ মনুষ্যদিগের আপন২ শরীরসম্বন্ধীয় যেং স্বত্ব, দ্বিতীয়তঃ—দেশের শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি সম্বন্ধজনিত যে সকল স্বত্ব, তৃতীয়তঃ—মনুষ্যদিগের পরস্পর নানা সম্পর্কঘটিত যে সমস্ত স্বত্ব

৫ অধ্যায়

সাধারণ মনুষ্যদিগের আপন২ শরীরসম্বন্ধীয় স্বত্বের কথা।

মনুষ্যের স্বাধীনতার কথা।

মনুষ্যদিগের মুখ্য স্বত্ব স্বাধীনতা পরমেশ্বরকর্তৃক মনুষ্যেরা স্বাধীন হইয়াছে তাহারা এক দেশে একত্রে অনেকে এক সমাজস্থ হইয়া না থাকিয়া যদি প্রত্যেকে একাকী থাকিত তবে যাহার যে ইচ্ছা সে তদনুসারে চলিলে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু যে স্থলে মনুষ্যগণ অনেকে একত্র হইয়া এক স্থানে বাস করিতেছে সে স্থলে যদি প্রত্যেক মনুষ্যের আপন ইচ্ছামত চলিবার ক্ষমতা থাকে এবং তাবতেই স্ব২ অধীন হয় তবে মনুষ্যদিগের সুখ শান্তি কিছুমাত্র থাকে না। যেহেতুক এক ব্যক্তি যাহা করিতে চাহে অন্য ব্যক্তি তাহার বিপরীতাচরণ করিলে কাজেই সর্ব্বত্র গোলযোগ হইয়া ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা স্থিরতর না থাকিয়া বরং তাহার হানি হয় নুষ্যেরা তাবৎ বিষয়ে স্ব২ ইচ্ছামত আচরণ করিতে না পারে ং সকলে সুখে থাকিতে পারে এজন্যে তাহার নীতি, ব্যবস্থা আইন সংস্থাপন করিয়া তাবতেই ঐ আইনানুসারে আচরণ । এবং ঐরূপ আইন সংস্থাপন ও প্রতিপালনের দ্বারা যদিচ ন২ বিষয়ে তাহারদের স্বাধীনতা থাকে না তথাপি অন্যান্য ২ বিষয়ে তাহারদের স্বাধীনতা স্থিরতর থাকে, অর্থাৎ আইন ও ব্যবস্থা সংস্থাপন ও মান্য করণের দ্বারা মনুষ্যেরা চুরী ডাকাইতী ইত্যাদি যে সকল কার্য্য করিলে অন্যের ক্ষতি হয় কেবল তাহাই ইচ্ছানুসারে করিতে পারে না (কেননা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ক্ষতি করাতে যদি কোন বাধা না থাকে তবে অন্য ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করিতে পারিবেক, সুতরাং তাহা হইলে কাহারো স্বাধীনতা থাকে না) ইহা ব্যতীত আর তাবৎ বিষয়েই মনুষ্য স্বাধীন, এবং যাবৎ সে অন্যের অনিষ্ট পক্ষে না যায় তাবৎ সে যেমত ইচ্ছা সেইমতে আচরণ করিতে পারে ও কোন ব্যক্তি নানা দুষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াও যদি তাহা প্রকাশ্যরূপে বা পরের

হানির নিমিত্তে না করে তবে ব্যবস্থামতে তাহার দণ্ড হইতে পারে না যথা—এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে যদি কাশ্মিরী শাল কি জুতা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া কোন বিধান চলিত করা যায় তবে তদ্দ্বারা মনুষ্যের স্বাধীনতার প্রতি অনর্থক হানি জন্মিযা অনেক অন্যায় হইবেক, যেহেতুক কেহ শাল বা জুতা ব্যবহার করিলে তাহাতে কাহারো ক্ষতি নাই কিন্তু সরকারী পেযাদার ন্যায় চাপরাস ধারণ করণের যে নিষেধ আছে (অ) ঐ নিষেধের দ্বারা যদিচ মনুষ্যের স্বাধীনতার হানি হয় তথাপি তাবতের মঙ্গলের নিমিত্তে সেই হানি না হইলেও হয় না কেননা কোন ব্যক্তি সরকারী চাপরাসির ন্যায় চাপরাস ধারণ করিতে যদি পারিল তবে ঐ উপলক্ষে সে সামান্য প্রজাদের উপর অ- অত্যাচার করিবেক। অতএব যে দেশে নীতি ব্যবস্থা ও সেই দেশের মনুষ্যদিগের আপন২ স্বাধীনতার এক ং অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে পরের ক্ষতি করণ ইত্যাদি বিষয়ে যে হারদের স্বাধীনতা তাহা পরিত্যাগ করিয়া তত্তদ্বিষয়ে তাঃ দিগকে ব্যবস্থার অধীন হইতে হয়। সুতরাং ঐ স্বাধীনতা ' যে স্বাধীনতা বক্রী থাকে তাহাই তাবৎ সভ্য জাতীয় মঃ দিগের অন্যান্য সমস্ত স্বত্বের মূল হইয়াছে এবং সেই স স্বত্ব রক্ষা করাই তাবৎ নীতি ও ব্যবস্থার তাৎপর্য্য। যেং সম্পূর্ণরূপে সভ্য নহে সেইং দেশীয় লোকেরা সভ্য জাতী ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন নহে, ও এই দেশের লোকেরাও ইঙ্গ দিগের রাজ্য হওয়ার পূর্ব্বে তাবৎ বিষয়ে যে সম্পূর্ণ মত স্বা ছিলেন এমত বলা যাইতে পারে না, কিন্তু এক্ষণে ইঙ্গরেজ গ মেণ্টের প্রসাদে তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়েই স্বাধীন হইয়াছেন, অ আমরা যে স্বাধীনতার কথা উপরে লিখিয়াছি তাহার গতিকে মনুষ্যদিগের আপন২ শরীরসম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব জন্মিযাছে তা- হার ব্যাখ্যা এক্ষণে করিব

মনুষ্যের শরীরসম্বন্ধীয়

মনুষ্যের শরীরসম্বন্ধীয় স্বত্ব তিন প্রকার। প্রথমতঃ—জীবন ও শরীর নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার প্রতি মনুষ্যের যে স্বত্ব। দ্বিতীয়তঃ—

(অ) ১৮৩৫ সা—৮ আ

স্বাধীন হইয়া স্বেচ্ছামত বাস করণের প্রতি তাহার যে স্বত্ব তৃতীয়তঃ—মনুষ্যের আপন ধন সম্পত্তির প্রতি যে স্বত্ব তিন প্রকার স্বত্বের কথা।

প্রথম—জীবন ও শরীর নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার প্রতি মনুষ্যের যে স্বত্ব তাহার বিবরণ এই, অর্থাৎ আপন প্রাণ, শরীর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শরীরের অরোগিতা এবং সম্ভ্রম এই সকল অবাধে রক্ষা করণের প্রতি তাবৎ মনুষ্যের স্বত্ব আছে জীবন ও শরীরের প্রতি মনুষ্যের যে স্বত্ব তাহার

মনুষ্যের প্রাণ ঈশ্বরদত্ত, অতএব তৎপ্রতি মনুষ্যের স্বভাবতঃ স্বত্ব জন্মে বরং মাতৃগর্ভে সন্তানের সঞ্চার হওয়ামাত্র তাহাকে নীতি ও ব্যবস্থাশাস্ত্রে প্রাণী গণ্য করা যায় যেহেতুক কেহ কোন স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করাইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় (আ), এবং সন্তান গর্ভে থাকাতেই তাহার নামে দান সিদ্ধ হয়, অথবা তাহার প্রতিপালনজন্যে ওসী নিযুক্ত হইতে পারে

যুদ্ধাদি করণ ও নানা শত্রু ও বিঘ্নহইতে শরীর রক্ষা করণ ইত্যাদি বিবিধ উপকারের নিমিত্তে পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে হস্ত পদাদি অবয়ব দিয়াছেন, অতএব নিরর্থক ঐ সকল অঙ্গ নষ্ট করা উচিত নহে মনুষ্যের প্রাণ ও হস্ত পদাদি নীতি ও ব্যবস্থামতে এতাদৃশ মূল্যবান্ দ্রব্য যে তাহা রক্ষার জন্যে মনুষ্য বধ করিলেও কোন অপরাধ নাই (ই), কেননা শরীরের অঙ্গ ও প্রাণ রক্ষার জন্যে যে কার্য্য করা যায় তাহা না করিলে কোনক্রমেই হয় না, অতএব যদি কেহ প্রাণ হারাইবার কিম্বা হস্ত পদাদি নষ্ট হইবার ভয়ে দলীল লিখিয়া দেয় অথবা অন্য কোন কার্য্য করে এবং ঐ কার্য্য রীত্যনুযায়িও হয় তথাপি তাহা অকর্ম্মণ্য। কাহারো প্রাণ ও অবয়ব কেহ আপন ক্ষমতায় নষ্ট করিতে পারে না, কেবল খুন ইত্যাদি নীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কোন অতি গুরুতর অপরাধ করিলে আইনের আজ্ঞানুসারে মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, তদ্বিশেষ আমরা পশ্চাৎ লিখিব হস্ত পদাদি অবয়বের প্রতি মনুষ্যের যে স্বত্ব তাহার কথা

মনুষ্যেরদের আত্মরক্ষার জন্যে যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে তাহা ভিন্ন কেহ তাহারদের শরীর নষ্ট কিম্বা আঘাত বা ক্ষত শরীর নির্ব্বিঘ্নে রক্ষার প্রতি মনুষ্যের

(আ) স—নিজামৎ—রি ২ ব ৪৩৪ পৃ। (ই) ১৮০১ সা—৮ আ—৩ নিং—আ—রিপোর্ট ৫ বালম ১৫০ পৃ।

যে স্বত্ব তাহার কথা।

করিতে অথবা অন্য কোনরূপে আক্রমণ করিতে চাহিলেও তাহ হইতে ঐ শরীর রক্ষা হওয়া উচিত

শরীর আরোগ্য রক্ষার প্রতি মনুষ্যের স্বত্বের কথা।

অপর যে সকল কার্য্যের দ্বারা মনুষ্যের শরীরারোগিতা নষ্ট হইয়া পীড়া জন্মে, তাহা হইতেও মনুষ্যেরা রক্ষ পাওয়া কর্ত্তব্য

সম্ভ্রম ও সম্মানের প্রতি মনুষ্যের যে স্বত্ব তাহার কথা

মনুষ্যদিগের আপনং সম্ভ্রম ও সম্মান মিথ্যা অপবাদহইতে রক্ষা করণের প্রতিও স্বত্ব আছে, অর্থাৎ কাহারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে অন্যান্য সুখ সম্ভোগের প্রতি হানি জন্মে মিথ্যাপবাদের প্রতিকারের বিষয়ে আমরা যখন উল্লেখ করিব, তখন ইহার সবিশেষ লিখিব

স্বেচ্ছামত বাস করণের প্রতি মনুষ্যের যে স্বত্ব তাহার কথা।

দ্বিতীয়—স্বেচ্ছামত বাস করণের প্রতি মনুষ্যেরদের যে স্বত্ব তদনুসারে তাহারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়া বাস করিতে পারে, এবং তাহারদিগকে ব্যবস্থানুসারে হাকিমের আজ্ঞা না হইলে কেহ কয়েদ বা আটক করিতে পারে না (ঐ), আর অতি গুরুতর অপরাধ

বিনা কারণে কোন ব্যক্তি কয়েদ না হইতে পারিবার কথা।

না করিলে কেবল কোন লোকের প্রার্থনাক্রমেই কাহাকেও আটক করিবার জন্যে আদালতহইতে পরওয়ানা জারী হইতে পারে না এবং কোন অপরাধ করণ কালে অথবা ঐ অপরাধ করার অব্যবহিত পরেই অপরাধী ব্যক্তি যদি ধরা পড়ে, অথবা কোন চোরকে যদি অপহৃত দ্রব্য সমেত পাওয়া যায় তবে এমত গতিকে যদিচ আদালতের হুকুম না হইলেও অপরাধি মনুষ্যকে ধরা যাইতে পারে, তথাপি তাহাকে তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবেক, এবং উক্ত সাহেবের নিকট নিরপরাধী বলিয়া সে প্রমাণ দিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পায় (ঊ)। কোন ব্যক্তি নিরর্থক কয়েদ না হয় এনিমিত্তে যে সকল সামান্য অপরাধে জামীন লওয়া যাইতে পারে সেই অপরাধে অপরাধি ব্যক্তিদিগকে জামীন লইয়া খালাস দেওয়ার বিধান আইনে আছে, এবং ঐ জামিনীর টাকার সংখ্যা অপরাধি ব্যক্তির সঙ্গতি অনুসারে নির্ণয় হওয়া উচিত ইহার অভিপ্রায় এই যে পাছে অত্যধিক টাকার জামিনী তলব হইলে অপরাধী ব্যক্তি জামীন দিতে না পারে, এবং নিরর্থক কয়েদে থাকে।

(ঐ) ১৮০৭ সা—৯ আ। (ঊ) ১৮১৭ সা—২০ আ—২৫ ধা।

এইরূপে দেশের হাকিমেরাও যদি অকারণে কাহাকেও কয়েদ করিতে না পারেন তবে ইহাতে মনুষ্যের স্বাধীনতা স্থিরতর থাকে কিন্তু বিশেষ কোন ব্যক্তির দ্বারা যদি রাজ্যের মহৎ অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে তাহাকে কয়েদ করা নিতান্ত আবশ্যক, এতদনুসারে এ দেশের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে ক্ষমতা আছে যে কোন ব্যক্তিকে আদালতের বিচারদ্বারা অপরাধি করণের বিশিষ্ট হেতু না থাকিলে অথবা ঐরূপে বিচার করা অনুচিত হইলে তাঁহাকে কয়েদ করবার হুকুম দেন (ঊ), কিন্তু যে বিষয়ে উক্তরূপ আচরণ না করিলেই নহে কেবল ঐমত গতিকে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর উক্ত ক্ষমতামত কার্য্য করেন

বিশেষ গতিকে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কেন ব্যক্তিকে কয়েদ করিতে পারেন

এ দেশের জমীদারদিগেরও খাজানার হিসাব নিষ্পত্তি করার বা ভুমি মাপের জন্যে অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট কারণে প্রজাদিগকে ধরিয়া আনাব ক্ষমতা আছে (ঋ), কিন্তু কোন ব্যক্তির সম্মতি বিনা তাহাকে বলপূর্ব্বক কাহারো বাটীতে আটক করা বা কুলোপে রাখাকেই কয়েদ বলা যায় (ৠ) অতএব ধরিয়া আনাব ক্ষমতা যে জমীদারেরদের আছে তদনুসারে যে তাঁহারা কাহাকেও কয়েদ রাখিতে পারিবেন এমত বুঝা যায় না, অথচ জমীদারেরা উক্ত ক্ষমতার মতাচরণ কিরূপে করিবেন ইহা নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করাও কঠিন অপর কাহাকেও অন্যায়পূর্ব্বক কয়েদ করণের প্রতি আইনে এমত দৃঢ় নিষেধ আছে যে যদি কেহ কাহাকেও কয়েদ করিয়া ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কবুলিয়ৎ, তমঃস্সুক ইত্যাদি কোন দলীল লয় তবে তাহা অকর্ম্মণ্য (ৡ), কিন্তু যদি আইনের আজ্ঞানুসারে কয়েদ থাকিয়া কেহ কোন দলীল লিখিয়া দেয়, তবে তাহা কর্ম্মণ্য হয়।

জমীদারদিগের প্রজাদিগকে ধরিয়া আনিবার ক্ষমতা থাকার কথা।

স্বেচ্ছানুসারে বাস করিবার প্রতি মনুষ্যদিগের যে স্বত্ব তদনুসারে এই দেশীয় লোকেবা স্বং দেশের যেখানে যত কাল ইচ্ছা

অপরাধী ভিন্ন অন্য কোন লোক দেশ

(ঊ) ১৮১৮ সা—৩ আ

(ঋ) ১৭৯৯ সা ৭ আ—১৫ ধা—৮ প্র

(ৠ) ১৭৯৩ সা—১৭ আ—২৮ ধা। ১৮১৭ সা ২০ আ,—২৫ ধা।

(ৡ) স—নি—স্বরূপচন্দ্র সরকার, আ—রাজা গিরীশচন্দ্র ওগয়রহ, রি—১৮৩১ সা—১৫ আগষ্ট —সেখ দাসু, আ—পুরণিয়ার কালেক্টর সাহেব, রি—১৮২৫ সা—২জুলাই।

হইতে বহিষ্কৃত, হইতে না পারিবার কথা।

তত কাল অবাধে বাস করিতে পাবে, এবং কেহ কাহাকেও কোন স্থানহইতে বহিষ্কৃত করিতে পারে না, কেবল কোন ব্যক্তি বিশেষ অপরাধ করিলে তাহাকে আইনের বিধানানুসারে দেশান্তর করা যাইতে পাবে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অতি দুষ্টাচারীও হয় তথাপি হাকিমেরা তাহাকে কোন জিলা বা শহরহইতে বহিষ্কৃত করিতে পাবেন না (ঌ)

সম্পত্তির প্রতি মনুষ্যের যে স্বত্ব তাহার কথা

তৃতীয়—আপন ধন সম্পত্তির প্রতি মনুষ্যের যে স্বত্ব তদনুসারে তাবৎ লোকেরা স্বং উপার্জ্জিত বস্তু অবাধে উপভোগপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে কাহারো অপেক্ষা বিনা দান বিক্রয় ইত্যাদি করিতে পারে, এবং আইনের বিধান ব্যতিরেকে ঐ সকল বস্তুর প্রতি কেহ হস্তনিক্ষেপ করিতে পারে না এই স্বত্বের উৎপত্তি কিরূপে হইল এবং তাহা কিপ্রকার ইহার বিবেচনা আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে বাহুল্যমত করিব।

সম্পত্তির প্রতি মনুষ্যের স্বত্বরক্ষার জন্যে এ দেশের শাসনকর্ত্তাগণ এমত মনোযোগি যে সরকারের কার্য্যের নিমিত্তে অথবা দেশের উপকারের জন্যেও কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তিহইতে বেদখল করেন না যদি সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে কাহারো ভূমি ইত্যাদি বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন হয় তবে ঐ ভূমি খামাখা না লইয়া তাহার মালিকের প্রতি যথার্থ মূল্য লইয় তাহা দেওযার জন্যে সরকারহইতে অনুমতি হয়, তথাপি যদি সে স্বেচ্ছামত তাহা ছাড়িয়া না দেয় তবে সরকার বাহাদুর সালীস নিযুক্তপূর্ব্বক ঐ বস্তুর যথার্থ যে মূল্য তাহা নিরূপণ করাইয়া সেই মূল্য মালিককে দিয়া তাহার বস্তু সরকারী কার্য্যে ব্যবহার করিযা থাকেন (এ), কিন্তু এই যে ক্ষমতা তাহাও সরকার বাহাদুর অতিশয় সাবধানতার সহিত ব্যবহার করেন।

(ঌ) স—অর্ডর—১৮১০ সা—২৪ ফেব্রু যারি—নং—১৫৯।

(এ) ১৮২৪ সা— । আ—২,৩ ধা। ও ১৮৫০ সা—৪২ আ।

৬ অধ্যায়।

শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি সম্বন্ধঘটিত স্বত্বের কথা।

মনুষ্যদিগের শরীরসম্বন্ধীয় যে তিন প্রকার স্বত্বের বিবরণ উপরে লিখা গিয়াছে, ঐ সকল স্বত্ব রক্ষার নিমিত্তেই দেশের শাসনকর্ত্তা প্রভৃতির রাজ্যশাসনের প্রতি স্বত্ব জন্মিয়াছে অতএব দেশের শাসনকর্ত্তা কাহারা ও তাঁহারদের স্বত্ব ও ক্ষমতা কি২, এবং ঐ শাসনকর্ত্তাদিগের স্বত্বরক্ষার জন্যে সাধারণ মনুষ্যদিগের কি কর্ত্তব্য তাহার বিবেচনা আমরা এক্ষণে করিব — দেশের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহারদের স্বত্বের কথা।

এ দেশের শাসনকর্ত্তা বিলায়তের পার্লিমেণ্ট ও কম্পানি বাহাদুর, এবং এ দেশে সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট ঐ শাসনকর্ত্তাদিগের স্বত্ব অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয়ে আমরা এই স্থানে এই মাত্র স্থূল লিখিলাম যে প্রজাদিগের শরীর ও ধন সম্পত্তি ইত্যাদি তাবৎ স্বত্ব রক্ষার জন্যে আদালত সংস্থাপনপূর্ব্বক ন্যায় অন্যায়ের বিচার করা শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহার সবিশেষ ক্রমে লিখা যাইবেক, সম্প্রতি আমরা পার্লিমেণ্ট ও সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের কথা লিখিব — শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

---

৭ অধ্যায়

ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্টের কথা।

এতদ্দেশ যদিচ কম্পানি বাহাদুরের অধীন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ তথাপি ইঙ্গলণ্ড দেশের শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ পার্লিমেণ্ট নামক সভাই এ দেশের যথার্থ অধিপতি যেহেতুক যাঁহারদিগকে কম্পানি বাহাদুর বলা যায় তাঁহারা ইঙ্গলণ্ড দেশের সাধারণ প্রজা এবং তাঁহারা পার্লিমেণ্টের দত্ত চার্টর অর্থাৎ সনন্দ পত্রদ্বারা এই দেশ শাসনের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াতে উক্ত পার্লিমেণ্টের এ দেশ শাসনে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, অতএব আদৌ আমরা পার্লিমেণ্টের বৃত্তান্ত লিখিব। — এ দেশ শাসনে পার্লিমেণ্টের কর্তৃত্ব থাকার কথা।

পার্লিমেণ্টে র সংস্থাপন হাউস অব্ লর্ডস্ ও হাউস্ অব্ কমন্সের কথা।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে কোন২ দেশ দেশস্থ প্রধান ব্যক্তিরদের দ্বারা, কোন২ দেশ প্রজাসমূহের দ্বারা, এবং কোন২ দেশ এক রাজার দ্বারা শাসিত হয়, কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশ রাজা প্রজা ও প্রধান ব্যক্তি তাবতেই একত্রে পার্লিমেণ্ট নামক সভা সংস্থাপনপূর্ব্বক শাসন করেন অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড ও তদধীন স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড দেশের তাবৎ প্রজার পক্ষে প্রায় ৬৫৮ জন প্রতিনিধির এক সভা আছে, তাহার নাম হাউস অব্ কমন্স, এবং দেশস্থ কুলীন ও প্রধান লোকদিগের (যাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই) ও ২৪ জন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের আর এক সভা আছে তাহাকে হাউস্ অব্ লর্ডস্ বলা যায়, এই দুই সভা এবং রাজা ইহাঁরা তাবতেই একত্র হইয়া আইন ও ব্যবস্থা সংস্থাপনপূর্ব্বক দেশশাসনের তাবৎ কর্ম্ম করেন, এবং উক্ত দুই সভা ও রাজাসকলে একমত হইয়া রাজ্য শাসনের জন্যে যে সকল আইন ও বিধি ব্যবস্থা প্রকাশ করেন তাহা দেশস্থ তাবতকেই প্রতিপালন করিতে হয়, কিন্তু একা রাজা অথবা রাজার অনুমতি বিনা উক্ত দুই সভা কোন আইন প্রকাশ করিলে তাহা কর্ম্মণ্য হয় না। এইরূপে ইঙ্গলণ্ড দেশে রাজা প্রজা ও প্রধান ব্যক্তি তাবতেরি প্রভুত্ব আছে ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজা অথবা রাণী পার্লিমেণ্টকে আহ্বান করিলে ঐ সভাস্থ লোকেরা একত্র হইয়া নূতন আইন সংস্থাপন বা পূর্ব্ব আইন রদ বা মতান্তর করণ ইত্যাদি দেশশাসনসম্বন্ধীয় নানা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অপর পার্লিমেণ্ট ইঙ্গলণ্ড দেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আদালত এবং মোকদ্দমা বিশেষে পার্লিমেণ্টে চূড়ান্ত আপীল হইতে পারে।

পার্লিমেণ্টের দ্বারা দেশশাসন ও আইন সংস্থাপন হওয়ার কথা।

এ দেশ শাসনে ও আইন সংস্থাপনে পার্লিমেণ্টের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকার কথা।

কম্পানি বাহাদুরের অধীন দেশশাসনের বিষয়ে পার্লিমেণ্টের সর্ব্বোপরি কর্তৃত্ব আছে, ও এ দেশ শাসনজন্যে পার্লিমেণ্টের দ্বারা সর্ব্ব প্রকারের আইন সংস্থাপিত হইতে পারে, এবং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর প্রভৃতি এ দেশস্থ শাসনকর্তারা এই দেশসম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করেন এবং যে২ আইন প্রচার করেন তাহা পার্লিমেণ্ট উচিত জানিলে রদ বা মতান্তর করিতে পারেন ও সর্ব্ব বিষয়েই পার্লিমেণ্ট হস্তনিক্ষেপ করণে কেন

ধা নাই আর এই ক্ষমতা মত আচরণ হইবার নিমিত্তে এ দেশে যে সকল আইন হয় তাহা তাবৎ পার্লিমেণ্টের জ্ঞাতার্থে ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান যায় (অ)

পার্লিমেণ্ট যদিচ এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শাসনকর্ত্তা বটেন তথাপি তাঁহারা কেবল ভারতের উপর কর্ত্তৃত্ব মাত্র করেন, বাস্তবিক ভারতবর্ষ শাসনের জন্যে বিলাতে ও এ দেশে অনেক কার্য্যকারক নিযুক্ত আছেন, অতএব এক্ষণে আমরা ঐ সকল কার্য্যকারকের বৃত্তান্ত লিখিব

ভারতবর্ষ শাসনে নিযুক্ত অন্যান্য কার্য্যকারকের কথা।

৮ অধ্যায়।

কম্পানি বাহাদুর ও বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের কথা।

কএক ব্যক্তি সওদাগর একমালিতে পুঁজী সংগ্রহ করিয়া যদি বাণিজ্যে অথবা অন্য কোন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হয় তবে তাহাদিগকে কম্পানি বলা যায়।

কম্পানি কাহাকে বলা যায় তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৬০০ সালে ইঙ্গলণ্ড দেশের কএক জন সওদাগর কম্পানি সংজ্ঞাতে ঐ দেশের মহারাণী এলিজেবেথের নিকট চার্টর অর্থাৎ সনন্দ লইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য আরম্ভক্রমে প্রথমতঃ স্থানে২ কুঠী স্থাপন করেন ১৬২৪ সালে ইঙ্গলণ্ড দেশের অধিপতি হইতে উক্ত কম্পানি আপনাদের চাকরেরা অপরাধ করিলে দণ্ড করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। পরে ১৬৬১ সালের সনন্দ দ্বারা ইঙ্গলণ্ড দেশের চলিত ব্যবস্থামতে তাঁহাদের এলাকাবাসি লোকদিগের বিচার করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, ও ১৬৮৬ সালে সমুদ্রে কৃত অপরাধের বিচারজন্য আদালত স্থাপন করণের ক্ষমতা পান পশ্চাৎ ১৭৬৫ সালে কম্পানি বাহাদুর সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হওনে ও ক্রমাগত যুদ্ধাদি দ্বারা নানা দেশ অধিকার করণে ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্ট হইতে মিয়াদি চার্টর অর্থাৎ সনন্দ পত্র দ্বারা তাঁহাদের অধিকৃত দেশ সকল শাসন কর্ত্তার ন্যায় আইনাদি

কম্পানি বাহাদুর প্রথম সংস্থাপিত হওয়ার এবং তাঁহারা যেরূপে রাজ্য শাসন করণের ভার প্রাপ্ত হইলেন তাহার কথা।

(অ) চতুর্থ উলিয়ম—৩.৪ আ—৮৫ অ—৫১ ধা।

সংস্থাপন পূর্ব্বক শাসন করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে এ দেশ শাসন করিতেছেন এবং এক্ষণে দেশ শাসন ভিন্ন কোন প্রকার বাণিজ্য করিতে পারেন না কম্পানি বাহাদুর ১৮৩৪ সালের ২২ এপ্রেল অবধি ১৮৫৪ সালের ৩০ জুলাই পর্য্যন্ত যে চার্টর প্রাপ্ত হইযাছিলেন (অ) তাহার মিয়াদ উর্ত্তীর্ণ হওযাতে তাঁহারা বিক্টোরিয়া মহারাণীর ১৬,১৭ বৎসরীয় আইনের ৯৫ অধ্যায় দ্বারা ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্তে অনির্ণীত কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বেমিযাদী চার্টর প্রাপ্ত হইয়াছেন, ও 'যাবৎ পার্লিমেণ্ট অন্য বিধান না করেন তাবৎ এদেশ তাঁহাদের শাসনের অধীনে থাকিবেক'।

কম্পানি বাহাদুরের চার্টরের কথা।

যাঁহারা কম্পানি বাহাদুরের আসল পুঁজীর বখরাদার তাহাদিগকে কোর্ট অব্ প্রোপ্রাএটর্স বলা যায়, এবং তাঁহাদের সংখ্যা ১৮৪৩ সালে ১৮৮০ জন ছিল। ১৮৫৪ সালের উক্ত চার্টর মতে ঐ বখরাদারদিগের মধ্যে (যে ব্যক্তির মূলধনে ১০০০ পৌণ্ড অংশ থাকে এমত) ১৮ জন কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স সংজ্ঞায় কম্পানি বাহাদুরের কার্য্যকারক স্বরূপ নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ৬ জন ইঙ্গলণ্ড দেশের মহারাণীর দ্বারা ও ১২ জন কোর্ট অব্ প্রোপ্রাএটর্স দ্বারা নিযুক্ত হন মহারাণীর নিযুক্ত ৬ জন ও প্রোপ্রাএটর্স দিগের নিযুক্ত ১২ জনের ৬ জন এমত লোক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক যে তাঁহারা দশ বৎসর ভারতবর্ষে কর্ম্ম করিয়াছেন অপর ছয় বৎসরান্তে নূতন ডিরেক্টর মনোনীত হন, ও তৎকালীন পূর্ব্বকার ডিরেকটর কাহাকেও পদে রাখিতে হইলে তাঁহাকে পুনরায় নিযুক্ত করা যায়।

কম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অব্ প্রোপ্রাএটর্স ও কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের কথা।

কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সাহেবেরা কম্পানি বাহাদুরের পক্ষে ভারতবর্ষ শাসনের যাবদীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, এবং এদেশস্থ কার্য্যকারকেরা তাবতেই তাঁহাদের আজ্ঞাধীন, ও তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমেই রাজকীয় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় তাঁহারা ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের মঞ্জুরীক্রমে এ দেশে শাসনের জন্যে গবর্ণর জেনরল্ বাহাদুর ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি রাজধানীর গবর্ণর সকল নিযুক্ত করেন, এবং এ দেশ

কোর্ট অব ডিরেকটরের সাহেবানের ক্ষমতার কথা।

এ দেশ শাসন তাঁহারদের কর্ত্তৃত্ব।

(অ) উলিয়ম বাদশাহের ৩,৪, আ—৮৫ অধ্যায়।

শাসনে নিযুক্ত অন্যান্য তাবৎ কার্য্যকারক নিযুক্তের ক্ষমতাও তাঁহাদের আছে আর তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এই ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা কাহারো অনুমতি বিনা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরকে কর্ম্মহইতে অবসর করিয়া বিলায়তে পুনরাহ্বান করিতে পারেন এবং এদেশে শাসন জন্য যে সকল আইন গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে হয় তাহাও তাঁহারা রদ করিতে পারেন(আ) ও উক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুকুমের উপর তাঁহাদের নিকট আপীল হইতে পারে

ভারতবর্ষ শাসনের সম্যক্ ভার কেবল কম্পানি বাহাদুরের উপর অর্পণ করা উচিত বোধ না হওযাতে ১৭৮৪ সাল অবধি পার্লিমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে এদেশ শাসন সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করার নিমিত্তে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল নামক ইঙ্গলণ্ড দেশের প্রধান রাজকীয় পদে নিযুক্ত কএক ব্যক্তির এক সভা সংস্থাপিত হয় উক্ত বোর্ডের সাহেবানের কম্পানি বাহাদুরের তাবৎ কার্য্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করণের ক্ষমতা আছে, এবং কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সাহেবেরা এ দেশের কার্য্যকর্ত্তাদিগের নিকট যে কোন হুকুম প্রেরণ করিতে চাহেন তাহা বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সাহেবদিগের মঞ্জুরী বিনা এ দেশে জারী হইতে পারে না, এবং বোর্ডের সাহেবানের বিবেচনানুসারে ঐ সকল হুকুম রদ, মতান্তর, ও জারী বা স্থগিত হইতে পারে আর ভারতবর্ষস্থ কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিতান্ত আবশ্যকীয় পত্রাদির উত্তর লিখনে যদি ডিরেক্টর সাহেবেরা বিলম্ব বা ত্রুটি করেন তবে বোর্ডের সাহেবেরা বিষয় বিশেষে তাঁহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা বিনা ঐ সকল পত্রের উত্তর প্রস্তুত করিয়া ডিরেক্টর সাহেবদিগের মারফৎ ভারতবর্ষে পাঠাইতে পারেন (ই) অপর ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও তাঁহার কৌন্সলের দ্বারা কর্ম্মসম্পাদনের যে সকল নিয়ম ডিরেক্টর সাহেবেরা স্থাপন করিতে চাহেন তাহাও বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরী ভিন্ন জারী হইতে পারে না (ঈ) বোর্ড অব্

কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সাহেবদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করণ জন্য বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল সংস্থাপিত হয়।

বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের ক্ষমতা [illegible] কর্ত্তব্য কার্য্য।

(আ) উলিয়ম বাদশাহের ৩, ৪ আ— ৮৫ অ—৪৪ ধা।

(ই) চতুর্থ উলিয়ম—৩, [illegible] আ—৮৫ অ ৩০, ৩১, ৩২, ধা।

(ঈ) উক্ত আইনের ৪৭ ধা

কণ্ট্রোলের কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্ত প্রায় তাহার প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতির দ্বারা নির্ব্বাহ হয়

এক্ষণে আমরা গবর্ণর জেনরল বাহাদুর প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মকর্ত্তা এই দেশে থাকিয়া রাজ্য শাসন করেন তাহার বৃত্তান্ত লিখিব

৯ অধ্যায়

ভারতবর্ষের সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের কথা।

গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সলের কথা। তাঁহাদের নিযোগ।

ভারতবর্ষে কম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশ সকলের সৈন্য ও রাজস্ব এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের ভার গবর্ণর জেনরল নামক এক অধিপতি ও কৌন্সল নামক কএক জন মন্ত্রির প্রতি আছে, তাঁহারা গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সল নামে বিখ্যাত, এবং তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট (অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসন কর্ত্তা) বলা যায়। তাঁহারা ইঙ্গলণ্ড দেশের মহারাণীর মন্ত্রী ক্রমে কোর্ট অব্ ডিরেকটরের সাহেবানের দ্বারা নিযুক্ত হন (অ)

গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে রাজ্য-শাসন বিষয়ে ও যুদ্ধাদি ভিন্ন দেশীয় রাজাদিগের সহিত আচরণের বিষয়ে যে সকল ক্ষমতা আছে তাহার বিবরণ এই

গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে ভিন্ন দেশের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি ইত্যাদি করণের ক্ষমতা আছে।

যুদ্ধাদি ভিন্ন রাজার দেশ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলকে ইঙ্গলণ্ড দেশ ও কম্পানি বাহাদুরের পক্ষে প্রতিনিধি গণ্য করা যায়। যুদ্ধাদি বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার যদি দেশস্থ তাবৎ লোকের উপর থাকে তবে নানা ব্যক্তির নানা মত হইয়া তাহাদের পরামর্শ নিয়ত অস্থির থাকিয়া কোনমতে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, এজন্যে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের এক্ষণে যে পরাক্রম ও ক্ষমতা আছে তাহার গতিকে তাঁহাকে ভিন্ন

(অ) চতুর্থ উলিয়মের ৩, ৪ আ ৮৫ অ ৪০ ধা। ৩৯ ধা ও বিকটোরিযার ১৬, ১৭,—৯৫ অ—২০ ধা।

দেশীয় রাজাগণ যথেষ্ট মান্য ও ভয় করেন, কিন্তু যদি কম্পানি বাহাদুরের ও ইঙ্গলণ্ডীয পার্লিমেণ্টের মঞ্জুরী ব্যতীত তাঁহার কোন কার্য্য করণের ক্ষমতা না থাকিত তবে তাবৎ কার্য্য করণের প্রতি তাঁহার সন্দেহ জন্মিত, এজন্যে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করেন তাহা সমুদায় রাজ্যের কৃত কর্ম্মের তুল্য বলবৎ কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের সীমাবর্ত্তি যে সকল ভিন্ন রাজার দেশ আছে ঐ রাজাদিগের দরবারে থাকার জন্যে সরকারের তরফ উকীল ও রেজিডণ্ট নিযুক্ত করণের এবং ঐ সকল রাজার তরফ যে২ উকীল আইসে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণের ক্ষমতাও কেবল গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের আছে ভিন্ন দেশীয় রাজাদিগের সহিত সন্ধি বা মিত্রতা করণের ভারও গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের প্রতি আছে, কেননা সর্ব্বজাতিসম্মত নীতি ও ব্যবস্থামতে দেশের রাজা যে নিয়মে সন্ধি করেন তাহা প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, এবং গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলকেও এ দেশের রাজা গণ্য করা যায় অপর যুদ্ধ করণের ক্ষমতাও কেবল রাজারি আছে, এজন্যে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের ভিন্ন কোন দেশের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি করণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে

ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর তাঁহার কৌন্সল অর্থাৎ মন্ত্রিদিগের পরামর্শ লইয়া যদিচ কার্য্য করেন তথাপি গবর্ণর জেনরল বাহাদুর যদি এমত বুঝেন যে কোন বিশেষ কার্য্য কৌন্সলের পরামর্শানুসারে করিলে সরকার বাহাদুরের ভারতবর্ষের যে অধিকার আছে তাহার প্রতি ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা আছে এবং দেশের মঙ্গল ও শান্তির হানি হইতে পারে তবে তিনি কৌন্সলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তাবৎ ঝুঁকী তাঁহার নিজের উপর রাখিয়া একা তাঁহার বিবেচনায় যাহা উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন (আ), যেহেতুক ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারের যে ভাল মন্দ হয় তজ্জন্যে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরই দায়ী বটেন। কিন্তু গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের এই অসীম ক্ষমতা থাকাতে দেশের ক্ষতি না হয় এজন্যে যদি

গবর্ণর জেনরল বাহাদুর বিশেষ গতিকে কৌন্সলের পরামর্শ না শুনিয়া যুদ্ধাদিসংক্রান্ত কোন কার্য্য করিতে পারেন।

(আ) চতুর্থ উলিয়মের ৩, ৪ আ ৮৫ অ—৪৯ ধা।

গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর অসঙ্গত অভিপ্রায়ে উক্তমত কার্য্য করিলে কর্ম্মচ্যুত বা দণ্ডনীয় হইবার কথা।

এমত প্রমাণ হয় যে তিনি কোন অসঙ্গত অভিপ্রায়ে কোন যুদ্ধ বা সন্ধি করিয়াছেন এবং তাহাতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সম্ভ্রমের হানি হইয়াছে তবে তাহার বিচার পার্লিমেণ্টে হইয়া তাঁহার দণ্ড হইতে পারে, অথবা পার্লিমেণ্টে বিচার করা যদি উচিত না হয় তথাপি ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজা অথবা কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সাহেবদিগের হুকুমক্রমে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন। এতদ্ভিন্ন গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কৌন্সল অর্থাৎ মন্ত্রিগণ যে মোকামে থাকেন তাঁহা- সেই মোকাম ছাড়িয়া একা স্থানান্তরে যাওয়ার আবশ্যক হইলে তিনি এক আইন জারী করিয়া তদনুসারে আইন সংস্থাপন ভিন্ন আর তাবৎ কর্ম্ম কৌন্সল বিনা একা করিতে পারেন।

কৌন্সল ছাড়া থাকিলে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের যে বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে এই দেশ শাসন ও আইন সংস্থাপন বিষয়ে যে সকল ক্ষমতা আছে এক্ষণে আমরা তাহা লিখিব।

যে সকল আইনের দ্বারা ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্টের স্বত্ব ও ক্ষমতার হানি না হয় এবং যাহা পার্লিমেণ্টের সংস্থাপিত কোন আইন বিরুদ্ধ না হয় তাহা ব্যতিরেকে কম্পানি বাহাদুরের দেশে এই দেশীয় অথবা ইঙ্গরাজ ইত্যাদি ভিন্ন দেশীয় যে সকল প্রজা আছে তাহাদিগের শাসনার্থে (ই) আইন প্রস্তুতের জন্যে এক্ষণে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের অধীন এক লেজিস্‌লেটিব্ অর্থাৎ ব্যবস্থাপক কৌন্সল নিযোজিত হইয়াছে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও তাঁহার কৌন্সলের মেম্বরেরা ও কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের প্রতি রাজধানী ও লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণরী হইতে গবর্ণর কি লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণর সাহেব যে একং জন মেম্বর নিযুক্ত করেন তাঁহারা ও বাঙ্গালা রাজধানীর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ্ ও আর এক জন জজ্ ইহাঁরা তাবতেই একত্রে ব্যবস্থাপক কৌন্সল নামে খ্যাত হইয়া এদেশ শাসনার্থে আইন সংস্থাপন করেন। কিন্তু গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ব্যবস্থাপক কৌন্সলে উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন তাঁহার মঞ্জুরী বিনা কোন আইন জারী হইতে পারে না (ঈ)।

আইন সংস্থাপনার্থে নিয়োজিত ব্যবস্থাপক কৌন্সলের কথা।

(ই) চতুর্থ উলিয়মের ৩,৪,—আ-৮৫ অ—৫৩ ধা।

(ঈ) বিক্টোরিয়ার ১৬ ও ১৭—৯৫ অ. ২২, ২৪ ধা।

আর জিলার জজ্ সাহেব ও সরকারের অন্যং কার্য্যকারকেরা আইনের মুসাবিদা করিয়া বিবেচনার জন্যে পাইতে পারেন, ও সেই মুসাবিদা যদি সঙ্গত হয় তবে তাহাও আইন হইয়া জারী হয় এবং এক্ষণে এদেশের কোন প্রজা ঐ কৌন্সলে কোন নূতন আইন জারীর জন্যে প্রস্তাব বা কোন আইনের দোষ গুণের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারে (উ) আর কোন আইন সংস্থাপন কালে এ দেশের বিবিধ লোকের জাতি ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের প্রতি সুন্দরমত দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, এবং যে আইনের দ্বারা এ দেশের জাতি ধর্ম্ম ও চিরকালের চলিত আচার ব্যবহারের প্রতি ব্যাঘাত জন্মে তাহা সংস্থাপন হইতে পারে না (উ)।

আদালতের জজ সাহেব ও অন্যান্য কার্য্যকারকেরা এবং এ দেশের কোন প্রজা আইন প্রস্তাব করিতে পারেন।

এ দেশের জাতি ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আইন জারী হওয়া উচিত

গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সংস্থাপিত আইনের দ্বারা কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যে যে সকল নানা জাতীয় লোক আছে তাহাদের অনিষ্ট হইতে না পারে এজন্যে ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্ট ও কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা উচিত জানিলে কোন আইন রদ বা মতান্তর করেন, এবং ঐরূপ কোন আইন রদ বা মতান্তর হওন সংবাদ পাওয়া মাত্র গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে তাহা রদ করা উচিত, কিন্তু যাবৎ কোন আইন উক্তমত রদ না হয় তাবৎ তাহা চলিত থাকে

পার্লিমেণ্ট ও কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সাহেবান আইন রদ বা মতান্তর করিতে পারেন।

যুদ্ধের নিমিত্তে সৈন্য সংগ্রহ করিবার ও এ দেশীয় সিপাহী ও হুদ্দাদার প্রভৃতির আচরণের জন্যে নিয়ম স্থাপন করণের ক্ষমতাও গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে আছে, এবং কম্পানি বাহাদুরের অধীন দেশের কোন স্থানে নূতন কোন কিল্লা নির্ম্মাণ অথবা বর্ত্তমান কোন কিল্লা নষ্ট করণের আবশ্যক হইলে তাহাও উক্ত শ্রীযুতের হজুর কৌন্সলের হুকুমক্রমে হয়। আর সরকার বাহাদুরের শত্রুদিগের বলবর্দ্ধক বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের নানা দ্রব্য সরকারের অধীন দেশহইতে ভিন্ন দেশে লওয়ার নিষেধ গবর্ণর জেনরল বাহা-

সৈন্যসংক্রান্ত নিয়ম স্থাপন ও কিল্লা নির্ম্মাণ ও নষ্ট করার ক্ষমতা গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে আছে।

(উ) ১৭৯৩ সা ২০ আ—ব্যবস্থাপক কৌন্সলের অর্ডর ১৮৫৪ সা— ১৯ আগষ্ট, ২৯ ও ৩৩ ধা।

(উ) চতুর্থ উলিয়ম ৩, ৪ আ ৮৫ অ— ৫৩ ধা।

দূর করিতে পারেন, এবং কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের যে সকল মোকামে বাণিজ্যের জাহাজ সকল গমনাগমন করিবেক তাহা নিযোজন করণের ভারও উক্ত শ্রীযুতের প্রতি আছে

গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের আদালত সংস্থাপন করণের ক্ষমতা আছে।

পূর্ব্বে রাজারাই প্রজাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিতেন, কিন্তু এক্ষণে এ দেশে ঐ রীতি রহিত হইয়া সমস্ত বিবাদ ও অপরাধের বিচার করণের নিমিত্তে নানা আদালত সংস্থাপিত হইয়াছে, ঐ সকল আদালত সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার ক্ষমতা ও এলাকা এবং বিচারের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করণের শক্তিও গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের আছে, এবং তাঁহার হুকুম ভিন্ন ঐ সকল নিয়ম রদ বা কোন আদালত সংস্থাপন হইতে পারে না, আর ঐ সকল আদালতের বিচারকেরাও তাঁহার হুকুমক্রমে নিযুক্ত ও পদচ্যুত হয়

গুরুতর অপরাধের বাবৎ নালিশ করিবার এবং তাহা ক্ষমা করণের শক্তি গবর্ণমেণ্টের আছে।

অপর কোন গুরুতর অপরাধের বাবৎ যদি কেহ ফরিয়াদী না হয় তবে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ঐ অপরাধের বিচার হইবার নিমিত্তে নালিশ করিয়া থাকেন, কেননা গবর্ণমেণ্ট তাবতের স্বত্বরক্ষক, অতএব ঐ স্বত্বের প্রতি হানি জন্মিলে গবর্ণমেণ্টের স্বত্বের প্রতিও হানি জন্মে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যেরূপ কোন গুরুতর অপরাধের বাবৎ নালিশ করণের ক্ষমতা আছে সেইরূপ অপরাধ ক্ষমা করণেরও শক্তি আছে, ও তদনুসারে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে কোন অপরাধিকে ক্ষমা করিতে পারে (খ)।

আদালতের বিচারকদিগকে পদ ও খ্যাতি দিবার এবং এ দেশীয় কোন ব্যক্তিকে রাজা খ্যাতি দেওয়ার ক্ষমতা গবর্ণর জেনরেলর হজুর কৌন্সলের আছে।

আদালতের বিচারক প্রভৃতি যে ব্যক্তিকে যে পদ বা খ্যাতি দিতে হয় তাহা গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের হুকুমক্রমে নির্দ্ধারিত হয়, এবং এ দেশীয় কোন ব্যক্তিকে রাজ খ্যাতি দেওয়ার শক্তিও উক্ত শ্রীযুতের আছে, আর সর্ব্বত্র ধাতুনির্ম্মিত মোহর যুক্ত টাকার দ্বারা ক্রয় বিক্রয় ও বাণিজ্য চলে, ও ঐ প্রকার টাকা প্রস্তুত করণের শক্তি কেবল রাজারই আছে, তদনুসারে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের হুকুমক্রমে এ দেশে নূতন টাকা প্রস্তুত ও কোন টাকার চলন রহিত হয় (গ)।

(খ) ১৮১০ সা ১ আ—১৪ ধা (গ) ১৮৩৫ স —১৭ আ।

অপর ওজন ও মাপ নির্দ্দিষ্ট করণের যে শক্তি তাহাও সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের আছে কিন্তু সরকারী বিষয় ভিন্ন (৯) সর্ব্বসাধারণ কোন মাপ বা ওজন এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে চলন হয় নাই আর বাণিজ্য শিল্পকর্ম্ম বা অন্য কোন কার্য্য সম্পাদনের জন্যে কম্পানি সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহারদিগের প্রতি বিবিধ স্বত্ব অর্পণ করণের ক্ষমতাও সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের আছে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে এই সকল ক্ষমতা ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্ট ও কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের নিকট পাইয়াছেন কিন্তু ঐ ক্ষমতার দ্বারা উক্ত শ্রীযুত এ দেশের প্রজাদিগের অনিষ্টজনক কোন কার্য্য করিতে পারেন না।

ওজন ও মাপ নির্দ্দিষ্ট করণের ক্ষমতা

কম্পানি সংস্থাপনের ক্ষমতা

তাবৎ দেশে রাজার ভূমি ইত্যাদির কর গ্রহণের স্বত্ব আছে, তদনুসারে এ দেশেও সরকার বাহাদুর বিবিধ প্রকারের রাজস্ব গ্রহণ করেন ইহার বাহুল্য বিবরণ যখন আমরা রাজস্ব সম্পর্কীয় আইনের উল্লেখ করিব তখন লিখিব সম্প্রতি ঐ সকল রাজস্ব কত প্রকার তাহারি কথা নীচে লিখা গেল

রাজস্বপ্রতি সরকার বাহাদুরের স্বত্বের কথা

প্রথম—এ দেশে যত ভূমি আছে তাহার রাজস্ব সরকার বাহাদুর কোন২ স্থানে জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া ও স্থান বিশেষে সরকারের খাস তহসীলে রাখিয়া মিয়াদি বন্দোবস্তের দ্বারা গ্রহণ করেন এবং ভূমি সেওয়ায় জলকর ও বনকর ইত্যাদির প্রতিও সরকার বাহাদুরের স্বত্ব আছে

ভূমির রাজস্ব ও জলকর বনকরের কথা

দ্বিতীয়—গাঞ্জা ও শরাব প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বিক্রয়কারিদিগের নিকট সরকারহইতে রাজস্ব গ্রহণ করা যায় তাহাকে এ দেশে আবকারী রাজস্ব বলা যায়

আবকারী রাজস্বের কথা

তৃতীয়—খাল ইত্যাদিতে নৌকা গমনাগমন করার মাসুল এবং গুদারাহইতে যে উপস্বত্ব হয় তাহাও সরকারের রাজস্ব, কিন্তু তাহা প্রায় পথনির্ম্মাণ ইত্যাদি দেশের উপকারক কার্য্যে ব্যয় করা যায়, আর ডাকে চিঠি প্রেরণের যে মাসুল উৎপন্ন হয় তাহাও সরকারী রাজস্ব বটে।

গুদারার ও ডাক মাসুলের কথা

---

(৯) ১৮৩৩ স—৭ আ।

লবণ ও আফীণের উপস্বত্ব।

চতুর্থ—কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যে সরকার ভিন্ন অন্য কেহ আফীণ বা লবণ প্রস্তুত করিতে পারে না এজন্যে আফীণ ও লবণ প্রস্তুতদ্বারা যে উপস্বত্ব হয় তাহাও এ দেশে সরকার বাহাদুরের রাজস্ব

ষ্টাম্প মাসুল

পঞ্চম—আদালত সকলের দাখিলী নালিশী আরজী ইত্যাদি এবং কবালা ও তমঃসুক প্রভৃতি দলীল ষ্টাম্প কাগজে লিখার নিয়ম এ দেশে থাকাতে ষ্টাম্প কাগজের মাসুলদ্বারাও বার্ষিক সরকারের অনেক রাজস্ব লাভ হয়

পোতা ধন ও লাওয়ারিশী সম্পত্তি।

ষষ্ট—পোঁতা ধন যে সকল পাওয়া যায় তাহার প্রতিও সরকারের বিষয় বিশেষে স্বত্ব আছে তদ্বিশেষ আমরা পশ্চাৎ লিখিব, এবং কোন ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মরে তবে তাহার সম্পত্তির প্রতিও সরকার বাহাদুরের স্বত্ব জন্মে

---

১০ অধ্যায়।

সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের অধীন বাঙ্গালা ইত্যাদি গবর্ণমেণ্টের কথা।

বাঙ্গালা মান্দ্রাজ ও বম্বে রাজধানীর গবর্ণর ও কৌন্সলের কথা

যদিচ গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও তাঁহার কৌন্সল কম্পানি বাহাদুরের অধিকারস্থ তাবৎ দেশের শাসনকর্ত্তা বটেন তথাপি ঐ সকল দেশ বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বম্বে ইত্যাদি রাজধানী নামে কএক পৃথক২ অংশে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক রাজধানীতে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞার অধীনে একং জন গবর্ণর ও এক কৌন্সল অর্থাৎ কএক জন মন্ত্রি আছেন তাঁহারা নানা কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত ও কর্ম্মচ্যুত ও দেশশাসনসংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য করেন, কিন্তু আইন সংস্থাপন করিতে পারেন না, এবং সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা বিনা ধনব্যয় বা অন্য কোন গুরুতর কার্য্যও করিতে পারেন না, এবং তাঁহারদের হুকুমের অসম্মতিতে সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টে আপীল হইতে পারে বাঙ্গালা রাজধানীর এক্ষণে দুই

বাঙ্গালা রা-

খণ্ড হইয়াছে অর্থাৎ লোয়র প্রবিন্স এতাবতা বাঙ্গালা দেশ, ও উত্তর পশ্চিম দেশ উক্ত দুই খণ্ডের গবর্ণমেণ্টের ভার দুইজন পৃথক লেফ্‌টনান্ট গবর্ণরের প্রতি আছে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালার ও উত্তর পশ্চিম দেশের লেফটনান্ট গবর্ণর বলা যায় অপর পঞ্জাব দেশ শাসনার্থ গবর্ণর জেনরলের অধীন একজন চিফ্ কমিসানর নিযুক্ত আছেন প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টে এক২ জন সেক্রেটারি সাহেব আছেন তিনি গবর্ণমেণ্টের সমস্ত হুকুম প্রচার ও অধীনস্থ কার্য্য-কারকদিগের সহিত লিখন পঠন ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন আর প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশ সকলের সমস্ত আদালতের উপর কর্ত্তৃত্ব করণের ভার সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত্ নামক দুই প্রধান আদালতের উপর আছে এবং রাজস্বের বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করণের ভার বোর্ড অব্ রেবিনিউ নামক এক সভার প্রতি আছে তাহার বৃত্তান্ত ক্রমে লিখা যাইবেক, এক্ষণে এ দেশ শাসনের জন্যে গ্রাম ইত্যাদিতে যে সকল কার্য্যকারক আছে তাহাদের বিবরণ লিখিব

আধুনীক দুই খণ্ডের কথা।

ঐ দুই খণ্ডের লেফ্‌টনান্ট গবর্ণর ও পঞ্জাবের চিফ কমিসানরের কথা।

গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কথা।

সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত্ এবং বোর্ড রেবিনিউর কথা।

---

১১ অধ্যায়

গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশশাসনে নিযুক্ত কার্য্য-কারকদিগের কথা।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে এ দেশে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোন বিবাদ বা অপরাধের বিচার হয় না ঐ সকল বিষয়ের বিচার করার জন্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারীর অদালত সংস্থাপিত হইয়া ঐ সকল আদালতে বিচার করার জন্যে জজ ও মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের ক্ষমতা এবং কর্ত্তব্য

আদালতের বিচারকসকলের কথা।

কার্য্যের বাহুল্য বৃত্তান্ত আমরা পশ্চাৎ লিখিব কিন্তু আদালতের বিচারক ভিন্ন দেশশাসন ও শান্তিরক্ষার জন্যে আরো এক প্রকারের কার্য্যকারক নিযুক্তআছে, এই স্থানে আমরা তাহাদের নাম মাত্র লিখিয়া উপযুক্তস্থানে তাহাদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কার্য্যের বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া লিখিব।

দারোগাদি পুলীসের কার্য্য-কারকের কথা।

প্রথমতঃ—এ দেশে নির্দ্দিষ্ট কএক গ্রাম ও পরগণার উপর এক ২ থানা অর্থাৎ পুলীস সংস্থাপিত হইয়া ঐ থানায় দারোগা প্রভৃতি কার্য্যকারক আছে, তাহারা আপন ২ এলাকায় শান্তিরক্ষা করিয়া কোন ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিতে চাহিলে তাহা নিবারণ করে এবং কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহাকে গ্রেফ্তার করিয়া তাহার দণ্ড হইবার নিমিত্তে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পাঠায় (অ)

গ্রাম চৌকীদারেরকথা।

দ্বিতীয়তঃ—এদেশের প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম চৌকীদার নামক পুলীসের অধীন কার্য্যকারক আছে তাহারা গ্রামের কর্ম্মচারিদিগের সহায়তা লইয়া অপরাধি ব্যক্তিদিগকে গ্রেফ্তার করিয়া থানায় প্রেরণ করে এবং সাধ্য পর্য্যন্ত কোন অপকর্ম্ম নিবারণ করে(আ)।

জমীদার ও গ্রাম কর্ম্মচারির কথা।

তৃতীয়তঃ—জমীদার ও নায়েব এবং প্রত্যেক গ্রামে মণ্ডল ও পাটওয়ারী প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মচারি আছে তাহারাও আপন ২ এলাকার মধ্যে চুরি ডকইতী প্রভৃতি অপকর্ম্ম হইলে পুলীসে তাহার সংবাদ দিয়া অপরাধি ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া দেয় (ই), এবং তাহাদের এলাকায় কাহারো অপঘাত মৃত্যু হইলে তাহারা তদন্ত করিয়া তাহার সংবাদ পুলীসে দেয় (ঈ)।

শহর ও পরগণায় কাজীর কথা।

চতুর্থতঃ—এ দেশের শহর কসবা ও পরগণাসকলে এক ২ জন কাজী নিযুক্তআছেন, তাঁহারা খরীদ বিক্রীর কবালা এবং দান বিক্রয়াদির কাগজ পত্র প্রস্তুত ও রেজিস্টরী করেন, এবং মুসলমান প্রজাদিগের বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পাদন করান (উ)।

(অ) ১৮১৭সা—২০আ—৪ধা—১প্র। (ই) ১৮১০সা—৩আ—২ধা।

(আ) ১৮১৭সা—২০আ—২১ধা—১০প্রকরণ। (ঈ) ১৮১৭সা—২০আ—১৪ধা—১প্র

(উ) ১৭৯৩সা—৩৯আ—১ধা।

১২ অধ্যায

এ দেশের প্রজাদিগের কথা

আমরা উপরের লিখিত কএক অধ্যায়ে মনুষ্যদিগের আপন শরীরসম্বন্ধে এবং শাসনকর্ত্তাস্বরূপ যে সকল স্বত্ব আছে তাহার বিবরণ লিখিলাম, এক্ষণে মনুষ্যদিগের পরস্পর পিতা পুত্র প্রভৃতি নানা সম্পর্কদ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মে তাহার বর্ণনা করা আবশ্যক, কিন্তু এ দেশে কয় প্রকারের লোক আছে আদৌ তাহার নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ ঐ সকল স্বত্বের বিবরণ লিখিব

দেশি ও বিদেশি এবং ইঙ্গরেজ প্রজার কথা

কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যে দেশী ও বিদেশী এবং ইঙ্গরেজ এই তিন প্রকারের প্রজা আছে। সরকার বাহাদুরের রাজ্যে যাহারদের জন্ম অথবা যাহারা জন্মিবার পরে সরকারের প্রজা হয় তাহারদিগকে দেশি প্রজা বলা যায়, তাহারদের প্রতি সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের সমস্ত আইন খাটে, এবং তাহারা সরকার বাহাদুরের এলাকার বাহিরে কোন দুষ্কর্ম্ম করিলেও সরকারহইতেই তাহারদের দণ্ড হয়। ভিন্ন দেশীয় যে সকল লোক এই দেশে আসিয়া বাস করে তাহারদিগকে বিদেশি প্রজা বলা যায়, কিন্তু যদি তাহারা সরকার বাহাদুরের অধিকারে ৬ মাসের ঊর্দ্ধকাল বাস করে অথবা সরকারের এলাকায় ভুমি সম্পত্তির মালিক হয় তবে দেশীয় প্রজার ন্যায় তাহারদের প্রতি কম্পানি বাহাদুরের সংস্থাপিত তাবৎ আইন খাটে। অপর ইঙ্গলণ্ড দেশের মহারাজের রাজ্যে যাহারদের জন্ম অথবা যাহারদের পিতা মাতা ইঙ্গরেজ অথচ তাহারদের জন্ম এই দেশে তাহারদিগকে ইঙ্গরেজ প্রজা বলা যায় অতি পূর্ব্বে ইঙ্গরেজদিগেরসম্বন্ধে এ দেশে চলিত আইন খাটিত না, কিন্তু এক্ষণে উক্ত নিয়ম প্রায় রহিত হইয়াছে ও দেওয়ানীসংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ে ইঙ্গরেজ প্রজাদিগের নামে কম্পানি বাহাদুরের আদালতে নালিশ হইতে পারে (অ)

দেশি প্রজার কথা।

বিদেশি প্রজার কথা।

ইঙ্গরেজ প্রজার কথা।

ইঙ্গরেজ প্রজা দেওয়ানী আদালতের অধীন

(অ) ১৮৩৩ সা—১১ অ

তাবৎ বিষয়ে ফৌজদারী আদালতের অধীন নহে। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহারা তাবৎ বিষয়ে কম্পানি বাহাদুরের ফৌজদারী আদালতের ও ফৌজদারী আইনের অধীন হয় নাই অর্থাৎ কোন ইঙ্গরেজ প্রজা কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা রাজধানীর সুপ্রীম কোর্টে ইঙ্গলণ্ড দেশের আইনানুসারে হয়, সরকার বাহাদুরের আদালতে হইতে পারে না কিন্তু তাহারা মারপীট বা জবরদস্তীক্রমে এ দেশি প্রজার প্রতি অত্যাচার করিলে কেবল তাহারি বিচার সরকার বাহাদুরের আদালতে হইতে পারে (আ)

সৈন্য ও নাবিকের কথা কম্পানি বাহাদুরের আরো দুই প্রকারের প্রজা আছে অর্থাৎ দেশরক্ষার জন্যে নিযুক্ত সৈন্যসমূহ এবং যুদ্ধ জাহাজের নাবিকগণ, তাহারদের মধ্যে কতক এ দেশি লোক ও কতক ইঙ্গরেজ সর্ব্বসাধারণ প্রজাদিগের শাসনজন্যে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাবৎ বিষয়ে তাহারদিগের শাসন হয় না।

সৈন্যদিগের শাসনের নিমিত্তে পৃথক্ আইন নির্দ্দিষ্ট হওয়ার কথা। সৈন্যসংক্রান্ত আইনের উদাহরণ। সৈন্যদিগের শাসনের নিমিত্তে সময়েং পার্লিমেণ্টের হুকুমক্রমে বিবিধ আইন সংস্থাপিত হইয়াছে যথা—ঐ সকল আইনানুসারে যদি কোন সিপাহী বা হুদ্দাদার হুকুম অমান্য করণের জন্যে সহযোগী হয় অথবা ঐ মত সহযোগী হওয়া কথা জানিয়াও সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবকে না জানায় ও প্রহরিদিগের সঙ্কেত বাক্য প্রকাশ করে এবং চৌকী দেওন কালে নিদ্রিত হয় বা বদলী বিনা চৌকী পরিত্যাগ করে অথবা সে যে হুদ্দাদারের অধীন তাহাকে মারে বা ব্যবস্থামতে সে যে হুকুম দেয় তাহা অমান্য করে কিম্বা কম্পানি বাহাদুরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তবে এই সকল অপরাধের বিচার কোর্ট মার্শাল নামক সৈন্যসংক্রান্ত আদালতে হইয়া অপরাধি ব্যক্তির প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর সৈন্যদিগের মধ্যে শান্তিরক্ষা করণের ভার সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবদিগের উপর আছে, ও তাহারদের কেহ স্বল্প অপরাধ করিলে তাহার দণ্ড সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবদিগের দ্বারা হয় কেবল গুরুতর অপরাধ

সৈন্যদিগের স্বল্পাপরাধের দণ্ড সৈন্যাধ্যক্ষ, ও গুরুতর অপরাধের দণ্ড মাজিস্ট্রেট্ সা-

---

(আ) তৃতীয় জর্জের ২৬ বৎসরীয় আইনের ৫৭ অধ্যা—২৯ ধা—৫৩ বৎসরীয় ১৫৫ অধ্যা—১০৫ ধা—১৭৯৩ সা—২ আ—১২৯৩ নং কনষ্ট্রে

করিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হয়। আর সৈন্যদিগের মধ্যে ২০০ টাকার অনধিক মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া যে সকল বিবাদ হয় তাহারও বিচার সাধারণ মত কম্পানি বাহাদুরের আদালতসকলে না হইয়া মিলিটারী অর্থাৎ সৈন্যসম্বন্ধীয় আদালতে হয়, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বিষয়ে সৈন্যদিগের সম্বন্ধে আইনের বিধান খাটে না, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমে লিখা যাইবেক। হেবের দ্বারা হওয়ার কথা। ২০০ টাকার অনধিক মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তির বিবাদ সৈন্যসম্বন্ধীয় আদালতে হওয়ার কথা

কম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধ জাহাজসকলে যে সকল নাবিক আছে তাহারদের শাসনজন্যেও সৈন্যদিগের ন্যায় স্বতন্ত্র আইন নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং সিপাহী প্রভৃতি হুকুম অবজ্ঞা ইত্যাদি অপরাধ করিলে যেরূপে দণ্ডনীয় হয় ইহারদেরও সেইরূপে কোর্ট মার্শ্যাল নামক আদালতে দণ্ড হয়, কিন্তু গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের মঞ্জুরী ভিন্ন কোন নাবিক বা সিপাহীর প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। নাবিকদিগের শাসনজন্য স্বতন্ত্র আইন নির্দ্দিষ্ট হওয়ার কথা

এক্ষণে আমরা মনুষ্যদিগের পরস্পর নানা সম্পর্কদ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মে তাহার বিবরণ লিখিব মনুষ্যদিগের মধ্যে প্রথম, চাকর মনিব, দ্বিতীয়, ভার্য্যা স্বামী, তৃতীয়, পিতা পুত্র এবং চতুর্থ, ওলী ও নাবালগ, এই কএক প্রকার প্রধান সম্পর্ক আছে ইহার প্রত্যেকের বিবরণ আমরা ক্রমে লিখিতেছি

১৩ অধ্যায়।

চাকর ও মনিবের কথা।

মনুষ্যেরা স্বয়ং আপনারদের কর্ম্ম করিতে না পারাতে যে কর্ম্ম সাধনে তাহারা নিজে অপারগ তাহা করণের জন্যে চাকর নিযুক্ত করার রীতি আছে পূর্ব্বে এ দেশে চাকরের পরিবর্ত্তে গোলাম অনেক ছিল ও অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় গোলামদিগকে ক্রয় বিক্রয় কমপানি বাহাদুরের রাজ্যে

দাসত্ব অর্থাৎ গোলামী রহিত হওয়ার কথা

করা যাইত, কিন্তু কেহ কাহাকেও গোলাম বলিয়া যাবজ্জীবন আটক করিয়া রাখিলে মনুষ্যের স্বাধীনতা একেবারে নষ্ট হয় এজন্যে গবর্ণমেণ্টহইতে ১৮৪৩ সালের ৫ আইনের দ্বারা বিধান হইয়াছে যে কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যে কেহ কাহাকেও গোলাম বলিয়া দাবী করিতে পারিবেক না এবং কেহ সাধারণ লোকের প্রতি কোন অত্যাচার করিলে যে অপরাধ হয় গোলামের প্রতি করিলেও সেই অপরাধ হইবেক অতএব কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যে এক্ষণে গোলামেরা কাজেই সামান্য প্রজার ন্যায় হইয়াছে, এবং কেহ কোন ব্যক্তিকে গোলাম বলিয়া খাটাইবার জন্যে সরকারের কোন আদালতহইতে সহায়তা পাইতে পারে না।

সাধারণ চাকরের কথা।

চুক্তির চাকরের কথা।

গোমাশ্তা ও মোখ্তারের কথা

চাকর তিন প্রকারের আছে, অর্থাৎ প্রথমতঃ—যাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে না রাখিয়া সাধারণ মত কোন ব্যক্তির বাটীতে বিবিধ কর্ম্ম করণের জন্যে রাখা যায়, যথা—খানসামা. ও সহিস ইত্যাদি দ্বিতীয়তঃ—কুলি বা কোন শিল্পবিদ্যা ব্যবসায়ি লোক যাহারদিগকে দিন২ বেতন দেওয়ার নিয়মে অথবা কোন বিশেষ কর্ম্ম করণের কারণ চুক্তি করিয়া রাখা যায়. ও তৃতীয়তঃ—গোমাশ্তা, মোখ্তার ও নায়েব ইত্যাদি যাহারা মনিবের প্রতিনিধির ন্যায় কর্ম্ম করে যাহারদিগকে মাসিক বেতনে সাধারণ চাকরের ন্যায় রাখা যায় তাহারা ব্যবস্থামত এক মাসের জন্যে ও যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্তে বা চুক্তি করিয়া কোন কর্ম্ম করার জন্যে নিযুক্ত হয় তাহারা ও মিয়াদ ও চুক্তির কর্ম্ম সমাপন না হওন পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকে কিন্তু সাধারণ বা চুক্তির চাকরদিগকে মনিব যদি হঠাৎ জওয়াব দেয় অথবা ঐ সকল চাকরেরা পূর্ব্বে তত্ত্ব না দিয়া হঠাৎ মনিবের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যায় তবে তদ্দ্বারা চাকর মনিব উভয়েরি সমূহ ক্লেশ ও হানি হয় এজন্যে আইনে বিধান আছে

সাধারণ ও চুক্তির চাকরেরা যে পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকে তাহার কথা

যে সাধারণ মাসিক চাকরেরা যদি ন্যূন পক্ষে ১৫ দিবস পূর্ব্বে তত্ত্ব না দিয়া অথবা কোন বিশিষ্ট কারণ বিনা মনিবের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যায় ও চুক্তি বা মিয়াদি চাকরেরা তাহারদের চুক্তির কর্ম্ম সমাধা না করিয়া বা মিয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই কর্ম্ম না করিয়া যায় তবে তাহারা এক মাসের অনধিক কাল কয়েদের দ্বারা দণ্ডনীয়

চাকর ১৫ দিবস পূর্ব্বে তত্ত্ব না দিয়া গেলে বা চুক্তির নিয়ম পালন না করিলে দণ্ডনীয় হয়

হয়, এবং মাজিস্ট্রেট্ সাহেব যাবৎ মিয়াদ পূর্ণ বা চুক্তির কর্ম্ম সম্পন্ন না হয় তাবৎ তাহারদিগকে খাটিবার হুকুম দিতে পারেন, তথাপি যদি তাহারা ঐ হুকুম না মানে তবে তাহারদিগকে আরো দুই মাসের অনধিক কাল কারাগারে কয়েদ রাখিয়া শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু যদি মনিবের অত্যাচারের নিমিত্তে চাকরেরা কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তবে তাহাতে কোন অপরাধ নাই অপর মনিবেরাও তাহারদের সাধারণ মাসিক চাকরকে ১৫ দিবস পূর্ব্বে তত্ত্ব না দিয়া কিম্বা ১৫ দিবসের বেতন না দিয়া কর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না, এবং চুক্তি বা মিয়াদি চাকরকে মিয়াদ বা চুক্তির কর্ম্ম সমাপন হওয়ার পূর্ব্বেই যদি জওয়াব দেওয়া যায় তবে তদ্দ্বারা চাকরের যে ক্ষতি হয় তাহা আদালত মনিবের নিকট আদায় করাইয়া চাকরকে দেওয়াইবেন, যদি চাকরকে কোন কসুর করাপ্রযুক্ত জওয়াব দেওয়া যায় তবে কেবল এমত গতিকে মনিবের উপর দেয় অর্শে না (অ) এই স্থানে জানা কর্ত্তব্য যে তৃতীয় প্রকারের চাকর অর্থাৎ নায়েব ও গোমাশ্তাদির প্রতি এই সকল দণ্ডের বিধান খাটে না (আ)

মনিব অত্যাচার করিলে চাকর দণ্ডার্হ হয় না

মনিব ১৫ দিবস পূর্ব্বে তত্ত্ব না ১৫ দিবসের বেতন না দিয়া চাকরকে জওয়াব দিতে পারে না

চুক্তির চাকরকেও চুক্তির কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলে জওয়াব দেওয়া অবিধি, দিলে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়

উপরোক্ত বিধান গোমাশ্তার ও গোমাশ্তার প্রতি খাটে না

বেগানা কোন লোকের নামে চাকর নালিশ করিলে মনিব তাহার সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু যদি নালিশ মিথ্যা হয় তবে মনিবের সহায়তা করা কর্ত্তব্য নহে চাকরকে কেহ মারিলে বা তাহার অঙ্গহীন করিলে তদ্দ্বারা মনিবের কর্ম্মের ক্ষতি হয় এপ্রযুক্ত তাহার পক্ষে মনিব নালিশ করিতে পারে, আর মনিবের উপর কেহ আক্রমণ করিলে চাকর তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যে পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে, এবং তদনুরূপ মনিবও চাকরের রক্ষার নিমিত্তে অন্যকে আক্রমণ করিতে পারে, যেহেতুক চাকরের প্রতি ব্যাঘাত জন্মিলে মনিবের কর্ম্মের হানি হয় অতএব ঐ হানি নিবারণ নিমিত্তে সে চাকরের সহায়তা করিতে পারে আর মনিবের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করণের জন্যে চাকর বেতন পায়, অতএব চাকরেরও আপন মনিবের সহায়তা করা কর্ত্তব্য আর যদি কেহ কাহারো চাকর ভুলাইয়া লয় তবে তাহার নামে মনিব নালিশ করিতে

যেং গতিকে চাকর মনিব পরস্পর সহায়তা করিতে পারে তাহার কথা

কেহ চাকর ভুলাইয়া লইলে তাহার নামে

(অ) ১৮১৯ সা—৭ আ—৫,৬ ধা। (আ) আ—অর্থ—৭৭০ নং ও ৯২৪ নং।

নালিশ হইতে পারে

পারে, এবং কথিত আছে যে কোন চাকর বিশিষ্ট কারণ বিনা কার্য্য ছাড়িয়া গেলে ঐ কথা জানিয়া শুনিয়াও যে ব্যক্তি তাহাকে চাকর রাখে তাহার নামেও নালিশ হইতে পারে অপর এমতও কথিত আছে যে চাকরের স্বভাব ব্যক্ত করা মনিবের উচিত নহে, ও ব্যক্ত করণের আবশ্যক হইলেও তাহা যথার্থ মত করা উচিত, যেহেতুক চাকরের স্বভাব অযথার্থ মত প্রকাশ করাতে প্রবঞ্চনা হয় আর মনিবের কোন চাকরকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা নাই এই নিমিত্তে চাকরের উন্নতির প্রতি মনিবের বাধা জন্মান কর্ত্তব্য নহে যেহেতুক তাহা হইলে কোন চাকরের সদাচরণ করণের নিমিত্তে উৎসাহ থাকিবেক না

চাকরের স্বভাব যথার্থ মত ব্যক্ত করা উচিত

চাকরের উন্নতির প্রতি মনিবের বাধা জন্মান অনুচিত।

মনিব বিশেষ ও স্পষ্টমত হুকুম না দিলেও মনিবের কার্য্যোপলক্ষে চাকর যে সকল কর্ম্ম করে তজ্জন্যে মনিব দায়ী, কিন্তু মনিব যে সঙ্গত হুকুম দেন তদ্ভিন্ন ব্যবস্থাবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করার হুকুম দিলে চাকরের তাহা প্রতিপালন করা উচিত নহে, যথা—মনিব যদি কোন অপকর্ম্ম করার নিমিত্তে চাকরকে তাহার সহায়তকরণের হুকুম দেয় তবে তাহার সহায়ত করা চাকরের উচিত নহে, যেহেতুক সে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবার জন্যে চাকর নহে, এবং চাকর যদি মনিবের হুকুমক্রমে কাহারো ধন সম্পত্তির প্রতি বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহার অপরাধ যদিচ মনিবের উপর অর্শে তথাপি চাকর একেবারে নির্দ্দোষী হইতে পারে না

চাকরের কর্ম্মের জন্যে মনিব দায়ী।

মনিবের অসঙ্গত হুকুম চাকরের পালন করা উচিত নহে।

আর সাধারণমত যে সকল কর্ম্মের ভার চাকরের প্রতি থাকে তাহার প্রত্যেক কার্য্যে মনিবের বিশেষ হুকুমের প্রয়োজন নাই, ও ঐ ভারসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য করিবার জন্যে মনিবের সাধারণমত অনুমতি আছে এমত জ্ঞান করা উচিত, যথা কোন কুঠীর পোৎদারের নিকট যদি কোন ব্যক্তি টাকা দাখিল করে তবে কুঠীর মহাজন ঐ টাকার জন্যে দায়ী, কিন্তু যদি ঐ কুঠীর অন্যান্য চাকরের মধ্যে যাহার টাকা লওয়া কর্ম্ম নহে তাহার নিকট টাকা দাখিল করে ও সে ঐ টাকা তসরুফ করে তবে তাহা উক্ত ব্যক্তির পুনরায় আদায় করিতে হইবেক আর যদি কোন ব্যক্তির ভ্রাতা বা স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ তাহার

চাকরের ভারসংক্রান্ত প্রত্যেক কার্য্যে মনিবের অনুমতির আবশ্যক নাই।

উদাহরণ

যেহ গতিকে স্ত্রী বা ভ্রাতৃর

সমস্ত কর্ম্ম প্রতিনিধির ন্যায় করে তবে তাহারদের কৃত কার্য্যের জওয়াবদিহী ঐ ব্যক্তির জিম্মা, নচেৎ এমত নিয়ম না থাকিলে সংসারে কোন কারবার সুস্থিতা মত চলে না, অপর যদি কোন ব্যক্তি দোকানহইতে নগদ টাকা কিম্বা তাহার দস্তখতি চিঠী দিয়া দ্রব্য আনিয়া থাকে তবে সেই দোকানহইতে তাহার চাকর তাহার নামে কোন দ্রব্য আনিলে তজ্জন্যে সে দায়ী হয় না, যে-হেতুক চাকরের হাতে বস্তু দিবার নিমিত্তে দোকানদারকে সে অনুমতি দেয় নাই, কিন্তু যদি সে সর্ব্বদা চাকরের দ্বারা দোকান হইতে দ্রব্য আনায় অথবা ঐ সকল দ্রব্য কখন নগদ টাকা দিয়া ও কখন চাকরের মারফৎ আনায় তবে এমত গতিকে চাকর যদি কোন সময়ে তাহার অনুমতি বিনা কোন বস্তু আনে তবে তাহার মূল্য ঐ মনিবকেই দিতে হয়, যেহেতুক উক্ত চাকর কখন্ মনিবের অনুমতিমতে ও কখন্ তাহার নিজের জন্যে দ্রব্য আনে তাহা দোকানদার কিরূপে জানিবেক।

মুকে প্রতিনিধি গণ্য করয় ।

যেং গতিকে চাকরের কর্ম্মের নিমিত্তে মনিব দায়ী হয় এবং যেং গতিকে হয় না

আর চাকরের শিথিলতার গতিকে যে ক্ষতি হয় তজ্জন্যে মনিব দায়ী, কিন্তু চাকর যদি জানিয়া শুনিয়া ও ইচ্ছামত ঐ ক্ষতি করিয়া থাকে তবে তাহার নিমিত্তে চাকর দায়ী হয় অপর চাকরদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদের জিম্মার কার্য্য মনোযোগ, সাবধানতা, ও বিশ্বস্তমতে করে তাহাতে তাহারদের মহৎ শিথিলতা বা অসাবধানতার গতিকে ক্ষতি হইলে তাহার জওয়াবদিহী তাহারদের করিতে হয়, কিন্তু কার্য্যের গতিকে দৈবাৎ যদি কোন হানি হয় তবে তজ্জন্যে চাকরেরা দায়ি নহে, যথ—কোন দ্রব্য যদি অকস্মাৎ চাকরের হাতহইতে হারায় বা নষ্ট হয় তবে তাহার মাহিয়ানা-হইতে ঐ দ্রব্যের মূল্য কর্ত্তন করা অনুচিত, কিন্তু যে চাকর ঐ মত হানির নিশা করিবার জন্যে পূর্ব্বেই চুক্তি করিয়া থাকে কেবল তাহারি প্রতি ঐ ব্যবহার খাটে ন অপর মনিবের চাকরদিগকে মারিবার ক্ষমতা নাই মারিলে দণ্ডনীয় হয়

যেং গতিকে চাকরের শিথিলতার নিমিত্তে মনিব দায়ী হয় ও যেং গতিকে হয় না তাহার কথা

যেং গতিকে চাকরেরা আপনারদের শিথিলতার জন্যে দায়ি ও যেং গতিকে দায়ি নহে তাহার কথা।

মনিব চাকরকে মারিতে পারেন ।

উপরোক্ত নিয়ম সকল ইঙ্গলণ্ড দেশে চলিত তাহা শরার সহিত ঐক্য হয় এবং প্রায় এ দেশ ব্যবহারসম্মত, অতএব তাহা সর্ব্বত্র প্রতিপালন হওয়া উচিত

মোখ্তার, নায়েব ও গোমাশ্তার কথা তাহারা মনিবের প্রতিনিধি

তৃতীয় প্রকারের চাকর অর্থাৎ মোখ্তার, ও নায়েব ও গোমাশ্তা প্রভৃতি উপরোক্ত সামান্য চাকরের ন্যায় নহে, তাহারা মনিবের প্রতিনিধি, অর্থাৎ মনিব স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে না পারিলে গোমাশ্তা ও নায়েব প্রভৃতি নিযুক্ত করে অতএব তাহার তত্তৎ কর্ম্মসম্পাদনে মনিবের স্থলাভিষিক্ত হয়

মোখ্তারেরা মনিবের পক্ষে যেং কার্য্য করিতে পারে তাহার কথা

মোখ্তারেরা মনিবের প্রতিনিধি এজন্যে মনিবের নিকট ক্ষমতা পাইলে তাহারা মনিবের পক্ষে প্রায় তাবৎ কর্ম্ম করিতে পারে, যথা—মনিবের দেনা পাওনা আদায় ও উসুল করণ, তাহার পক্ষে কোন আদালতে নালিশ করণ, তাহার নামে রসীদ দিয় পাওনা টাক লওন বা তমঃস্সুক দিয় কর্জ লওন ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম মোখ্তারের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে

সাধারণ মোখ্তারের আপন বিবেচনামত ও বিশেষ মোখ্তারের মনিবের আজ্ঞামত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য

মোখ্তার অর্থাৎ প্রতিনিধিদিগকে কোন বিশেষ কর্ম্ম অথবা সাধারণমত মনিবের তাবৎ কর্ম্ম করার জন্যে নিযুক্ত করার ব্যবহার আছে, যদি বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তবে মোখ্তারের উচিত যে মনিবের নিকট যেমত হুকুম পায় তদনুসারে কর্ম্ম করে, কিন্তু সাধারণমত তাবৎ কর্ম্ম করণের ভার থাকিলে তাহার আপন বিবেচনামত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য কোন বিশেষ বিষয়ে মনিবের নিকট যে উপদেশ পায় তাহার অন্যথায় মোখ্তার আচরণ করিলে মনিবের যদি ক্ষতি হয় তবে তাহার নিশা মোখ্তারকে করিতে হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা যদি লাভ হয় তবে তাহা মনিবের মোখ্তারের কর্ত্তব্য যে সে যে কার্য্যের ভারগ্রহণ করে তাহা সাবধান ও মনোযোগী হইয়া নির্ব্বাহ করে, এবং যে সকল কার্য্য সম্পাদনে সে অক্ষম তাহার ভার না লয়, নচেৎ তাহার অপারগত অথবা শিথিলতার গতিকে কোন ক্ষতি হইলে তাহার দাবীতে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যদি কোন ক্ষতি না হয় ও তাহা কেবল হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে তাহার বাবৎ মোখ্তারের নামে নালিশ হইতে পারে না যে কার্য্য করিলে মনিবের লাভ হইত না তাহা না করাতে মোখ্তারের ত্রুটি হয় না ও যাহা করিতে গেলে প্রবঞ্চনা বা নিষিদ্ধাচরণ করিতে হয় তাহা মোখ্

মনিবের কোন বিশেষ অনুমতি থাকিলে তদনুসারে মোখ্তারের আচরণ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ ক্ষতি হইলে মোখ্তার দায়ী

মোখ্তারের অপারগতার নিমিত্তে মনিবের ক্ষতি হইলে মোখ্তার দায়ী।

মনিবের জন্যে নিষিদ্ধাচরণ না করাতে মনিবের ক্ষতি

তার না করিলে যদি মনিবের হানিও হয় তথাপি ঐ হানির দাবীতে মোখ্‌তারের নামে নালিশ হইতে পারে না। হইলে মোখ্‌তার দায়ী হয় না।

যদি মোখ্‌তার মনিবের অনুমতি বা ক্ষমতা বিনা দান বিক্রয় বা টাকা কর্জ করে তবে তাহা কর্ম্মণ্য হয় না যথা—মোখ্‌তার অন্য এক ব্যক্তির সহিত মিলিয়া অতি কম মূল্যে মনিবের অনুমতি বিনা যদি জায়দাদ বন্ধক রাখে তবে ঐ বন্ধাক অসিদ্ধ (ই), আর মোখ্‌তারেরা মনিবের তরফ বা তাহার নামে তমঃসুক ইত্যাদি দিয়া যদি টাকা কর্জ করে এবং ঐরূপে টাকা কর্জ করিবার জন্যে মনিব ক্ষমতা বা অনুমতি দেওয়া অথবা সে ঐ দেনা পরে কবুল করা প্রমাণ না হয় তবে উক্ত দেনা মনিবের উপর না অর্শিয়া মোখ্‌তারের উপর অর্শে, ও মোখ্‌তার কর্জ করা টাকা তাহার মনিবের কার্য্যে ব্যয় করার যদি প্রমাণ দেয় তথাপি কর্জ করার প্রতি মনিবের অনুমতি থাকার প্রমাণ ও নিদর্শন দেখাইতে না পারিলে মোখ্‌তার প্রথমতঃ মহাজনের নিকট দায়ী হয়, পশ্চাৎ সে কর্জ করা টাকা মনিবের কর্ম্মে ব্যয় করা সাব্যস্ত করিতে পারিলে মনিবের নামে পৃথক্ নালিশ করিয়া তাহার নিকট ঐ টাকা পাইতে পারে (ঈ) আর মনিবের যথার্থ দেনার জন্যেও যদি মোখ্‌তার তমঃসুক দেয় তথাপি অনুমতির নিদর্শন না থাকিলে মনিব দায়ী হয় না (উ)

মোখ্‌তার মনিবের বিনা নুমতিতে দান বিক্রয় বা টাকা কর্জ করিতে পারে না। মোখ্‌তার মনিবের কার্য্যে কর্জ করিলেও অনুমতির প্রমাণ দিতে না পারিলে প্রথমতঃ দায়ী হয় পশ্চাৎ মনিবের নামে তাহার বাবৎ নালিশ করিতে পারে।

অপর সাধারণ মোখ্‌তারদিগের মধ্যে যাহারা মনিবের পক্ষে আদালতে মোকদ্দমা ইত্যাদি নির্ব্বাহ করার জন্যে নিযুক্ত হয় তাহারদের কর্ত্তব্য কার্য্য ও ক্ষমতা ইত্যাদির বিবরণ যখন আমরা আদালতের উকীলদিগের কথা লিখিব তখন বর্ণন করিব, এক্ষণে কুঠীর গোমাশ্‌তা ও নায়েবের কথা লিখিব

(ই) স—নি—মির আলি মুল্লা, আ—আলিফ খাঁ, রি—১৮০১ সা—৩০ সেপ্‌টেম্বর

(ঈ) স—নি—শ্রীমন্ত লাল খাঁ আ—মিস্টর মাকিন্টশ্ সাহেব, রি—১৮৪৭ সা—২৯ মার্চ। রোহিণী দেবী চৌধুরাণী, আ—শিবরাম মিত্র, রি—১৮৪৯—সা—২০ ডিসেম্বর। মোসম্মাৎ কেনাজক্ উমত বিবী, আ—লালচাঁদ বখরা, রি ১৮৫০• সা—২৬ ডিসেম্বর। মোসম্মাৎ জুমরন চৌধুরাণী, আ—রায় নন্দকিশোর সিংহ, রি—১৮৫১ সা—২৭ আগষ্ট

(উ) বাবু রাজনারায়ণ সিংহ, আ—মোসম্মাৎ গণেশ কুয়র ওগয়রহ, রি—১৮৫০ সা—১১জুন

মহাজনী কুঠীর গোমাশ্তা যে সকল কার্য্য করে তাহার সহিত তাহার নিজের কোন সম্পর্ক নই।

গোমাশ্তার নামের তমঃসুকের টাকা মহাজন পায়।

লিখিত অনুমতিপত্র না থাকিলেও গোমাশ্তার কার্য্যের জন্যে মহাজন দায়ী।

কুঠীর দেনার জন্যে গোমাশ্তা দায়ী হয় না।

যে গতিকে দায়ী হয় তাহার কথা।

গোমাশ্তা অসঙ্গত মত টাকা লাগান করিলে যে নোক্সান হয় তজ্জন্যে গোমাশ্তা দায়ী।

সঙ্কট স্থানে রাখাতে যে ক্ষতি হয় তজ্জন্যেও দায়ী।

মহাজনী কুঠীর গোমাশ্তা মহাজনের প্রতিনিধি, অতএব সে কুঠীর কার্য্যোপলক্ষে দেনা পাওনা ইত্যাদির যে সকল কারবার করে তজ্জন্যে মহাজন ভিন্ন সে নিজে দায়ী হয় না, ও গোমাশ্তার নামে তমঃসুক দিয় কেহ কর্জ লইলে তাহা মহাজন পায় (ঊ), যে ব্যক্তি কোন কুঠীর গোমাশ্তাস্বরূপ কাহারো সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছে সে মহাজনের নামে যে কারবার করে তাহা করিবার নিমিত্তে মহাজন যদি তাহাকে লিখিত কোন ক্ষমতা পত্র না দিয়াও থাকে তথাপি তাহার কৃত কর্ম্মের জন্যে মহাজন দায়ী হয় (ঋ), ও কুঠীর উপর কাহারো পাওনা থাকিলে ঐ পাওনার দাবী গোমাশ্তার নিজের উপর হইতে পারে না (ৠ), কিন্তু যদি গোমাশ্তার নিজের পৃথক্ কুঠী থাকে এবং কোন টাকা সে তাহার নিজের কুঠীর নামে লয় তবে ঐ টাকার জন্যে তাহার মহাজন দায়ী হয় না (ঌ) অপর গোমাশ্তা কারবারের যে দস্তুর আছে তাহার বহির্ভূত কোন টাকা লাগান করাতে যদি নোক্সান হয় এবং মহাজনের লাভের নিমিত্তেই ঐরূপ লাগান করে তথাপি ঐ নোক্সানীর নিশা গোমাশ্তার করিতে হয়, আর কুঠীর কোন টাকা লইয়া গোমাশ্তা যদি অসঙ্গত মত কোন সঙ্কট স্থানে রাখে এবং সেই গতিকে ঐ টাকার প্রতি হানি হয় তবে গোমাশ্তা তাহার নিশা করিবেক তদস্বরূপ মহাজনের টাকা তাহার নিজের টাকার সহিত একত্র করিয়া যদি অন্য কোন কুঠীতে জমা করে এবং সেই কুঠী পরে দেওলিয়া হয় তবে তদ্দ্বারা যে ক্ষতি হয় তাহাও গোমাশ্তার শিরে পড়ে।

জমীদারের নায়েবের কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা।

জমীদারদিগের নায়েব ও গোমাশ্তাগণ তাহারদের জমীদারী-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যে প্রতিনিধি নায়েবদিগের উপর জমীদারের জমীদারীর ভূমি পত্তন এবং খাজানা তহসীলের ভার থাকে কিন্তু জমীদারের লিখিত অনুমতি ভিন্ন নায়েব ঐ সকল

(ঊ) শীতল ভাও, আ—ইমাম খাঁ, রি—১৮১৮ সা—২৮ ফেব্রুয়ারী

(ঋ) গৌরচন্দ্র, আ ইলাহী শাহ ওগয়রহ, রি—১৮৪৮সা—২৭ এপ্রেল

(ৠ) নওএল সাহেব, আ—মুক্তির ম, রি—১৮০৫ সা—১৫ জুলাই

(ঌ) স—নি—জগৎরাম, আ এনায়ৎ উল্লা, রি—১৮০৭ সা—২৪ জুলাই

কর্ম্ম করিতে পারে না (য়), এবং খাজ না তহশীল করণের নিমিত্তে সবাসরী নালিশ ইত্যাদি যে সকল উদ্যোগ আবশ্যক তাহা করিবার ক্ষমতা নায়েবের আছে ও তজ্জন্যে পৃথক্ অনুমতি পত্রের আবশ্যক নাই কিন্তু ভূম্যধিকারির অনুমতি বিনা নায়েবের মোকররী পাট্টা ইত্যাদি দেওয়ার শক্তি নাই (এ), আর নায়েব খাজানা উসুলের নিমিত্তে বাকীদার প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করণে বেআইন্ কোন কর্ম্ম করিলে তাহার জওয়াবদিহী জমীদারের করিতে হয়. (ঐ), এবং নায়েব বা গোমাশ্তা বুঝিতে না পারিয়াও যদি কোন বেআইন কর্ম্ম করে তথাপি জমীদার তজ্জন্যে দায়ী হয় যেহেতুক যে ব্যক্তি কর্ম্মে পারগ এবং আইন ও ব্যবস্থা জ্ঞাত থাকে তাহাকে নায়েব নিযুক্ত না করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযোগ করা ভূম্যধিকারির উচিত নহে অপর নায়েবের জমীদারীর নিকাশ জমীদারের নিকট দাখিল করা উচিত তাহা না করিলে জমীদার কালেক্টরীতে নালিশ করিয়া নায়েবকে কয়েদ করাইয়া নিকাশী কাগজাৎ লইতে পারে (ও), ইহার সবিশেষ যখন আমরা জমীদারদিগের কথা লিখিব তখন ব্যক্ত করিব। সংপ্রতি আপ্রেন্টিস্ নামক চাকরের কথা লিখনে প্রবৃত্ত হইলাম।

জমীদারীর খাজনা উসূল তহসীল করিতে পারে

জমীদারের অনুমতি বিনা মোকররী পাট্টাদি দিতে পারে না

নায়েবের বেআইন কার্য্যের জন্যে জমীদার দায়ী।

আপ্রেন্টিস্ নামক চাকরের কথা।

ইঙ্গলণ্ড দেশে আপ্রেন্টিস্ নামক যে এক প্রকার চাকর রাখার ব্যবহার আছে তাহা এ দেশেও ক্রমে চলিত হইতেছে, এবং ১৮৫০ সালের ১৯ আইনের দ্বারা আপ্রেন্টিস্ যেরূপে রাখা যাইবেক তাহার নিয়ম অবধারিত হইয়াছে অতএব আপ্রেন্টিস্ চাকর কাহাকে বলা যায় এবং আপ্রেন্টিস্ ও তাহাদের মনিবের মধ্যে পরস্পর কি সম্পর্ক তাহার বিবরণ আমরা নীচে লিখিব

১৮৫০ সালের ১৯ আইনের দ্বারা আপ্রেন্টিস্ চাকরের বিষয়ে নিয়ম স্থাপিত হওয়ার কথা

(য়) ১৭৯৩ সা—৮ আ—৭ ধা

(এ) স—নি—মহম্মদ রিয জুদ্দিন, আ— আক্বর আলী খাঁ,—রি—১৮০৮ সা—১৩ জুলাই।

(ঐ) ১৭৯৩ সা—১৭ আ ৩২ ধা।

(ও) ১৭৯৯ সা—৭ আ—২০ ধা।

আপ্রেন্টিস্ চাকর কহাকে বলা যায় তাহার কথা।

কোন বালক বা বালিকাকে তাহারদের পিতা অথবা অন্য যে অভিভাবক থাকে সে যদি কোন শিল্পকর বা অন্য কোন ব্যবসায়ির নিকট তাহারদের বিদ্যা ও ব্যবসায শিক্ষা করিবার নিমিত্তে এক মিয়াদ নিরূপণপূর্ব্বক চাকরস্বরূপ রাখে তবে তাহারদিগকে ইঙ্গরেজী ভাষায় আপ্রেন্টিস্ বলা যায় আপ্রেন্টিস্ রাখিবার সময়ে তাহার সহিত পারিতোষিকস্বরূপ কতক টাকা দেওয়ার রীতি আছে, কিন্তু কখন২ টাকা বিনাও রাখা যায়

আপ্রেন্টিস্ রাখার অধিকার যাহারদের আছে তাহার কথা।

সাধারণমত কোন বালক বালিকাকে তাহারদের পিতা ও তদভাবে তাহারদের নিকট কুটুম্বাদি যে অভিভাবক থাকে তাহারা আপ্রেন্টিস্ করিযা দিতে পারে, কিন্তু যদি কোন বালক বালিকার পিতা মাতাদি কেহ না থাকে অথবা পিতা মাতা তাহারদিগকে পরিত্যাগ করাপ্রযুক্ত তাহারা নিরাশ্রয় ও অনাথ হইয়া কোন ধর্ম্মশালায় প্রতিপালিত হয় তবে এমত বালক বালিকাকে ঐ ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষেরা কোন শিল্পকর বা অন্য ব্যবসায়ির নিকট এমত শিল্প বিদ্যা ও ব্যবসায় শিখিবার নিমিত্তে আপ্রেন্টিস্ রাখিতে পারে যে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা আপন২ উপজীবিকা লাভ করণে সমর্থ হয় ইহা ভিন্ন কোন

যে২ গতিকে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের অধিকার জন্মে তাহার কথা।

দুঃখি বালক বালিকাকে যদি পিতা মাতা পরিত্যাগ করে অথবা তাহারা পিতৃ মাতৃ বিহীন ও অনাথ হয় কিম্বা নিষ্কর্ম্মা ও অলস হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ফিরে বা কোন ক্ষুদ্র অপরাধ করা প্রমাণ হয় তবে মাজিস্ট্রেট্ সাহেবেরা অভিভাবকস্বরূপ এমত বালক বালিকাকে কোন ব্যবসায়ির নিকট ব্যবসায় শিক্ষার্থে অথবা কম্পানি বাহাদুরের বা কম্পানির রাজ্যে গমনাগমন কারি কোন জাহাজের নাবিকতা কার্য্যে আপ্রেন্টিস্ করিয়া দিতে পারেন (ঔ)

যে মিয়াদে আপ্রেন্টিস্ করিযা দেওয়া উচিত তাহার কথা।

সাত বৎসরের ঊর্দ্ধ ও ১৮ বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্ক বালক বালিকাকে পিতা প্রভৃতি উপরের লিখিত লোকেরা সাত বৎসরের অনধিক মিয়াদে আপ্রেন্টিস্ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু যদি আপ্রেন্টিস্ বালক হয তবে তাহার ২১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত

(ঔ) ১৮৫০ সা—১৯ আ—৩,৪ ধা।

ও বালিকা হইলে তাহার বিবাহের কাল পর্য্যন্ত ঐ মিয়াদের সীমা থাকিবেক, অর্থাৎ কোন বালককে উক্ত বয়সের ও বালিকাকে বিবাহের সময়ের অধিক কালের জন্যে আপ্রেন্টিস্ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না, এবং উক্ত বয়স ও কালপ্রাপ্ত হওয়া মাত্র তাহারদের আপ্রেন্টিসত্ব দূর হয় (অং)।

আপ্রেন্টিসী বন্দোবস্ত লিখন পটনের দ্বারা করা উচিত, অর্থাৎ আপ্রেন্টিসের বয়স ও তাহাকে যে ব্যবসায় শিখাইতে হইবেক এবং সে যে মিয়াদে আপ্রেন্টিস্ থাকে এই সকল বিবরণ সমেত এক বন্দোবস্ত পত্র লিখিয়া তাহাতে যে আপ্রেন্টিস্ দেয় ও যে ব্যক্তি গ্রহণ করে উভয়ের ও আপ্রেন্টিস্ ১৪ বৎসর বয়স্ক হইলে তাহার দস্তখৎ করিয়া ঐ পত্র যে এলাকায় লিখিত হয় সেই এলাকার প্রধান মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের দফতরে রেজিষ্টরীর জন্যে দাখিল করা কর্ত্তব্য, ইহা না হইলে আপ্রেন্টিসী বন্দোবস্ত সিদ্ধ হইতে পারে না (অঃ)

আপ্রেন্টিসী বন্দোবস্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে লিখন পটনের দ্বারা না হইলে সিদ্ধ হয় না।

আপ্রেন্টিসের মনিব যে ব্যক্তি আপ্রেন্টিস্ আবদ্ধ করে তাহার অথবা ১৪ বৎসর বয়স্ক হইলে স্বয়ং আপ্রেন্টিসের সম্মতিক্রমে তাহাকে আপ্রেন্টিসীর বাকী মিয়াদ পর্য্যন্ত অন্য কোন মনিবের নিকট অর্পণ করিতে পারে, এবং সেই দ্বিতীয় মনিবের কর্ত্তব্য যে প্রথম মনিবের যেং শর্ত্তে আপ্রেন্টিস্ লইয়াছিল সেইং শর্ত্ত কবুল করিয়া সেও যে তাহাকে গ্রহণ করিল এমত বিবরণ স্বহস্তে আসল আপ্রেন্টিসী পত্রের পৃষ্ঠায় লিখিয়া দেয়, এবং উপরের লিখনানুসারে যাহারদের সম্মতি আবশ্যক তাহারদেরও উচিত যে আপনং সম্মতি ঐ পত্রের পৃষ্ঠায় লিখিয়া দস্তখৎ করে, পরে এইরূপে আপ্রেন্টিস্ অন্য মনিবের নিকট অর্পণ হওয়ার কথা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে অবগত করাইয়া তাঁহার দফতরে আসল আপ্রেন্টিসী পত্রের যে নকল থাকে তাহাতে তদ্বৃত্তান্ত লিখান আবশ্যক এই সকল নিয়ম প্রতিপালন বিনা আপ্রেন্টিস্কে অন্য কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না (ক)

আপ্রেন্টিস্ এক মনিবের দ্বারা অন্য মনিবের নিকট অর্পিত হইবার কথা।

যেং নিয়মানুসারে অর্পিত হওয়া উচিত তাহার কথা

নিয়ম অন্যথায় অর্পণ করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না

(অং) ১৮৫০ সা ১৯ আ—১ ধা (ক) ১৮৫০ স—১৯ আ—১২ ধা।
(অঃ) ১৮৫০ সা—১৯ আ ১০,১১ধা।

আপ্রেণ্টিসী শর্ত উভয় সম্মতিতে রদ বা মতান্তর হইতে পারে

আর যদি উভয় পক্ষ, এবং ১৪ বৎসর বয়স্ক হইলে আপ্রেন্টিস্ স্বয়ং সম্মত হয় তবে আপ্রেন্টিসীর আসল শর্ত মতান্তর কি আপ্রেন্টিসী একেবারে রদ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও লিখন পঠনের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে জানাইয়া করা কর্ত্তব্য (খ)।

আপ্রেন্টিসের প্রতি তাহার মনিব অন্যায় আচরণ করিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের দ্বারা ঐ মনিবের দণ্ড এবং আপ্রেন্টিসী বন্দোবস্ত রদ হইতে পারে

যদি আপ্রেন্টিসের মনিব তাহাকে খোরপোষ না দেয় কিম্বা আপ্রেন্টিসী বন্দোবস্তের শর্ত্তমত তাহাকে শিখাইতে অস্বীকার বা ক্রটি করে অথবা তাহার প্রতি নির্দ্দয় আচরণ বা অন্য কোন অত্যাচার করে তবে তদ্বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট ক্রটি বা অত্যাচারের তারিখ অবধি ৩ মাসের মধ্যে অথবা জাহাজে ঐরূপ অত্যাচার হইলে জাহাজ বন্দরে পহুঁছিবার ৩ মাস মধ্যে নালিশ হইয়া তাহার প্রমাণ হইলে তিনি আপ্রেন্টিসী বন্দোবস্ত রদ করিয়া প্রথম আপ্রেন্টিস্ হওনকালে আপ্রেন্টিসের মনিবকে যে পারিতোষিক টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার চতুর্গুণ দণ্ড ঐ মনিবের নিকট তাহার মালামাল বিক্রয়দ্বারা আদায় করাইয়া আপ্রেন্টিসের উপকারার্থে দেওয়াইতে পারেন, কিন্তু যদি পারিতোষিকের টাকা না দেওয়া গিয়া থাকে অথবা দিলেও তাহা ৫০ টাকার ন্যূন হয় তবে ২০০ টাকার অনধিক দণ্ড করিতে পারেন (গ)

আপ্রেন্টিস্ কুব্যবহার করিলে যেরূপে দণ্ডনীয় হয় তাহার কথা।

তদনুরূপ আপ্রেন্টিস্ যদি কোন কুব্যবহার করে বা পলায় তবে মনিব এক মাসের মধ্যে ও জাহাজে ঐ মত অপরাধ করিলে জাহাজ বন্দরে পহুছিবার এক মাসের মধ্যে নালিশ করিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সেই আপ্রেন্টিস্কে গ্রেফ্তারপূর্ব্বক আনিয়া সে যদি ১৩ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালক হয় তবে তাহাকে ফৌজদারী ফাটক সেওয়ায় বন্দরের ফাটকে বা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে এক মাসের অনধিক কাল কয়েদের দণ্ড করিতে পারেন, ও ঐ মিয়াদের মধ্যে তাহাকে এক সপ্তাহ কাল একাকী এক স্থানে কয়েদ রাখিয়া তাহার মনিবের নিকট তাহার খোরাকী

(খ) ১৮৫০ সা—১৯ আ—১১ ধা। (গ) ১৮৫০ সা—১৯ আ—১২ ধ।

দেওয়াইতে পারেন, কিন্তু যদি আপ্রেণ্টিস্ ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক হয় তবে তাহাকে অপ্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত করণের আজ্ঞা দিতে পারেন আর যদি অপরাধী আপ্রেণ্টিস্ বালিকা হয় অথবা বালক হইলে উপরোক্ত মত তাহার দণ্ড করা অনুচিত হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মনিবের আপন বাটীতে তাহারদিগকে এক মাসের অনধিক কাল শক্ত কয়েদ রাখিয়া আহারার্থে এমত যৎসামান্য দ্রব্য দেওয়ার আজ্ঞা করিতে পারেন যে তদ্দ্বারা কয়েদির শরীরের আরোগ্যের প্রতি কোন বিঘ্ন না জন্মে (ঘ)

আপ্রেণ্টিসের মনিব তাহাকে যেরূপে শাসন করিতে পারে তাহার কথা

অপর পিতা পুত্রকে যে পর্য্যন্ত শাসন ও তাড়না করিতে পারেন আপ্রেণ্টিস্কেও তাহার মনিব সেই পর্য্যন্ত শাসন করিতে পারে, এবং তজ্জন্যে তাহার নামে নালিশ অথবা আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত হইতে পারে না, কিন্তু পুত্রকে চড়াওপূর্ব্বক মাইরপিট বা অন্য যে শাস্তি দিলে পিতা দণ্ডনীয় হয় আপ্রেণ্টিসের মনিবও তাহাকে সেই মত কোন শাস্তি দিলে দণ্ডনীয় হয় (ঙ)

আপ্রেণ্টিসের মন্দাচরণের নিমিত্তে অথবা উভয়ে সম্মত থাকিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব যে নিয়মে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রদ করিতে পারেন তাহার কথা

আপ্রেণ্টিস্ জানিয়া শুনিয়া বারম্বার কুব্যবহার করাপ্রযুক্ত তাহার মনিব যদি আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত হইবার প্রার্থনা করে তবে মন্দাচরণ প্রমাণ হইলে অথবা প্রমাণ না হইলেও আপ্রেণ্টিস্ ও তাহার পিতা বা অভিভাবক সম্মত থাকিলে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করিয়া বিষয় বিবেচনায় উচিত বুঝিলে আপ্রেণ্টিস্ রাখাকালে তাহার সঙ্গে যে পারিতোষিক টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার এক অংশ বা সমুদায় মনিবের নিকট ওয়াপস্ লইয়া তদ্দ্বারা আপ্রেণ্টিস্কে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ করাইতে অথবা তাহার অন্য উপকারার্থে ব্যয় করিতে কিম্বা যে ব্যক্তি আপ্রেণ্টিস্ রাখাকালে পারিতোষিক টাকা দিয়াছিল তাহাকে দেওয়াইতে পারেন (চ)

(ঘ) ১৮৫০ সা—১৯ আ ১৫ ধা (চ) ১৮৫০ স—১৯ আ—১৬,১৭ ধ
(ঙ) ১৯৫০ সা—১৯ আ—১৪ ধা।

মনিব মরিলে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত হয়, কিন্তু আপ্রেণ্টিস্ তিন মাস খোরপোষ পায় ও পারিতোষিক টাকার একাংশ বিবেচনামত ফিরিয়া পায়।

আপ্রেণ্টিসের মিয়াদ সমাপ্ত হওযার পূর্ব্বেই তাহার মনিবের মরণ হইলে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত হয় এবং আপ্রেণ্টিসের সঙ্গে যে পারিতোষিক পূর্ব্বে দেওয়া গিয়া থাকে বাকী মিয়াদের হিসাবমত তাহার যে অংশ আপেণ্টিস্ ফিরিয় পাওয়া উচিত সেই অংশ সে তাহার মনিবের সংসারাধ্যক্ষের নিকট তাহার জায়দাদহইতে পায, এবং মনিবের মরণের পর যদি আপ্রেণ্টিস্ তাহার সংসারাধ্যক্ষের নিকট থাকিযা তাহার কর্ম্ম করে তবে মনিবের জায়দাদহইতে সে তিন মাস কাল খোর পোষ পাইতে পাবে, কিন্তু যদি সংসারাধ্যক্ষ উক্ত তিন মাসের মধ্যে আপ্রেণ্টিস্কে পূর্ব্ব শর্ত কবুল করিয়া রাখিতে সম্মত হয় তবে সে তাহার বিবরণ আসল আপ্রেণ্টিসী পত্রে ও সরকারী দফ্তরে থাকা নকলে লিখিয়া পুনরায় আপ্রেণ্টিস্ রাখিতে পাবে এবং তাহা হইলে মৃত মনিবের সম্পত্তির উপর আপ্রেণ্টিস্ পারিতোষিক টাকার বা অন্য বাবতে কোন দাবী করিতে পারে না (ছ)

মৃত মনিবের সংসারাধ্যক্ষ আপ্রেণ্টিসকে রাখিতে পাবে, তাহা হইলে আপ্রেণ্টিস্ অন্য কোন দাবী করিতে পারে না

মনিব দেউলিয়া হইলে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রদ হইবার কথা।

অপর আপ্রেণ্টিসের মনিব যদি দেউলিয়া হয় তবে এমত গতিকেও আপ্রেণ্টিসী রহিত হইয়া আপ্রেণ্টিসের সঙ্গে যে পারিতোষিক টাক দেওয়া গিয়া থাকে তাহা ঐ মনিবের দেনার শামিলে আপ্রেণ্টিস্ অথবা যে আপ্রেণ্টিস্ বদ্ধ করে সে দাবী করিতে পারে (জ)

১৪ অধ্যায়।

ভার্য্যা ও স্বামির কথা

বিবাহের অভিপ্রায।

মনুষ্যদিগের সন্তান উৎপত্তি হইয়া পৃথিবীতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা নির্দ্দিষ্টপূর্ব্বক এক অথবা ততোধিক সংখ্যক স্ত্রীসহিত সুখে সহবাসপূর্ব্বক কালযাপন করে এই অভিপ্রায়ে

(ছ) ১৮৫০ স—১৯ আ ১৯,২০,২১ ধা (জ) ১৮৫০ সা—১৯ আ—২২ ধা

তাবৎ দেশে বিবাহের রীতি চলিতা হইয়াছে, এবং বিবাহ হইলে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পর ভার্য্যা স্বামিত্ব সম্বন্ধ ঘটে।

এ দেশে হিন্দু মুসলমান ও ইঙ্গরেজ এই তিন জাতীয় প্রজাদিগের মধ্যে বিবাহ ও ভার্য্যা স্বামির বিষয়ে পৃথক্২ নিয়ম আছে, অতএব আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রথমতঃ বিবাহ কিরূপে সিদ্ধি হয়, দ্বিতীয়তঃ ভার্য্যা স্বামির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা কিরূপে বিচ্ছেদ হয়, এবং তৃতীয়তঃ ঐ সম্বন্ধের প্রতিফল কি ইহার বিবেচনা করিব •

ভার্য্যা স্বামির বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশে চলিত নিয়মের কথা।

ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে অন্যান্য বিষয়ের চুক্তি ও একরার প্রভৃতি যেরূপ বিবাহকেও তদ্রূপ গণ্য করা যায়, এবং অন্যান্য চুক্তি ও একরারের ন্যায় যে ব্যক্তিরা বিবাহ করে তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিবাহ না করিলে বা তাহারদের বিবাহ করণের শক্তি না থাকিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ হইবার নিমিত্তে প্রথমতঃ উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কোন দোষ না থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশে একাধিক স্ত্রী বিবাহ করার নিষেধ আছে এজন্যে যদি পুর্ব্বে বর কন্যার মধ্যে কাহারো অন্য কোন লোকের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে অথবা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এমত কোন সম্পার্ক থাকে যে ব্যবস্থামতে তাহারদের বিবাহ হইতে না পারে, কিম্বা উভয়ের মধ্যে কাহারো ক্ষীণতা বা অন্য কোন শারীরিক দোষ থাকে তবে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যে সকল ক্রিয়া করিয়া বিবাহ করার বিধান আইনে আছে তাহা প্রতিপালন বিনা বিবাহ সিদ্ধ হয় না কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যে ইঙ্গরেজেরা যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া বিবাহ করিবেক তাহা ১৮৫২ সালের ৫ আইনে আছে।

যে সকল গতিকে বিবাহ সিদ্ধ হয় না তাহার কথা।

বিবাহ সিদ্ধির জন্যে উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যক

স্ত্রী পুরুষে কোন দোষ না থাকা উচিত মহে।

আইনে ক্রিয়া করিয়া বিবাহ করা আবশ্যক

এ দেশে জিলাব বেজিষ্টর সাহেবের স র্টিফিকেট্ লই যা বিব হ হও যাব কথা

উক্ত আইনেব বিধিমতে যাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয তাহাবদেব কর্ত্তব্য যে বিবাহের তিন মাস পূর্ব্বে সবকাবহইতে প্রত্যেক জিলায় যে ব্যক্তি বিবাহেব রেজিষ্টর নিযুক্ত থাকেন তাঁহাব নিকট অথবা তিনি অনুপস্থিত থাকিলে জিলাব মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেব নিকট স্ত্রী পুরুষ উভযেব বযঃক্রম, নাম ও বাসস্থানেব বেওরাসম্বলিত নির্দ্দিষ্ট প ঠানুসারে এক এত্তেলানামা পাঠাইয়া বেজিষ্টব সাহেবের সর্টিফিকেট্ পাইলে বিবাহ করে

যে সকল গ তিকে বিবাহ ঘটিত সম্বন্ধ ব- হিত হইতে প বে তাহ র ক থা

ইঙ্গলণ্ড দেশে ভার্য্যা স্বামির মধ্যে এক জনের মরণ অথবা ব্যবস্থাগত স্ত্রী পরিত্যাগ ব্যতিরেকে বিবাহঘটিত সম্বন্ধ রহিত হইতে পারে না ভার্য্যা বা স্বামিতে উপরে যে সকল দোষেব কথ লিখা গিযাছে তদ্রূপ কোন দোষ যদি থাকে তবে বিবাহ প্রথমাবধি অসিদ্ধ হইযা উভয়ের পুনবায বিবাহ করিবার অধিকার জন্মে, এবং স্ত্রীর দেনা ইত্যাদিহইতে স্বামী মুক্ত হয় আর যদি উভযের মধ্যে কেহ ব্যভিচার ক্রিযা করে অথবা কেহ কাহারো প্রতি এমত নিষ্ঠুর আচরণ করে যে তাহাতে তাহার প্রাণ শরীব বা কোন অঙ্গ নষ্ট হইতে পারিত এবং এই সকল কারণে উভয়ের একত্র বাস অসাধ্য হয তবে এমত গতিকে ভার্য্যা ও স্বামী উভয়ে উভয়কে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কেবল অপমান বা ক্রোধ করা অথবা স্নেহ না থাকা কিম্বা মন্দ স্বভাবের গতিকে ভার্য্যা স্বামী কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে ন, পরন্তু এমত কথিত আছে যে ভার্য্যা স্বামির মধ্যে কাহারো কুস্বভাব যদি অতি অসহ্য হয় তবে তাহারা পরস্পর পরিত্যাগ করিতে পারে। অপর ব্যভিচার ক্রিয়া স্ত্রী বা স্বামি পরিত্যাগ করণের বিশিষ্ট কারণ বটে, কিন্তু যদি তাহারা উভযেই উক্ত দুষ্কর্ম্মে দোষী হয় তবে ব্যবস্থামতে পরিত্যাগ সিদ্ধ হইতে পারে না

যে২ কারণে ভার্য্যা স্বামিব মধ্যে বিচ্ছেদ হইতে পারে তাহার কথ

পার্লিমেণ্টের হুকুম বিনা স্ত্রী বা স্বামি ত্যাগ সিদ্ধ হয না

ইঙ্গলণ্ড দেশে পর্লিমেণ্টের হুকুম বিন স্ত্রী বা স্বামি পরিত্যাগ সিদ্ধ হয না, এবং সূক্ষ্ম বিচার ও বিশিষ্ট কারণ বিনা পার্লিমেণ্টও পরিত্যাগের হুকুম দেন ন উপরোক্ত দুষ্ক্রিযা ইত্যাদি প্রযুক্ত ভার্য্যা স্বামির বিচ্ছেদ

ভার্য্যা স্বামিব

সিদ্ধ হইলে বিচারকর্ত্তার বিবেচনানুসারে বিষয় বুঝিয়া স্বামির সম্পত্তির এক অংশ স্ত্রীর ভরণ পোষণের নিমিত্তে দেওয়াইবার রীতি আছে ও পরে ব্যভিচার ক্রিয়া করিলেও সম্পত্তির উক্ত অংশ ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে না কিন্তু যদি স্ত্রী গিয়া উপপতির সহিত বাস করে এবং নিয়ত ব্যভিচারিণী হয় তবে সে ভরণ পোষণ পাইতে পারে না।

বিচ্ছেদ হইলে ভার্য্যা ভরণ পোষণ পায়।

উপপতির সহিত বাস করিলে পাইতে পারে না

ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে বিবাহ হইলে পর ভার্য্যা ও স্বামির মধ্যে কোন ভিন্ন ভাব থাকে না, এবং উভয়কে এক ব্যক্তির ন্যায় গণ্য করা যায়, ও স্ত্রীর যে কিছু স্বত্ব থাকে তাহাতে স্বামির অধিকার জন্মে। বিবাহের পুর্ব্বে স্ত্রীর যে দেনা থাকে তজ্জন্যে স্বামী দায়ী হয়, এবং ঐ দেনার জন্যে উভয়ের নামে নালিশ হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর মরণের পর সেই দেনার দাবী স্বামির উপর হইতে পারে না যদি স্বামির মরণের পর স্ত্রী থাকে তবে বিবাহের পুর্ব্বের দেনা ঐ স্ত্রীর উপর অর্শে। অপর বিবাহসময়ে স্ত্রীর যে সকল পাওনা থাকে তাহাতে স্বামির স্বত্ব জন্মে এবং স্বামী তাহা দখল করিতে পারে

বিবাহ হইলে স্ত্রী স্বামির মধ্যে কোন ভিন্ন ভাব থাকে না, এক ব্যক্তির ন্যায় গণ্য হয়।

স্ত্রীর দেনার জন্যে স্বামী দায়ী।

স্ত্রীর পাওনায় স্বামির স্বত্ব হইবার কথা

বিবাহের দ্বারা ভার্য্যা স্বামী এক ব্যক্তির ন্যায় গণ্য হয় এজন্যে স্বামী আপন স্ত্রীকে কোন বস্তু দান করিতে অথবা তাহার নামে একরারনামা প্রভৃতি কোন দলীল দিতে পারে না, যেহেতুক তদ্দ্বারা আপনি আপনাকে দান করার তুল্য হয়, কিন্তু মরণকালে সে স্ত্রীর নামে উইল পত্রদ্বারা কোন বস্তু দান করিতে পারে, কেননা মরণের পর স্ত্রী স্বতন্ত্র ব্যক্তির ন্যায় হয় স্বামির কর্ত্তব্য যে আপনার ন্যায় স্ত্রীকেও ভরণ পোষণ করে, তাহাতে স্ত্রী আপন ভরণ পোষণের জন্যে যদি কর্জ করে তবে তাহা স্বামিকে পরিশোধ করিতে হয়, কিন্তু স্ত্রী স্বামি পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য ব্যক্তির সহিত বাস করে এবং এ কথা কর্জদাতা ব্যক্তি জানে তবে স্বামী দায়ী হয় না, যেহেতুক ঐ মত গতিকে কর্জ দেওয়ার প্রতি স্বামির সম্মতি থাকা বুঝা যায় না যদি স্ত্রীর শরীর অথবা সম্পত্তির প্রতি কোন অনিষ্ট হয় তবে তাহার প্রতীকারের জন্যে স্ত্রী স্বামির নামসহকারে

স্বামী স্ত্রীর নামে কোন দান বা একরার করিতে পারে না, কিন্তু মরণ কালে পারে

স্ত্রীর ভরণ পোষণে স্বামির যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

স্ত্রীর পুরুষের নামসহকারে নালিশ করা কর্ত্তব্য

নালিশ না করিলে একা আপন নামে করিতে পারে না (অ), কিন্তু স্বামির যে দবী তাহার দ্বারা যদি স্ত্রীর স্বত্বের হানি জন্মে তবে স্ত্রী আপনার অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তির নামসহকারে নালিশ করিতে পারে। আর স্বামির নামসহিত নালিশ না করিয়া একা স্ত্রীর নামেও কোন নালিশ হইতে পারে ন, কিন্তু কোনং বিষয়ে এই বিধি খাটে না, অর্থাৎ যদি রাজাজ্ঞাক্রমে স্বামী দেশান্তরিত হয় অথবা সে ভিন্ন রাজার এলাকায় বাস করে তবে এমত গতিকে স্ত্রী একা আপন নামে নালিশ করিতে পারে, ইহা না হইলে স্বামী অবর্ত্তমানে স্ত্রীর প্রতি কেহ অত্যাচার করিলেও সে তাহার প্রতীকার সাধন করিতে পারিত না।

যে গতিকে স্ত্রী আপন অন্তরঙ্গের নাম সহকারে নালিশ করিতে পারে। স্বামির নাম শামিল না করিয়া স্ত্রীর নামে নালিশ হইতে পারে না। যে গতিকে পারে তাহারি কথা।

ইহা ভিন্ন স্ত্রী কোন গুরুতর অপরাধ করিলেও একা তাহারি নামে নালিশ হইয়া তাহার দণ্ড হইতে পারে। অপর ভার্য্যা স্বামি উভয়ের মধ্যে যে অপরাধ হয় তদ্ব্যতীত অন্যান্য কোন অপরাধের মোকদ্দমায় উভয়ের কেহ কাহারো পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে না, কেবল স্বামী রাজদ্রোহী হইলে সরকারের পক্ষে স্ত্রীর সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে। আর যদি কেহ বলক্রমে কোন স্ত্রীকে বিবাহ করে তবে ঐ বাবৎ তাহার নামে নালিশ হইলে সেই স্ত্রী তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে যেহেতুক প্রকৃত পক্ষে উক্ত স্ত্রীকে তাহার বিবাহিত স্ত্রী বলা যাইতে পারে না।

স্ত্রী গুরুতর অপরাধ করিলে একা তাহার নামে নালিশ হইতে পারে। স্ত্রী স্বামী পরস্পরের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা।

আইনানুসারে ভার্য্যা ও স্বামিকে যদিচ এক ব্যক্তির ন্যায় গণ্য করা যায় তথাপি কোনং বিষয়ে স্ত্রী স্বামির কর্ত্তৃত্বের অধীন, এবং তাহার অনুমতি বিনা কার্য্য করিতে পারে ন, অর্থাৎ স্বামির সহিত একত্র বাস করণকালে স্ত্রী যদি কোন দলীল লিখিয়া দেয় বা অন্য কোন কার্য্য করে তবে তাহা বাতিল হয়, আর সে স্বামির বস্তুও বিক্রয় করিতে পারে না, এবং বিশেষ হেতু না থাকিলে উইল পত্রদ্বারা স্বামির নামে কোন

ভপর স্বামির যে বিষয়ে যে কর্ত্তৃত্ব চলে তাহার কথা।

(অ) স—নি—মোসম্মাৎ জানিনী, আ—বিবি মেটিলডা লাথ, রি—১৮৫১ সা—৩১ ডিসেম্বর

ভূমি সম্পত্তি দিতে পারে না, ইহা ভিন্ন স্বামী বলক্রমে স্ত্রীর দ্বারা যদি রাজদ্রোহ ও খুন ভিন্ন সামান্য কোন অপরাধ করায় তবে স্ত্রীর উপর কোন দোষ অর্শে না, এবং স্ত্রী অতি মন্দাচরণ করিলে স্বামী তাহাকে কয়েদ রাখিতে পারে কিন্তু অন্যায় বা অসঙ্গতরূপে কয়েদ রাখিলে আইনানুসারে খাল স পায়।

স্বামির মরণের পর স্ত্রীর ভরণ পোষণের নিমিত্তে ইঙ্গলণ্ড দেশে বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী আপন সম্পত্তিহইতে এক অংশ দেওয়ার ব্যবহার আছে তাহাকে ইঙ্গরেজী ভাষায় "জইণ্ডর" বলা যায় এবং যাবৎ স্বামী বর্ত্তমান থাকে তাবৎ ঐ সম্পত্তিতে ভার্য্যা স্বামী উভয়ের স্বত্ব থাকে, কিন্তু যদি উক্তরূপ জইণ্ডর না দেওয়া যায় তবে স্বামির মরণের পর সন্তান প্রতিপালনাদির জন্যে তাহার সম্পত্তির তৃতীয়াংশ আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত পাওয়ার রীতি আছে ও ঐ তৃতীয়াংশকে ইঙ্গরেজী ভাষায় "ডাউয়র্,, বলা যায়। ইঙ্গলণ্ড দেশে স্ত্রীর ডাউয়র ও জইণ্ডর নামক যে সম্পত্তি আছে তাহার কথা।

বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীর টাকা প্রভৃতি যে কিছু অস্থাবর বস্তু থাকে তাহাতে স্বামির সম্পূর্ণ স্বত্ব জন্মে, কিন্তু যদি স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তি থাকে তবে স্বামী তাহার উপস্বত্ব মাত্র স্ত্রীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত পাইতে পারে ও যদি স্ত্রী সন্তান রাখিয়া মরে তবে স্বামী স্ত্রীর মরণের পরও আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত সেই উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারে। আর বিবাহের পর স্ত্রী যে স্থাবর সম্পত্তি পায় তাহার প্রতিও উক্ত বিধান খাটে ও স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে স্বামী তাহার স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় বা কোনরূপে হস্তান্তর করিতে পারে না এক্ষণে আমরা হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ ও ভার্য্যা স্বামির বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহার বিবেচনা করিব। স্ত্রীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপর স্বামির যে স্বত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে তাহার কথা

ভার্য্যা স্বামির বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের মত।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সন্তানোৎপত্তি বিবাহের মুখ্য অভিপ্রায়, ও পুরুষের গৃহস্থাশ্রমী হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বিশেষতঃ স্ত্রীর বিবাহ না হইলেই নহে এজন্যে উপযুক্ত বর মনোনীত করিয়া আপন কন্যা বিবাহ দেওয়া পিতার উচিত কার্য্য কন্যা বিবাহ দেওয়ার হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহের আবশ্যকতা। কন্যা বিবাহ

দেওয়াব অধিক ব যাহারদের আছে তাহার কথা

অধিকারী প্রথমতঃ পিতা, পিতা না থাকিলে পিতামহ, ভ্রাতা, সপিণ্ড ও সকুল্যেরা ক্রমে অধিকারি হয়, তাহারদের অভাবে কন্যার মাতার অধিকার জন্মে। কন্যার যৌবনাবস্থার পূর্ব্বে বি

যে বয়সে কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত তাহাব কথা।

বাহ হওয়া উচিত অষ্ট বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রমেও কন্যা বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু কন্যা যুবতী না হইলে স্বামির সহিত সহবাসের প্রায় দেশে ব্যবহার নাই আর কলিযুগে বর কন্যা

বর কন্যা এক জাতীয় না হইলে বিবাহ সিদ্ধ না হইবার কথা

উভয়েই এক জাতীয় না হইলে বিবাহ ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না, এবং তাহারদের সন্তানেরা উত্তরাধিকারি হইতে পারে না

যাহারদের সহিত বিবাহ হইতে পাবে না তাহার কথা।

হিন্দুদিগের মধ্যে পিতৃ পিতামহাদি ছয় পুরুষকে সপিণ্ড বলা যায়, ঐ ছয় পুরুষের প্রত্যেকের সপ্তমী কন্যা ও মাতামহাদি যে পাঁচ পুরুষকে মাতামহ সপিণ্ড বলা যায় তাহারদের পাচ পুরুষেরও প্রত্যেকের পঞ্চমী কন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে না। আর বরের পিতৃবন্ধুর ঊর্দ্ধে সাত ও অধে সাত পুরুষের প্রত্যেকের সাত২ সন্ততি ও মাতৃবন্ধুর ঊর্দ্ধে ও অধে পাঁচ পুরুষের প্রত্যেকেব যে পাঁচ২ সন্ততি ইহারদের সহিতও বিবাহ নিষিদ্ধ অপর পিতামহ ভগিনীপুত্র পিতামহী ভগিনীপুত্র, ও পিতার মাতুলপুত্র অথবা পুত্রীকে পিতৃবন্ধু বলা যায়, এবং মাতামহ ভগিনীপুত্র, মাতামহী ভগিনীপুত্র এবং মাতার মাতুলপুত্র অথবা পুত্রীকে মাতৃবন্ধু বলা যায়। আর পোষ্য পিতৃকন্যাকেও পোষ্যপুত্র বিবাহ করিতে পারে না, এবং শূদ্র ভিন্ন দ্বিজাতীয়েরদের স্বগোত্রের কোন স্ত্রীর সহিত বিবাহ হইতে পারে না

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে না, কিন্তু বিশিষ্ট কারণ থাকিলে পারে।

শাস্ত্রমতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইতে পারে না, কিন্তু যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত নপুংসক বা অন্য কোন শারীরিক দোষপ্রযুক্ত কিম্বা জাত্যন্তর, দেশান্তর বা সংসারত্যাগী হওয়ার নিমিত্তে বিবাহ করিতে না পারে অথবা ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠকে বিবাহ করণের অনুজ্ঞা দেয় তবে এমত গতিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হইলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পাবে অপর স্ত্রীর প্রতিও উক্ত বিধি খাটে

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর বিষয়েও উক্ত বিধান খাটে।

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ ঐরূপ বিশিষ্ট কারণ বিনা হইতে পারে না

অষ্ট প্রকার বিবাহের কথা। যে বিবাহ যে জাতীয়ের পক্ষে প্রশস্ত তাহার কথা।

অষ্ট প্রকার বিবাহ যেরূপে সিদ্ধ হয় তাহার কথা।

হিন্দুদিগের মধ্যে অষ্ট প্রকার বিবাহ আছে, অর্থাৎ ব্রাহ্ম্য, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রথমোক্ত চারি প্রকারের বিবাহ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে, ও আসুর বিবাহ বৈশ্য শূদ্রদিগের পক্ষে ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু পৈশাচ বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধম পিতা উপযুক্ত বরকে আহ্বান করিয় আনিয়া সালঙ্কৃতা কন্যা বরকে সম্প্রদান করিলে ব্রাহ্ম্য বিবাহ সিদ্ধ হয় প্রথমতঃ যজ্ঞ ও দক্ষিণা করিয়া অলঙ্কারাদি সমেত বরকে কন্যাদান করিলে দৈব বিবাহ সম্পন্ন হয়। যদি কন্যাদাতা ধর্ম্মার্থে বরের নিকট এক বৃষ ও গাবী অথব দুই বৃষ ও দুই গাবী লইয়া যথাশাস্ত্র কন্যা দান করে তবে তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলা যায় কন্যাদান করণকালে কন্যাদাতা কন্যাসহ ধর্ম্ম করিবা ইতি বচন বলিয়া উপরোক্ত নিয়মানুসারে কন্যাদান করিলে প্রাজাপত্য বিবাহ সিদ্ধ হয়। কন্যার পিতা বা জ্ঞাতিদিগকে অথবা কন্যাকে ধন দিয়া যে বিবাহ করা যায় তাহাকে আসুর বিবাহ বলা যায় বর কন্যা উভয়েই যদি কামবশতঃ পরস্পর সহবাস করে তবে তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়, যথ যদি কন্যা ও বর উভয়েই সম্মত হইয়া কোন গোপন স্থানে পরস্পর মালা ইত্যাদি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক উভয়েই উভয়কে গ্রহণ করিবার সম্মত হয় তবে তাহার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। যুদ্ধ বা পিত্রালয়হইতে বলাৎকারদ্বারা কন্যা হরণ করিয়া লইলে তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ, আর কন্যা নিদ্রিত বা মদবিহ্বল হইয়া থাকতে কিম্বা ছদ্মবেশে তাহার সহিত সহবাস হইলে পৈশাচ বিবাহ হয় (অ)। ব্রাহ্ম্য বিবাহের এক্ষণে সর্ব্বত্র ব্যবহার, আসুর অর্থাৎ কন্যার পিতাকে ধন দিয়া বিবাহ করার ব্যবহারও স্থান বিশেষে চলন আছে, এবং কখন২ ধন বা সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে কোন স্ত্রীর সহিত ছল ও কৌশলে যদি সহবাস হয় তবে ঐ মত সহবাস হওয়া মাত্র গান্ধর্ব্ব বিবাহ সিদ্ধ হয় ও পরে তাহা অসিদ্ধ হইতে পারে না ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহের বিশেষ চলন আছে ও ঐ প্রকা-

(অ) মনু ৩ অধ্যা—২১,৩৪ বচন।

বের বিবাহে বিশেষ কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই, কেবল সহবাস হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়

যে ২ গতিকে ভার্য্যা স্বামিন বিচ্ছেদ হইতে পারে তাহার কথা।

স্ত্রী স্বামিকে পরিত্যাগ করিতে পারে ন

শাস্ত্রানুসারে ভার্য্যা স্বামী উভয়ে উভয়কে ব্যভিচারাদি গুরুতর কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে বা জাত্যান্তর হইলে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী আপন স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে না, যেহেতুক জীব দুই বিবাহ নিষিদ্ধ, কেবল কোন২ দেশে অতি ইতর লোকের মধ্যে স্বামি পরিত্যাগের ব্যবহার আছে

স্বামী বিনা দোষে ভার্য্যা পরিত্যাগ করিলে দণ্ডনীয় হয় এবং সামান্য দোষে করিলে স্ত্রীর ভরণ পোষণ দেওয়া উচিত

আর স্বামী বিনা দোষে ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয় হয়, এবং ব্যভিচারাদি গুরুতর দোষ ভিন্ন অন্য কোন সামান্য দোষপ্রযুক্ত স্ত্রী পরিত্যাগ করিলে স্বামির স্ত্রীকে প্রতিপালন করা উচিত

একাধিক পত্নী বিবাহের নিষেধ

যে২ গতিকে একাধিক পত্নী বিবাহ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

শাস্ত্রের বিধিমতে বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে একাধিক পত্নী বিবাহ করা অনুচিত, অর্থাৎ প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীর যদি আচরণ ও স্বভাব মন্দ হয় বা সে রোগযুক্তা বা বন্ধ্যা হয় কিম্বা ১১ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র সন্তান না জন্মে অথবা প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী অনুমতি দেয় তবে দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করা যাইতে পারে (ই) এবং প্রথমা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তে দ্বিতীয় বিবাহে যে ব্যয় হয় তাহার সমতুল্য ধন উক্তা স্ত্রীকে দেওয়া উচিত, কিন্তু প্রথমা পত্নীর পূর্ব্বের যদি স্ত্রীধন থাকে তবে ঐ স্ত্রীধন দ্বিতীয় বিবাহের ব্যয়ের সমতুল্য না হইলে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হয় যদি কেহ প্রথমা স্ত্রীর উপরোক্তমত কোন দোষ না থাকাতেও তাহার অনুমতি বিনা দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করে তবে ব্যবস্থামতে সে দণ্ডনীয় হয় পরন্তু শাস্ত্রমতে প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রী একারণে তাহাকে ধর্ম্ম পত্নী বলা যায়, পরে যে সকল স্ত্রীর সহিত বিবাহ হয় তাহারদিগকে কামপত্নী বলা যায়

ভরণপোষণ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে স্ত্রী স্বতন্ত্রমত কোন নিয়ম ও এ-

বিবাহের দ্বারা স্ত্রী স্বামির অধীন হয় একারণে স্ত্রী স্বতন্ত্ররূপ কোন বিষয়ে একরার বা নিয়ম করিলে তাহা তাহার আত্ম সম্বন্ধে

(ই) মনু ৯ অং—৮০ বচন

কর্ম্মণ্য হয় না, কিন্তু যদি তাহার নিজের ও সংসারেব ভরণ পোষণের জন্যে কর্জ ইত্যাদি করে তবে তজ্জন্যে স্বামী দায়ী হয়, আব স্বামিব বিষযের ভার স্ত্রীর প্রতি থাকিলে স্ত্রী যে সকল কার্য্য করে তাহাও অকর্ম্মণ্য হয় না, আর স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীব নামে কেহ নালিশ করিতে পারে না এবং স্ত্রীর পক্ষেও কাহারো নামে নালিশ হইতে পারে না, কেবল গোয়ালিনী ইত্যাদি যে সকল স্ত্রী নিজে কোন ব্যবসায় করে তাহারা স্বয়ং আপনং ব্যবসায়সংক্রান্ত তাবৎ কারবার করিতে পারে আর স্ত্রীধনে স্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে তাহাতে স্বামির কোন সম্পর্ক নাই

করার করিতে পারে না
স্বামিব বিষযের ভাব থাকিলে পাবে
স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীব নামে কেহ বা স্ত্রী কাহারো নামে নালিশ করিতে পারে না।
ঐ বিধান যে সকল স্ত্রীর প্রতি খাটে না তাহার কথা
স্ত্রীধনে স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব।

স্বামির যে সকল সম্পত্তি তাহাতে স্ত্রীর অধিকাব নাই ও তাহা সে দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারে না, কিন্তু স্ত্রীর স্ত্রীধন নামক যে এক প্রকার স্বতন্ত্র সম্পত্তি আছে তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও অধিকার হয়, তদ্ভিন্ন স্ত্রীর আর যে কিছু সম্পত্তি থাকে তাহাতে স্বামির সম্পূর্ণ অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব অর্শে, বরং কোনং গ্রন্থেব বিধিমতে স্ত্রী আ ত্ম পবিশ্রমদ্বারা অথবা অন্য কোন ব্যক্তিহইতে দানদ্বারা যে সম্পত্তি পায় তাহাতেও স্বামির কর্ত্তৃত্ব জন্মে ও স্ত্রী উত্তরাধিকাবিত্বক্রমে যে সম্পত্তি পায় তাহাতেও স্ত্রীর বিশেষ কোন উত্তবাধিকারী না থাকিলে স্বামির স্বত্ব জন্মে।

স্বামির সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার না থাকিবার কিন্তু স্ত্রীব স্ত্রীধন ভিন্ন অন্য সম্পত্তিতে স্বামির অধিকার থাকাব কথা।

স্ত্রী পিত্রালযে থাকাতে কিম্বা তাহার বিবাহের সময়ে অথবা তাহাব পরে তাহার পিতৃ ও ভ্রাতৃবন্ধু প্রভৃতি তাহাকে যে বস্তু দেয় কিম্বা সে আপন কন্যা বিবাহ দেওনকালে জামাতার নিকট যে সকল দ্রব্য পায় ও কার্য্য নৈপুণ্যের নিমিত্তে স্বামী দয়া করিয়া যে বস্তু স্ত্রীকে দান করে, ও স্ত্রী আপন ভরণ পোষণের জন্যে প্রাপ্ত দ্রব্যহইতে যাহা সঞ্চয় করে এবং বিবাহের উপলক্ষে সে যে সকল অলঙ্কার স্বামি বা ভ্রাতৃবন্ধুর নিকট পায় এই সকলকে স্ত্রীর স্ত্রীধন বলা যায় স্ত্রীধনে স্বামির বা অন্য কাহার কোন স্বত্ব নাই, কিন্তু স্বামী নিতান্ত দরিদ্র হইলে বা তাহার অন্য উপায় না থাকিলে ও অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইলে তাহা ব্যয় করিতে পারে অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকাবিত্ব বিষয়ে যে বিধি আছে স্ত্রীধনের প্রতি তাহা খাটে না, ও স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীব

স্ত্রীধন কাহাকে বলা যায় তাহার কথা।
স্ত্রীধনে স্ত্রী ভিন্ন অন্য কাহারো স্বত্ব নাই
যে গতিকে স্বামী তাহা ব্যয় করিতে পারে তাহার কথা
স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিত্ব

বিষয়ে স্বতন্ত্র নিয়ম খাটিবার কথা।

মরণ হইলে তাহার যে সম্পত্তি অর্থাৎ স্ত্রীধন তাহা স্বামী পাইতে পারে না, স্ত্রীর যে কন্যা থাকে সেই পায়, এই বিষয়ে যে সকল স্বতন্ত্র নিয়ম আছে তদ্বিশেষ আমরা পশ্চাৎ লিখিব, সংপ্রতি হিন্দু শাস্ত্রমতে স্বামির মরণের পর স্ত্রীর যে সকল স্বত্ব জন্মে ও তাহার যেং কর্ত্তব্য কার্য্য তাহার বিবেচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম

সতীর ব্যবহার রহিত হওয়ার কথা।

হিন্দু স্ত্রীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে সতীর ব্যবহার ছিল, অর্থাৎ স্বামির মৃত দেহের সহিত প্রাণত্যাগ করা স্ত্রীর অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, কিন্তু ১৮২৯ সালের ১৭ আইনের দ্বারা উক্ত ব্যবহার একেবারে নিষেধ হইয়া কেহ বলপূর্ব্বক সতীগমনে সহায়তা করিলে মনুষ্য বধ অপরাধের যে দণ্ড সেই দণ্ডের যোগ্য হয়

যেং কার্য্য করণের দ্বারা বিধবা স্ত্রীর স্বত্ব লোপ পায় তাহার কথা।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্বামির মরণ হইলে স্ত্রী পুনরায় দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে না, তথাপি যদি সে পত্যন্তর ভজনা কিম্বা পতিব্রতা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তবে স্ত্রীস্বরূপ তাহার যে কিছু স্বত্ব সম্বন্ধ থাকে তাহা তাবৎ লোপ পায়। আর স্বামির মরণের পর তাহার যে পুত্র থাকে অথবা পুত্রাভাবে তাহার ভ্রাতৃবন্ধু প্রভৃতি যাহারা থাকে তাহারদের গৃহে স্ত্রীর বাস করা কর্ত্তব্য, যেহেতুক কোন কালেই স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহার অন্যথাচরণ করিলে স্বামির সম্পত্তিহইতে স্ত্রী ভরণ পোষণ ইত্যাদি পাইতে পারে না (ঈ)। কিন্তু যদি বিধবা স্ত্রী স্বামির গৃহহইতে গিয়া অন্যত্র বাস করিয়াও স্বধর্ম্মে থাকে তবে কেবল স্বামির গৃহে না থাকা বলিয়াই তাহার উত্তরাধিকারিত্ব লোপ হইতে পারে না (উ)।

অপুত্রক স্বামী অন্য অংশিবদের সহিত পৃথক্ থাকিয়া মরিলে বিধবা তাহার উত্তরাধিকারিণী হয়

বিধবা স্ত্রীর উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র এই ব্যবস্থার চলন আছে যে যদি স্বামী তাহার জীবদ্দশায় অন্যান্য অংশিদিগের সহিত পৃথক্ থাকিয়া মৃত হয় এবং তাহার পুত্র সন্তান না থাকে তবে স্ত্রী আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাহার স্বামির

(ঈ) স—নি—মহারাণী বসন্তকুমারী, আ—মহারাণী কমলকুমারী, রি—১৮৪৩ সা—২৯ ডিসেম্বর। উজ্জ্বলমণি দাসী, আ—জয়গোপাল চৌধুরী, রি—১৮৪৮ সা ১ জুন

(উ) স—নি উমাদেবী ওয়ারহ, আ—কৃষ্ণমণি দেবী, রি—১৮৪৩ সা—২৯ জুলাই প্রিবী—কৌ—রি—কাশীনাথ বসাক, আ—হরসুন্দরী দাসী, রি।

ত্যাজ্য সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় (ঙ) কিন্তু যদি স্বামী আপন জীবদ্দশায় তাহার অংশিদিগের সহিত একত্রে বস করিয়া মৃত হয় তবে এমত গতিকে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা নামক স্মৃতিশাস্ত্রের মত এক নহে, অর্থাৎ বঙ্গদেশে যে দায়ভাগের মত চলন আছে তদনুসারে স্বামী তাহার অন্যান্য অংশির সহিত একত্রে ও এজমালিতে থাকিয়া মরিলেও স্ত্রী আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাহার অংশের উত্তরাধিকারিণী হয় (ঋ) কিন্তু বেহার ও বাণারস ইত্যাদি যে সকল প্রদেশে মিতাক্ষরার মত চলন আছে তাহাতে স্বামী যদি তাহার ভ্রাতৃ বা অন্য শরিকদিগের সহিত একত্রে থাকিয়া মরে তবে বিধবা স্ত্রী স্বামির অংশিদিগের নিকট ভরণ পোষণ মাত্র পাইতে পারে, স্বামির অংশের উত্তরাধিকারিণী হইতে পাবে না (ৠ) বিধবা স্ত্রী তাহার অপুত্রক স্বামির ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও ঐ সম্পত্তি যদি স্থাবর হয় তবে তাহা কেবল জীবদ্দশা পর্য্যন্ত সে উপভোগ করিতে পাবে, অর্থাৎ যাবৎ তাহার মরণ না হয় তাবৎ সে ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ব উপভোগ করিতে পারে, দান বিক্রয় বা কোনরূপে হস্তান্তর করিতে পারে না, ও তাহার মরণ হওয়া মাত্র তাহার স্বামির ভ্রাতৃ প্রভৃতি যে সকল উত্তরাধিকারি থাকে তাহারা ঐ সম্পত্তি পায় (৯), কিন্তু পতির

বঙ্গদেশে স্বামী অন্য অংশির সহিত একত্রে থাকিয়া মরিলেও বিধবা তাহার সম্পত্তি পায়

বেহার ও বাণারসে ভরণ পোষণ ভিন্ন অংশ পায় না

বিধবা স্ত্রী কেবল জীবদ্দশা পর্য্যন্ত স্বামির সম্পত্তি উপভোগ করিতে পারে দান বিক্রয় করিতে পারে না

যে সকল গ

(ঙ) স—মি—নারায়ণী দেবী, আ—হরকিশোর রায়, রি—১৮০১ সা—২৪ ডিসেম্বর। রাধামণি দেবী, আ—শ্যামচন্দ্র, রি—১৮০৪ সা—২৭ সেপ্টেম্বর

(ঋ) স নি—শ্রীনাথ শর্ম্মা, আ—রাধাকান্ত, রি ১৭৯৬ সা—২৬ নবেম্বর রাজবল্লভ ভুঁয়া, আ মোসম্মাৎ বনিতা দেবী, রি ১৮০১ সা ১৪ আগষ্ট

) স নি বাবু রঞ্জিত সিংহ, আ বাবু অভয়নারায়ণ সিংহ, রি ১৮১৭ সা—২৬ জুলাই মোসম্মাৎ নন্দকুমারী, আ—তুর্ভিসিংহ, রি ১৮১৪ সা—৬ অক্টোবর বাহী কোঙর, আ রাজবংশী কোঙর, রি—১৮৪৭ সা—২০ সেপ্টেম্বর। বক্ত চৌধুরাণী, আ—কীর্ত্তি সিংহ, রি ১৮৪৮ সা ১১ মার্চ

(৯) মহদা, আ—কল্যাণী ওগয়রহ, রি ১৮০৩ সা—১৪ মার্চ নন্দকুমার রায়, আ রাজেন্দ্রনারায়ণ, রি ১৮০৮ সা—২ ডিসেম্বর মোসম্মাৎ ভবানীমণি, আ—মোসম্মাৎ সুলক্ষণা, রি—১৮১১ সা ১৬ এপ্রেল কৃষ্ণগোবিন্দ, আ লাভলীমোহন ঠাকুর, রি—১৮১৯ স—৩০ আগষ্ট থানসিংহ, আ—মোসম্মাৎ জিতু, রি—১৮১৯ সা—২ ডিসেম্বর। কালীকান্ত লাহুড়ি, আ—গোলকচন্দ্র চৌধুরী, রি—১৮৩৯ সা ৩০ অক্টোবর মোসম্মাৎ নুমর্দু, আ মোসম্মাৎ দুর্গা কুঙর—১৮৫০ সা—২৯ মে।

ত্তিকে দান বিক্রয় করিতে পারেত হয় কথ

স্বর্গার্থে ও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিযাতে কিম্বা তাহার কর্জ পরিশোধের নিমিত্তে অথবা বিধবা স্ত্রীর আপন ভরণ পোষণাদির নিমিত্তে কিম্বা যে সকল কর্ম্ম না করিলেই নহে তজ্জন্যে যদি স্বামির সম্পত্তির সমুদায় ব কোন অংশ বিক্রী বন্ধক বা অন্যরূপে হস্তান্তব করা নিতান্ত আবশ্যক হয় তবে বিধবা স্ত্রী তাহা করিতে পাবে, পরন্তু কোন অপরিমিত বা নিরর্থক ব্যয়েব নিমিত্তে যদি বিক্রয় করে ৩বে তাহা সিদ্ধ হয় না, যেহেতুক স্বামিব সম্পত্তিতে স্ত্রীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উপভোগের মাত্র স্বত্ব থাকাতে তাহা অপরিমিত বা অপব্যয় করিয়া নষ্ট করা অনুচিত (ঋ) যদি কোন বিধবা স্ত্রী তাহার পতির আজ্য স্থাবব অস্থাবর সম্পত্তি সমুদায় কোন ব্যক্তিকে দান করে তবে ঐ দান সিদ্ধ হয় না, যেহেতুক সম্ভবাতিরিক্ত দান করা উচিত নহে, আব ঐ মত দানে তাহার পতির তাবৎ উত্তরাধিকারিদিগের অনুমতি না থাকিলেও সিদ্ধ হইতে পারে না (এ) বিশেষতঃ স্বামির যে অস্থাবর সম্পত্তি তাহাবও সমুদায স্ত্রী বিশিষ্ট কারণ বিনা হস্তান্তব করিতে পাবে না যেহেতুক অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধেক পতিব শ্রাদ্ধাদির ব্যয নিমিত্ত রাখা উচিত (ঐ) পরন্তু যদি স্বামিব কর্জ পরিশোধ বা যে ব্যয় না করিলেই নহে তন্নিমিত্তে পতির সম্পত্তি বিক্রয় কবা আবশ্যক হয় ৩বে স্বামির উত্তরাধিকারিদের অনুমতি না লইয়াও স্ত্রী বিক্রয় করিতে পারে (ও)

বিধবা স্ত্রী কর্তৃক সম্ভবাতিরিক্ত দান অসিদ্ধ

স্বামির উত্তরাধিকারিদিগেব অনুমতিও আবশ্যক

স্বামির দেনা পরিশোধের নিমিত্তে বিধবা স্বামিব উত্তরাধিকারির অনুমতি বিনা সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে।

(ঋ) শ্রীনারাযণ রায়, আ—ভাযাঝা, রি—১৮১২ স—২৭ জুলাই হেমচন্দ্র মজুমদার, অ—মোসম্মাৎ ভবাণি ও রাইমণি, রি—১৮১১ স—১৮ ডিসেম্বর। রামচন্দ্র শর্ম্মা, আ—গঙ্গাগোবিন্দ বাঁডুয্যা, রি—১৮২৬ সা১ ফেব্রুয়ারি প্রাণনাথ রায়, আ রাজা গোবিন্দচন্দ্র রায়, রি—১৮৩০ স—১৪ জুন শিবসহায়, অ—বুনিযাদ সিংহ, রি—১৮৩৮ সা—১০ ডিসেম্বর কালীকান্ত লাহুড়ি, আ—গোলোকচন্দ্র চৌধুরী, রি—১৮৪৯ স ৩০ অকটোবর

(এ) স নি—শ্রীনারায়ণ রায়, আ—ভাযাঝা, রি—১৮১২ সা—২৭ জুলাই মোহনলাল খাঁ, আ—রাণী শিরোমণি, রি—১৮১২ স—৩১ আগষ্ট বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, আ বিষ্ণুচন্দ্র রায়, রি ১৮২৬ সা—২৫ এপ্রেল

(ঐ) স নি—শ্রীনারায়ণ রায়, আ—ভাযাঝা, রি—১৮১২ সা—২৭ জুলাই।

(ও) স—নি—মে সম্মাৎ উমা চৌধুরাণী, আ—ইন্দ্রমণি চৌধুরাণী, রি—১৮৪৭ সা—১৫ জুলাই।

আপন স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন না করে তবে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহাকে উপযুক্ত মত স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের আদেশ করিতে পারেন, ও উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিলে এক মাস কারাগারে কয়েদদ্বারা দণ্ডনীয় হয়, তথাপি যদি সে ঐরূপে আপন স্ত্রী পুত্রের খোরপোষ দিতে ত্রুটি করে তবে যত বার ত্রুটি করে তত বার উক্ত মত শাস্তি পাওয়া উচিত কিন্তু যদি এমত প্রমাণ হয় যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়া অন্য লোকের সহিত বাস করিতেছে অথবা সে স্বেচ্ছামত আপন পতির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে তবে স্বামী তাহাকে প্রতিপালন করার জন্যে দায়ী নহে।

যে ' তিকে প্রতিপালন ক রণের জন্যে দ যী নহে ত হার কথা

১৫ অধ্যায়।

পিত পুত্রের কথ

আমরা উপরোক্ত অধ্যায়ে ভার্য্যা স্বামির পরস্পর যে সম্পর্ক তাহার বিবরণ লিখিয়াছি, এই অধ্যায়ে পিতা পুত্রের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ ও তাহারদের যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য তাহার বৃত্তান্ত লিখিব।

পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বাদশ প্রকারের সন্তান ছিল, অর্থাৎ ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়জ, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত ও শৌদ্র পুত্র (অ)।

দ্ব দশ প্রকার সন্ত নের কথ

প্রথম—কন্যাবস্থায় সজাতীয় ভার্য্যার সহিত বিধিমত বিবাহ হইয় স্বামির ঔরসে যে সন্তান জন্মে তাহাকে ঔরস পুত্র বলা যায় দ্বিতীয়—স্বামির মরণ হইলে বা সে ব্যাধিত কিম্বা অন্য কোন দোষ বিশিষ্ট হওন প্রযুক্ত তাহার ভ্রাতৃ বা তদভাবে অন্য কোন সপিণ্ড কেবল সন্তান জন্মাইবার নিমিত্তে স্বামী বা তদভাবে তাহার কুটুম্বের অনুমতিমতে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে যে

ঔরস পুত্রের কথা

ক্ষেত্রজ স-ন্তানের কথ

(অ) মনু ৯ অ ১৫৯,১৬০।

দত্তক পুত্রের কথা। সন্তানোৎপত্তি হয় তাহার নাম ক্ষেত্রজ তৃতীয়—মাতা আপন স্বামির অনুমতি লইয়া অথবা পিতা স্বয়ং আপন পুত্র সজাতীয় অন্য কোন ব্যক্তিকে ধর্মার্থে পুত্র করিয়া দিলে ঐ পুত্রের নাম দত্ত। চতুর্থ—সজাতীয় কোন ব্যক্তির গুণবান্ সন্তানকে আপন পুত্র করিয়া লইলে তাহাকে কৃত্রিম পুত্র বলা যায় পঞ্চম—স্বামী বহুকাল গৃহে না থাকাতে তাহার গৃহে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা যে সন্তান জন্মে এবং সেই ব্যক্তি কে ইহা যদি নির্যাস না জানা যাইতে পারে তবে ঐ সন্তানের নাম গূঢ়জ ষষ্ঠ—যে সন্তানকে পিতা মাতা পরিত্যাগ করিলে কেহ আপন পুত্র বলিয়া লয় তাহার নাম অপবিদ্ধ পুত্র সপ্তম—অবিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে থাকাতে তাহার যে সন্তান জন্মে তাহাকে কানীন বলা যায় অষ্টম—কোন গর্ভবতী স্ত্রীকে সগর্ভাস্বরূপ জানিয়া বা না জানিয়াই হউক বিবাহ করিলে পশ্চাৎ ঐ স্ত্রীর যে সন্তান হয় তাহার নাম সহোঢ় নবম—কোন ব্যক্তি পিতা মাতার নিকট সন্তান ক্রয় করিয়া ঐ সন্তানকে যদি আপন পুত্র করিয়া লয় তবে তাহাকে ক্রীত পুত্র বলা যায় দশম—স্ত্রীকে পতি পরিত্যাগ করিলে অথবা ঐ স্ত্রী বিধবা হইয়া যদি স্বেচ্ছাক্রমে পুনরায় অন্যের ভার্য্যা হয় তবে তাহার গর্ভজাত সন্তানকে পৌনর্ভব পুত্র বলা যায়। একাদশ যে সন্তান মাতৃ পিতৃ বিহীন হইয় অথবা তাহাদের দ্বারা উচিত কারণ বিনা পরিত্যক্ত হইয়া স্বয়ং কোন ব্যক্তির পুত্র হয় তাহাকে স্বয়ন্দত্ত পুত্র বলা যায় দ্বাদশ—শূদ্রা স্ত্রীর সহিত ব্রাহ্মণের সহবাসের দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহার নাম শৌদ্র, এরূপ সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা অধম, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাকে শব তুল্য বলিয়া লিখিত আছে অপর অপুত্রক কোন ব্যক্তি আপন কন্যাকে যদি এই নিয়মে বিবাহ দেয় যে ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তান তাহার পুত্র হইবেক তবে সেই সন্তান উক্ত ব্যক্তির পুত্রিকা পুত্র হইয়া তাহার উত্তরাধিকারী হয়

কৃত্রিম পুত্রের কথা। গূঢ়জ সন্তানের কথা অপবিদ্ধ পুত্রের কথা কানীন পুত্রের কথা সহোঢ় সন্তানের কথা ক্রীত পুত্রের কথা পৌনর্ভব পুত্রের কথা স্বয়ন্দত্ত পুত্রের কথা শৌদ্র পুত্রের কথা পুত্রিকা পুত্রের কথা

উপরের লিখিত দ্বাদশ প্রকারের সন্তানের মধ্যে কেবল ঔরস ও দত্ত এই দুই প্রকার সন্তান কলি যুগে প্রশস্ত, আর দশ প্রকারের সন্তানের ব্যবহার রহিত হইয়াছে, এবং ঔরস পুত্রের

কলি যুগে ঔরস ও দত্তক পুত্র ভিন্ন আর সকল সন্তানের

ন্যায় তাহারদের কোন সত্ব নাই, কিন্তু মিথিলায় অর্থাৎ তীরহুতে কৃত্রিম পুত্রের ব্যবহার আছে, এবং কথিত আছে যে উড়িষ্যা প্রদেশে ক্ষেত্রজ সন্তানও আছে (অ) কিন্তু এক্ষণে দত্ত ও ঔরস পুত্র ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্রকে সর্ব্বত্র গ্রাহ্য করা যায় না, অতএব আমরা সন্তান সকলকে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে উপরোক্ত মত প্রভেদ না করিয়া তাবৎ জাতীয় লোকের মতানুসারে সর্ব্ব সাধারণ রূপে ঔরস, জারজ ও পোষ্য এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রকারের সন্তান ও পিতার মধ্যে পরস্পর যে কর্ত্তব্য কার্য্য তাহার বিবরণ লিখিব

ব্যবহার রহিত হওয়ার কথা।

প্রথমতঃ ঔরস পুত্রের বিবরণ এই ঔরস পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য এই যে তাহাকে প্রতিপালন পূর্ব্বক গুণ শিক্ষা করায় এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাহার সহায়তা করে সন্তানদিগকে যে পিতার প্রতিপালন করা অতি কর্ত্তব্য ইহা স্বভাবতঃ বোধ হইতে পারে, যেহেতুক যে সন্তানকে পিতা একবার প্রাণ দিয়া জন্মাইয়াছেন তাহাকে প্রতিপালন না করিয়া নষ্ট করা অতি অনুচিত, বিশেষতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তান পোষণ হেতু মাতার শরীরে যে স্তন দিয়াছেন এবং অতি কুৎসিত সন্তান হইলেও তাহার প্রতি পিতা মাতার যে অসাধারণ স্নেহ স্বভাবতঃ জন্মে ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে সৃষ্টিকর্ত্তা পিত মাতার উপর সন্তান প্রতিপালনের ভার রাখিয়াছেন, তথাপি কখন২ দুষ্ট পিতৃ মাতৃগণ দুষ্ট স্বভাববশতঃ আপন সন্তানদিগকে প্রতিপালন করে না, এজন্যে প্রায় তাবৎ সভ্য দেশের ব্যবস্থায় সন্তান প্রতিপালনের নিমিত্তে পিতার প্রতি দৃঢ় আদেশ আছে এ দেশেও শাস্ত্র ও কোরাণে পিতার প্রতি আপন ঔরস সন্তান প্রতিপালনের বিধান আছে এবং সরকার বাহাদুরের আইনানুসারে (ই) কোন ব্যক্তির সঙ্গতি থাকাতেও যদি সে আপন সন্তান পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে প্রতিপালন না করে তবে সে কারাগারে কয়েদদ্বারা শাস্তি পাইবার যোগ্য হয়। পূর্ব্বে এ দেশে শিশু হত্যা করা অতি সাধারণ ছিল, এবং

ঔরস পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য কর্ম।

পিতা সন্তানকে প্রতিপালন করণের জন্যে দায়ী হইবার কথা।

পিত সন্তানকে প্রতিপালন না করিলে দণ্ডনীয় হওনের কথা।

সন্তান নষ্ট

(অ) স—নি মে সম্মাৎ সত্যবতী, সা- ২ প্রথম
. আ— ইক্রানন্দ ব, রি —১৮১৬ (ই) ১৮১৯ সা—৭ আ—২ ধা।

করণের ব্যবহার এক্ষণে রহিত হওয়ার কথা।

রাজ কুমারেরা কন্যা সন্তান হইলে অযোগ্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া আপন২ বংশে কলঙ্ক হইবার ভয়ে ঐ কন্যা সন্তান সকলকে প্রায় নষ্ট করিত, আর লোকেরা দুর্ভিক্ষ্য ইত্যাদি হইলে শিশু সকলকে পথে ফেলিয়া যাওয়ার ব্যবহার ছিল, এবং কখন২ সন্তানদিগকে গঙ্গাসাগরে ক্ষেপণ করিত, কিন্তু এই সকল কার্য্য করিলে মনুষ্য বধ অপরাধ গণ্য হইবেক এমত বিধান ১৭৯৫ সালের ২১ আইনের ১৩ ধারা—ও ১৮০২ সালের ৬ আইনের ১ ধারার দ্বারা হওনে উক্ত রূপে সন্তান নষ্ট করার ব্যবহার এক্ষণে রহিত হইয়াছে।

যেং গতিকে পিতা সন্তান প্রতিপালনের জন্যে দায়ী নহেন তাহার কথা।

যদি সন্তানের কোন কারণ বশতঃ নিজে কর্ম্ম করার অক্ষম হয় তবে কেবল এমত গতিকে পিতা তাহাকে প্রতিপালন করণের জন্যে দায়ী, নচেৎ যদি সন্তান অলস হইয়া পরিশ্রম বিনা সুখে থাকিতে চাহে তবে ঐরূপ সন্তান প্রতিপালনের হুকুম পিতাকে দেওয়া যাইতে পারে না, আর ভরণ পোষণের জন্যে নিতান্ত যাহা আবশ্যক তদ্ব্যতীত অন্যান্য সুখ জনক দ্রব্যাদি পুত্রকে দিবার জন্যে পিতা দায়ী নহেন, ও পিতা স্নেহ পূর্ব্বক পুত্রকে ঐ প্রকারের কোন দ্রব্য না দিলে ব্যবস্থানুসারে তাঁহাকে দেওয়ার হুকুম করা যাইতে পারে না।

ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে পিতা পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব রহিত করিতে পারেন।

ইঙ্গলণ্ড দেশের আইনানুসারে পিতা উইলপত্রের দ্বারা পুত্রকে আপন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বহইতে রহিত করিতে পারেন, যেহেতুক কখন২ সন্তান আপন দুর্ম্মতির নিমিত্তে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও তাহা নষ্ট করিতে পারে, তন্নিমিত্তে পিতা সন্তানকে উন্মাদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপন আজ্য সম্পত্তির উপস্বত্বের এক অংশ তাহার ভরণ পোষণের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন, অথবা তাহার উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব একেবারে রহিত করিতে পারেন

শরার বিধিমতে পিতা পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব রহিত করিতে কিম্বা পুত্রদিগকে মূ-

মুসলমানীয় শরার বিধিমতে পিতার পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব রহিত করণের শক্তি নাই, এবং তিনি অনেক পুত্র থাকিলে অন্য পুত্রদিগের স্বত্ব লোপ করিয়া এক পুত্রকে আপন সম্পত্তি দিতে পারেন না' আর তাবৎ পুত্রকে সমানাংশে না দিয়া এক জনকে

অধিক দেওয়ার নিষেধ আছে (ঈ)। আর পিত উইলপত্রের দ্বারা আপন সম্পত্তির তৃতীযাংশের ঊর্দ্ধ অন্য কোন ব্যক্তিকে দিলে তাহা ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না, যেহেতুক অবশিষ্ট দুই অংশের প্রতি পুত্ত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারির স্বত্ব জন্মে, ও তাহারদের স্বত্ব লোপ করিয় সমুদায় সম্পত্তি দেওয়া যাইতে পারে না (উ), কিন্তু পিতা আপন জীবদ্দশায় তাহার সম্পত্তির যত ইচ্ছা তত দান বা বিতরণ করাতে কোন বাধা নাই, সুতরাং তিনি দানের উপলক্ষে প্রকারান্তরে এক পুত্ত্রকে অধিক বা সমুদায় দিতে পারেন অথবা উত্তরাধিকারিদিগের স্বত্ব একেবারে লোপ করিতে পারেন। নাধিক্যতে অংশ দিতে পারেন না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে শত্রুতা কিম্বা মন্দাচরণ ইত্যাদি বিশিষ্ট কারণ বিনা পিতা সন্তানদিগকে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বহইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না, বিশেষতঃ পিতার যে সকল পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহাতে সন্তানদিগেরও স্বত্ব জন্মে এজন্যে পিতা ঐ প্রকার স্থাবর সম্পত্তি সমুদায় দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে অথবা অন্য পুত্ত্রদিগকে না দিয়া সমুদায় এক জ্যেষ্ঠ পুত্ত্রকে দিতে পারেন না, কিন্তু পিতার স্বোপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও পৈতৃক অস্থাবর বস্তুর দান বিক্রয় ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার অধিক কর্ত্তৃত্ব আছে অর্থাৎ ঐ সকল সম্পত্তি পিত স্বেচ্ছা মত দান বিক্রয় করিতে পারেন, ও তাহা অনেক পুত্ত্রের মধ্যে কেবল এক পুত্ত্রকে সমুদায় বা অধিকাংশ দিলেও তাহাতে অধর্ম্ম মাত্র আছে কিন্তু দান অসিদ্ধ হয় না, আর যদি তাঁহার পুত্ত্রদিগের মধ্যে গুণবান্ ও পিতৃভক্ত বলিয়া এক পুত্ত্রকে অধিক দেন তবে তাহাতে অধর্ম্মও নাই (উ) ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পশ্চাৎ লিখিব। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পিতা বিশিষ্ট কারণ বিনা সন্তানের উত্তরাধিকারিত্ব রহিত করিতে পারেন না। পিতার পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর ও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে পুত্ত্রের অধিকার।

সন্তানদিগকে প্রতিপালনের নিমিত্তে যেরূপ আইনে বিধান আছে তাহারদের রক্ষা ও সহায়তার বিষয়ে কোন বিশেষ বিধি সন্তান রক্ষা করা ও তাহার সহায়তা করা

(ঈ) স—নি হেদায়ৎ আলী খাঁ, আ—মে সমাৎ তাজনা ওণযরহ, রি—১৮২৮ সা—২৮ জানুয়ারি। সৈয়দ্ মুহম্ম্ আলী, অ—মোসম্মাৎ ওযাসাম, রি ১৮৩৭ সা—২৫ এপ্রেল।

(উ) কিশওর খাঁ, আ—জীবন খাঁ, রি—১৭৯৯ সা—৭ আগষ্ট। রুজিয়া বেগম, আ আকা মহম্মদ ইব্রাহিম্, রি—১৮০৬ স—৮ আগষ্ট।

(উ) ভবানীচরণ বাঁড়ুর্য্যা, আ—রাধাকান্ত বাঁড়ুর্য্যার উত্তরাধিকারী, রি—১৮১৬সা—২৭ ডিসেম্বর।

পিতার এক কর্ত্তব্য কর্ম।

নাই, কিন্তু পিতা সন্তানকে মোকদ্দমা ইত্যাদিতে সহায়তা করাতে কোন বাধা নাই, এবং সন্তানকে রক্ষার নিমিত্তে পিতা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারেন শরার বিধিমতে সন্তানেরা সাত বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাতার নিকট থাকা উচিত কিন্তু সাধারণ মত শিশু সন্তানদিগকে আপন অধীনে রাখার অধিকার পিতার আছে এবং কেহ সন্তান আটক করিয়া রাখিলে বা লইয়া গেলে পিতা তাহাকে ফিরিয়া আনিতে পারেন অথবা তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্যে নালিশ করিতে পারেন

সন্তানকে বিদ্যাশিখান পিতার আর এক কর্ত্তব্য কর্ম।

সন্তানদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণও পিতার এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে, এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে জন্ম দিয়া পশুর ন্যায় অজ্ঞান করিয়া রাখে সে সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এ দেশের ব্যবস্থায় সন্তানকে উপযুক্ত মত বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্যে পিতার প্রতি কোন দৃঢ় আদেশ নাই, কিন্তু সরকারহইতে নানা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া এক্ষণে বিদ্যার প্রতি যথোচিত উৎসাহ হইতেছে

সন্তানের উপর পিতার কর্তৃত্ব

নাবালগ সন্তানদিগের উপর পিতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, এবং পিতা সন্তানকে উচিত মত শাসন ও তাড়না করিতে পারেন, যেহেতুক তাহা কেবল সন্তানের উপকারের নিমিত্তে, আর পিতার সম্মতি বিনা সন্তানেরা বিবাহ করিতে পারে না, বিশেষতঃ এতদ্দেশে লোকদিগের অতি অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার রীতি থাকাতে সন্তানকে বিবাহ দিবার ভার পিতার উপর আছে

ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থামতে সন্তানের সম্পত্তিতে পিতার কর্তৃত্ব

ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থা মতে পিতার পুত্রের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করণের মাত্র অধিকার আছে এবং যাবৎ পুত্র নাবালগ থাকে তাবৎ পিতা পুত্রের সম্পত্তির উপস্বত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার নিকাশ পিতার দেওয়া কর্ত্তব্য, আর পিতার সহিত একত্রে থাকিয়া পুত্র যাহা উপার্জ্জন করে তাহা পিতা আপন উপকারের জন্যে লইতে পারেন

হিন্দু শাস্ত্রমতে সন্তানের সম্পত্তিতে পিতার অধিকার।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সন্তান পিতার আশ্রয়ে থাকিলে তাহার পৃথক্ কোন সম্পত্তি থাকে না এবং সে যে কিছু উপার্জ্জন করে তাহাতে পিতার অধিকার হয, কিন্তু যদি পুত্র পিতার অথবা তাহার ধনের

আশ্রয় না লইয়া আপন পরিশ্রমের দ্বারা কোন ধন উপার্জ্জন করে তবে তাহাতে পিতার কোন স্বত্ব থাকে না (খ)

পিতৃমাতৃ দ্বারা সন্তান বিক্রয়

পূর্ব্বকালে এ দেশে সন্তানের শরীরের উপর পিতা মাতার অধিকার ছিল, এবং তাঁহারা বিপদকালে সন্তানকে ধন লইয়া বিক্রয় করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে সরকার বাহাদুরের রাজ্যে ঐরূপ সন্তান বিক্রয় সিদ্ধ হইতে পারে না।

যে বয়স পর্য্যন্ত সন্তানের উপর পিতার কর্ত্তৃত্ব থাকে তাহার কথা।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সন্তানেরা ১৬ বৎসর ও খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে ২১ বৎসর বয়স্ক হইলে তাহারদের উপর পিতার কর্ত্তৃত্ব থাকে না, এবং তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া আপন বুদ্ধি অনুসারে আচরণ করিতে পারে ও সন্তান উপরোক্ত মত বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে পিতার মরণ হইলে তিনি নাবালগ সন্তানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্যে ওসী নিযুক্ত করিতে পারেন, ইহার সবিশেষ ১৬ অধ্যায়ে লিখা যাইবেক

বৃদ্ধ ও শক্তিহীন পিত মাতর প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সন্তানদিগের পিতৃ মাতৃপ্রতি যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহার কারণ কৃতজ্ঞতা, অর্থাৎ যাঁহারা আমারদিগকে জন্ম দিয়া প্রতিপালন পূর্ব্বক মনুষ্য করিয়াছেন তাঁহারদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া যখন তাঁহারা বৃদ্ধাবস্থায় শক্তিহীন হন তখন তাঁহারদিগকে প্রতিপালন করা আমারদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থানুসারে পিতা মাতা দুষ্ট হউক কি শিষ্ট হউক সন্তানেরা তাঁহারদিগকে প্রতিপালন না করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু এ দেশে সরকার বাহাদুরের সংস্থাপিত আইনে সন্তানের প্রতি পিতৃ মাতৃ প্রতিপালনের বিষয়ে কোন বিশেষ আজ্ঞা নাই। মুসলমানের শরায পিত মাতাকে প্রতিপালন করার নিমিত্তে সন্তানের প্রতি আদেশ আছে এবং হিন্দু শাস্ত্রেও এই বিধি আছে যে পিতা বা মাতা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম শত বার করিলেও সন্তানদিগের তাঁহারদিগকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, অতএব এ দেশের আদালত সকলে উক্ত বিধিমত আচরণ হওয়া উচিত

(খ) স — নি — সুবংশলাল, আ—হরবংশ লাল, ও রুদ্ররাম, রি—১৮০৫ সা—১৭ জুন। ব্রজরতন দাস, অ — ব্রজপাল দাস, রি—১৮০৭ সা ২০ এপ্রেল

পিতৃ দেনার জন্যে সন্তান দায়ী হইবার কথা

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পিতৃর দেনার জন্যে সন্তান দায়ী (ঋ), কিন্তু কেহ২ কহেন যে পিতার যদি কোন সম্পত্তি না থাকে তবে তাহার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের যদিচ উচিত কর্ম্ম বটে, তথাপি পিতার সম্পত্তি না থাকিলে আদালতের হুকুমক্রমে সন্তানের নিকট পিতৃঋণ আদায় হওয়া অনুচিত

এক্ষণে আমরা জারজ সন্তানের কথা লিখিব।

ইঙ্গলণ্ডীয ব্যবস্থা মতে যাহারদিগকে জারজ সন্তান গণ্য করা যায় তাহার কথা।

ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে যে স্ত্রীর সহিত বিধিবৎ বিবাহ না হয় তাহার গর্ভজাত সন্তানকেও জারজ গণ্য করা যায়, যথা— স্বামির মরণের সম্ভবাতিরিক্ত কাল পরে অথবা স্বামী নয় মাসাধিক কাল বিদেশে থাকাতে যদি সন্তান জন্মে তবে তাহাকে জারজ গণ্য করিতে হয় তদনুরূপ ভার্য্যা স্বামির মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়ার পর যদি সন্তান হয় তবে উভয়ে সহবাস করা প্রমাণ না হইলে সন্তান জারজ হয়, ও স্বামির বয়স আট বৎসরের ন্যূন হওয়া প্রযুক্ত অথবা অন্য কারণে সন্তান জন্মা অসম্ভব হইলেও সন্তানকে জারজ জ্ঞান করা যায়, আর যে ভার্য্যা স্বামির বিবাহ ব্যবস্থানুসারে পূর্ব্বাবধি অসিদ্ধ হয় তাহারদের সন্তানও ইঙ্গলণ্ড দেশের আইনমতে জারজ।

শরার বিধিমতে যে সকল সন্তানকে জারজ গণ্য করা যায় তাহার কথা।

মুসলমানীয় শরার বিধিমতে বিবাহের ছয় মাসের ন্যূন কাল মধ্যে অথবা স্ত্রী পরিত্যাগ ব স্বামির মরণের সম্ভবাতিরিক্ত কাল পরে যে সন্তান জন্মে তাহাকে জারজ জ্ঞান করা যায়, যেহেতুক ঐ মত গতিকে সন্তান জন্মা অসম্ভব। সন্তান জন্মিবার সময়ে পিতা যদি তাহাকে আপন সন্তান বলিয়া অস্বীকার করে তবে ঐ সন্তানকে জারজ গণ্য করা যয়, কিন্তু যদি পরে অস্বীকার করে যায় তবে তদ্দ্বারা সন্তান জারজ হয় না। আর যে স্ত্রীর সহিত বিবাহ হওয়ার প্রমাণ নাই তাহার সহিত সহবাসদ্বারা যে সন্তানোৎপত্তি হয় সেও জারজ, কিন্তু যদি ঐ সন্তানের পিতা তাহাকে আপন সন্তান বলিয়া স্বীকার করে এবং উক্তা স্ত্রীর প্রকাশ্যমত অন্য পতি না থাকে তবে সেই সন্তান জারজ ন্যায

(ঋ) স—নি—পরমানন্দ মুখর্য্যা, আ— ঠাকুরদাস ঘোষ ওগয়রহ, বি—১৮৪৭ স—৯ জুন।

গণ্য হয় না দ সীর গর্ভে প্রথম যে সন্তান হয় তাহাকে যদি সন্তান বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে সেও জারজবৎ গণ্য হয় না, এবং ঐ রূপে স্বীকার করণের পর দ্বিতীয় পুত্র জন্মিলে সেও জারজ হয় না।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিধিমত বিবাহ বিনা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে যে সন্তান জন্মে তাহাকে জারজ বল যায়, এবং আমরা দ্বাদশ প্রকারের সন্তানের যে পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি তন্মধ্যে কানীন, সহোঢ়, পৌনর্ভব ও গূঢ়জ এই কএক প্রকারের পুত্রকে বর্ত্তমান কালে জারজ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে

শাস্ত্রানুসারে যে সন্তানদিগকে জারজ গণ্য করা যায় ত হার কথা।

মুসলমানের শরা ও ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থা মতে জারজ সন্তানকে কেবল প্রতিপালন করাই পিতার কর্ত্তব্য, ও ঐ প্রকার সন্তানেরা প্রতিপালন হওন ব্যতিরেকে পিতার উপর অন্য দাবী করিতে পারে না এবং জারজ সন্তান সাত বৎসর বয়স্ক না হওন পর্য্যন্ত আপন মাতার অধীনে থাক উচিত এ দেশে সরকার বাহাদুরের আইনানুসারেও জারজ সন্তানেরা যাবৎ উপযুক্ত বয়স্ক হইয়া স্বয়ং জীবনোপায় উপার্জ্জন করিতে সমর্থ না হয় তাবৎ পিতার উচিত যে তাহারদিগকে প্রতিপালন করে, ইহার অন্যথাচরণ করিলে মাজিস্ট্রেট্ সাহেব তাহাকে কয়েদদ্বারা শাস্তি দিয় তাহার নিকট সন্তান প্রতিপালনের ব্যয়ের টাকা আদায় করিয়া দেওয়াইতে পারেন (৯)। আর জারজ সন্তানের মাতা যে দেশীয়া তাহাকেও সেই দেশীয় গণ্য করা য য় কেননা ঐ প্রকার সন্তানের পিতা কোন্ ব্যক্তি ইহা নির্ণয় কর কখন২ দুঃসাধ্য ও কঠিন হয় (য)

জারজ সন্তান প্রতিপালন করা পিত র কর্ত্তব্য কর্ম।

জারজ সন্তানের মাতা যে জাতীয় লোক তাহ কেও সেই জাতীয় গণ্য করা যায়

ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে জারজ সন্তানের পিতার বস্তুতে কিছু মাত্র স্বত্ব নাই শরার বিধিমতে ঐ প্রকারের সন্তানেরা কেবল মাতামহের বৃত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে, কিন্তু পিতার বস্তুতে তাহারদের কোন অধিকার নাই। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বকালে জারজ সন্তানের পিতার ঔরস পুত্র না থাকিলে

জারজ সন্তানদিগের উত্তরাধিক স্বত্ব

(৯) ১৮১৯ সা—৭ অ—৯৯২ নং আ— অর্থ—১৮৩৫ সা—১৮ ডিসেম্বর। (য) ৮০৩ নং আ—অর্থ—১৮৩৩ সা—২৬ জুলাই

তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারিত এবং ঔরস পুত্র থাকিলেও পিতার সম্পত্তির ঔরস পুত্রের অংশ অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে অর্থাৎ তৃতীয়াংশ পাইতে পারিত কিন্তু কলি যুগে ঐ বিধির চলন নাই, এবং কোন দেশে জারজ সন্তান উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যবহার না থাকিলে জারজ পুত্রেরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না (এ) কিন্তু শূদ্র জাতীয়ের মধ্যে সন্তানের জারজত্ব তাদৃক্ গণ্য কর যায় না এ নিমিত্তে কোন২ গ্রন্থানুসারে শূদ্রের ঔরসে দাসী বা অবিবাহিতা শূদ্রার গর্ভজাত সন্তানেরা অর্দ্ধেক অংশের উত্তরাধিকারী হয়, ও পিতার অনুমতি থাকিলে ঔরস পুত্রদিগের সহিত তুল্য অংশও পাইতে পারে

পোষ্য পুত্রের কথা।

ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থা ও শরার বিধিমতে পোষ্যপুত্রের স্বত্ব।

পোষ্য পুত্রের বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থা এবং মুসলমানীয় শরার মত এক ইঙ্গরেজ ও মুসলমানদিগের মধ্যে ঔরস সন্তানের মৃত্যু হওয়া প্রযুক্ত ব অন্য কোন কারণে কেহ কোন বালককে পুত্রস্বরূপ লইলে তাহাকে পোষ্য পুত্র বলা যায় কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে তাহার সম্পত্তিতে পোষ্য পুত্রের কোন স্বত্ব নাই, এবং পিতার মরণ হইলেও পোষ্য পুত্র তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, পরন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে কোন ব্যক্তি উইলপত্রের দ্বারা তাহার সম্পত্তি পোষ্য পুত্রকে দিতে পারে, এবং শরার বিধিমতে পিতা আপন জীবদ্দশায় তাহার পোষ্য পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তি দান করিতে পারেন পোষ্য পুত্রের বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের মত সম্পূর্ণ বিপরীত তাহার বিবরণ আমরা নীচে লিখিতেছি।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রের আবশ্যকতা পোষ্যপুত্র ঔরস পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের দ্বারা পিণ্ড দানাদি ক্রিয়া না হইলে পিত পরকালে উদ্ধার হইতে পারেন না, এজন্যে হিন্দুদিগের মধ্যে পুত্র নিতান্ত আবশ্যক ও তন্নিমিত্তেই শাস্ত্রে যে দ্বাদশ প্রকারের সন্তান লিখা আছে তাহারদের তাবৎকেই

(এ) স—নি—মোহন সিংহ, আ— চুমন রায়, রি—১৭৯৯ সা—২০ নবেম্বর

পুত্র তুল্য গণ্য করা যাইত এবং কাহারো ঔরস পুত্র না থাকিলে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, যেহেতুক পোষ্য পুত্র সর্ব্ব বিষয়ে ঔরস পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয় আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে শাস্ত্রে যে দ্বাদশ প্রকারের সন্তানের কথা লিখে তন্মধ্যে কেবল ঔরস ও দত্তক পুত্রের মাত্র ব্যবহার কলি যুগে অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে আছে, এবং ক্রীত, অপবিদ্ধ, স্বয়ন্দত্ত, কৃত্রিম এবং দত্ত এই কএক প্রকারের পোষ্য পুত্রের মধ্যে দত্তক পুত্রই এক্ষণে সর্ব্বত্র চলিত ও কেবল সুবে বেহার ও তিরহুত অঞ্চলে কৃত্রিম পুত্রের চলন আছে, অতএব আমরা এক্ষণে দত্তক পুত্রের বিবরণ লিখনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ দত্তক পুত্র দিবার ও লইবার কাহার অধিকার আছে, দ্বিতীয়তঃ দত্তক পুত্র কে হইতে পারে, তৃতীয়তঃ কি প্রকারে দত্তক পুত্র লওয়া কর্ত্তব্য এবং চতুর্থতঃ দত্তক পুত্র হওয়ার প্রতিফল কি ইহার বৃত্তান্ত ক্রমে লিখিব

দত্তক পুত্রের ব্যবহার সর্ব্বত্র চলিত হওয়ার কথা।

দত্তক পুত্রের কথা

প্রথমতঃ—যে ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিবার যোগ্য পুত্র পৌত্র বা প্রপৌত্র না থাকে কিম্বা পুত্র পৌত্রাদি থাকিলেও তাহারা জাত্যন্ধ, উন্মাদ বা অচিকিৎস্য পীড়াগ্রস্ত অথবা অন্য কোন দোষ বিশিষ্ট হইয়া পিতার শ্রাদ্ধাদি করণে অযোগ্য হয় সেই ব্যক্তির দত্তক পুত্র লওনের অধিকার আছে, যাহারদের বিবাহ হয় নাই অথবা যাহারদের ভার্য্যার মরণ হইয়া থাকে তাহারদের অর্থাৎ অপুত্রক ব্যক্তি মাত্রেরি দত্তক গ্রহণে অধিকার আছে, যেহেতুক হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাবতেরি পরকালের মঙ্গল চিন্তা করা আবশ্যক এবং পিণ্ডদানের যোগ্য পুত্র বিনা তাহা হইতে পারে না

দত্তক গ্রহণে যাহার অধিকার আছে তাহার কথা

প্রথম দত্তক পুত্রাভাবে অপর দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রথম দত্তক পুত্র মরিলে সে আর এক পুত্র লইতে পারে, ও তদনুরূপ স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর পর তাহার অনুমতিমতে যে দত্তক পুত্র লয় তাহার যদি মরণ হয় তবে সেই স্ত্রী পুনরায় আর এক পুত্র লইতে পারে, এবং দ্বিতীয় বার পুত্র লইবার বিষয়ে স্বামির স্পষ্ট অনুমতি না থাকিলেও স্ত্রীর যে তাহা লইবার শক্তি আছে এমত অনেক বিষয়ে দৃষ্ট হইয়াছে, কেননা

স্বামী কিম্বা তাহার অনুমতি থাকিলে তাঁহা প্রথম দত্তক মরিলে অপর দত্তক লইতে পারে।

স্বামির অনুমতি দেওয়ার অভিপ্রায় এই যে পৃথিবীতে তাহার পুত্র থাকে কিন্তু যদি প্রথম গৃহীত পুত্রের মরণ হয় তবে ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধি হয় না এজন্যে তাহা সিদ্ধির অর্থে প্রথম পুত্রাভাবে আর পুত্র গ্রহণ করণে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না (ঐ)

এক ঔরস বা দত্তক পুত্র বর্ত্তমানে দ্বিতীয় দত্তক লওয়া যাইতে পারে কি না তাহার কথা।

কিন্তু এক ঔরস বা দত্তক পুত্র থাকাতেও দ্বিতীয় দত্তক পুত্র লওয়া যাইতে পারে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, এবং তদ্বিষয়ে দত্তক মীমাংসা প্রভৃতি তাবৎ গ্রন্থের মত এক নহে, ও কলিকাতাস্থ সদর আদালত পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা লইয়া পূর্ব্বে যেং নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তাহাতে এক ঔরস বা দত্তক পুত্র বর্ত্তমানে আর এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে এমত বিধান আছে, যেহেতুক অনেক পুত্র হওয়া অতি বাঞ্ছনীয় ও বহু পুত্র থাকিলে তন্মধ্যে এক জন গয়ায় পিণ্ডদান করিতে পারে (ও)। কিন্তু অল্পকাল হইল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রিবি কৌন্সলের রিপোর্টের চতুর্থ বালমের প্রথম ভাগের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত নিষ্পত্তি অনুসারে ১৮৪৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জয়চন্দ্র রায় আপেলাণ্ট ও ভৈরবচন্দ্র রায় এবং কৃষ্ণনাথ রায় রিস্পণ্ডেণ্টের মোকদ্দমায় কলিকাতার সদর আদালত যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদ্দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে পিতার এক পুত্র জীবিতবান্ থাকিয়া তাহার সম্পত্তির দখীলকার থাকিলে তাহার সহিত সম উত্তরাধিকারিস্বরূপ আর এক দত্ত পুত্র লওয়া যাইতে পারে না, এবং তন্নিমিত্তে স্বামির অনুমতি থাকিলেও স্ত্রী দত্তক লইতে পারে না

স্বামির অনুমতি বিনা ভার্য্যার দত্তক গ্রহণের অধিকার নাই

যদিচ দত্তক পুত্র ভার্য্যা স্বামি উভয়েরি সম্বন্ধে পুত্র হয় এবং সে উভয়ের শ্রাদ্ধাদি করিতে পারে তথাপি ভার্য্যা স্বামির মধ্যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করণের অধিকার কেবল স্বামিরি আছে, ভার্য্যার নাই, কিন্তু স্বামী মরণের পূর্ব্বে যদি আপন স্ত্রীকে

(ঐ) স নি—নারায়ণী দেবী, আ হরকিশোর রায়, রি ১৮০১ সা—২৪ ডিসেম্বর শ্যামচন্দ্র, ■ রুদ্রচন্দ্র, আ—নারায়ণী দেবী ও রামকিশোর রায়, রি —১৮০৫ সা ২১ আগষ্ট।

(ও) স—নি মোসম্মাৎ সুলক্ষণা, আ—রামদুলাল পাঁড়ে, রি—১৮১১ সা ২৭ মে। গৌরীপ্রসাদ রায়, আ—মোসম্মাৎ জয়মালা, রি—১৮১৪ সা—১২ ডিসেম্বর।

পোষ্য পুত্র গ্রহণের অনুম তি যেরূপে দে- ওয় উচিত তা হ র কথ

অনুমতি দেয় তবে সে ঐ অনুমতিমতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারে, অনুমতি বিন পারে ন (ঔ) স্বামী পোষ্য পুত্র গ্রহণের জন্যে স্ত্রীকে অনুমতি দেওয় র আবশ্যক হইলে তাহা লিখিয়া দেওয়ার ব্যবহারই এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্র চলিত, ও অবকাশ থাকিলে লিখিয়া অনুমতি দেওয়াই উচিত, যেহেতুক অনুমতি পত্র সকল রেজিষ্টরী করার বিধান ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনে আছে, কিন্তু মৌখিক অনুমতি দেওয়া যথার্থ হইলেও স্ত্রী দত্তক পুত্র লইতে পারে (অং) কথিত আছে যে গুজরাট ও দক্ষিণ অঞ্চলে কোন২ শাস্ত্রানুসারে স্বামী স্ত্রীকে দত্তক লওনের অনুমতি না দিয়া মরিলে স্বামির ভ্রাতৃ বা অন্য কোন সপিণ্ডের অনুমতি লইয়া পোষ্য পুত্র লইতে পারে, কিন্তু বঙ্গ ও বেহার দেশে স্বামি ব্যতীত স্বামির ভ্রাতা বা সপিণ্ড ইত্যাদি অন্য কোন ব্যক্তির অনুমতি লইয়া স্ত্রী দত্তক পুত্র লইতে পারে না (অঃ)।

গুজর ট ও দক্ষিণে স্বামির ভ্রাতার সপিণ্ড দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিতে পারে

বঙ্গ ও বেহার দেশে স্বামী ভিন্ন অন্য কেহ পারে না

যদ্রূপ কোন ব্যক্তি অপুত্রক হইলে দত্তক পুত্র লইতে পারে তদ্রূপ আপৎকাল উপস্থিত হইলে কোন ব্যক্তি আপন পুত্রকে অন্যের পুত্র করিয়া দিতে পারে এবং বিশেষ আপৎ উপস্থিত বিনা সন্তান দান করার যদিচ নিষেধ আছে তথাপি একবার দান করিলে তাহা অসিদ্ধ হয় না। পোষ্য পুত্র গ্রহণে যে মত স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকিলে ভাল পুত্র দান করাতেও তাহারদের উভয়ের সম্মতি থাকা প্রশস্ত, কিন্তু প্রায় গ্রন্থের মতানুসারে স্ত্রীর সম্মতি না লইয়াও স্বামী পুত্র দান করিতে পারে (ক) স্ত্রী যেরূপ স্বামির অনুমতি বিনা দত্তক পুত্র লইতে পারে না তদ্রূপ সে স্বামির বিনানুমতিতে আপন পুত্র কোন ব্যক্তিকে দিতেও পারে

যেং গতিকে সন্ত ন দান হইতে প রে তাহার কথা।

স্ত্রীর অনুমতি না থাকিলেও স্বামী পুত্র দান করিতে পারে।

কিন্তু স্ত্রী স্বামির অনুমতি বিনা পারে না।

(ঔ) স নি—জানকী দেবী, আ—সদাশিব রায়, রি ১৮০৭ সা ১৭ জুলাই নন্দকুমার রায়, আ—রাজেন্দ্রনারায়ণ, রি ১৮০৮ সা—২ ডিসেম্বর। মোসম্মাৎ সুলক্ষণা, আ র মদুলাল পাঁড়ে, রি ১৮১১ সা ২৭ মে।

(অং) শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র, অ—নারায়ণী দেবী ও রামকিশোর রায়, রি ১৮০৭ সা—২১ আগষ্ট।

(অঃ) রাজা শমশেরমল, আ—রাণী দিল র জ কুওর, রি ১৮১৬ স —৩১ জানুয়ারি জয়রাম স্বামী ওগয়রহ, আ—মগানধ গী, রি—১৮৩০ সা—১৫ জানুয়ারি।

(ক) স—নি—অলক্ষমঞ্জরী, আঁ—ফকির চাঁদ সরক র, রি—১৮৩৪ সা—১১ সেপটেম্বর।

না (খ) কিন্তু স্বামির মরণের পর অথবা সে সংসার ত্যাগ করিলে স্ত্রী পুত্র দান করিতে পারে অপর পিতা মাতা দত্তক না দিয়া যদি ভ্রাতা দেয় তবে ঐরূপ দত্তক গ্রাহ্য নহে (গ)

ভ্রাতার দত্তক দিবার অধিকার নাই।

দত্তক লওন কালে কি২ কথার বিবেচনা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

দ্বিতীয়তঃ—দত্তক পুত্র লওন কালে এই কএক কথার বিবেচন করা আবশ্যক অর্থাৎ ঐ পুত্রের লক্ষণ জাতি ও বয়ঃক্রম কি ও তাহার সহিত দত্তক লওনিয়া ব্যক্তির সহিত কি সম্পর্ক এবং তাহার উপনয়নান্ত সংস্কার কার্য্য কি পর্য্যন্ত হইয়াছে যেরূপ ভিন্ন জাতীয় স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না তদ্রূপ এক জাতীয় কোন ব্যক্তি অন্য জাতীয় কোন বালককে দত্তক পুত্র লইতে পারে না, এবং লইলেও সে দত্তক গ্রহীতার প্রকৃত পুত্র স্বরূপ তাহার ধন বা পিণ্ডাধিকারী হইতে পারে না, অতএব পিতা যে জাতীয় দত্তক পুত্রও সেই জাতীয় হওয়া উচিত

দত্তক পুত্র যে জাতীয় হওয়া উচিত তাহার কথা

পোষ্য পুত্র হইবার জন্যে কেহ দাবী করিতে পারে না

পোষ্য পুত্র লওন স্বেচ্ছাধীন কথা তাহাতে কোন ব্যক্তি কাহারো পোষ্য পুত্র হইবার জন্যে দাবী করিতে পারে না, এবং কেহ দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার নিমিত্তেও দায়ী নহে

যাহারদিগকে দত্তক লওয়া যাইতে পারে না তাহার কথা

দৌহিত্র, ভাগিনেয়, খুড়া, শ্যালক, মাতুল এবং মাতা ও পিতার ভগিনীপুত্র যাহাকে দত্তক লইলে বিরুদ্ধ সম্বন্ধ ঘটে তাহাকে দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে না (ঘ) এবং কোন২ গ্রন্থে (দত্তক মীমাংসা ও দত্তক চন্দ্রিকা) দত্তকপুত্র ও গ্রহীতার পরস্পর সম্পর্কের বিষয়ে সাধারণ মত এই নিয়ম লিখে যে যে স্ত্রীর সহিত ব্যবস্থাগত বিবাহ হইতে পারে না সেই স্ত্রীর সন্তানকে দত্তক লওয়া অকর্ত্তব্য। যথা—আপন মাতার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ অতএব ঐ মাতার যে সন্তান অর্থাৎ সোদর ভ্রাতা তাহাকে পোষ্য পুত্র করা যাইতে পারে না। কিন্তু শূদ্রের প্রতি দৌহিত্র ও ভাগিনেয়কে পোষ্য পুত্র লওনের নিষেধ নাই অপর যে বালককে দত্তক লওয়া যায় সে

(খ) স—নি দেবী দয়াল ■ যে সম্মাৎ খালাসী, আ—হরিহর সিংহ, রি ১৮২৮ স ২৯ ডিসেম্বর

(গ) স—নি মোসম্মাৎ তারামনি দেবী, আ দেবনারায়ন, রি—১৮২৪ সা—১০ জুলাই

(ঘ) স—নি বাবু রঞ্জিত সিংহ, আ—বাবু অভয় নারায়ণ সিংহ, রি—১৮১৭ সা—২৬ জুলাই।

দত্তকগ্রহীতার পুত্র সদৃশ হওয়া উচিত এবং তাহার বয়ঃক্রমও গ্রহীতা ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূন হওয়া বিহিত।

যে ব্যক্তি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে চাহে তাহার যদি ভ্রাতৃ পুত্র থাকে তবে অন্যাপেক্ষা তাহাকেই দত্তক পুত্র করা প্রশস্ত, এবং ১৮২২ সালের ১৫ এপ্রেল তারিখে উমা দত্ত আপেলাণ্ট ও কানাই সিংহ রিস্পণ্ডেণ্টের মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে ভ্রাতৃ পুত্র বর্ত্তমানে অন্য কাহাকেও দত্তক পুত্র লওয়া যাইতে পারে না, এই ব্যবস্থা দত্তক মীমাংসা নামক গ্রন্থে আছে কিন্তু দত্তক চন্দ্রিকায় তাহার বিপরীত বিধি পাওয়া যায়, বিশেষতঃ ১৮৩৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে চৌধুরী পরমেশ্বর দত্ত ঝা আপেলাণ্ট ও হনুমান দত্ত রায় ওগয়রহ রিস্পণ্ডেণ্টদিগের মোকদ্দমার ফয়সলা দৃষ্টে উপরোক্ত নিষ্পত্তি শুদ্ধ বোধ হয় না, এবং বঙ্গ ও বারাণসাদি দেশে চলিত শাস্ত্র মতে ভ্রাতৃ পুত্র বর্ত্তমানে অন্যকে দত্তক পুত্র করিলেও তাহা অসিদ্ধ হয় না, এবং তদনুরূপ ভ্রাতৃ পুত্রাভাবে সপিণ্ড ও তদভাবে সকুল্য সমানোদক বা সগোত্র সন্তানকে দত্তক পুত্র করা উচিত, এই বিধির বিপরীত আচরণে অধর্ম্ম আছে তথাপি কেহ যদি তাহার অন্যথায় আপন বিবেচনানুসারে অসগোত্রীয় সম্পর্কবিহীন কোন ব্যক্তির সন্তানকে দত্তক লয় তবে তাহাও অসিদ্ধ হইতে পারে না।

ভ্রাতৃ পুত্র বর্ত্তমানে অন্য কাহাকে দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না তাহার কথা।

অসগোত্রীয় সম্পর্ক বিহীন বালককে দত্তক গ্রহণ করিলেও সিদ্ধ হয়।

হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য যে যাহাতে পিণ্ড লোপ না হয় তাহার মত কার্য্য করে, সুতরাং কোন ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ বা এক পুত্র অন্যকে দান করা কর্ত্তব্য নহে এবং করিলেও অসিদ্ধ হয়, যেহেতুক একাধিক পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিণ্ডাধিকারী হয় এবং এক পুত্র অন্যের পোষ্য পুত্র হইলেও পিতার পিণ্ড লোপ হয়, কিন্তু যদি দুই ভ্রাতৃ মধ্যে এক জন অপুত্রক হয় তবে পুত্রবান ভ্রাতার এক পুত্র থাকিলেও সেই পুত্রকে এই নিয়মে অপুত্রক ভ্রাতার দত্তক পুত্র করিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে উক্ত পুত্র উভয় ভ্রাতারি পুত্র স্বরূপ থাকিবেক এবং উভয়ের পিণ্ডদান করিবেক, এই রূপ পুত্রকে দ্ব্যামুষ্যায়ণ

জ্যেষ্ঠ পুত্র বা এক পুত্র দত্তক পুত্র হইতে না পারিবার কথা।

দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্রের কথা।

পুত্র বলা যায় এবং এই নিয়ম অপুত্রক ভ্রাতৃ ভিন্ন অন্যের সম্বন্ধে খাটে না (ঙ)।

যে বয়স্ক বালককে দত্তক লওয়া উচিত তাহার কথা

যে বালকের বয়স পঞ্চ বৎসরের ন্যূন তাহাকে দত্তক গ্রহণ করা অতি প্রশস্ত কিন্তু যদি পঞ্চ বৎসরের অধিক অর্থাৎ ৮ বৎসর বয়স্ক বালককেও দত্তক লওয়া যায় এবং তাহার চূড়াকরণ জনকালয়ে হইয়া থাকে তবে তাহার পুত্রত্ব অপ্রশস্ত মাত্র হয় কিন্তু অসিদ্ধ হয় না (চ)। অপর যে বালককে দত্তক লওয়া যায় তাহার পুত্রত্ব সিদ্ধির জন্যে তাহার চূড়াকরণ ও উপনয়নান্ত সংস্কার কর্ম্ম দত্তকগ্রহীতার গৃহে তাহার গোত্রে হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু কোন২ গ্রন্থের মতে চূড়াকরণ জনকের গৃহে হইয়া থাকিলেও পুত্রত্ব অসিদ্ধ হয় না এবং কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে নিষ্পন্ন রাজা নবকৃষ্ণের মোকদ্দমায় পণ্ডিতেরা এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্তানের উপনয়ন ও শূদ্র সন্তানের বিবাহ যদি পিতৃ গোত্রে হইয়া থাকে তবে ঐ সন্তানকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে না পরন্তু কোন২ গ্রন্থে এমতও বিধান আছে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির সন্তানের জনকগোত্রে বিবাহ ভিন্ন উপনয়নাদি সংস্কার ক্রিয়া হইয়া থাকিলেও পুত্রেষ্টি যাগের দ্বারা দত্তকগ্রহীতার গোত্রে পুনঃসংস্কারপূর্ব্বক দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে। এবং কোন২ মতে যাহার সংস্কার ক্রিয়া জনকালয়ে হয় তাহাকে অনিত্য দত্ত ও যাহার দত্তকগ্রহীতার আলয়ে হয় তাহাকে নিত্য দত্ত বলা যায় কিন্তু সদর আদালতের নিষ্পত্তি সকলের ভাব দৃষ্টে বঙ্গদেশে দত্তকগ্রহীতার গোত্রে বালকের চূড়াকরণাদি সংস্কার ক্রিয়া হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এবং তাহা বিনা দত্তক সিদ্ধ হয় না (ছ) কিন্তু দত্তক হইবার পর বালকের চূড়াকরণাদি ক্রিয়া যদি দত্তকগ্রহীতার আলয়ে না হইয়া তাহার

দত্তক পুত্রের চূড়াকরণ ও উপনয়ন গ্রহীতার গোত্রে হওয়া উচিত।

পুনঃসংস্কারের দ্বারা দত্তক গ্রহণের কথা

নিত্য ও অনিত্য দত্তকের কথা।

বঙ্গদেশে দত্তক গ্রহীতার গোত্রে চূড়াকরণ হওয়া

(ঙ) রাজা শমশেরমল, আ রাণী দিল রাজ কুঙর, রি—১৮০৩ স —৩১ জানুয়ারি।

(চ) স—ন কীর্ত্তি নারায়ণ, আ মো- সম্মাৎ ভুবনেশ্বরী, রি—১৮০৬ সা ৬ সেপটেম্বর। মোসম্মাৎ দুর্লভ দে, আ—মানুবিবী, রি—১৮৩০ স —২৭ জুলাই

(ছ) স নি—কীর্ত্তিনারায়ণ, আ—মোসম্মাৎ ভুবনেশ্বরী, রি—১৮০৬ সা—৬ সেপ্টেম্বর।

যে নিয়মে পত্নী অপুত্রক স্বামির উত্তরাধিকারিণী হয় এবং স্বামির সম্পত্তিতে তাহার যে পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব অর্শে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু পাঠকদিগের সুগমের জন্যে এই স্থানে আমরা উক্ত বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব

প্রথমতঃ স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে বিধবার পতিব্রত ধর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি কেহ ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রষ্টাচারিণী হয় তবে পতির সম্পত্তিতে তাহার তাবৎ স্বত্ত্ব লোপ পায় (অং) আর পুত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারির যেরূপে পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে অপুত্রক স্বামির সম্পত্তিতে পত্নীর সেই রূপে অধিকার হয় না, অর্থাৎ পত্নী আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত পতির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ভোগবতী থাকিয়া তদ্দ্বারা পতির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া এবং তাহার সংসারের প্রতিপাল্য লোকদিগকে ভরণ পোষণ করিয়া ও স্বয়ং প্রতিপালিত হইয়া থাকিতে পারে পশ্চাৎ তাহার মরণ হওয়া মাত্র ঐ সম্পত্তি তাহার স্বামির ভ্রাতৃ প্রভৃতি যে উত্তরাধিকারি থাকে তাহারা পায় (অঃ) অর্থাৎ উত্তরাধিকারিদের যে ক্রম উপরে লিখা গিয়াছে তদনুসারে পত্নীর অভাবে প্রথম যে উত্তরাধিকারী হইত সেই তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি পায় যথা—স্বামির ভ্রাতা থাকিলে পত্নীর মরণান্তে ভ্রাতুষ্পুত্র অধিকারী না হইয়া ভ্রাতাই অধিকারী হয় (ক)

বিধবা পতিব্রত ধর্ম্মে না থাকিলে তাহার স্বত্ত্ব লোপ হয়

বিধবা স্বামির সম্পত্তি জীবদ্দশা পর্য্যন্ত কেবল উপভোগ করিতে পারে, তাহার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তাহার স্বামির উত্তরাধিকারিরা পায়।

অপর পত্নীর মরণ সময়ে যাহারা তাহার স্বামির উত্তরাধিকারী

পত্নীর মৃত্যুর সময়ে তাহার স্বামির যে উত্ত

(অং) মহারাণী বসন্তকুমারী, আ মহারাণী কমলকুমারী রি—১৮৩৩ স—২৯ ডিসেম্বর। উজ্জ্বলমণি দাসী, আ জয়গোপাল চৌধুরী রি ১৮৪৮ সা—১ জুন।

(অঃ) স নি মহদা, আ কল্যাণী ওপগরহ, বি—১৮০৩ সা ১৪ মার্চ্চ নন্দকুমার রায়, আ—রাজেন্দ্রনাথ মুন, বি—১৮০৮ সা—২ডিসেম্বর। মোসম্মাৎ ভবানীমনি, আ—মোসম্মাৎ মুলক্ষনা, রি ১৮১১সা-১৩ এপ্রেল। কৃষ্ণগোবিন্দ, আ—নন্দলীমোহন ঠাকুর, রি—১৮১৯ সা—২৫ ডিসেম্বর। বংশীকান্ত আছিড়ী আ গোলোকচন্দ্র চৌধুরী, রি ১৮৪৯ সা—৩০ অক্টোবর। মোসম্মাৎ নুমর্জু, আ মোসম্মাৎ দুর্গা বৃর্গর, রি—১৮৫০ সা ২৯ মে।

(ক) স—লি মোসম্মাৎ জয়মণি দেবী, অ- রামজয় চৌধুরী, রি—১৮২৪ সা ৬ জানুয়ারি। রামচন্দ্র শর্ম্মা, আ গঙ্গাগোবিন্দ বাঁড়ুয্য, রি—১৮২৬ সা—১ ফেব্রুয়ারি।

ব'ধিক'রী থাকে সে তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি পায়, মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহারা উত্তরাধিকারি ছিল তাহার সন্তানেরা পায় না

থাকে তাহারা ব্যতীত পত্নী বর্ত্তমানে যে উত্তরাধিকারী মরে তাহার সন্তানেরা পত্নীর ত্যাজ্য বস্তু পাইতে পারে না যথা—কোন স্ত্রীর যদি দুই জন দেবর থাকে তন্মধ্যে এক জনের ঐ স্ত্রীর জীবদ্দশাতেই মরণ হয় তবে তাহার পুত্র স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পায় না, কেবল স্ত্রীর মৃত্যু সময়ে যে জীবিত থাকে সেই পায় যেহেতুক পত্নীর মৃত্যুর পূর্ব্বে যে মৃত হয় তাহার পত্নীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিলনা অতএব তাহার পুত্রেরও অধিকার জন্মে না (খ) উপরোক্ত বিধিমতে

পত্নী বিশেষ কারণ না থা কিলে স্বামির সম্পত্তি দান বিক্রয় কি ব্যয় করিতে পারে না।

পতির সম্পত্তিতে স্ত্রীর কেবল জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগাধিকারের স্বত্ব থাকাতে ঐ সম্পত্তি সে ইচ্ছামত দান বিক্রয় বিতরণ বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর অথবা অপরিমিত কি অপব্যয় পূর্ব্বক নষ্ট করিতে পারে না কেবল পতির পরকালের উপকারক কার্য্য কিম্বা তাহার ঋণ পরিশোধ কি পত্নীর আপন ভরণ পোষণ অথবা কন্যার বিবাহ ইত্যাদি যে সকল কার্য্য না করিলেই নহে তাহা নির্ব্বাহের নিমিত্তে সম্ভব মত পতির সম্পত্তি ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু অসম্ভব রূপে অথবা বিশেষ প্রয়োজন বিনা কোন সম্পত্তি ব্যয় বা হস্তান্তর করিতে পারে না ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত ও প্রমাণ স্বামি ভার্য্যার স্বত্বের বিবরণে লিখা গিয়াছে (৬৭ পৃষ্ঠা দেখ)

উক্ত বিধানের কারণ ও অভিপ্রায়।

পত্নী স্বামির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও ঐ সম্পত্তিতে যে তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকিবার বিধান শাস্ত্রে আছে ইহার অভিপ্রায় এই যে স্বামির সম্পত্তি হইতে পত্নীর সর্ব্বদা ভরণপোষণ পাওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বামির মরণান্তে তাহার সম্পত্তি যদি তাহার অন্য উত্তরাধিকারিরা পায় তবে তাহারা সম্পত্তি অধিকার করিয়া পত্নীকে ভরণ পোষণে ক্লেশ দেওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহাতে যদি স্বামির সম্পত্তি স্ত্রীর অধিকারে থাকে তবে সে পরাধীন না হইয়া অক্লেশে প্রতিপাল্য হইতে পারিবেক অতএব শাস্ত্রে পত্নীর প্রতি জীবদ্দশা পর্য্যন্ত স্বামির সম্পত্তি উপভোগের অধিকার অর্পণ হইয়াছে, ও তদ্দ্বারা পত্নী ভরণ পোষণ বিষয়ে স্বতন্ত্র হইয়াছে অথচ

(খ) স—নি—রুদ্রচন্দ্র চৌধুরী, আ—শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী, রি—১৮২১ সা—৮ আ-গষ্ট লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ ওগয়রহ, আ তুলসীনারায়ণ সিংহ ওগয়রহ, রি—১৮৩৩ সা—৯ এপ্রেল

স্বামির সম্পত্তি স্বেচ্ছামত ব্যয় ও দান বিতরণের শক্তি পত্নীর থাকিলে পুরুষের ন্যায় তাহার বিষয় বোধ ও ভদ্রাভদ্র বিবেচনা নাথাকা প্রযুক্ত পতির সম্পত্তি নষ্ট করিয়া পশ্চাৎ একেবারে জীবনোপায় হীন হইবার আশঙ্কা থাকাতে সমুদায় সম্পত্তির উপর স্বেচ্ছানুসারে কর্ত্তৃত্ব করণ বিষয়ে সে পরাধীন হইয়াছে অধিকন্তু স্বামী অন্য ভ্রাতৃদিগের সহিত অবিভক্ত থাকিয়া মৃত হইলে পত্নী ঐ অবিভক্ত ভ্রাতৃদিগের নিকট ভরণ পোষণ পাওন ভিন্ন স্বামির অংশের উত্তরাধিকারিণী না হইবার যে বিধান পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশে চলিত আছে তাহারও অভিপ্রায় এই যে স্বামী তাহার অন্য ভ্রাতৃদিগের সহিত একান্নে থাকিলে পরস্পর প্রীতি ও সদ্ভাব থাকে সুতরাং তাহারা এক ভ্রাতার পত্নীকে অন্ন বস্ত্রে ক্লেশ দেয় এমত আশঙ্কা নাই, ও যদি পত্নীর ভরণ পোষণে ক্লেশ পাওয়ার আশঙ্কাই নাথাকিল তবে তাহাকে স্বামির অংশ জীবদ্দশা পর্য্যন্ত পৃথকরূপে দেওয়া অনাবশ্যক কিন্তু বঙ্গদেশে চলিত গ্রন্থ কর্ত্তারা প্রীতি ও সদ্ভাব প্রযুক্ত পত্নী ভরণ পোষণে ক্লেশ পাইবেক না কেবল এমত অনুভবের প্রতি নির্ভর না রাখিয়া বিধান করিয়াছেন যে স্বামী অবিভক্ত থাকিয়া মৃত হউক কি বিভক্ত থাকিয়াই মৃত হউক পত্নী সর্ব্বদা জীবদ্দশা পর্য্যন্ত স্বামির অংশের অধিকারিণী হইবেক অতএব কেবল অক্লেশে প্রতিপালিত হইয়া স্বামির সংসারে যে সকল ব্যয় কর্ত্তব্য তাহা নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে পত্নী স্বামির সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেক তাহাই শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়

কোন ব্যক্তি যদি একাধিক স্ত্রী রাখিয়া মরে তবে তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী প্রথমতঃ পতির উত্তরাধিকারিণী হইয়া আর সকল স্ত্রীকে পতির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে প্রতিপালন করা উচিত, এবং জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর মরণ হইলে আর সকল স্ত্রী ক্রমে উত্তরাধিকারিণী হয়(গ) কিন্তু দুই স্ত্রী থাকিলে উভয়েই সমভাগে পতির সম্পত্তি অধিকার করার ব্যবহার এতদ্দেশে চলিত থাকা দৃষ্ট হইয়াছে (ঘ)

একাধিক স্ত্রী থাকিলে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী অধিকারিণী হইবার ব্যবস্থা

সকল স্ত্রী সমানাংশে অধিকারিণী হওয়ার রীতি চলিত থাকার কথা

(গ) বিবাদ ভঙ্গার্ণব।

(ঘ) স—নি। নারায়ণীদেবী, আ—হর কিশোর রায় রি—১৮০১ সা ২৫ ডিসেম্বর

পত্নীর উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে স্মৃতি চন্দ্রিকার মত।

দক্ষিণ দেশে চলিত স্মৃতি চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে এইমত লিখিত আছে যে অবিভক্ত ভ্রাতার পত্নীর কন্যা সন্তান থাকিলে সে স্বামির স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি পায়, কিন্তু নিঃসন্তান হইলে সে কেবল স্বামির অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। উক্ত বিধিমতে কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকিলে তন্মধ্যে যাহার কন্যা সন্তান থাকে সে স্বামির স্থাবর সম্পত্তি সমুদায় পায়, কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি যাহার সন্তান না থাকে ও যাহার সন্তান থাকে উভয়েই সমভাগে পায়।

দুহিতা।

পত্নী অভাবে দুহিতা উত্তরাধিকারিণী হইবার কথা।

উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম উপরে লিখা গিয়াছে তদনুসারে কোন ব্যক্তির পত্নী নাথাকিলে তাহার দুহিতা উত্তরাধিকারিণী হয় (ঙ), কিন্তু সকল দুহিতাই যে পিতার ধনাধিকারিণী হইবেক এমত নহে অর্থাৎ প্রথমতঃ কোন ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকিলে যে কন্যার বিবাহ না হইয়া থাকে সেই তাহার ধনাধিকারিণী হয় ও অবিবাহিতা কন্যা বিদ্যমানে তাহার বিবাহিতা বা বিধবা কোন কন্যা থাকিলেও তাহার উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। যদি ঐরূপ অবিবাহিতা কন্যা একাধিক থাকে তবে তাহারা তাবতেই পিতার সম্পত্তি সমানাংশে পায় (চ)

অবিবাহিতা কন্যা প্রথম অধিকারিণী হয়।

অবিবাহিতা কন্যাভাবে পুত্রবতী ও পুত্র সম্ভাবিতা কন্যা অধিকারিণী হয়.

যদি কোন ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্যা নাথাকে তবে তাহার বিবাহিতা কন্যাদিগের মধ্যে যে কন্যারা পুত্রবতী অথবা যাহার পুত্র হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহারা উত্তরাধিকারিণী হয় (ছ) আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে হিন্দুদিগের মধ্যে যে মৃত ব্যক্তির পিণ্ডা-

(ঙ) স নি মহদা ও বৃন্দাবন, আ— কল্যাণী ওগয়রহ, রি ১৮০৩ সা— ১৪ মার্চ্চ রায় শ্যামবল্লভ, আ— শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, রি ১৮২০ সা— ৪ জুলাই।

(চ) পরাশর সংহিতা। নারদ সংহিতা। দেবল সংহিতা। স—নি—গঙ্গা- মাই, আ কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী ওগয়রহ, রি—১৮২১ সা—১৭ ডিসেম্বর।

(ছ) স—নি—গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্ম, আ অযোধ্যারাম চৌধুরী, রি—১৭৯৪ স—৩০ অক্টোবর। মোসম্মাৎ বিজয়া দেবী, আ মোসম্মাৎ অন্নপূর্ণা দেবী, রি— ১৮০৩ স—২৩ সেপ্টেম্বর।

ধিকারী সেই তাহার ধনাধিকারী তাহাতে দৌহিত্র মাতামহের পিণ্ড দান করিতে পারে, অতএব যে কন্যাতে দৌহিত্র জন্মে ও তদ্দ্বারা পিতা পিণ্ড পান সেই তাহার ত্যাজ্য ধনের অধিকারিণী হয়, কিন্তু যে কন্যার পুত্র না থাকিয়া কেবল দুহিতা থাকে অথবা পুত্র হইয়া থাকিলেও তাহার মৃত্যু হয় ব ঐ পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র থাকে সে তাহার পিতার ধন পাইতে পারে না যেহেতুক দুহিতার কন্যা কি পৌত্রের পিণ্ডদানে অধিকার নাই, সুতরাং কেহ প্রকৃত পক্ষে পুত্রবতী হইলেও পিতৃ ধনের উত্তরাধিকারিণী হওন সময়ে ঐ পুত্র না থাকিলে পুত্রবতী জ্ঞানে তাহাকে পিতৃধন দেওয়ান যাইতে পারে না (জ) কিন্তু পুত্রবতী কন্যা পিতৃধন পাওয়ার পর যদি অপুত্রকা হয় তবে " তাহার মরণ পর্য্যন্ত সে ধন কেহ পায় না, পরে পরাধিকারিরা পায় ,, (ঝ)। আর ঐ বিধিমতে কোন ব্যক্তির দুহিতা যদি অপুত্রকা বিধবা কিম্বা বন্ধ্যা স্ত্রী হয় তবে সে তাহার ধনের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না যেহেতুক তাহাদের সন্তান না থাকাতে তাহাদের দ্বারা পিতার পিণ্ডদানাদি দ্বারা কোন উপকার দর্শে না কিন্তু কোনং গ্রন্থের মতে যে কন্যা অপুত্রক বিধবা বা বন্ধ্যা হয় তাহার স্বামির বংশে যদি কেহ নাথাকে এবং সে ভরণপোষণে ক্লেশ পায় তবে সে পিতার সম্পত্তি হইতে অন্ন বস্ত্র পাইতে পারে আর কোনং গ্রন্থকর্ত্তা (শ্রীগৃতবাহন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার) এমত ব্যবস্থাও লিখেন যে যে কন্যা বন্ধ্যা হয় সে পুত্রবতী কন্যার অভাবে পিতৃ ধনের অংশ পাইতে পারে, এবং বাচস্পতি মিশ্র ব্যবস্থা করিয়াছেন যে উক্ত গতিকে অপুত্রক বিধবা ও বন্ধ্যা উভয়েই পিতৃ ধন সমানাংশে পায়, এবং যদি কেবল বন্ধ্যা বা বিধবা কন্যা থাকে তবে সে একা সমুদায় পিতৃধন পায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা বঙ্গদেশের ব্যবহারসিদ্ধ নহে ও সেই দেশের ব্যবহার অনুসারে যে কন্যা বন্ধ্যা কি অপুত্রকা হয় সে কোন গতিকেই পিতৃধনের অধিকারিণী হইতে পারে না

অপুত্রক ন্যা পিতৃধনের অধিকারিণী না হইবেন এবং পুত্রবতী কন্যা কাহাকে বলা যাইবেক তাহার কথা।

যে দুহিতারা অপুত্রকা বিধবা বা বন্ধ্যা হয় তাহারা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না।

কোনং গ্রন্থে মুসলে বিশেষ গতিকে বন্ধ্যা ও অপুত্রকা বিধবা পিতার ত্যাজ্য বস্তু হইতে ভরণ পোষণ অথবা পিতৃ ধনের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে।

উক্ত মত বঙ্গদেশের ব্যবহার বিরুদ্ধ।

(জ) বিবাদ ভঙ্গার্ণব স নি রামমণি (ঝ) রামজয় তর্কালঙ্কারের ব্যবস্থা সং- চৌধুরাণী, আ—হেমলতা চৌধুরাণী, গ্রন্থ ৩০৩ পৃষ্ঠা। রি ১৮৩৭ সা—৩ জানুয়ারি।

বারাণসী দেশের ব্যবস্থানুসারে ধন ও সঙ্গতি বিহীনা পুত্রবতী কন্যা প্রথম ও সঙ্গতি যুক্তা কন্যা পরে পিতৃধনাধিকারিণী হয়

ঐ দেশের চলিত ব্যবস্থামতে পুত্র সম্ভাবিতা কন্যা অধিকারিণী হয় না

মিথিলা দেশে ধনযুক্তা ও দরিদ্রা কন্যার মধ্যে ইতর বিশেষ নাই।

দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে পিতা তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত বিভক্ত থাকিয়া মৃত না হইলে দুহিতা তাঁহার ধন পায় না

অনূঢ়া দুহিতার ত্যাজ্য পৈতৃক ধন তাহার পুত্রেরা পায়, বিবাহিতা কি পুত্রবতী ভগিনীরা পায় না

বিবাহিতা পুত্রবতী কন্যার ত্যাজ্য পৈতৃক ধন তাহার পুত্রেরা না পাইয়া ঐরূপ অন্য পুত্রবতী কন্যা পায়।

বারাণসীর চলিত ব্যবস্থামতেও কুমারী কন্যাই প্রথমতঃ পিতৃধনের অধিকারিণী, তদভাবে বিবাহিতা ও পুত্রবতী কন্যা অধিকারিণী হয়, কিন্তু তাহাতে এই বিশেষ আছে যে ঐ পুত্রবতী কন্যাদের মধ্যে যাহার ধন ও সঙ্গতি নাই, সে প্রথম অধিকারিণী হয় ও তদভাবে মাত্র যে কন্যার সঙ্গতি থাকে সে পিতার সম্পত্ত্যধিকারিণী হইতে পারে ইহা ভিন্ন বারাণসীর ব্যবস্থানুসারে যে কন্যার পুত্র না থাকে কেবল পুত্র হইবার সম্ভাবনা থাকে সে বন্ধ্যা ও অপুত্রকা কন্যার ন্যায় সম্পত্তি পাইতে পারে না। মিথিলা দেশেও প্রায় ঐ ব্যবস্থার চলন আছে কেবল ধনবতী ও নির্দ্ধনী কন্যার মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই ও পুত্রবতী কন্যা মাত্রেই কুমারী কন্যাভাবে ধনাধিকারিণী হয়। অপর বঙ্গদেশে অপুত্রক ব্যক্তি ভ্রাতাদের সহিত বিভক্ত থাকুক কি অবিভক্ত থাকুক সকল গতিকেই কন্যা তাহার উত্তরাধিকারিণী হয় কিন্তু পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশের ব্যবস্থানুসারে মৃত ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাদের সহিত অবিভক্ত থাকিয়া মরিলে যেরূপে তাহার পত্নী তাহার অংশ পায় না সেইরূপে দুহিতাও অবিভক্ত পিতার অংশের ধন পাইতে পারে না, কেবল পিতা বিভক্ত থাকিয়া মরিলে দুহিতা তাহার ধন পাইতে পারে।

যে কন্যা কুমারী কালে তাহার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় সে যদি পুত্র রাখিয়া মৃতা হয় তবে তাহার বিবাহিতা ও পুত্রবতী ভগিনী থাকিলেও তাহার ত্যাজ্য পৈতৃক ধন ঐ ভগিনী না পাইয়া তাহার পুত্রের পায় (ঞ) কিন্তু বিবাহিতা ও পুত্রবতী কন্যা পিতার সম্পত্তি পাইলে সে যদি পুত্র রাখিয়াও মরে তথাপি তাহার পুত্রেরা তাহার পৈতৃক ধন না পাইয়া তাহার যে পুত্রবতী ভগিনী থাকে সেই তাহা পায় ও এইরূপে বিবাহিত ও পুত্রবতী কন্যা পিতার উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মরণান্তে অন্য যে বিবাহিতা ও পুত্রবতী কন্যা থাকে তাহার ঐ পৈতৃক সম্পত্তিতে স্বত্ব জন্মে ও বিবাহিতা ভগিনী না থাকিয়া যদি ভগিনীর পুত্র থাকে তবে তাহার আপন পুত্র এবং ভগিনীর পুত্র উভয়েরি তাহার সম্পত্তিতে অধি-

(ঞ) শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ম নি—মোসম্মাৎ বিজয়া দেবী, আ—মোসম্মাৎ অন্নপূর্ণা দেবী, রি—১৮২০ সা—১৯ এপ্রেল

কার হয় কিন্তু কোনং পণ্ডিতের মতে কুমারী কন্যা উত্তর ধিকারী হইলে যেরূপে তাহার পুত্র মাতামহ সম্পত্তি পায় বিবাহিতা কন্যা পিতৃধন পাইলেও সেইরূপে তাহার পুত্র অধিকারী হয়, ভগিনীরা অধিকারিণী হয় ন এই মত পশ্চিম দেশেও চলিত, কেবল বঙ্গ দেশে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যার মধ্যে ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়

কোনং পণ্ডিতের মতে পুত্রবতী কন্যার ত্যাজ্য পৈতৃক ধনও তাহার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্র পায় ঐ মত পশ্চিম দেশে চলিত আছে

অপর যে কন্যা বিবাহিত ও সজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত না হয় সে পিতৃধন পাইতে পারে না, আর কেহ যদি পোষ্যপুত্রের ন্যায় কন্যাকে দুহিতা বলিয়া প্রতিপালন করিয়া রাখে তবে এমত কন্যা ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না

অসবর্ণীয় স্ত্রীর গর্ভজাত দুহিতা এবং পোষ্যা কন্যা অধিকারিণী হয় না

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে পত্নী স্বামির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলে সে কেবল জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি উপভোগ করিতে পারে, ও বিশিষ্ট কারণ বিনা দান বিক্রয় করিতে পারে না, ও তাহার মরণ হওয়ামাত্র তাহার স্বামির যে উত্তরাধিকারী থাকে সে ঐ সম্পত্তি পায় দুহিতা পিতার ধন পাইলে তাহার প্রতি উক্ত বিধান খাটে কি না এ বিষয়ে যদিচ কোন গ্রন্থে স্পষ্ট বিধান নাই তথাপি যে স্থলে পত্নী অপেক্ষা দুহিতার স্বত্ব অধিক বলবৎ নহে, বরং কেবল পত্নী অভাবে দুহিতার অধিকার জন্মে ও দুহিতার মরণ হইলে তাহার স্বামি-কুলের উত্তরাধিকারিরা ঐ সম্পত্তি না পাইয়া তাহা তাহার পুত্র ও তদভাবে পিতার অন্য উত্তরাধিকারিরা পায়, সে স্থলে পত্নী পতির ধনের অধিকারিণী হইলে তাহার প্রতি যেং নিয়ম খাটে দুহিতার প্রতিও তাহাই খাট উচিত, যেহেতুক সর্ব্ব সাধারণ মত এই যে যখন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকা প্রযুক্ত স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী হয় তখন ঐ স্ত্রীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ দখলের স্বত্ব ভিন্ন দান বিক্রয়ের অধিকার অর্শে না (ট), অতএব দুহিতা আপন পুত্র অথবা তাহার পিতার উত্তরাধিকারির স্বত্ব নষ্ট করিয়া তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি স্বেচ্ছামত দান বিক্রয় বা কোনরূপে হস্তান্তর করিতে

পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে পত্নীর ন্যায় দুহিতার কেবল জীবদ্দশা পর্য্যন্ত দখল ভোগের অধিকার হয়, দান বিক্রয়ের অধিকার নাই।

(ট) স—নি হেমলতা দেবী, আ—গোলোকচন্দ্র গোঁসাই, স্রি—১৮৪২স ১জুলাই

দুহিতার মরণ হইলে তাহার পিতার উত্তরাধিকারী ঐ সম্পত্তি পায়

পাবে না ও করিলেও অসিদ্ধ হয় (ঠ) এবং যেরূপে পত্নীর মরণ হইলে তাহার স্বামির ভ্রাত বা অন্য যে উত্তরাধিকারী থাকে সে তাহার পতির সম্পত্তি পায় সেইরূপে কন্যা পিতৃধনের অধিকারিণী হইয়া মরিলে সে না থাকিলে তাহার পিতার যে উত্তরাধিকারী হইত সেই পায় ও তাহা স্ত্রী-ধনের ন্যায় তাহার নিজের অর্থাৎ পতির বংশের উত্তরাধিকারির পায় না। যথা—দুহিতা মরিলে তাহার পিতৃধন তাহার স্বামী কিম্বা দুহিতা না পাইয়া তাহার পিতৃবংশে ভ্রাতৃ কি ভ্রাতৃপুত্র ইত্যাদি যে থাকে সে পায় (ড)

দৌহিত্র

দুহিতা অভাবে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইবার কথা।

উপরে যাহা লিখা গিয়াছে তদনুসারে অপুত্রক ব্যক্তির উত্তরাধিকারিণীর যোগ্যা দুহিতা না থাকিলে অথবা দুহিতা তাহার ধনাধিকারিণী থাকিয়া মৃতা হইলে ঐ অপুত্রকের দৌহিত্র তাহার সম্পত্তির অধিকারী হয়, এবং দৌহিত্র বর্ত্তমানে তাহার মাতামহের ভ্রাতৃ কি ভ্রাতৃপুত্রাদি অন্য কেহ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না (ঢ); এবং এই বিধি বাঙ্গালা ও মিথিলা ইত্যাদি সর্ব্বদেশে চলিত আছে (ণ) পরন্তু দুহিতার যদি পুত্র না থাকিয়া দত্তক পুত্র থাকে তবে সে মাতামহের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, যেহেতুক দত্তক পুত্রের পিতৃবংশ ভিন্ন মাতামহ বংশে উত্তরাধিকারিত্ব নাই (ত) আর এই

দুহিতার দত্তক পুত্র মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না।

(ঠ) স নি—মোসম্মাৎ জয়দুর্গা ও জয়দুর্গা, আ দুঃখহরণ সিংহ ও দেবীদত্ত, রি—১৮২৯ সা—৩ ফেব্রুআরি

(ড) স নি—রাজচন্দ্র দাস, আ—মোসম্মাৎ ধনমণি, রি ১৮২৪ সা—২৪ মে রায় শ্যামবল্লভ, আ প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, রি—১৮৩০ সা—২৯ মার্চ্চ। গোঁসাইচন্দ কবিরাজ, আ মোসম্মাৎ কৃষ্ণমণি ও মোসম্মাৎ জয়মণি, রি ১৮৩৬ সা ৮ জুলাই।

(ঢ) স নি মোসম্মাৎ সুলক্ষণা, আ—রামদুলাল পাঁড়ে, রি—১৮১১ সা—২৭ মে। জগন্মোহন মুখুর্য্যা ও গোপীমোহন মুখুর্য্যা, আ—পদ্মলোচন চাটুর্য্যা, রি ১৮২৫ সা—২৭ জুন দেবনারায়ণ রায়, আ—মোসম্মাৎ কেবলমণি, রি—১৮৩৮ সা—২১ জুন। রসিকলাল সেন ওগয়রহ, আ-কলিকাতার কালেক্টর সাহেব ওগয়রহ, রি—১৮৪৮ সা—১ জুলাই।

(ণ) স নি সূর্য্যকুমারী, আ—গন্ধর্ব্ব সিংহ ওগয়রহ, রি—১৮৩৭ সা—২৩ ফেব্রুয়ারি।

(ত) স—নি—গঙ্গা মাই, আ-কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী, রি—১৮২১ সা—১৭ ডিসেম্বর।

পুস্তকের প্রথম ভাগের ১৫ অধ্যায়ে আমরা যে পুত্রিকা পুত্রের কথা লিখিয়াছি তদ্দ্বারা এমত জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে, যে ঐ পুত্রিকা পুত্র ভিন্ন দৌহিত্রেরা উত্তরাধিকারী হইবেক না, অর্থাৎ পুত্রিকা পুত্র না হইলে যে কেহ মাতামহ বৃত্তি পাইবেক না এমত নহে পুত্রিকা পুত্র প্রায় পোষ্য পুত্রের ন্যায় কিন্তু দৌহিত্র তাহার আপন স্বত্বে মাতামহ ধনাধিকারী হয় তপর এক দুহিতার যদি অনেক পুত্র থাকে তবে মাতামহ সম্পত্তি তাহার সমানাংশে পায় তাহাতে যদি এক দুহিতার এক পুত্র ও অন্য দুহিতার একাধিক পুত্র থাকে তবে দুই পত্নীর সন্তানেরা যেরূপে পিতার সম্পত্তি পায় সেই রূপে যত জন দৌহিত্র তত অংশে মাতামহ সম্পত্তি বিভাগ হইয়া প্রত্যেকে সমানাংশে পায়। যথা এক জন দুহিতার দুই পুত্র ও আর এক দুহিতার পাঁচ পুত্র থাকিলে ঐ দুই পুত্রের মাত মাতামহ ধনের অর্দ্ধেকের অধিক রিণী ছিল বলিয় তাহারা দুই জনেই অর্দ্ধেক পায় না, অর্থাৎ ঐ সম্পত্তি সাত জনের মধ্যে সমানাংশে বণ্টন হইয়া তাহারা দুই জন সাত ভাগের দুই ভাগ মাত্র পায় (খ) আর দৌহিত্রদিগের মধ্যে মাতামহ বৃত্তি বণ্টন হওয়ার পর যদি আর দৌহিত্র জন্মে তবে সে বণ্টন হওয়া সম্পত্তি হইতে আপন অংশ পায় কিনা অথবা যদি বণ্টন সময়ে আর দৌহিত্র জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে তবে তাহার অংশ রাখিয়া মাতামহ বৃত্তি বণ্টন করা কর্ত্তব্য কি না এই বিষয়ে কোন গ্রন্থে স্পষ্ট বিধি না থাকাতে তাহ নিশ্চয় পূর্ব্বক নির্ণয় করা যাইতে পারে না মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে যাহাদের জন্ম হইয়াছে এবং যাহাদের জন্ম হয় নাই অথবা যাহাদের মাতৃগর্ভে সঞ্চার মাত্র হইয়াছে ইহাদের কাহারো অংশ নষ্ট হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা এই বিধি দর্শাইয়া কহেন যে মাতামহ বৃত্তি বণ্টনের পর যদি অপর দৌহিত্র জন্মে তবে সে যে দৌহিত্রের অংশ লইয়া থাকে তাহাদের অংশ হইতে আপন অংশ লইতে পারে, এবং দৌহিত্র জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিলে ঐ দৌহিত্রের মাতা তাহার পক্ষে তাহার অংশ অধিকার করিতে পারে। সদর দেওয়ানী আদালত ১৮১১ সা-

পুত্রিকা পুত্রের সহিত দৌহিত্রের স্বত্বের সম্পর্ক নাই।

দৌহিত্রেরা প্রত্যেকে সমানাংশে মাতামহ বৃত্তি পায়।

মাতামহ বৃত্তি বণ্টনের পর দৌহিত্র জন্মিলে সে অংশ পাইতে পারে কি না।

(খ) স—নি র মদন সেন ওগয়রহ, আ কৃষ্ণকান্ত সেন ওগয়রহ, রি—১৮২১ স —১৭ জুলাই।

উক্ত বিষয়ে সদর আদালত যেং নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার কথা।

লের ২৭ মে তারিখে মোসম্মাৎ সুলক্ষণা আপেলাণ্ট ও রামদুলাল পাঁড়ে রিস্পণ্ডেণ্ট ও ১৮৩০ সালের ১৫ জুলাই তারিখে করুণাময়ী আপেলাণ্ট ও জয়চন্দ্র ঘোষ রিস্পণ্ডেণ্ট, ও ১৮৩০ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখে কৃষ্ণলোচন বসু আপেলাণ্ট ও তারিণী দাসী রিস্পণ্ডেণ্টের মোকদ্দমায় উপরোক্ত বিধানানুসারে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনং পণ্ডিতেরা (শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন) কহেন যে কেবল পৈতৃক সম্পত্তি ভ্রাতৃদিগের মধ্যে বণ্টন হওয়ার পর যদি আর ভ্রাতৃ জন্মে তবে সেই ভ্রাতৃ অ পন অংশ পাইতে পাবে তদ্ভিন্ন মাতামহ সম্পত্তি দৌহিত্রদিগের মধ্যে বিভাগ হওয়ার পরে অপর দৌহিত্র জন্মিলে সে অংশ পায় না এই মতানুসারে সদর আদালত ১৮৩৩ সালের ২৯ আগষ্ট তারিখে লক্ষ্মীপ্রিয়া আপেলাণ্ট ও ভৈরবচন্দ্র ও জয়চন্দ্র চৌধুরী রিস্পণ্ডেণ্ট, ও ১৮৩৮ সালের ২৬ মার্চ তারিখে আলমচন্দ ধর আপেলাণ্ট ও বিজয়গোবিন্দ বড়াল রিস্পণ্ডেণ্টের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, এবং শেষোক্ত মোকদ্দমায় সদর আদালতের বিচারক বাটরে সাহেব এই হেতুবাদ লিখিয়াছিলেন যে নূতনং যত দৌহিত্র জন্মে ততবার যদি সম্পত্তি বণ্টন করিতে হয় তবে ঐ সম্পত্তিকে কেহই আত্ম জ্ঞান করিয়া তাহার দ্বারা কোন ব্যয় অথবা কোন ব্যবসায় করিতে পারিবেক না, যেহেতুক পুনরায় দৌহিত্র জন্মিলে যাহা ঐ সকল গতিকে নষ্ট পায় তাহাও তাহার শিরে পড়িবেক সে যাহাহউক উক্ত হেতুবাদ কোন গ্রন্থ সম্মত নহে এবং উপরোক্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পরে ১৮৩৮ সালের ২৪ জুলাই তারিখে শম্ভুচন্দ্র রায় ওগয়রহ আপেলাণ্ট ও গঙ্গাচরণ সেন রিস্পণ্ডেণ্টের মোকদ্দমায় সদর অদালত পুনরায় প্রথমোক্ত ব্যবস্থানুসারে নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পশ্চাৎ যে দৌহিত্র জন্মিবেক তাহার স্বত্বে তাহার মাতা তাহার মাতামহ বৃত্তি অধিকার করিতে পারে, অতএব উক্ত বিষয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা কি তাহা এপর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ মতে নির্ণয় হয় নাই

পিতা ও মাতা।

বঙ্গদেশের ব্যবস্থা মতে

বঙ্গদেশের ব্যবস্থামতে অপুত্রক ব্যক্তির দৌহিত্র না থাকিলে

প্রথমতঃ তাঁহার পিতা ও তদভাবে তাহার মাতা তাহার উত্তরাধিকারী হন (দ) কিন্তু মিথিলা ও বারাণসীর চলিত ব্যবস্থামতে প্রথম মাতা ও মাতার অভাবে পিতা পুত্রের ধনের অধিকারী হন (ধ) বঙ্গ দেশের গ্রন্থকর্ত্তারা লিখেন যে মাতা সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও ঐ সম্পত্তি যে স্থলে তাঁহার স্ত্রীধন নহে সে স্থলে পিতারি তাহাতে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব অর্শে, বিশেষতঃ যদিচ মাতা সহস্র পিতৃ অপেক্ষাও অধিক আদরণীয়া বলিয়া শাস্ত্রে লিখে তথাপি মাতৃ অপেক্ষা পিতা পুত্রের প্রশস্ত পিণ্ডাধিকারী ও তন্নিমিত্তে তিনি তাহার সম্পত্তিরও মাতার পূর্ব্বে অধিকারী হন

প্রথম পিতা ও তৎপর মাতা, কিন্তু মিথিলা ও বারানসীর ব্যবস্থামতে প্রথম মাতা ও তৎপর পিতা উত্তরাধিকারী হন।

বঙ্গদেশের গ্রন্থকর্ত্তাদের মত।

এই স্থানে অনুসন্ধান করা আবশ্যক যে অপুত্রক ব্যক্তির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে মাতা শব্দের দ্বারা বিমাতাও সপত্নী পুত্রের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন কি না সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে বঙ্গ দেশে চলিত গ্রন্থ সকলের যে২ স্থানে মাতা শব্দ আছে ঐ শব্দের দ্বারা কেবল জননীকে বুঝায় ও বিমাতা যে সপত্নী পুত্রের উত্তরাধিকারিণী হইবেন এমত বিধি কোন গ্রন্থেই নাই, অতএব বিমাতা ভরণ পোষণ ভিন্ন সম্পত্তি পাইতে পারেন না, কিন্তু মিথিলা প্রভৃতি যে সকল দেশে মিতাক্ষরার মত চলিত আছে সেই সকল দেশে মাতা শব্দ দ্বারা বিমাতাকেও বুঝায় অতএব মাতা ও বিমাতা উভয়েই পুত্রের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন (ন)

বঙ্গদেশের ব্যবস্থা মতে জননী ভিন্ন বিমাতা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না।

মিথিলা প্রভৃতি দেশে মাতা ও বিমাতা উভয়েই উত্তরাধিকারিণী হন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে পুরুষ উত্তরাধিকারী অভাবে যখন পত্নীও দুহিতা প্রভৃতি স্ত্রী অপুত্রক ব্যক্তির ধনের অধিকারিণী হয় তখন সেই স্ত্রী উত্তরাধিকারিণীদিগের ঐ বৃত্তি কেবল জীবদ্দশ

(দ) জীমূতব হন, দায়ক্রম সংগ্রহ

(ধ) স নি গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা, আ—আযোধ্যারাম চৌধুরী, রি ১৭৯৪ সা—৩০ অক্টোবর। ভৈরবী দাসী, আ নবকৃষ্ণ বসু, রি ১৮৩৩ সা—২৩ ফেব্রুয়ারি হেমলতা দেবী, আ গোলোকচন্দ্র গোঁসাই, রি ১৮৪২ সা—১ জুলাই।

(ন) স নি বিষ্ণুপ্রিয়ামণি, অন্ন—রাণী সুগন্ধা, রি ১৮০১ সা—২৫ সেপ্টেম্বর। নারায়ণী দেবী, আ—হরকিশোর রায়, রি ১৮০১ সা ২৪ ডিসেম্বর লক্ষ্মীপ্রিয়া, আ ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী, রি- ১৮৩৩ সা—২৯ আগষ্ট। ভৈরবী দাসী, আ নবকৃষ্ণ বসু, রি—১৮৩৩ সা—২৩ ফেব্রুয়ারি

পুত্রের সম্পত্তিতে মাতার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগাধিকারের মাত্র স্বত্ব হয়, দান বিক্রয়ের অধিকার হয় না।

পর্য্যন্ত ভোগাধিকারের স্বত্ব জন্মে, ও দান বিক্রয়ে অধিকার হয় না এই বিধি যেরূপে পত্নী ও দুহিতার প্রতি খাটে তদ্রূপ তাহা মাতার সম্বন্ধেও খাটে ও তদনুসারে মাতা অপুত্রক পুত্রের সম্পত্তি জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারেন দান বিক্রয় করিতে পারেন না (প) পশ্চাৎ তাঁহার মরণ হইলে তাঁহার অপুত্রক পুত্রের ভ্রাতৃপ্রভৃতি যাহারা তিনি না থাকিলে উত্তরাধিকারী হইত তাহারাই ঐ সম্পত্তি পায় (ফ) কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিরা পায় না যথা-মাতার কন্যা অর্থাৎ অপুত্রক পুত্রের ভগিনী মাতার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি পায় না যে হেতুক অপুত্রক ব্যক্তির ভগিনী কখন তাহার উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না (ব) অপর মাতা যদি স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার অপুত্রক পুত্রের ধন না লইয়া তাহা তাঁহার ভ্রাতৃদিগকে অধিকার করণের অনুজ্ঞা দেন তবে এমত গতিকে মাতা বর্ত্তমানেও ভ্রাতৃগণ অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি অধিকার করিতে পারে (ভ)

মাতার মৃত্যুর পর পুত্রের উত্তরাধিকারিরা পুত্রের সম্পত্তি পায়

মাতা অনুজ্ঞা দিলে পুত্রের ভ্রাতারা উত্তরাধিকারি হইতে পারে।

ভ্রাতৃ

পিতা মাতা অভাবে সোদর ভ্রাতা তদভাবে অসোদর ভ্রাতারা অপুত্রকের ধনাধিকারী হয়

পিতা মাতা অভাবে অপুত্রক ব্যক্তির সোদর ভ্রাতা যাহার থাকে তাহারা তাহার ধনাধিকারী হয়, ও একাধিক সোদর থাকিলে তাহারা তাবতেই সমানাংশ পায় যদি তাহার অসোদর ভ্রাতা থাকে তবে সোদর বর্ত্তমানে তাহারা উত্তরাধিকারী হয় না, সোদর অভাবে তাহাদের অধিকার হয় কিন্তু ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে তাহাদের পরস্পর উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে খাটে না, অর্থাৎ অনেক ভ্রাতার মধ্যে কেহ একত্র ও কেহ পৃথক থাকিলে মৃত ভ্রাতার ধন তাহারা যে নিয়মানুসারে পায় তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র বিধি আছে, অতএব আমরা এক্ষণে তাহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতেছি

(প) স—নি—হেমলতা দেবী, আ গোলোকচন্দ্র গোঁসাই, রি ১৮৪২ সা ■ জুলাই
রি ১৮৪৭ স ২২ মার্চ্চ রাজচন্দ্র দত্ত, আ ভগবতী দাসী ■ শ্রীকৃষ্ণগুহ, রি ১৮৪৭সা ১৯মে।

(ফ) স নি—ভৈরবী দাসী, আ নবকৃষ্ণ বসু, রি ১৮৩৫ স ২৩ ফেব্রুয়ারি রঘুবর শহায়, আ— মোসম্মাৎ তুলাসী কুয়ঁর ওগয়রহ,

(ব) স নি রাজকুমারী কৃপময়ী দেবী অ রাজা দামোদরচন্দ্র দেব ওগয়রহ রি—১৮৪৫স ২০ ফেব্রুয়ারি। (ভ) বৃহস্পতি সংহিতা।

মৃত ব্যক্তি যদি তাহার সোদর ভ্রাতৃদিগের সহিত বিভক্ত হইয়া পৃথকে বাস করে তবে তাহাদিগের মধ্যে যে সোদর বিভক্ত হওয়ার পরে পুনরায় ঐ মৃতব্যক্তির সহিত একত্র হয় অর্থাৎ প্রীতি পূর্ব্বক এই নিয়মে একত্র বাস করে যে তাহাদের মধ্যে সম্পত্তির ইতর বিশেষ থাকিবেক না, ও উভয়ের সম্পত্তিতে উভয়ের স্বত্ব হইবেক সেই প্রথমতঃ তাহার সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, ও ঐ রূপে একত্র হওয়া সোদর বর্ত্তমানে তাহার অন্য সোদর কি অসোদরেরা তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির কোন ভাগ পাইতে পারেন না যে হেতুক সোদর ভ্রাতৃদিগের মধ্যে যাহারা একত্রে বাস করে তাহারা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উপার্জ্জনে ও অন্যান্য তাবৎ বিষয়ে উভয়ে উভয়ের সাহায্য ও উপকার করে এবং উভয়ের উপার্জ্জিত ধন দ্বারা উভয়েই পুণ্য ক্রিয়া করে অতএব তাহারা বিভক্ত ভ্রাতৃ অপেক্ষা পরস্পরের প্রশস্ত উত্তরাধিকারী উক্ত বিধি মতে যদি চারি ভ্রাতার মধ্যে দুই জন তাহাদের পৈতৃক ধনের দুই অংশ লইয়া পৃথক্ হয় এবং অপর দুই ভ্রাতা তাহাদের দুই অংশ বণ্টন করিয়া না লইয়া দুই জনেই একত্রে থাকে তবে তাহাদের মধ্যে একের মরণ হইলে অপর তাহার সমুদায় সম্পত্তি পায়, ও বিভক্ত ভ্রাতৃদ্বয় তাহার অংশ পায়েন, যেহেতুক যদিও ঐ অবিভক্ত ভ্রাতৃদ্বয় দৃশ্যমানে একবার পৃথক হইয়া পুনরায় একত্র না হইয়া থাকে তথাপি চারি ভ্রাত পৃথক হওন সময়ে চারি জনেরি আপন২ অংশে পৃথক২ অধিকার হওয়ার পর দুই ভ্রাতা তাহাদের দুই অংশ লইয়া একত্র থাকা স্থলে তাহারা প্রকৃত পক্ষে একবার পৃথক হইয়া পুনরায় একত্র হইয়াছে এমত [illegible]ন করিতে হইবেক

সংসৃষ্ট সোদর বিদ্যমানে বিভক্ত সোদর কি অসোদারের অধিকার হয় না।

*উক্ত বিধানের কারণ।

পূর্ব্ব বধি অবিভক্ত ভ্রাতা এবং সংসৃষ্ট ভ্রাতা উভয়ের সমান অধিকার

অপুত্রক ব্যক্তির উপরোক্ত মত অবিভক্ত সোদর না থাকিলে তাহার বিভক্ত সোদর ও অবিভক্ত অসোদর যাহারা থাকে তাহারা তাহার সম্পত্তি সমানাংশে পায়, কিন্তু বিভক্ত অসোদরেরা কিছুই পায় না উপরে লিখা গিয়াছে যে অপুত্রক মৃত ব্যক্তির সোদর বর্ত্তমানে তাহার অসোদর উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু যদি কোন অসোদর ভ্রাত্ পৃথক্ হওয়ার পর পুনরায় তাহার সহিত উপরের লিখিতমত একত্র হয় তবে ঐ অসোদর ভ্রাতা তাহার অবিভক্ত সোদর ভ্রাতৃদিগের ন্যায় তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া সোদরের

সংসৃষ্ট সোদরাভাবে সংসৃষ্ট অসোদর ও বিভক্ত সোদরেরা তুল্য অংশে অধিকারি হয়।

সহিত সমতুল্য অংশ পায় যথা-অপুত্রক ব্যক্তির যদি চারি বিভক্ত সোদর ও এক অবিভক্ত অসোদর থাকে তবে তাহার চারি অংশ সোদরেরা ও এক অংশ অসোদর পায় এই বিধির কারণ এই যে অসোদর অপেক্ষা সোদর ভ্রাতা অপুত্রক ব্যক্তির প্রশস্ত পিণ্ডাধিকারী বটে, যেহেতুক অসোদর তাহাকে ও তাহার মাতাকে সোদরের সমতুল্য রূপে পিণ্ড দিতে পারেন ও তন্নিমিত্তেই সোদর বর্ত্তমানে অসোদর ধনাধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু ঐ অসোদর একত্র হওয়া প্রযুক্ত তাহার ধনের দ্বারা পিণ্ডদানাদি কার্য্যের উপকার দর্শে অতএব সে সোদরের ন্যায় অপুত্রকের বৃত্তির অংশ পাওয়া উচিত

সংসৃষ্ট অসোদর বিভক্ত সোদরের সহিত তুল্যাংশী হওয়ার কারণ।

পরন্তু যখন এক সোদর ও এক অসোদর উভয়েই অপুত্রক ব্যক্তির সহিত পুনরায় একত্র হয় তখন অসোদর ব্যক্তি একত্র হওয়া বলিয়া সম্পত্তির কোন অংশ পায় না, যেহেতুক যদিচ উভয়েই একত্র হওয়া প্রযুক্ত উভয়েরি অপুত্রক ভ্রাতার সম্পত্তিতে বিশেষ স্বত্ব জন্মে তথাপি সোদর পূর্ব্বাবধিই তাহার প্রশস্ত উত্তরাধিকারী ও সোদরের স্বত্ব অসোদরের স্বত্বাপেক্ষা বলবান্ যদি অপুত্রক ব্যক্তির সংসৃষ্টী সোদর কি অসোদর অথবা বিভক্ত সোদর কেহই না থাকে তবে সকলের পরে তাহার অসোদর ভ্রাতারা তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি সমানাংশে পায়

সংসৃষ্ট সোদর বিদ্যমানে সংসৃষ্ট অসোদরের অপুত্রক ধনে অধিকার হয় না।

সংসৃষ্ট অসোদর ও বিভক্ত কি অবিভক্ত সোদর অভাবে বিভক্ত অসোদরেরা উত্তরাধিকারী হয়।

এই স্থানে জ্ঞান উচিত যে সোদর ও অসোদর ভ্রাতারা যদি কেবল অস্থাবর সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া পৃথক হয়, কিন্তু তাহাদের স্থাবর সম্পত্তি অবিভক্তে থাকে তবে এমত গতিকে একজন ভ্রাতৃ অপুত্রক হইলে ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার যে অংশ তাহা সোদর অসোদর তাবৎ ভ্রাতারাই সমানাংশে পায়, এবং তৎকালীন অসোদর অপেক্ষা সোদরের অধিক কোন স্বত্ব হয়না, কিন্তু যদি স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি পূর্ব্বে বিভক্ত হইয়া থাকে তবে উপরের লিখনানুসারে সোদর সত্ত্বে অসোদরের অধিকার হয় না

অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে সোদর অসোদরের তুল্য অধিকার।

অপর অপুত্রকের মাতা যদি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন্ তবে ঐ দত্তক পুত্রকে সোদর তুল্য গণ্য করা যায়, কিন্তু তাহার মাতা যাহাকে দত্তক না লয়েন তাহাকে অসোদর জ্ঞান করা যায়।

মাতা যাহাকে দত্তক লন তাহাকে সোদর ও মাতা যাহাকে না লন তাহাকে অসোদর জ্ঞান করাযায়।

অপুত্রকের ধন তাহার ভ্রাতা পাইলে যখন সেই ভ্রাতার মরণ

হয় তখন তাহার পুত্র বা তদভাবে অন্য উত্তরাধিকারী ঐ ধন পায় কিন্তু তাহার অন্য ভ্রাতার পুত্রের উক্ত ধনে কোন অধিকার হয়না (ম) আর ভ্রাতারা অপুত্রকের অধিকারী হইলে ঐ ভ্রাতাদের মধ্যে কাহারো অভাবে তাহার স্থানে তাহার পুত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, যেহেতুক ভ্রাতৃ বর্ত্তমানে ভ্রাতৃপুত্র অপুত্রকের উত্তরাধিকারী হয় না যথা—অপুত্রকের চারি ভ্রাত থাকিলে এক ভ্রাতার যদি মরণ হয়, তবে পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হওন সময়ে যেরূপে ভ্রাতার পরিবর্ত্তে তৎপুত্র তাহার অংশ পায় সেই রূপে সে তাহার অপুত্রক খুড়ার ত্যাজ্য সম্পত্তি পায়না (য)।

অপুত্রকের ধন ভ্রাতা পাইলে তাহার মৃত্যুর পর তাহা এভ্রাতার উত্তরাধিকারিরা পায়।

ভ্রাতার স্বত্বে ভ্রাতৃপুত্র অপুত্রকের ধন অধিকারী হয় না।

ভ্রাতৃপুত্র।

উপরোক্ত মতে অপুত্রক ব্যক্তির ভ্রাতা নাথাকিলে তাহার ভ্রাতৃ পুত্রেরা তাহার উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু যেরূপে ভ্রাতৃদিগের সোদর অসোদরের মধ্যে ইতর বিশেষ আছে তদ্রূপ ভ্রাতৃ পুত্রদের মধ্যে সোদর ভ্রাতৃ বর্ত্তমানে অসোদর ভ্রাতৃ পুত্রের উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ভ্রাতা নাথাকিলে তাহার সোদর ভ্রাতার যে সকল পুত্র থাকে তাহারা তাহার সম্পত্তি সমানাংশে পায় ও সোদরের পুত্র না থাকিলে অসোদরের যে সকল পুত্র থাকে তাহারা উক্ত মত সমভাগে তাহার সম্পত্তি পায়

ভ্রাতৃ অভাবে ভ্রাতৃপুত্র উত্তরাধিকারী হয়।

সোদর ভ্রাতৃপুত্রেরা প্রথম ও অসোদর ভ্রাতৃপুত্রেরা তাহাদের পরে উত্তরাধিকারি হয়।

ভ্রাতৃ পুত্রেরা যদি খুড়া জ্যেঠার সহিত বিভক্তের পর পুনরায় একত্র হয় তবে কোন ভ্রাতা বিভক্তের পর পুনরায় একত্র হইলে তাহার যেরূপে বিশেষ স্বত্ব জন্মে, তাহাদের কোন বিশেষ স্বত্ব জন্মে কি না এ বিষয়ে বিবাদ ভঙ্গার্ণবকার লিখেন যে পুনরায় একত্র হইলে বিশেষ স্বত্ববান হইবার যে বিধান তাহা ভ্রাতা ভিন্ন ভ্রাতৃ পুত্রের

ভ্রাতৃপুত্রের সংসৃষ্টী ও অসংসৃষ্টির মধ্যে ইতর বিশেষ আছে।

(ম) বিবাদ ভঙ্গার্ণব স নি—গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা, অ—অযোধ্যারাম চৌধুরী, রি ১৭৭৪ সা—৩০ অক্টোবর। রুদ্রচন্দ্র চৌধুরী, আ—শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী, রি ১৮২১ সা—৮ আগষ্ট। রমচন্দ্র শর্ম্মা, আ—গঙ্গাগোবিন্দ বাঁড়ুয্যা, রি—১৮২৬ সা ১ ফেব্রুয়ারি

(য) স নি—রুদ্রচন্দ্র চৌধুরী, আ শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী, রি—১৮২১ সা—৮ আগষ্ট।

প্রতি যে খাটিবেক এমত বিধি কোন গ্রন্থে নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এইমত লিখেন যে সংসৃষ্টি ও অসংসৃষ্টি ভ্রাতাদের যেং স্বত্ব আছে ভ্রাতৃ পুত্রেরও সেইং স্বত্ব জন্মে, ও বৃহস্পতি সংহিতা এবং দায়ভাগে লিখে যে পিতা ভ্রাতা ও খুড়া ভিন্ন অন্য কাহারো সহিত একত্র হইলে বিশেষ স্বত্ব জন্মেনা। সুতরাং ভ্রাতৃপুত্র পুনরায় একত্র হইলে সে মৃত ব্যক্তির সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী হয়, এবং সে বর্ত্তমানে অন্য সোদর কি অসোদর ভ্রাতৃ পুত্রেরা অংশ পাইতে পারে না আর তদনুরূপ যদি অসোদর ভ্রাতৃপুত্র পুনরায় একত্র হয় তবে সে অবিভক্ত সোদর ভ্রাতৃপুত্রের সহিত সমানাংশী হয় ও যখন সোদর কি পুনরায় একত্র হওয়া অসোদর না থাকে তবে এমত গতিকে অসোদর ভ্রাতৃপুত্রেরা অধিকারী হয়।

সংসৃষ্ট ভ্রাতৃপুত্র প্রথমে তৎপর সংসৃষ্ট অসোদর ও অসংসৃষ্ট অসোদর ভ্রাতৃপুত্র তদভাবে অসোদর ভ্রাতৃপুত্রেরা উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা।

অপর দৌহিত্র সন্তানেরা যে রূপে প্রত্যেকে সমানাংশে অপুত্রক মাতামহের ত্যাজ্য সম্পত্তি পায় ও দুহিতৃ গণনায় মাতামহ বৃত্তির অংশ পায় না, ভ্রাতৃ পুত্রেরাও সেই রূপে অপুত্রক পিতৃব্যের অংশ পায়, অর্থাৎ তাহারা তাহাদের পিতা বর্ত্তমান থাকিলে তিনি মৃতকের ভ্রাতা বলিয়া যে অংশ পাইতেন সেই অংশ না পাইয়া প্রত্যেকেই তুল্যাংশে পায় যথা—কোন অপুত্রক ব্যক্তির দুই ভ্রাতার মধ্যে এক জনের দুই পুত্র ও অপরের পাঁচ পুত্র যদি থাকে তবে তাহার সম্পত্তি সমানাংশে পাঁচ ভাগ না হইয়া এক ভ্রাতার দুই পুত্র দুই অংশ ও দ্বিতীয় ভ্রাতার পাঁচ পুত্র পাঁচ অংশ পায়, কিন্তু পাঁচ পুত্র এক অংশ দুই পুত্র এক অংশ পায় না।

দৌহিত্রের ন্যায় যত জন ভ্রাতৃপুত্র তত অংশে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার কথা।

আর ভ্রাতাদের স্থাবর সম্পত্তি অবিভক্তে থাকাতে একজন অপুত্রক হইলে তাহার অংশের ঐ স্থাবর সম্পত্তি যে রূপে সোদর অসোদর সকলেই সমানাংশে পায় সেই রূপে সোদর অসোদর সর্ব্ব প্রকারের ভ্রাতৃ পুত্রেরা অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে অপুত্রক জ্যেঠা কি খুড়ার যে অংশ থাকে তাহা সমানাংশে পাওয়া উচিত কিন্তু এ বিষয়ে কোন গ্রন্থে স্পষ্ট বিধি নাই

অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট ভ্রাতৃপুত্রেদের তুল্য স্বত্ব।

৩ প্রকরণ।

ভ্রাতৃপুত্রের পর যাহার উত্তরাধিকারি হয় তাহাদের কথা

উপরোক্ত মতে অপুত্রক ব্যক্তির ভ্রাতৃপুত্র পর্য্যন্ত ক্রমে উত্তরাধিকারী হইলে ভ্রাতৃপুত্রের পর কাহার উত্তরাধিকারী হয় তাহার বিবেচনা আমরা এক্ষণে করিব

ভ্রাতৃপুত্রাভাবে সপিণ্ড ও সমানোদকেরা উত্তরাধিকারি হয়। পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের সপিণ্ডদিগের মধ্যে যাহার পর যে উত্তরাধিকারি হয় তাহার কথা।

উপরে লিখা গিয়াছে যে ভ্রাতৃপুত্রাভাবে প্রথমতঃ সপিণ্ড ও তৎপর সমানোদকেরা ক্রমে উত্তরাধিকারি হয় পিতৃকুলের পিতা-পিতামহাদি ঊর্দ্ধে ছয় পুরুষ ও পুত্র পৌত্রাদি অধে ছয় পুরুষকে সপিণ্ড বলা যায়, ঐ ছয় পুরুষের মধ্যে ঊর্দ্ধে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ ও তাঁহাদের প্রত্যেকের পুত্র পৌত্র এবং দৌহিত্রেরা এবং অধে পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের ক্রমেপ্রথমে উত্তরাধিকারি হয় তাঁহাদের অভাবে মাতৃকুলের সপিণ্ড অর্থাৎ মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ ও তাঁহাদের প্রত্যেকের পুত্র পৌত্র,ওদৌহিত্রেরা উত্তরাধিকারিহয়। তাঁহাদের অভাবে পিতৃবংশের সপিণ্ডদিগের মধ্যে প্রপিতামহের ঊর্দ্ধে তিন পুরুষ ও প্রপৌত্রের অধে তিন পুরুষ অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহ অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ও অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং তাঁহাদের পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রের ও অধে প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রেরা ক্রমে উত্তরাধিকারি হন। এই স্থানে জানা আবশ্যক যে প্রপিতামহের ঊর্দ্ধে তিন পুরুষ ও প্রপৌত্রের অধে তিন পুরুষকে সকুল্য বলা যায়, এবং প্রথম তিন পুরুষের অভাবে পরের তিন পুরুষ উত্তরাধিকারি হয়; অতএব ঊর্দ্ধে ও অধে উপরোক্ত মত সপিণ্ডদিগের মধ্যে কাহার অভাবে কে ক্রমে উত্তরাধিকারি হয় তাহাদের কথা আমরা ক্রমাগত এক২ করিয়া লিখিয়া পশ্চাৎ সপিণ্ডের পর যাহারা উত্তরাধিকারি হয় অর্থাৎ সমানোদকেরদের কথা লিখিব

সপিণ্ডের কথা।

সপিণ্ডদিগের মধ্যে প্রথম তিন পুরুষ অর্থাৎ উর্দ্ধে পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহ ও অধে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দিগের ভ্রাতৃপুত্র পর্য্যন্ত যাহার অভাবে যে উত্তরাধিকারী হয় তাহার বিবরণ উপরে লিখা গিয়াছে ভ্রাতৃ পুত্রের প'র যাহারা উত্তরাধিকারি হয় তাহাদের কথা নিম্নে লিখা যাইবেক

ভ্রাতৃ পৌত্র

বঙ্গদেশের চলিত শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতৃপৌত্র উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু মিথিলা ও অন্য দেশে ভ্রাতৃপৌত্র উত্তরাধিকারী হয় না

সোদরের পৌত্র ও অসোদরের পৌত্রের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ আছে কি না তাহার কথা।

আমরা উপরে লিখিয়াছি যে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং তাঁহাদের পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রেরা প্রথম উত্তরাধিকারি হন তদনুসারে ভ্রাতৃপুত্র পিতার পৌত্র বলিয়া উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু ভ্রাতৃ পুত্রের পুত্র অর্থাৎ ভ্রাতার পৌত্র যদিচ পিতার পৌত্র নহে তথাপি বঙ্গদেশের গ্রন্থ কর্ত্তাদের মতে ভ্রাতৃ পুত্র অভাবে ভ্রাতার পৌত্র উত্তরাধিকারী হয়, পরন্তু মিথিলা ও অন্য দেশে চলিত গ্রন্থের মতে সে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না ও ভ্রাতৃপুত্রাভাবে পিতামহী ধনাধিকারিণী হন অপর বঙ্গদেশে ভ্রাতৃ পৌত্র সোদর ভ্রাতার হউক কি অসোদর ভ্রাতৃরি হউক তাহাদের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই, অর্থাৎ সোদর ভ্রাতার ও অসোদর ভ্রাতার পৌত্রেরা সকলেই একত্র অধিকারি হয়, ও সোদরের পৌত্র বর্ত্তমানেও অসোদরের পৌত্র অপুত্রক ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু কোন২ গ্রন্থে ভ্রাতৃ ও ভ্রাতৃপুত্রদিগের মধ্যে সোদর ও অসোদরের যে ইতর বিশেষ আছে ভ্রাতৃর পৌত্র উত্তরাধিকারী হইলেও ঐ রূপ ইতর বিশেষ হওয়ার বিধি আছে (র)

ভগিনী ও ভাগিনেয়

ভগিনীর অপুত্রক ধনে অধিকার নাই।

পত্নী ও মাতার ন্যায় ভগিনী অপুত্রক ব্যক্তির ধন পাইতে

(র) বিবাদ ভঙ্গার্ণব।

পারে না (ল) কিন্তু ভগিনীর পুত্র থাকিলে সে উত্তরাধিকারী হইতে পারে, যে হেতুক উপরের লিখিত ক্রমমতে ভগিনী পুত্র পিতার দৌহিত্র বটে অতএব সে অপুত্রকের ভ্রাতৃব পুত্র পৌত্রভাবে ধনাধিকারী হয় (ব) এবং যদি একাধিক ভগিনী পুত্র থাকে তবে তাহারা তাবতেই সমভাগে পায় আর ভ্রাতৃদের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যেরূপ সোদর ও অসোদরের মধ্যে ইতরবিশেষ আছে ভগিনীদের মধ্যে ঐ রূপ ইতরবিশেষ হইতে পারে না ও সোদরা ও অসোদরা ভগিনীর পুত্রেরা তুল্যাংশে উত্তরাধিকারী হয় (শ) কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে ভ্রাতার পৌত্রের ন্যায় ভাগিনেয় ও অপুত্রকের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না (ষ) ও ভ্রাতৃ পুত্রের পর ভ্রাতৃ পৌত্র ও ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী না হইয়া পিতামহী অধিকারিণী হন সুতরাং ভ্রাতৃপুত্রের পর যাহারা উত্তরাধিকারি হয় তাহা নির্ণয় করণে বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ পশ্চিমদেশে চলিত গ্রন্থ কর্তাদের মত অনৈক্য, অতএব আমরা বঙ্গদেশের গ্রন্থ কর্তাদের মতে উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম তাহা আদৌ লিখিয়া পশ্চাৎ অন্য দেশে ঐ ক্রমে যে প্রভেদ আছে তাহার উল্লেখ করিব

বঙ্গদেশে চলিত ব্যবস্থা মতে পিতার দৌহিত্র বলিয়া ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হয়।

একাধিক ভগিনী পুত্র থাকিলে তাহাদের তুল্যাধিকার।

সোদরা ভগিনী পুত্র ও অসোদরা ভগিনী পুত্রের মধ্যে ইতর বিশেষ নাই।

দক্ষিণ পশ্চিম দেশে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হয় না।

নিম্ন লিখিত উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম কেবল বঙ্গদেশে খাটিবার কথা।

ভাগিনেয় অভাবে ভ্রাতার দুহিতৃ সন্তানের অধিকার জন্যে এইমত বঙ্গদেশে চলিত দায়ক্রম সংগ্রহ গ্রন্থে আছে কিন্তু অন্যদেশে চলিত নহে।

ভাগিনেয়ের পর ভ্রাতার দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হয়

পিতামহ, পিতামহী

বঙ্গদেশে চলিত গ্রন্থানুসারে ভাগিনেয় অভাবে অপুত্রক ব্যক্তির পিতামহ, ও পিতামহ অভাবে তাহার পিতামহী ক্রমে তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি পান, কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিম দেশে প্রথম পিতামহী ও পরে পিতামহ অপুত্রকের উত্তরাধিকারী হন

তদভাবে পিতামহ, তদভাবে পিতামহী অপুত্রক ধন পান।

(ল) স নি বামজয় গোঁসাই আ মোসম্মাৎ রামরাণী দেবী, রি— ১৮২৫ সা ৩১ মে রাজকুমারী কৃপাময়ী দেবী, আ—রাজা দামোদরচন্দ্র দেব ওগয়রহ, রি—১৮৪৫ সা—২০ ফেব্রুয়ারি।

(ব) রাজন বায়ণ চৌধুরী, আ গোকুল চন্দ্র গুহ, রি—১৮০১ স—২২ জুন।

(শ) বিবাদভঙ্গার্ণব।

(ষ) স নি—রাজচন্দ্র নারায়ণ, আ—গোকুল চন্দ্র গুহ, রি—১৮০১ স—২২ জুন।

১৯৮ ভ্রাতৃপুত্রের পর যাহারা উত্তরাধিকারি হয় তাহাদের কথা

খুড়া ও তৎপুত্র

পিতামহী অভাবে খুড়া অপুত্রকের ধনাধিকারী হন, একাধিক খুড়া থাকিলে সকলেই সমভাগে অধিকারি হন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ যে খুড়া পিতার সোদর তিনি প্রথম ও যে অসোদর তিনি পরে উত্তরাধিকারী হন খুড়া অভাবে খুড়ারপুত্র অর্থাৎ খুড়াতত ভ্রাতা যাহারা থাকে তাহারা সমানাংশে ধনাধিকারি হয় কিন্তু খুড়াতত ভ্রাতও যদি না থাকে তবে খুড়ার পৌত্র যাহারা থাকে তাহারা সমানাংশে উত্তরাধিকারি হয়

তদভাবে পিতার সোদর ভ্রাতা, তদভাবে অসোদর ভ্রাতা অধিকারী হন

তদভাবে খুড়ার পৌত্র।

পিতামহ ও খুড়ার দৌহিত্র

যদি খুড়ার পৌত্র ন থাকে তবে প্রথমতঃ পিতামহের দুহিতৃ সন্তান অর্থাৎ পিসীতত ভ্রাতা তদভাবে খুড়ার দুহিতৃ সন্তানেরা সমানাংশে ধনাধিকারি হয় কিন্তু ঐ দুহিতৃর বিষয়ে সোদর হউক কি অসোদর হউক তাহাতে কোন প্রভেদ করা যায় না।

পিতামহ ও খুড়ার দৌহিত্র

প্রপিতামহ।

পিতামহ ও খুড়ার দৌহিত্র না থাকিলে প্রপিতামহ তদভাবে প্রপিতামহী অপুত্র ধন পান

প্রপিতামহ প্রপিতামহী।

খুল্লপিতামহ।

প্রপিতামহীর অভাবে পিতামহের ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হন, ও একাধিক ভ্রাতৃ থাকিলে সকলেই সমানাংশে পান। পিতামহের ভ্রাতাদের অভাবে তাঁহাদের পুত্র ও তদভাবে পৌত্রেরা ক্রমে উত্তরাধিকারি হন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও সোদর অসোদর পূর্ব্ববৎ প্রভেদ করা যায় অর্থাৎ পিতামহের সোদর ভ্রাতা প্রথম ও অসোদর ভ্রাতা পরে ধনাধিকারী হন।

খুল্লপিতামহ।

তৎপুত্র ও পৌত্র।

খুল্লপিতামহের মধ্যে সোদর অসোদর প্রভেদ করা যায়।

প্রপিতামহ দৌহিত্র

খুল্লপিতামহের পৌত্রাভাবে প্রপিতামহের দুহিতৃ সন্তান উত্তরাধিকারী হন, ও ঐ রূপ দৌহিত্র একাধিক থাকিলে সকলেই তুল্যাংশে পান ও এস্থলে সোদর অসোদর কোন প্রভেদ নাই।

প্রপিতামহ দৌহিত্র

এই সকল তাবতের অভাব হইলে অপুত্রকের ধন মাতৃকুলগামি হয় অর্থাৎ মাতৃকুলের প্রথমতঃ মাতামহ তদভাবে মাতুল তদভাবে মাতুল পুত্র ও তদভাবে মাতুল পৌত্র ক্রমে উত্তরাধিকারি হন, ও মাতুল কি মাতুল পুত্র ও পৌত্র একাধিক থাকিলে সকলেই সমানাংশে অধিকারি হন তাহাদের অভাবে মাতামহের দৌহিত্রের অর্থাৎ মাতার ভগিনী পুত্রের অধিকার হয় যদি মাতামহ দৌহিত্র ও না থাকে তবে প্রমাতামহ তদভাবে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্রেরা ক্রমে উত্তরাধিকারি হন। তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ ও তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারি হন কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে চলিত শাস্ত্র মতে যাবৎ পিতৃকুলের সপিণ্ড সাত পুরুষ পর্য্যন্ত কেহ বর্ত্তমান থাকে তাবৎ অপুত্রকের ধন মাতামহ কুলগামি হইতে পারে না (গ) আর বিবাদ ভঙ্গার্ণবকার লিখেন যে অপুত্রকের ধন মাতৃকুলগামি হওয়ার পূর্ব্বে পুত্র কিম্বা পৌত্র অথবা ভ্রাতৃ বা ভ্রাতৃ পুত্রের দৌহিত্র অধিকারী হওয়া উচিত কিন্তু দায়ক্রম সংগ্রহে তাহাদিগকে উত্তরাধিকারি স্বরূপ লিখে না।

মাতামহ, মাতুল ও মাতুল পুত্র

মাতামহ দৌহিত্র

প্রমাতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র।

বৃদ্ধ প্রমাতামহ, তৎপুত্র পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র

দক্ষিণ পশ্চিম দেশে পিতৃকুলের সপিণ্ড বর্ত্তমানে অপুত্র ধন মাতৃ কুলগামি হয় না।

পুত্র পৌত্র এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রের দৌহিত্র।

এই সকলের অভাব হইলে অপুত্রক ধন সকুল্যেরা পান অর্থাৎ প্রপৌত্রের অধঃ তিন পুরুষ ও প্রপিতামহের ঊর্দ্ধে তিন পুরুষ ইহারা ক্রমে পান তাহাদিগকে একং করিয়া আমরা লিখিতেছি।

সকুল্যের কথা

প্রথমতঃ প্রপৌত্রের পুত্র তদভাবে তাহার পৌত্র তদভাবে তাহার প্রপৌত্র ইহারা ক্রমে উত্তরাধিকারি হয় ও প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র কিপ্রপৌত্র যদি একাধিক থাকে তবে সকলেই সমানাংশে পায়

প্রপৌত্রের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র

প্রপৌত্রের প্রপৌত্র না থাকিলে বৃদ্ধপ্রপিতামহ তদভাবে প্রপিতামহ ভ্রাতা অর্থাৎ পিতামহের খুড়া ও তদভাবে প্রপিতামহ

বৃদ্ধ প্রপিতামহ, প্রপিতামহ ভ্রাতা ও তাঁহার পুত্র পৌত্র।

(গ) স—নি গঙ্গাদত্ত ঝা, আ—শ্রীনারায়ণ রায় ও মোসম্মাৎ লীলাবতী, রি—১৮১২ সা—২৪ এপ্রেল। চৌত্রিয়া রণমর্দ্দন সেন, আ সাহেব প্রহ্লাদ সেন, রি—১৮৪৭ সা ২৬ মে।

ভ্রাতৃপুত্র তদভাবে তাহার পৌত্রক্রমে উত্তরাধিকারি হন, ও প্রপিতামহের ভ্রাতা ও তৎপুত্র কি পৌত্র একাধিক হইলে সকলেই সমানাংশে পান তাহাদের ও অভাব হইলে বৃদ্ধ প্রপিতামহের দুহিতৃ সন্তান অধিকারী হন।

বৃদ্ধ প্রপিতা মহ দৌহিত্র

অতি বৃদ্ধ প্রপিত মহ।

বৃদ্ধ প্রপিতামহের দৌহিত্রাভাবে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহের ভ্রাতৃ যাহারা থাকে ও ভ্রাতৃ না থাকিলে ঐ ভ্রাতৃর পুত্রের তদভাবে পৌত্রেরা ক্রমে সমানাংশে অধিকারি হয়, তাহাদের ও অভাব হইলে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের দুহিতৃ সন্তান যাহারা থাকে তাহারা তুল্যাংশে অধিকারি হন

বৃদ্ধ প্রপিতা মহ ভ্রাতা তৎপুত্র ও পৌত্র।

অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ দৌহিত্র।

অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের দুহিতৃ সন্তান না থাকিলে অত্যান্তি বৃদ্ধ প্রপিতামহ উত্তরাধিকারী হন, তদভাবে অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের ভ্রাতা ও ভ্রাতা না থাকিলে ঐ ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্রেরা ক্রমে অপুত্র ধন পান, তাহাদের অভাব হইলে অত্যাতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের দুহিতৃ সন্তান অধিকারী হন

অত্যাতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ।

এই রূপে উর্দ্ধে ও অধে ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের পৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে প্রথম পুরুষের পৌত্রের পর যে প্রপৌত্রাদি তিন পুরুষ তাহারা প্রথম ও তদভাবে উপরে যে ক্রম লিখাগিয়াছে সেই ক্রম অনুসারে প্রত্যেক পুরুষের পৌত্রের পর প্রপৌত্রাদি তিন পুরুষ ক্রমে অধিকারি হয় ও ঐ রূপে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত কেহ না থাকিলে সমানোদকেরা অপুত্রকের উত্তরাধিকারি হয়

অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভ্রাতা ও তৎপুত্র পৌত্র।

সাত পুরুষের পর ১৪ পুরুষ পর্য্যন্ত অথবা " স্বগোত্রজাতা পুরুষ সকলের মধ্যে যত পুরুষ পর্য্যন্তের জন্ম নাম স্মৃতি হয়,(হ) তাহাদিগকে সমানোদক বলাযায়,যে হেতুক সপ্তম পুরুষের পর পিণ্ডদান হইতে পারে না কেবল উদক দান অর্থাৎ তর্পণ হইতে পারে, অতএব সপ্তম পুরুষের মধ্যে যদি কেহ না থাকে তবে অষ্টম পুরুষাবধি উর্দ্ধে ও অধে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির সহিত যাহার সম্বন্ধ অতি নিকট সে প্রথমে, ও যাহার সম্বন্ধ তদপেক্ষা দূর সে তাহার পর, এই অনুক্রমে উত্তরাধিকারী হয়

অত্যাতি বৃদ্ধ প্রপিতামহদৌহিত্র।

যদি অপুত্রক ব্যক্তির সমানোদক দিগের মধ্যে কেহ না থাকে তবে প্রথমতঃ আচার্য্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহাকে গায়ত্রী প্রদান

(হ) রামজয় তর্কালঙ্কারের ব্যবস্থা সংগ্রহ।

করিয়া ছেন তিনি তদভাবে তাহার যে শিষ্য থাকে অর্থাৎ যে তাহার নিকট বেদাধ্যায়ন করিয়া থাকে সে, তদভাবে সহাধ্যায়ী অর্থাৎ যাঁহার সহিত অপুত্রক ব্যক্তি এক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া থাকে সে ইহার ক্রমে উত্তরাধিকারি হয় সহাধ্যায়ী অভাবে স্বগ্রামস্থ সগোত্রজ যে থাকে সে তাহার অভাবে স্বগ্রামস্থ সমান প্রবর ও তদভাবে স্বগ্রামস্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা ক্রমে অপুত্রকের ধনাধিকারি হন, ও তাঁহাদেরও অভাব হইলে অপুত্রকের ধনে রাজার অধিকার হয়, কিন্তু অপুত্রক ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে ব্রাহ্মণের ধন গ্রহণ করা শাস্ত্রে নিষেধ (ক্ষ) আছে অতএব তাহার সম্পত্তি রাজা না পাইয়া ভিন্ন গ্রামস্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পান কেবল ক্ষত্রিয়,বৈশ্য কি শূদ্র হইলে রাজা পান

সমানোদকের কথা।

অপুত্রক ব্যক্তির যে সকল উত্তরাধিকারির কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে তাঁহাদের অভাব না হইলে সরকার বাহাদুর অপুত্রকের ধন দাবী করিতে পারেন না (অ২) কিন্তু অপুত্রক ব্যক্তির অন্য উত্তরাধিকারী অভাবে আচার্য্য শিষ্য সহাধ্যায়ী এবং গ্রামস্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা অধিকারি হইবার যে বিধান তাহা সরকার বাহাদুরের স্বত্বের বিরুদ্ধে এক্ষণে কি পর্য্যন্ত প্রতিপালন হওয়া উচিত তাহা এপর্য্যন্ত কোন আদালতের বিচারে স্পষ্টরূপে নির্ণয় হয় নাই

সমানোদক অভাবে আচার্য্য, শিষ্য সহাধ্যায়ী অগোত্রজ, সমান প্রবর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও রাজা উত্তরাধিকারি হইবার কথা।

উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম উপরে লিখা গেল তাহা বঙ্গদেশে চলিত সকল গ্রন্থ সম্মত নহে এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ টীকা ও বিবাদ ভঙ্গার্ণব ও বিবাদার্ণব সেতু ইত্যাদি গ্রন্থে ভগিনীর পুত্রের পর যাহারা উত্তরাধিকারি হয় তাহাদের নির্ণয় পৃথক২ রূপে করিয়াছে কিন্তু উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে বঙ্গদেশে দায়ক্রম সংগ্রহ নামক গ্রন্থের মতে সর্ব্বত্র গ্রাহ্য ও আমরা যে ক্রম লিখিয়াছি তাহা ঐ গ্রন্থের সহিত ঐক্য হয়।

বারাণসী ও মিথিলা ও দক্ষিণ দেশে উত্তরাধিকারিত্বের স্বতন্ত্র ক্রম চলিত থাক আমরা লিখিয়াছি অতএব তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা নিম্নে লিখিব

(ক্ষ) বিষ্ণু সংহিতা।

(অ২) স—নি চৌজিয়া বনমর্দ্দন সিংহ, আ সাহেব প্রহ্লাদ সিংহ, রি— ১৮৪৭ সা—২৬ মে।

মিথিলা ও বারাণসী ও দক্ষিণ দেশে

উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম

উপরোক্ত বিধি সরকার বাহাদুরের স্বত্বের বিরুদ্ধে প্রতিপালন হইবেক কি না

প্রথমে পুত্র তদভাবে পৌত্র তদভাবে প্রপৌত্র উত্তরাধিকারী হয় পৌত্রাভাবে মৃত ধনাধিকারী ভ্রাতাদের সহিত বিভক্ত থাকিলে তাহার পত্নী উত্তরাধিকারিণী হয়, কিন্তু একত্রে থাকিলে পত্নী উত্তরাধিকারিণী না হইয়া কেবল ভরণ পোষণ পায়, পত্নী অভাবে অবিবাহিতা কন্যা তদভাবে বিবাহিত কন্যাদের মধ্যে যে দরিদ্র সে তদভাবে তাহাদের মধ্যে যে ধনবতী সে ইহার ক্রমে উত্তরাধিকারিণী দুহিতা না থাকিলে দৌহিত্রের অধিকার হয়, কিন্তু মিথিলায় চলিত বিবাদ চন্দ্র বিবাদ রত্নাকর ও বিবাদ চিন্তামণি এই সকল গ্রন্থে দৌহিত্রকে উত্তরাধিকারী শ্রেণীতে লিখে না ও বালম ভট্ট লিখেন যে দুহিতা অভাবে দুহিতার যে দুহিতা তাহার অধিকার হয়, কিন্তু এই মত গ্রাহ্য নহে (অ ২) দৌহিত্রাভাবে মাতা তদভাবে পিতা তদভাবে সোদর ভ্রাতা তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা ক্রমে ধনাধিকারি হন। ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার হয়

উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থের মত

ভ্রাতৃপুত্র অভাবে বঙ্গ দেশের ন্যায় ভ্রাতৃপুত্র উত্তরাধিকারী না হইয়া প্রথমে পিতামহী ও পরে পিতামহ উত্তরাধিকারি হন পিতামহ অভাবে পিতার সোদর ভ্রাতা অর্থাৎ সোদর খুড় ও অসোদর খুড ও তদভাবে খুড়াতত ভ্রাতারা ক্রমে ধনাধিকারি হন তাহারা না থাকিলেওপ্রপিতামহী তদভাবে প্রপিতামহ এবং তাহার পুত্র অর্থাৎ খুল্ল পিত মহ তৎপুত্র ও পৌত্রের অধিকার হয় ইহাদের পর প্রথমে পিতৃকুলের সপিণ্ডের ও সপিণ্ডাভাবে সমানোদকেরা অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে মৃত ধনাধিকারির সহিত যাহার সম্বন্ধ নিকট সে প্রথম ও যাহার সম্বন্ধ তদপেক্ষ দূর সে তৎপর এই অনুক্রমে উত্তরাধিকারী হয় কিন্তু বঙ্গদেশে যে রূপে প্রথম তিন পুরুষের পর অপুত্রধনমাতৃকুলগামি পশ্চিম দেশে সেইরূপে হয় না ও পিতৃকুলের সপিণ্ড কি সমানোদকের মধ্যেও যদি কেহ থাকে তবে সে বিদ্যমানে মাতামহ

(অা২) স নি মোসম্মাৎ অবিয়া ও চন্দ্রমাস, আ—ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গুলী, রি ১৮১৯ স — ২ এপ্রেল

বংশের কেহ অপুত্র ধন পাইতে পারে না যথা—সপিণ্ড বিদ্যমানে মাতার ভগিনীর পুত্র অপুত্র ধন দাবী করিতে পারে না (ই২)

সপিণ্ড ও সমানোদকেদের মধ্যে কেহ না থাকিলে আত্ম বান্ধব ও পিতৃ মাতৃ বান্ধবেরা উত্তরাধিকারি হন, মাসী ও পিসীর পুত্র ও মাতুল পুত্রকে আত্ম বান্ধব বলা যায় ও পিতামহ ভগিনী পুত্র ও পিতামহী ভগিনী পুত্র ও পিতার মাতুল পুত্রকে পিতৃ বন্ধব ও মাতামহ ভাগনী পুত্র মাতামহী ভগিনী পুত্র ও মাতার মাতুল পুত্রকে মাতৃ বান্ধব বলা যায় • ইহাদের অভাব হইলে আচার্য্য শিষ্য সহাধ্যায়ী ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ক্রমে উত্তরাধিকারি হন তদভাবে ব্রাহ্মণ ধন ভিন্ন অন্য জাতীয়ের ধনে রাজার অধিকার হয়

সমানোদকা-দের অভাবে-রা উত্তরাধিকারি হইবার কথা।

তদভাবে আচার্য্য শিষ্য সহধ্যায়ি ইত্যাদি উত্তরাধিকারি হওবার কথা।

ব্যবহার ময়ূখ নামক পশ্চিম দেশের এক প্রামাণিক গ্রন্থে উপরোক্ত ক্রমের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে অর্থাৎ ঐ গ্রন্থের মতে মাতার পরে সোদর ভ্রাতা তৎপুত্র পিতামহী, ভগিনী পিতামহ, ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইহারা একত্রে উত্তরাধিকারী হন, ও তাহাদের অভাবে সপিণ্ড সমানোদক ও বান্ধবেরা ক্রমে অধিকারি হন

ব্যবহার ময়ূখ নামক গ্রন্থের মত।

৪ প্রকরণ।

বিভাগের কথ

হিন্দুদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম তাহা উপরে লিখা গেল, কিন্তু কোন ব্যক্তির অনেক পুত্র থাকিলে তাহারা তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি যেরূপে বণ্টন করিয়া লইতে পারে তাহার বিবরণ আমরা এক্ষণে লিখিব

পিতার মরণের পর যেরূপে, তিনি বিদ্যমানেও সেইরূপে পুত্রেরা তাঁহার সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লওয়ার শাস্ত্রে বিধান আছে যদিচ পিতা বিদ্যমানে তাঁহার সম্পত্তি পুত্রেরা বণ্টন করিয়া লওয়ার ব্যবহার সচরাচর চলিত নাই তথাপি এক্ষণে ঐ ব্যবহার যে একেবারে লোপ পাইয়াছে এমত বলা যাইতে পারে না। অতএব সন্তানেরা

পিতা বিদ্যমানে অথবা তাঁহার মৃত্যুরপর পুত্রেরা তাঁহার ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইতে পারিবার কথা।

(ই২)স নি গঙ্গাদত্ত ঝা, আ—শ্রীনারায়ণ রায়, রি—১৮১২ সা—২৪ এপ্রেল।

পিতার জীবদ্দশায় কিং নিযমে পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লওয়ার বিধান শাস্ত্রে আছে, তাহার বিবরণ আদৌ আমরা লিখিয়া তৎপর পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার ত্য জ্য সম্পত্তি যেং বিধিমতে সন্তানেরা বণ্টন করিয়া লইবেক তাহার কথ লিখিব

পিতা বর্ত্তমানে বিভাগের কথা

পিতার জীবদ্দশায় কোন্ সময়ে ও কিং কারণে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ হইতে পারে, আমরা প্রথমে তাহার বিবেচন করিয়া পশ্চাৎ ঐ বিভাগ কাহাদের মধ্যে কি অংশানুসারে ও কি নিয়মে হওয়া উচিত তাহার বিবরণ লিখিব

পিতা জাত্যন্তর হইলে কি সংসার ত্যাগ করিলে তাঁহার জীবদ্দশাতেই পুত্রের সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইতে পারে

যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণ প্রযুক্ত জাত্যন্তর হয় অথবা সংসার ও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করে তবে তাহার সন্তানেরা তাহার জীবদ্দশাতেই কি পৈতৃক কি স্বোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি ব্যবস্থানুসারে ভাগ করিয়া লইতে পারে, এবং তৎকালীন বিভাগের প্রতি ঐ ব্যক্তির অনুমতির অপেক্ষা রাখে না, যেহেতুক আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে শাস্ত্রানুসারে কেহ দুষ্ক্রিয়ার দ্বারা জাত্যন্তর হইলে কিম্বা সংসার ত্যাগ করিলে তাহাকে মৃত তুল্য জ্ঞান করা যায় ও তাহার জীবদ্দশাতেই তাহার সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিরা পায় ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণে বঙ্গদেশে চলিত শাস্ত্রমতে সন্তানেরা পিতা বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার সম্মতি বিনা তাঁহার পৈতৃক কি স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারে না, যদিচ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতে সন্তানের বিমাতা কর্ত্তৃক যন্ত্রণা পাইলে অথবা অন্য কোন রূপ ক্লেশ পাইলে পিতার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ভিন্ন পিতামহ ধনের অংশ পাইবার জন্যে রাজার নিকট নালিশ করিতে পারে তথাপি বঙ্গদেশে ঐ মত চলিত নহে, এবং পিতা স্বেচ্ছাক্রমে সন্তানদিগকে অংশ না দিলে তাহারা দাবী করিয়া লইতে পারে না, বরং পিতা সম্মত হইলেও যাবৎ মাতার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা রহিত না হয় তাবৎ সন্তানদিগের মধ্যে পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি বিভাগ হইতে পারে না, এই বিধানের অভি-

ইহা ভিন্ন অন্যকারণে বঙ্গদেশের ব্যবস্থা মতে পিতার বিনানুমতিতে বিভাগ হইতে পারে না।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত।

মাতার পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা যাবৎ থাকে তাবৎ পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ হইতে পারে না

প্রায় এই যে বিভাগ হওয়ার পর পিতার আর সন্তান জন্মিলে পাছে সে অংশ না পায় কিন্তু পিতার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির বিষয়ে উক্ত নিষেধ খাটে না, ও ঐ প্রকার সম্পত্তি পিতা যখন ইচ্ছা তখন ভাগ করিয়া দিতে পারেন, ইহার কারণ এই যে পিতামহ ধনে পিত পুত্র উভয়ের তুল্য স্বত্ব থাকে এপ্রযুক্ত পিতার তাবৎ সন্তানেরাই অংশ পাওয়া উচিত, কিন্তু স্বোপার্জ্জিত বস্তুতে পিতার সম্পূর্ণ অধিকার থাকাতে তাহা স্বেচ্ছামত বণ্টনের প্রতি কোন বাধা নাই

স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ইচ্ছামত বণ্টন হইতে পারে।

উক্ত বিধির অভিপ্রায়।

পরন্তু পিতার সম্পত্তি ব্যতিরেকে বিভাগ না হইবার যে উপরোক্ত বিধান বঙ্গদেশে চলিত আছে তাহা সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে অর্থাৎ বারাণসী ও পশ্চিম অঞ্চলে ও দক্ষিণ দেশে মাতার যদি আর সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা না থাকে পিতাও বৃদ্ধ হন ও ভগিনীদিগেরও বিবাহ সম্পন্ন হয় তবে পিতার বিষয় স্পৃহা থাকিলেও এবং তিনি সন্তানদিগকে অংশ দিতে সম্মত না হইলেও পুত্রেরা পিতৃ উপার্জ্জিত বস্তু ভিন্ন পিতামহ স্থাবর সম্পত্তির অংশ পিতার নিকট লইতে পারেন

দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে যে২ কারণে পিতা অসম্মত হইলেও পৈতৃক স্থাবর সন্তানেরা বণ্টন করিয়া লইতে পারে তাহার কথা।

দ্বিতীয়তঃ—পিতার জীবদ্দশায় সন্তানদিগের মধ্যে বণ্টন হইবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহা ভালরূপে বুঝিবার নিমিত্তে আমরা এমত বিবেচনা করিব যে কোন ব্যক্তির এক ধিক পুত্র সন্তান ও অবিবাহিত কন্যা ও পত্নী ও মাতা ও বিমাতা ও পিতামহী ইত্যাদি আছে অতএব এই সকল বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে পিতার সম্পত্তি কি নিয়মে ভাগ হইবেক তাহার বিবরণ আমরা লিখিব

বিভাগ বিবিধ প্রকারে হইতে পারে, কেহ মধ্যস্থ রাখিয়া কেহ বা আপনাদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়, ও বিভাগ পত্রিকা নামক এক পত্রে বিভাগের সমস্ত বিবরণ লিখিবারও রীতি আছে, ইহার বিস্তারিত কথা পিতার মৃত্যুর পর ভাগ হওয়ার বিষয়ে আমরা লিখিব।

বিভাগ যে প্রকারে হয় তাহার কথা।

বিভাগ হওয়ার পূর্ব্বে পৈতৃক কর্জ্জ যাহা থাকে তাহা পরিশোধের উপায় হওয়া কর্ত্তব্য, অর্থাৎ পিতা প্রথমতঃ তাঁহার সম্পত্তি হইতে কর্জ্জ পরিশোধ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা বণ্টন করিবেন, অথবা পুত্রদিগের যাহারা যে পরিমাণে অংশ পায় সেই পরি-

বিভাগের পূর্ব্বে পৈতৃক কর্জ্জ পরিশোধের উপায় হওয়া কর্ত্তব্য।

মাণে কর্জপরিশোধের জন্যে তাহাদিগকে দায়ি করিবেন, এবং যদি সম্পত্তি অপেক্ষাও কর্জ অধিক হয় তথাপি পুত্রদিগের অংশাংশি মতে পৈতৃক ঋণ আপন২ জিম্মা করিয়া লওয় উচিত যেহেতুক সন্তানের পৈতৃক ঋণ পরিশোধ না করিলেই নহে। অতএব কর্জ পরিশোধের উপায় হইলে পর পিতা ও পুত্রদিগের মধ্যে নিম্নোক্তরূপে সম্পত্তি বিভাগ হইবেক

পূর্ব্বকালে ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা অংশ পাইত।

কলিযুগের পূর্ব্বে যখন ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেও অসবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় স্ত্রী বিবাহ করার নিষেধ ছিল না তখন কি ব্রাহ্মণী কি শূদ্রা সকল জাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরাই পিতার সম্পত্তির অংশ পাইত ও উত্তরাধিকারি হইত, এবং কোন্ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন সন্তানেরা কি পরিমাণে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পাইত তাহা শাস্ত্রে নির্ণয় পূর্ব্বক লিখিত ছিল, পশ্চাৎ কলিযুগে সজাতীয় ভিন্ন অসবর্ণের স্ত্রীর সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হওনে এক্ষণে ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা পিতার সম্পত্তির অংশ পাইতে পারে না, কেবল শূদ্রদিগের মধ্যে যদি কেহ বিবাহিত স্ত্রীর পুত্র ও জারজ পুত্রকে সমতুল্য অংশ দেয় তবে তাহা দেওয়ার প্রতি নিষেধ নাই অতএব পূর্ব্বকালে ঐ সন্তানেরা যেহ বিধানানুসারে অংশ পাইত আমরা তাহার বিবরণ না লিখিয়া বর্ত্তমান কালে সজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত ঔরস সন্তান যাহারা পিতার উত্তরাধিকারি হইতে পারে কেবল তাহাদের অংশের কথা লিখিব কিন্তু এই স্থানে আমাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে কলিযুগে দত্তক পুত্রও ঔরস পুত্রের ন্যায় উত্তরাধিকারী হইতে পারে, তাহাতে কোন ব্যক্তি দত্তক পুত্র লওয়ার পর যদি তাহার এক কিম্বা ততোধিক ঔরস সন্তান জন্মে তবে পিতার জীবদ্দশায় ভাগ হওন কালীন দত্তক পুত্র কি পরিমাণে অংশ পাইবেক এবিষয়ে যে নানা গ্রন্থের নানা মত তাহা আমরা প্রথম ভাগের ১৫ অধ্যায়ে লিখিয়াছি সদর দেওয়ানী আদালত এক মোকদ্দমায় (ঈ২) বিধান করিয়াছিলেন যে ঔরস পুত্রের অংশের চারি ভাগের এক ভাগ দত্তক পুত্র পায় উক্ত মত

কলিযুগে পাইতে পারে না

শূদ্রেরা তাহাদের জারজ সন্তানদিগকে অংশ দিতে পারে।

দত্তক পুত্র লওনের পর ঔরস পুত্র জন্মিলে দত্তক যে পরিমাণে অংশ পাইবে কি তাহার কথা

(ঈ২) সম্বর্ত্তি প্রয়াগ সিংহ, আ অযোধ্যা সিংহ, রি—১৮২৫ সা— ৭ ডিসেম্বর

দক্ষিণ পশ্চিম দেশের ব্যবহার সিদ্ধ বটে, কিন্তু বঙ্গদেশে চলিত গ্রন্থ মতে দত্তক পুত্র ঔরস পুত্রের সহিত পিতার ধনাধিকারী হইলে সম্পত্তির তিন অংশের দুই অংশ ঔরস ও এক অংশ দত্তক পুত্র পায়। অপর জানা কর্ত্তব্য যে ঔরস পুত্রদিগের মধ্যে পিতা আপন সম্পত্তি বণ্টন করিবেন এই বিধানের দ্বারা এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না যে পুত্রদিগের মধ্যে এক পুত্র মৃত হইলে সেই পুত্রের সন্তান তাহার পিতার পদাভিষিক্ত হইয়া সে তাহার খুড় কি জ্যেঠাদিগের সহিত তাহার পিতা বাঁচিয়া থাকিলে যে অংশ পাইত সেই অংশ পাইবেক না। বাস্তবিক পিতা যখন পুত্রদিগকে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন তখন কোন পুত্র মৃত হইলে ঐ মৃত পুত্রের পুত্র তদভাবে পৌত্রকে তাহার অংশ দিবেন, যেহেতুক আমরা পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে পুত্র না থাকিলে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত যাহারা থাকে তাহারা ঐ পুত্রের অংশ পায়, কিন্তু যদি ঔরস পুত্র বা পৌত্র একাধিক থাকে ও তন্মধ্যে কাহারো ঔরস পুত্র না থাকিয়া দত্তক পুত্র থাকে অর্থাৎ পৌত্র প্রপৌত্র যদি দত্তক হয়, তবে তাহারা ঔরস পৌত্র ও প্রপৌত্রের সহিত পিতামহ বা প্রপিতামহ ধন তুল্যাংশে না পাইয়া তাহাদের অংশের তিন অংশের একাংশ পায়, যেহেতুক যে রূপে ঔরস পুত্রের সহিত দত্তক উত্তরাধিকারী হইলে দত্তক এক অংশ ঔরস দ্বিগুণ অংশ পায়, সেইরূপে দত্তক পৌত্র প্রপৌত্রেরা ঐ নিয়মানুসারে ঔরসের সহিত অংশ পায় কিন্তু দত্তক পুত্রের ঔরস পুত্র কি পৌত্র থাকিলে তাহারা ঔরস পুত্র পৌত্রদিগের সহিত তুল্যাংশে উত্তরাধিকারি হয় ও তাহারা দত্তক পুত্রের সন্তান বলিয়া ন্যূন অংশ পায় না (উ২)

দক্ষিণ পশ্চিমদেশে দত্তক পুত্র চতুর্থাংশ কিন্তু বঙ্গদেশে তৃতীয়াংশ পায়।

পুত্রদিগের মধ্যে কেহ মৃত হইলে তাহার পুত্র পৌত্রেরা তাহার অংশ পায়

পৌত্র বা প্রপৌত্র দত্তক হইলে তাহারা ঔরস পৌত্র প্রপৌত্রের সহিত তুল্যাংশ না পাইয়া তাহাদের অংশের তিন অংশের একাংশ পায়

দত্তক পুত্রের ঔরস সন্তানেরা ঔরস পুত্রের সন্তানদিগের সহিত তুল্যাংশ পায়।

পুত্রদিগের মধ্যে পিতা যে নিয়মে আপন সম্পত্তি ভাগ করিবেন তাহার সারাংশ এই। পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিশ ভাগের এক ভাগ, মধ্যম পুত্রদিগকে চল্লিশ অংশের একাংশ, ও কনিষ্ঠ পুত্রকে আশী ভাগের এক ভাগ অধিক দেওয়ার ব্যবহার ছিল, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র গুণবান হইলে অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য ও গৃহেরও উত্তম যে খণ্ড তাহা তাহাকে দেওয়ার রীতি ছিল,

পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ পাইতেন কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাহা পাইতে পারেন না।

(উ২) দত্তক চন্দ্রিকা।

পিতার কর্ত্তব্য যে তাঁহার সম্পত্তি পুত্রদিগকে সমভাগে বণ্টন করিয়া দেন বিশেষতঃ পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি অসম ভাগে বণ্টন করিলে ঐ বিভাগ অসিদ্ধ

বরং গুণবান না হইলেও জ্যেষ্ঠাংশ বলিয়া কিঞ্চিৎ দ্রব্য অধিক পাইত, কিন্তু বর্ত্তমান কালে উক্ত ব্যবহার রহিত হইয়াছে, ও ভ্রাতৃগণ সম্মত না হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠাংশ বলিয়া অধিক পাইতে পারেন না (উ২), অতএব যদি পিতা আপন জীবদ্দশাতে তাঁহার পুত্রদিগকে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে কোন ইতর বিশেষ না করিয়া তাবৎ পুত্রকেই সমভাগে অংশ দেন এই বিধান তাঁহার পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ে একেবারে অলঙ্ঘনীয়, যেহেতুক আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে পিতার যে পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহাতে পিতা ও তাঁহার পুত্রদিগের তুল্য স্বত্ব অর্শে ও তন্নিমিত্তে ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নাই, বরং বিশেষ কারণ না থাকিলে পুত্রদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে অসঙ্গত মত পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় কি হস্তান্তর করিতে পারেন না (ঋ২) সুতরাং ঐ রূপ পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি বিভাগে পিতা যদি তাবৎ পুত্রকে সমানাংশে না দিয়া এক পুত্রকে সমুদায় কি অধিকাংশ দেন তবে ঐ বিভাগ সর্ব্বদেশে চলিত শাস্ত্র মতে অসিদ্ধ হয় ও তাবৎ পুত্রই সমভাগে পাইতে পারে নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার সমুদায় জমীদারী একা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেওয়াতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রেরা ঐ জমীদারীর অংশ পাওয়ার দাবীতে নালিশ করিয়াছিল, তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ১৭৯২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে জিম্মার পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে যদিচ পিতার পৈতৃক স্থাবর কেবল এক পুত্রকে দেওয়াতে প্রত্যবায় আছে তথাপি তাহা একবার দিলে আর অসিদ্ধ হইতে

উক্ত বিষয়ে সদর আদালত যেং নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার কথা।

(উ২) আদিত্য পুরাণ, বীর মিত্রোদয়, বিবাদ তাণ্ডব, মিতক্ষরা স নি ভৈরবচন্দ্র রায়, অ বনমালি, রি ১৭৯৯ সা ১৮ সেপ্টেম্বর। নীলকান্ত রায়, আ মণি চৌধুরী, রি—১৮২০ সা ২০ জুন শিব বক্স সিংহ, আ ফত্তে সিংহের উত্তরাধিকারী, রি ১৮১৮ স —১৮ আগষ্ট। তারেশ্বর সিংহ, আ—পহলওয়ান সিংহ, রি—১৮২৪ সা—২ ফেব্রুয়ারি।

(ঋ২) স নি মতিলাল ও অন্য একজন, আ মিত্রজিৎ সিংহ ওগয়রহ, রি ১৮৩৬ সা ২৯ জুন। বাবু ব্রজনারায়ণ সিংহ, আ—রাজা টিক নারায়ণ সিংহ, রি—১৮৩৭ সা ২৯ সেপ্টেম্বর।

পারে না (৯২), আর ১৮১২ সালেও রামকুমার ন্যায় বাচস্পতি আ-পেলাণ্ট ও কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণ রিস্পণ্ডেন্টের মোকদ্দমায় সদর আ-দালত ঐ মত নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন (৯২), কিন্তু পরে ভবানীচরণ বাঁড়ুর্য্যা আপেলাণ্ট ও রামকান্ত বাঁড়ুর্য্যার উত্তরাধিকারিগণ রিস্প ণ্ডেণ্টদিগের মোকদ্দমায় সদর আদালত অনেক পণ্ডিতের ব্যবস্থা লইয়া এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পিতা তাঁহার পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি আপন ইচ্ছানুসারে ভাগ করিয়া সকল পুত্রকে সমভাগে না দিয়া এক পুত্রকে সমুদায় কি অধিক দিতে পারেন না এবং দিলে কে-বল প্রত্যবায় মাত্র আছে এমত নহে, কিন্তু ঐ দান অসিদ্ধ হয়(৯২) পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশেও উক্ত বিধান নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপালন হইতেছে এবং তত্তদ্দেশে চলিত শাস্ত্র মতেও পিতা স্থাবর সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে কোন কারণে অসমভাগে বণ্টন করিয়া দিতে পা-রেন না (এ২) পরন্তু এই স্থানে এক কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে যদি কোন বংশে পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ জমীদারী কি রাজত্ব এক জ্যেষ্ঠ পুত্র পাওয়ার রীতি থাকে তবে সেই স্থানে পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমুদায় স্থাবর দেওয়াতে কোন নিষেধ নাই, ইহার বৃত্তান্ত আমরা পশ্চাৎ বিস্তারিত করিয়া লিখিব

উক্ত বিধান দক্ষিণ ও প-শ্চিম দেশে চলিত থাকার কথা।

কুলাচার মতে কোন জমীদা-রী কি রাজত্ব একা জ্যেষ্ঠ পু-ত্রকে দেওয়া য হইতে পারে।

পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তিতে পিতা পুত্র উভয়ের তুল্য স্বত্ব থাকি-লেও পিতার স্বোপার্জ্জিত স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি থাকে ত-হাতে এবং মণি মুক্তা প্রবালাদি পৈতৃক অস্থাবর বস্তুতে পিতার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে, ও তিনি পরহস্তগত কোন পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি যদি পৈতৃক ধনকে আশ্রয় ন করিয় স্বয়ং উদ্ধার করেন তবে ঐ নষ্টোদ্ধৃত সম্পত্তিকে পিতার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় জ্ঞান করা যায় এবং তাহাতেও পিতার তুল্য রূপে কর্ত্তৃত্ব অর্শে; অতএব স্বো পার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর ও পৈতৃক অস্থাবর বস্তুর ভাগ সন্তান দিগকে

পৈতৃক অ-স্থাবর ও স্বো-পার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর এবং নষ্টোদ্ধৃত পৈ-তৃক সম্পত্তি-তে পিতার ক-র্ত্তৃত্ব আছে।

---

(৯২)স নি ঈশানচন্দ্র রায়, আ ঈশ্বরচন্দ্র রায়, রি—১৭৯২সা— ২৩ ফেব্রুয়ারি।

(৯২)স নি রামকুমার ন্যায়বাচস্পতি, আ—কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণ, রি—১৮১২ সা—২৪ নবেম্বর

(৯২)স নি ভবানীচরণ বাড়ুর্য্যা আ—রামকান্ত বাড়ুর্য্যার উত্তরাধিকারিগণ রি ১৮১৩ সা—২৭ ডিসেম্বর।

(এ২)স নি শ্যামসিংহ,আ—শ্রী মস্মাৎ অমরাবতী, রি—১৮১৩ সা—২৮ জু-লাই।

ঐ সকল সম্পত্তি তিনি নিজে রাখিতে পারেন ও তহা অসমভাগে বণ্টন করণের ও ক্ষমতা তাঁহার আছে।

দেওযা না দেওযা পিতার ইচ্ছাব উপব নির্ভর করে ও তন্নিমিত্তেই ঐ সকল সম্পত্তি বণ্টন করণে তিনি আপন পুত্রদিগের মধ্যে ইতর বিশেষ করিতে পারেন, অর্থাৎ এক পুত্রকে অধিক কি সমুদয় ও অন্য পুত্রকে ন্যূন ভাগ দিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রের স্পষ্ট অভিপ্রায় এই

কিন্তু বিশিষ্ট কারণ বিনা পুত্রদিগের মধ্যে ভিন্নভাব করা অনুচিত।

যে ঐ সকল সম্পত্তি বন্টনেও পিতার বিশিষ্ট কারণ বিনা আপন পুত্র দিগের মধ্যে ভিন্ন ভাব করা উচিত নহে অর্থাৎ যদি কোন পুত্র অতিশয় গুণবান কি পিতৃ ভক্ত হয় কিম্বা তাহার সংসারে অনেক

গুণবান পিতৃভক্ত কিম্বা অনিপুণ সন্তানকে অধিক অংশ দিতে পারেন্

পোষ্য থাকে অথব তাহাব উপজীবিকা উপার্জ্জনের জন্যে নৈপুণ্য ও ক্ষমতা না থাকে ও তন্নিমিত্তে তাহার প্রতি স্নেহ জন্মিয়া অন্য পুত্র সকলের অংশ অপেক্ষ তাহাকে অধিক দিবার ইচ্ছা পিতার হয় তবে তিনি ঐ পুত্রকে অধিক অংশ দিতে পাবেন কিন্তু যদি বিশেষ

ঐ সকল সম্পত্তির বিশিষ্ট কারণ বিনা অসমভাগ করিলে পাপ হয়, কিন্তু বিভাগ অসিদ্ধ হয ন

প্রেম পাত্রী ভার্য্যার পুত্র বলিয অথব বিশিষ্ট কারণ বিনা কোন পুত্রকে অধিক অংশ দেন তবে তাহাতে তাঁহাব পাপ হয়, কেবল উপরোক্ত প্রকারের স্বোপার্জ্জিত ও অস্থাবর সম্পত্তিতে পিতার দান বিক্রয়ের অধিকার আছে এপ্রযুক্ত তিনি তাহা অসমান রূপে বণ্টন

পিতা অস্থির মনে বা হঠাৎ রাগান্বিত হইয়া অসম ভগ করিলে ঐ বিভাগ অসিদ্ধ।

করাতে তাহা ব্যবস্থানুসারে অসিদ্ধ হইতে পাবে না। অধিকন্তু যদি এমত প্রমাণ হয যে পিতার মন ও অন্তঃকরণ অস্থির থাকাতে অথবা তিনি হঠাৎ কোন পুত্রের উপব রাগান্বিত হইয়া অসমান রূপে আপন সম্পত্তি ভাগ করিযাছেন তবে ঐ মত বিভাগ সিদ্ধ হইতে পারে না

দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে চলিত শাস্ত্রানুসারে পৈতৃক অস্থাবর ও স্বোপার্জ্জিতস্থাবর ও পিতা অসমভাগে বণ্টন করিতে পারেন না।

(ঐ২) উপরোক্ত ব্যবস্থা বঙ্গদেশে চলিত শাস্ত্রে আছে, কিন্তু পশ্চিম দেশে চলিত শাস্ত্র মতে পিতা পৈতৃক অস্থাবর বস্তু এবং স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে অসম ভাগে বণ্টন করিতে পারেন না। আর যে সকল কারণে শাস্ত্র মতে কোন ব্যক্তির উত্তরাধিকারিত্ব

শাস্ত্রোক্ত কারণ বিনা পিতা কোন পুত্রের অংশ রহিত করিতে পারেন না।

স্বত্ব লোপ পায সেই কারণ ভিন্ন কেবল আপন ইচ্ছানুসারেই পিতা কোন পুত্রকেই তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না যদিচ শাস্ত্রে এমত এক বিধান আছে যে পুত্র তাহার পিতার বিরুদ্ধে

পিতার বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ বা অন্য অপরাধ করিলে পুত্র অংশ পাইতে পারে না।

শত্রুতাচরণ বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধ করিলে পিত তাহাকে তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, তথাপি ঐ রূপ অপ-

---

(ঐ২)স—নি—ভবানীচরণ বাড়ুর্য্যা, অ র মক দ্দ ব ড়ুর্য্যার উত্তরাধিকারিগণ রি ১৮১৩ সা—২৭ ডিসেম্বর

রাধ বা শত্রুতা রাজা কি মধ্যস্থের নিকট প্রমাণ না হইলে কেবল পিতার কথাতেই পুত্র তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না।

কোনং গ্রন্থে (বিবাদ ভঙ্গার্ণবে) লিখিত আছে যে ভ্রাতৃদিগের মধ্যে সকল ভ্রাতাই স্বং পরিশ্রম দ্বারা যদি পৈতৃক সম্পত্তি বৃদ্ধি করে কিন্তু তন্মধ্যে কোন ভ্রাতা আলস্য প্রযুক্ত কোন পরিশ্রম না করে তবে ঐ অলস ভ্রাতা পরিশ্রমি ভ্রাতৃদিগের পরিশ্রম দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তি যাহা বৃদ্ধি হয় তাহার অংশ পাইতে পারে না, কেবল পৈতৃক সম্পত্তি মাত্রের ভাগ পাইতে পারে। কিন্তু দক্ষিণের পণ্ডিতেরা এই ব্যবস্থা গ্রাহ্য করেন না, এবং কহেন যে সকল পুত্রই পৈতৃক সম্পত্তি সমানাংশে পাওয়া উচিত, অপর যদি ভ্রাতৃদিগের মধ্যে কেহ কোন ব্যবসা দ্বারা স্বয়ং জীবনোপায়ের সংস্থান করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির অংশ লইবার ইচ্ছা না করে তবে তাহাকে অংশ না দিয়া কেবল কালান্তরে বিবাদ না হইবার নিমিত্ত তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ ধন দেওয়া উচিত (ঈ২) কিন্তু যদি ঐ অংশত্যাগি ভ্রাতার অভাব বশতঃ পশ্চাৎ তাহার অংশ চাহে তবে সকল ভ্রাতারই অংশাংশিমতে তাহার ভরণ পোষণ হেতু তাহাকে অংশ দেওয়া উচিত

বিবাদ ভঙ্গার্ণবের মতে পরিশ্রমি ভ্রাতাদের পরিশ্রমে পৈতৃক সম্পত্তির যাহা বৃদ্ধি হয় তাহার অংশ অলস ভ্রাতা পাইতে পারেন।

দক্ষিণের পণ্ডিতেরা উক্ত মত গ্রাহ্য করেন না।

কোন ভ্রাতা লওনেচ্ছুক না হইলে অংশের পরিবর্ত্তে তাহাকে কিঞ্চিৎ ধন দেওয়া উচিত

অংশ ত্যাগি ভ্রাতার অভাব হইলে অন্য ভ্রাতাদের তাহার আনুকূল্য করা কর্ত্তব্য

উপরের লিখিত মত সন্তানদিগকে অংশ দিয়া পিতা তাঁহার আপন অংশ স্বরূপ প্রত্যেক সন্তানের যে অংশ তাহার দ্বিগুণ সম্পত্তি রাখিবেন, অর্থাৎ পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যেক পুত্রের যে অংশ তাহার দ্বিগুণের অধিক তিনি কোন কারণে রাখিতে পারিবেন না, কিন্তু বঙ্গদেশের চলিত শাস্ত্র মতে পৈতৃক অস্থাবর বস্তু ও তাঁহার স্বোপার্জ্জিত স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তিতে তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্শে, অতএব তিনি আপন অভাব ও আবশ্যকতা বুঝিয়া ঐ সকল সম্পত্তির যত ইচ্ছা তত আপনার নিমিত্ত রাখিতে পারেন তাহাতে পুত্রেরা কোন আপত্তি করিতে পারে না, ও পৈতৃক অস্থাবর ও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি তিনি সন্তানদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়ার পরেও যদি তাঁহার ভরণ পোষণের সংস্থান না থাকে কি তিনি দরিদ্র

পুত্রের অংশের দ্বিগুণ পিতা পাইবার কথা।

বঙ্গদেশে পিতা স্বোপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর ও পৈতৃক অস্থাবর সমুদায় অথবা যত ইচ্ছা তত আপন অংশে রাখিতে পারেন।

দরিদ্র হইলে ঐ সকল সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিয়াও পার

(ঈ২) মনুসংহিতা ৯ অধ্যায় ২০৭ বচন।

ফিরিয়া লইতে পারেন। হন তবে তিনি ঐ সম্পত্তির সমুদায় কি কোন অংশ সন্তানদিগের নিকট পুনর্বায় ফিরিয়া লইতে পারেন (উ২)

অপুত্রিকা পত্নী পুত্রের সমতুল্য অংশ পান। বঙ্গদেশে চলিত জীমূতবাহনাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদের মতে পিতার যে পত্নীর পুত্র সন্তান থাকে তিনি পৃথক্ অংশ পান না কিন্তু যে পত্নীর পুত্র সন্তান না থাকে তিনি বিভাগ কালে অংশ পাওয়া উচিত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির এক কিম্বা ততোধিক অপুত্রিকা পত্নী থাকিলে পুত্রেরা প্রত্যেকে সম্পত্তির যে ভাগ পায় তাঁহারাও প্রত্যেকে সেই পরিমাণে পতির সম্পত্তির অংশ পান, কিন্তু কোন২

কোন২ গ্রন্থের মতে পৃথক অংশ পান না। গ্রন্থকর্ত্তার (হরিনাথের) মত এই যে যদি পিতা দ্বিগুণ অংশ আপনার নিমিত্ত রাখেন তবে তাহা হইতে পত্নীর ভরণ পোষণ হইতে পারে, অতএব পত্নী স্বতন্ত্র মত অংশ পাইতে পারেন না সে যাহা হউক উক্ত বিধি সর্ব্বত্র গ্রাহ্য নহে, ও প্রায় গ্রন্থের মত এই যে

অংশ পাইলে ও স্ত্রীধন সমেত পুত্রের সমতুল্য অংশ পান। যদি ঐ অপুত্রিকা পত্নীদিগের স্ত্রীধন থাকে তবে ঐ স্ত্রীধন বিভাগ কালে গণনা করিয়া তাহা সমেত তাঁহাদিগকে পুত্রের সহিত তুল্য অংশ দেওয়া যাইবেক যথা—প্রত্যেক পুত্রের অংশে যদি ১০ টাকা পড়ে এবং পত্নীর ৫ টাকা মূল্যের স্ত্রীধন থাকে তবে সেই পত্নীকে পিতার সম্পত্তি হইতে ৫ টাকা দিয়া ১০ টাকা

পুত্রেরা ন্যূনাধিক অংশ পাইলে পত্নী যে হিসাবে অংশ পাইবেক তাহার কথা। পূরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক কোন২ গ্রন্থের মতে স্ত্রীধন থাকিলে পত্নী পুত্রের অংশের অর্দ্ধেক পান অপর পুত্রদিগের অংশ যদি ন্যূনাধিক হয় তবে সকল পুত্রের অংশ যোট করিয়া বিভক্ত করিলে প্রত্যেকের অংশে যাহা পড়ে তাহাই পত্নী পান।

পিতামহী পিতার অপুত্রিকা পত্নীর তুল্য অংশ পান। অপর পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী যদি বিভাগ কালীন থাকেন তবে পত্নী যে নিয়মে ও পরিমাণে অংশ পান পিতামহীও সেই নিয়মে ও পরিমাণে পুত্রের সহিত তুল্যাংশ পান।

অবিবাহিতা কন্যা পুত্রের চতুর্থাংশ পায়। আর পিতৃ বর্ত্তমানে বিভাগ কালীন অবিবাহিত কন্যা থাকার সম্ভব নহে, যেহেতুক কন্যার বিবাহ হওয়ার পরে যে বিভাগ হওয়া উচিত ইহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি, তথাপি যদি কখন অবিবাহিতা কন্যা থাকে তবে সে বিবাহের ব্যয়াদির নিমিত্ত পুত্রের অংশের চতুর্থাংশ পায়, কিন্তু যে স্থলে পিতার

(উ২) হারীত সংহিতা। বিবাদ চিন্তামণি

বিস্তর সম্পত্তি থাকে সে স্থলে কেবল বিবাহের উদ্দেশে চতুর্থাংশ দেওয়া অত্যধিক, এজন্যে পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের উপযুক্ত ধন মাত্র কন্যার অংশ স্বরূপ রাখা কর্ত্তব্য পুত্র কন্যা পত্নী ও পিতামহী ব্যতিরেকে অন্য যে কেহ থাকে তাহারা কোন অংশ পাইতে পারেনা ও তাহাদের ভরণ পোষণের ভার কেবল পিতার উপর থাকে এই স্থানে জানা আবশ্যক যে কোনং গ্রন্থের মতে পিতা যদি পুত্রদিগের সহিত তুল্য ভাগ না লন অর্থাৎ পিতার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে যে অসীম কর্ত্তৃত্ব আছে তদনুসারে যদি তিনি ঐ প্রকারের সম্পত্তির অধিকাংশ কি সমুদয় নিজে রাখেন ও পুত্র দিগকে অত্যল্প অথবা কিছুই না দেন তবে এমত গতিকে তিনি তাঁহার পত্নী কি মাতাকে উপরোক্ত নিয়মানুসারে স্বতন্ত্র কোন অংশ দিতে পারেন না, ও তিনি যে অধিক সম্পত্তি নিজে রাখেন তাহা হইতে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন অপর পিতা পুত্রদিগের সহিত তুল্য ভাগ না লইলে পত্নী স্বতন্ত্র অংশ নাপাইবার যে বিধান আছে তাহা দর্শাইয়া কোনং পণ্ডিতেরা কহেন যে পিতা পৈতৃক সম্পত্তি পুত্রদিগের সহিত সমানাংশে না লইয়া যদি দ্বিগুণ লন তথাপি পত্নী স্বতন্ত্র অংশ পাইবেক না, কিন্তু এই মত প্রশস্ত নহে যেহেতুক পিতার অনেক পত্নী থাকিলে তাহাদিগকে যদি ঐ দ্বিগুণ অংশ হইতে ভাগ দেন তবে তাঁহার নিজের জন্যে কিছুই থাকিবেক না, অতএব পৈতৃক সম্পত্তিতে পিতার যে দ্বিগুণ অংশ তাহার সহিত উপরোক্ত বিধানের সম্পর্ক নাই কেবল স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি পুত্রদিগের সহিত ব্যবস্থানুসারে বণ্টন করিয়া নিজে সমুদায় কি অধিক রাখিলে পত্নী স্বতন্ত্র অংশ পাইবেক না (উ২)

কিন্তু পণ্ডিত দিগের মতে বিবাহের ব্যয়োপযুক্ত ধন মাত্র পাওয়া উচিত

অন্য কেহ অংশ পায় না। তাহারা পিতার নিকট ভরণ পোষণ পায়।

কোনং গ্রন্থানুসারে পিতা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির সমুদায় কি অধিকাংশ নিজে রাখিলে পত্নী ও মাতা স্বতন্ত্র অংশ পাইতে না পারিবেক।

উক্ত মত প্রশস্ত নহে

তাহার কারণ।

কেবল স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির বিভাগে উক্ত বিধি খাটে।

বিভাগের পর পিতার যে পুত্র জন্মে সে তাহার ভ্রাতৃদিগের কি পিতার নিকট অংশ পাইবেক এবিষয়ে নানা গ্রন্থের নানা মত, বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে যে বিভাগের পর পিতার পুত্র জন্মিলে যে পুত্রদিগের সহিত তিনি বিভক্ত হইয়াছিলেন তাহাদের ঐ

বিভাগের পরে জাতপুত্র কাহার নিকট অংশ পাইবেক তাহার কথা

(উ২) বিবাদ ভঙ্গার্ণব

পুত্রকে অংশ দেওয়া উচিত, কিন্তু প্রায় গ্রন্থকর্ত্তারা কহেন যে এই বিধি মতে বিষয় বিশেষ ভিন্ন সর্ব্বদা আচরণ হওয়া উচিত নহে, ও সর্ব্বসাধারণ মতে বিভাগের পরে জাতপুত্র একাই পিতার উত্তরাধিকারী হওন ভিন্ন ভ্রাতৃদিগের নিকট অংশ পাইতে পাবেনা (খ২) আর কোন২ গ্রন্থে এমতও লিখে যে পিতার সম্পত্তি না থাকিলে মাত্র ভ্রাতৃগণ বিভাগের পরে জাত পুত্রকে অংশ দিবে যে২ গতিকে উক্ত প্রকারের পুত্র ভ্রাতৃদিগের নিকট অংশ পাইবেক ও যে২ কারণে অংশ নাপাইয়া বিভক্ত পিতার উত্তরাধিকারী হয় তাহার বিবরণ এই বিভাগের পর পিতার আর পুত্র হইলে পাছে ঐ পুত্র অংশ না পায় এই নিমিত্তে যাবৎ মাতা অধিকবয়স্কা হইয়া পুত্রবতী হইবার সম্ভাবনা একেবারে লোপ নাপায় তাবৎ পিতার জীবদ্দশায় বিভাগ হইবার নিষেধ আছে, তথাপি যদি পুত্রেরা মাতার পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা থাকাতেও সম্ভাবনা নাথাকা প্রকাশ পূর্ব্বক পিতার বিনানুমতিতে তাঁহার সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লয় এবং পশ্চাৎ পিতার আর পুত্র জন্মে তবে সেই পুত্রকে সকল ভ্রাতৃগণ অংশাংশি মত ভাগ দিবে, কেননা অকালে ভাগ হওয়ার নিমিত্তে পিতাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারেনা যে২ দেশে পিতার বিনানুমতিতে সন্তানেরা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ লইতে পারে সেই২ দেশে এই বিধানানুসারে আচরণ হইবেক। কিন্তু যদি পিতা আপন ইচ্ছাতেই সন্তানদিগকে সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দেওয়ার পর তাঁহার আর পুত্র জন্মে অথবা বিভাগ কালীন মাতা পুত্রবতী হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট নাহইয়া থাকিলেও পশ্চাৎ দৈব ঘটনা ক্রমে তাঁহার পুত্র জন্মে তবে ঐ পুত্র তাহার ভ্রাতাদের নিকট অংশাংশি ক্রমে অংশ নাপাইয়া একাই পিতার উত্তরাধিকারী হয়, অর্থাৎ পিতা পুত্রদিগের সহিত যে সম্পত্তি লইয়া বিভক্ত হন তাহা বিভক্ত হওয়ার পরে তিনি যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন তৎসমুদায়ের তিনি মৃত হইলে উক্ত পুত্র একাই উত্তরাধিকারী হয় ও অন্য পুত্রেরা তাহার কোন অংশ উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বে দাবী করিতে পারে না কেবল যদি পূর্ব্বে বিভক্ত পুত্র পুনরায়

সর্ব্ব সাধারণ মতে ঐরূপ পুত্র একা পিতার উত্তরাধিকারী হয়

যে২ গতিকে বিভাগের পর জাতপুত্র ভ্রাতাদের নিকট অংশ পাইবেক তাহার কথা।

পিতার সম্পত্তি ক্রমে বণ্টন হওয়ার পর আর পুত্র জন্মিলে ঐ পুত্র একা পিতার তাবৎ সম্পত্তি পায়, ভ্রাতাদের নিকট অংশ পায়না

(খ২) বৃহস্পতি সংহিতা

পিতার সহিত একত্র হয় তবে সে বিভাগের পর জাতপুত্রের সহিত পিতার উত্তরাধিকারী হইতে পারে আর উপরোক্ত মত বিভাগের পর জাতপুত্র যে রূপে একা পিতার উত্তরাধিকারী হয় সেই রূপে সে একাই পিতার দেনা পাওনার জন্যে দায়ী হয় ও পিতার দেনা সে ভিন্ন বিভক্ত ভ্রাতৃদের উপর দাবী হইতে পাবেনা এই স্থানে মন্তব্য এই যে কোন২ গ্রন্থে লিখে যে বিভাগের পর জাতপুত্র পিতার পৈতৃক সম্পত্তির অংশ সর্ব্বদা ভ্রাতৃদিগের নিকট অংশাংশি মতে পাইতে পারে এবং তাহার অংশ কখন লোপ পাইতে পারেনা, কেবল পিতার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অংশ বিভাগের পর ভ্রাতৃদিগের নিকট লওয়া যাইতে পারে না অপর বিভাগ হওন কালে যদি মাতা সগর্ভা থাকেন তবে বিভাগ স্থগিত থাকা উচিত, পশ্চাৎ পুত্র বা কন্যা জন্মিলে তদনুসারে ভাগ হওয়া উচিত আর যদি বিভাগ কালে মাতৃগর্ব্ভে পুত্রের সঞ্চার হয় কিন্তু তৎসময়ে তাহা জান যইতে নাপারে তবে এমত গতিকেও পশ্চাৎ পুত্র জন্মিলে ঐ পুত্রও সকল ভ্রাতার নিকট অংশাংশি মত আপন ভাগ পায় যেহেতুক শাস্ত্রে লিখে যে যাহাদের জন্ম হয় ও যাহারা মাতৃগর্ভে থাকে ইহারা তাবতেই তুল্য রূপে উত্তরাধিকারি (৯২)

পশ্চাৎ একত্র হওয়া পুত্র পরে জাত পুত্রের সহিত পিতার উত্তরাধিকারী হয়

বিভাগের পর জাতপুত্রের স্বত্বের বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থের মত

বিভাগ কালীন যে পুত্র মাতৃগর্ব্ভে থাকে সে সকল ভ্রাতার নিকট আপন অংশ পায়।

বিভাগ সময়ে যদি ভ্রাতৃদিগের মধ্যে কেহ বিদেশে ও স্থানান্তরে থাকা প্রযুক্ত আপন অংশ লইতে নাপারে তবে সে বহুকালের পরেও স্বদেশে আসিলে তাহার অংশ তাহার ভ্রাতৃদিগের নিকট পায় এবং আমরা পুর্ব্বে লিখিয়াছি যে কোন ভ্রাতা না থাকিলে তাহার পরিবর্ত্তে তাহার পুত্র পৌত্রেরা তাহার অংশ পায়, পৌত্রের পর তৎপুত্র অংশ পায় না, কিন্তু যে ভ্রাতৃ বিভাগ কালে বিদেশে থাকা প্রযুক্ত অংশ লইতে না পারে তাহার বিষয়ে উক্ত বিধান খাটেনা, ও তাহার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত যদি কেহ আসিয়া তাহার পূর্ব্ব পুরুষের ভ্রাতৃগণ কি তাহাদের উত্তরাধিকারির নিকট তাহার অংশ চাহে তবে সে তাহা পাইতে পারে (৯২)।

বিদেশস্থ ভ্রাতার অংশ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত লোপ পায় না।

বিভাগের পূর্ব্বে কোন পুত্র যে ধন উপার্জ্জন করে তাহা অন্য

(৯২) মনুসংহিতা, উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে দেখ (৯২) বৃহস্পতি সংহিতা।

এক ভ্রাতার স্বয়মর্জ্জিত বস্তু পিতা ও ভ্রাতাদের মধ্যে যে রূপে বণ্টন হয় তাহার কথা।

পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় উপরের লিখিত নিয়মানুসারে ভাগ হইতে পারে না, অর্থাৎ যদি কোন ভ্রাতা পিতা পিতামহের ধনের আশ্রয় দ্বারা কোন ধন উপার্জ্জন করে তবে পিতার জীবদ্দশায় বিভাগ হইলে ঐ ধনের অর্দ্ধেক পিতা ও অর্দ্ধেক অর্জ্জক ব্যক্তি পান, কিন্তু অর্জ্জকের ভ্রাতা থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে একং অংশ ও অর্জ্জক ব্যক্তি দ্বিগুণ অংশ পায় আর যদি পৈতৃক ধনের আশ্রয় না লইয়া ধনোপার্জ্জন করে তবে ঐ অর্জ্জনের কোন অংশ ভ্রাতৃগণ পাইতে পারে না কেবল পিতা পুত্রের উপার্জ্জন বলিয়া অর্দ্ধেক পান। কিন্তু শেষোক্ত বিধান অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে আচরণ হওয়া দৃষ্ট হয় না, যে হেতুক বাণারসে উপস্থিত সুবংশলাল আপেলাণ্ট ও হরবংশলাল রিস্পাণ্ডেণ্টের মোকদ্দমায় ১৮০৫ সালের ১৭ জুন তারিখে ও ব্রজবল্লভ দাস আপেলাণ্ট ও ব্রজপাল দাস রিস্পাণ্ডেণ্টের মোকদ্দমায় ১৮০৭ সালের ২০ এপ্রেল তারিখে সদর আদালত পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির আশ্রয় না লইয়া পিতার সহিত একত্র থাকা কালেও যদি আত্ম পরিশ্রমের দ্বারা কোন উপার্জ্জন করে তবে পুত্রের অর্জ্জন বলিয়া পিতা তাহার কোন অংশ দাবী করিতে পারেন না এই নিষ্পত্তির শুদ্ধতার বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে যেহেতুক কাত্যায়ন সংহিতা ও জীমূতবাহন ইত্যাদি প্রায় তাবৎ গ্রন্থেই পিতা যে পুত্রের উপার্জ্জনের অংশ পাইবেন এমত বিধান আছে

পিতা পুত্রের উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক পান

সদর আদালতের নজির মতে পুত্রের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে পিতার কোন স্বত্ব নাই

ঐ নজিরের শুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ভ্রাতার ধনাশ্রয় না লইয়া উপার্জ্জিত সম্পত্তি যে রূপে বণ্টন হইবেক তাহার কথা।

অপর কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার ধনের আশ্রয় লইয়া যে উপার্জ্জন করে তাহার অর্দ্ধেক পিতা পান ও অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের অর্জ্জক ব্যক্তি দ্বিগুণ ও যে ভ্রাতার ধনাশ্রয়ে উপার্জ্জন হইয়াছিল সে এক গুণ পায়, তদ্ভিন্ন যে ভ্রাতৃদিগের ধনের আশ্রয় লওয়া যায় নাই তাহারা কিছুই পাইতে পারেনা। অপর কোনং গ্রন্থে এমতও বিধান আছে যে পিতা যদি গুণবান ও জ্ঞানবান না হন তবে উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক না পাইয়া অর্জ্জকের ন্যায় দ্বিগুণ অংশ মাত্র পাইবেন

পিতার মাতামহ বৃত্তি পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় বণ্টন হয়

এই স্থানে এক প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে পিতা যদি মাতামহের বৃত্তি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পান তবে ঐ বৃত্তি তিনি পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় ভাগ করিবেন কি তাঁহার উপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় ভাগ করি

বেন পণ্ডিতের কহেন যে পিতা কি পিতামহ হইতে প্রাপ্ত বৃত্তি যে রূপ মাতামহ হইতে প্রাপ্ত বৃত্তিও তদ্রূপ ও তাহাতে পিতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নাই, অতএব তাহা পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় বণ্টন হওয়া উচিত

যে সকল সম্পত্তি শাস্ত্রানুসারে বিভক্ত হইতে পারে ও যাহা হইতে পারে না তাহার বিস্তারিত বিবরণ পিতার মরণের পর বিভাগ হওয়ার কথা আমরা যখন লিখিব তখন প্রকাশ করিব যেহেতুক ঐ বিষয়ে পিতার মরণের পর বণ্টন হইলে যে নিয়ম খাটে পিতার জীবদ্দশায় বণ্টন হইলেও সেই নিয়ম খাটে

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ হইবার কথা

পিতার সম্পত্তি পুত্রেরা যে সময়ে ভাগ করিয়া লইতে পারে তাহার কথা।

পিতার মরণ হইলে কিম্বা তিনি জাত্যন্তর হওন বা সংসার ত্যাগ করণ প্রযুক্ত তাহার সম্পত্তিতে স্বত্ব রহিত হইলে তাঁহার সন্তানেরা যদি একত্র থাকিতে সম্মত না হয় তবে তাহারা তাঁহার পৈতৃক কি স্বোপার্জ্জিত সর্ব্ব প্রকারের সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে পারে, যে হেতুক শাস্ত্রে লিখে যে ভ্রাতৃগণ পৃথক্ হইলে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র২ রূপে ধর্ম্ম ও পুণ্যক্রিয়া করিবেক অতএব পিতার মরণান্তে তাহারা পৃথক্ হওয়াতে কোন দোষ নাই, ও অনেক ভ্রাতার মধ্যে যদি এক জন কি কএক জন বিভক্ত হওনে ইচ্ছুক হয় তবে ঐ বিভাগেচ্ছুক ভ্রাতা কি ভ্রাতৃদিগকে অংশ দিয়া আর সকল ভ্রাতা একত্র থাকিতে পারে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি প্রায় তাবৎ গ্রন্থেই লিখে যে মাতার মরণ না হইলে অথবা তিনি অনুমতি না করিলে ভ্রাতৃদিগের পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু এক্ষণে ঐ বিধানুসারে প্রায় আচরণ হয় না, এবং মাতৃ বর্ত্তমানে সন্তানেরা পিতার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়ার ব্যবহার সর্ব্বত্র চলিত আছে, বাস্তবিক মাতৃ বর্ত্তমানে তাঁহার বিনানুমতিতে বিভক্ত হওয়া শাস্ত্রমতে অনুচিত হইলেও তাহা একবার সম্পন্ন হইলে পশ্চাৎ অসিদ্ধ হইতে পারে না

মাতৃ বর্ত্তমানে পুত্রেরা বিভক্ত হওয়ার ব্যবহার এক্ষণে চলিত আছে।

প্রকাশ্য রহস্য ও অন্যোন্য এই তিন প্রকার বিভাগের কথা।

ভ্রাতৃদিগের মধ্যে তিন প্রকার বিভাগ হইতে পারে এক প্রকার প্রকাশ্য বিভাগ, যাহাতে জ্ঞাতি কুটুম্ব ও অন্তরঙ্গ প্রভৃতিকে সাক্ষাৎ রাখিয়া ভ্রাতৃগণ আপন২ অংশ বণ্টন করিয়া লয়, দ্বিতীয় রহস্য বিভাগ

যাহাতে কএক ব্যক্তিকে মধ্যস্থ রাখিয়া বণ্টন হয় ও সকলকে জানান যায় না, ও তৃতীয় অন্যোন্য বিভাগ অর্থাৎ ঐ মত বিভাগ অন্য কাহাকেও না জানাইয়া একা ভ্রাতৃদিগের মধ্যে গোপনে হয় ও অন্য কোন ব্যক্তি সাক্ষাতে থাকে না। বিভাগ কালীন বিভাগ পত্রিকা নামক এক পত্রে বিভাগের বৃত্তান্ত ও তৎকালীন অন্য যেং নিয়ম ধার্য্য হয় তাহা লিখিয়া ভ্রাতৃদিগের মধ্যে পরস্পর দেওয়া ও লওয়ার ব্যবহার আছে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঐ বিভাগ পত্রিকা যে রূপে লিখিত হওয়া উচিত তাহা বাহুল্যমত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখেন যে প্রত্যেক ভ্রাতার অংশে যে সকল সম্পত্তি পড়ে তাহার তালিকা ঐ পত্রে কিম্বা তাহার পৃষ্ঠে লিখা উচিত যে কালান্তরে কোন ধন লুক্কায়িত থাকা কিম্বা অন্যায় রূপে বিভাগ হওয়া বলিয়া কোন আপত্তি হইলে তাহা অনায়াসে মীমাংসা হইতে পারে। আর যদি ভ্রাতৃদের তাবতের সম্মতি ক্রমে কেহ অধিক ও কেহ ন্যূন অংশ পায় তবে তাহাও নির্ণয় পূর্ব্বক লিখা কর্ত্তব্য, এবং বিভাগ পত্রে সাক্ষিগণের স্বাক্ষর ও পত্রলেখক ব্যক্তির পিতার নামও লিখা উচিত।

বিভাগ পত্রিকার কথা। তাহা লিখিবার ক্রম।

অপর বিভাগ সময়ে আপনং জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে সাক্ষি রাখা কর্ত্তব্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব সত্ত্বে তাহাদিগকে সাক্ষি না করিয়া অন্য কোন উপরি লোককে সাক্ষি করিলে বিভাগের বিষয়ে অনেক সন্দেহ হয়। উপরোক্ত রূপে আপনাদের মধ্যে ভ্রাতারা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলে এবং ঐ বিভাগ কালেক্টর সাহেব কি অন্য কোন হাকিমকে না জানাইলেও অসিদ্ধ হইতে পারে না। (৪২)

বিভাগের সাক্ষী

হাকিমের অজ্ঞাতে বিভাগ হইলেও তাহা সিদ্ধ হয়।

বিভাগের পূর্ব্বে সন্তানদিগের কর্ত্তব্য যে পিতার শ্রাদ্ধ না হইয়া থাকিলে তজ্জন্য সম্ভবানুসারে সম্পত্তি হইতে এক অংশ রাখে, ও তৎপর যাহাতে পিতা অঋণী হন তাহার মত নিয়ম করে, অর্থাৎ পিতা যে ঋণ রাখিয়া মৃত হইয়া থাকেন তাহা বিভাগের পূর্ব্বে পরিশোধ করা উচিত, কিন্তু যদি বিভাগ সময়ে পরিশোধের সংস্থান না থাকে তবে তাবৎ ভ্রাতারাই অংশাংশি মতে পিতৃঋণ আপনাদের শিরে লইয়া ক্রমে পরিশোধ করা আবশ্যক। আর পিতা যদি কোন

বিভাগের পূর্ব্বে পিতার শ্রাদ্ধ ও তাঁহার ঋণ পরিশোধের উপায় হওয়া আবশ্যক।

(৪২) স নি বাবু কৃষ্ণকুমার সাহী, অ -মে মসাৎ কাঞ্চনকুঙর রি — ১৮৩৯ সা ■ সেপ্টেম্বর।

ব্যক্তিকে কোন দ্রব্য ব ধন দিবার অঙ্গীকার করিয়া গিয়া থাকেন তবে পুত্রদিগের ঐ অঙ্গীকার পূর্ণ করা উচিত ইহা ভিন্ন অবিভক্ত থাকাকালীন ভ্রাতৃদিগের মধ্যে একজন অথবা তাহাদের মাতা কি খুড় যদি পিতার দেন পরিশোধের নিমিত্তে কিম্বা সংসারের ভরণ পোষণের কারণ অথবা তাবৎ অংশির অর্থে কোন কর্জ করে তবে পিতৃঋণের ন্যায় ঐ দেন পরিশোধেরও উপরোক্ত মত উপায় হওয়া কর্ত্তব্য। আর বিভাগের পূর্ব্বে কোন ভগিনী যদি অবিবাহিত থাকে,* অথব কোন ভ্রাতার চূড়াকরণ ও উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার ক্রিয়া না হইয়া থাকে তবে ঐ ভগিনীর বিবাহ ও ভ্রাতার সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যয় নিমিত্তে সম্ভবানুসারে পিতার সম্পত্তির কিয়দংশ পৃথক্ করিয়া রাখিয়া তদ্দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন কর আবশ্যক, এবং ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহের উপায় না রাখিয়া পিতার সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লওয়া ভ্রাতৃদিগের উচিত নহে; অতএব উপরের লিখিত মত পিতৃঋণ পরিশোধ ও ভগিনীর বিবাহাদির যে ব্যয় তাহা নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া ভ্রাতৃগণ পিতার সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইবেক, কিন্তু যদি তাহাদের মাতা বিমাতা পিতামহী ও অবিবাহিতা ভগিনী ইত্যাদি থাকেন তবে তাঁহারা কি অংশ পাইবেন তাহা প্রথমতঃ জানা আবশ্যক

পিতার অঙ্গীকার পূর্ণ করার আবশ্যকতা।

এজমালীর কার্য্যে যে কর্জ হয় তাহাও পরিশোধের উপায় হওয়া উচিত

বিভাগের পূর্ব্বে অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ ও ভ্রাতাদের সংস্কারক্রিয়া নির্ব্বাহের ব্যয় পৃথক করিয়া রাখা উচিত

ভ্রাতৃগণ বিভাগ হওন কালীন মাতা যদি পৃথক অংশ লইবার বাঞ্ছা না রাখেন তবে পুত্রদের তাঁহাকে ভরণ পোষণ করা মাত্র আবশ্যক কিন্তু যদি তিনি অংশ চাহেন তবে এক ভ্রাতার যে অংশ মাতাও তত্তুল্য ভাগ পান যথা—সম্পত্তির মূল্য যদি ৩০ টাকা হয় ও পাঁচ ভ্রাত থাকে তবে প্রত্যেক ভ্রাতা ৫ টাকা এবং মাতাও ৫ টাকা পান মাতার উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে বঙ্গদেশে চলিত শাস্ত্রানুসারে মাতা শব্দ দ্বারা জননী ভিন্ন বিমাতাকে বুঝায় না, অতএব বঙ্গদেশে বিমাত যদি অপুত্রিক হন তবে ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হওনকালীন তিনি মাতার ন্যায় অংশ পাইতে পারেন না, কেবল ভরণ পোষণ মাত্র পান কিন্তু মিথিলা ও বাণারস দেশের পণ্ডিতদিগের মতে মাতা ও বিমাতা উভয়েই

মাতা পুত্রের অংশের তুল্য অংশ পান।

বঙ্গদেশে বিমাতা অংশ পান না কিন্তু পশ্চিম দেশে পান।

মাতাকে অংশ দেওন কালীন তাঁহার স্ত্রীধন ধর্ত্তব্য করা আবশ্যক

অংশ পান ও মাতা শব্দে বিমাতাকেও বুঝায়, (এ২)অপর পিতার জীবদ্দশায় ভাগ হইলে মাতাকে অংশ দেওন কালীন যে রূপে তাহার স্ত্রীধন ধর্ত্তব্য করা উচিত, সেই রূপে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা বিভক্ত হওন কালেও মাতা যে অংশ পান সেই অংশ তাঁহার স্ত্রীধন সমেত গণনা করিয়া দেওয়া উচিত, অর্থাৎ তাঁহার স্বতন্ত্র স্ত্রীধন থাকিলে তাহার সহিত অন্য সম্পত্তি দিয়া তাঁহার অংশ পূরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কেহ২ গ্রন্থের মতে স্ত্রীধন থাকিলে মাতা পুত্রের অংশের অর্দ্ধেক মাত্র পান মাতার অংশের বিষয়ে উপরে যে বিধান লিখা গেল পিতামহীর অংশের বিষয়েও সেই বিধান সম্পূর্ণ মত খাটে, ও পিতামহীও মাতার ন্যায় এক ভ্রাতার সমতুল্য অংশ পান ভ্রাতার অংশের চারিভাগের একভাগ অবিবাহিত ভগিনী পাইবার বিধান শাস্ত্রে আছে, ইহার অভিপ্রায় এই যে অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ ঐ অংশ ব্যয় পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হইবেক, কিন্তু যে স্থলে পৈতৃক সম্পত্তি অত্যল্প থাকে সে স্থলে কোন কন্যার বিবাহের নিমিত্তে চতুর্থাংশ দিলে ভ্রাতৃদিগের জন্যে কিছুই থাকে না, অথচ বহু সম্পত্তি থাকিলে চতুর্থাংশ দিলে বিবাহের ব্যয় অপেক্ষা অনর্থক অধিক দেওয়া হয়, অতএব পণ্ডিতেরা মীমাংসা করিয়াছেন যে বংশের সম্ভ্রমানুসারে ভগিনীর বিবাহের ব্যয়ের জন্যে যাহা আবশ্যক কেবল তাহাই ভগিনীর অংশ স্বরূপ দেওয়া কর্ত্তব্য, চতুর্থাংশ দেওয়ার প্রয়োজন নাই, এই মত এক্ষণে সর্ব্বত্র চলিত আছে

পিতামহীর অংশের কথা।

অবিবাহিতা ভগিনীর অংশের কথা।

ভ্রাতার অভাবে তাহার অংশ তাহার পুত্র পৌত্রেরা পায়।

ভ্রাতৃদিগের মধ্যে কেহ যদি বিভাগের পূর্ব্বে মৃত হয় তবে তাহার অংশ তাহার পুত্র তদভাবে তাহার পৌত্র পর্য্যন্ত পায় যে হেতুক ভ্রাতৃ বর্ত্তমানে চতুর্থ পুরুষের পর পঞ্চম পুরুষ উত্তরাধিকারী হয় না। যদি কোন ভ্রাতার পৌত্র না থাকিয়া স্ত্রী থাকে তবে বঙ্গ দেশের চলিত শাস্ত্র মতে সেই স্ত্রীই তাহার অংশ পায়, কিন্তু পশ্চিম

বঙ্গদেশে ভ্রাতার পত্নী

(এ২) স নি বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী, আ বামী দাসী, রি ১৮০১ সা ২৫ সেপ্টেম্বর। নারায়ণী দেবী, আ হরকিশোর রায়, রি ১৮০১ সা ২৪ ডিসেম্বর। লক্ষ্মীপ্রিয়া, আ ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও জয়চন্দ্র চৌধুরী, রি—১৮৩৩ সা—২৯ আগষ্ট। ভৈরবী দাসী, আ নবকৃষ্ণ বসু রি—১৮০২ সা ২৩ ফেব্রুয়ারি।

দেশে কোন ভ্রাতা বিভাগের পূর্ব্বে মরিলে তাহার পত্নী ভরণ পোষণ ভিন্ন তাহার অংশ পায় না, ও তাহার অংশ তাহার ভ্রাতৃদিগের মধ্যে বণ্টন হয় ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণ আমরা পত্নীর উত্তরাধিকারিত্বের কথা নিখ কালীন পূর্ব্বে লিখিয়াছি, কিন্তু যেং দেশে পত্নী অবিভক্ত স্বামির উত্তরাধিকারিণী হইতে না পারে সেইং দেশে বিভাগকালীন কোন ভ্রাতার পত্নী যদি সগর্ভা থাকে তবে প্রসব কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ভ্রাতৃদিগের সম্পত্তি বণ্টন করা উচিত অথবা ঐ সগর্ভা পত্নীর পুত্র হইবার প্রতীক্ষায় এক অংশ গচ্ছিত রাখা কর্ত্তব্য যে পুত্র হইলে সে আপন অংশ পাইতে পারে তদনুরূপ মাতা কি বিমাতা সগর্ভা থাকিলে ঐ রূপ বিভাগ স্থগিত অথবা স্বতন্ত্র এক অংশ গচ্ছিত রাখা আবশ্যক যদি বিভাগ কালীন আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকার কথা প্রকাশ নাও হয় তথাপি বিভাগের পর মৃত ভ্রাতার পত্নীর অথবা মাতার গর্ভে আর পুত্র জন্মিলে তাহাদিগের অংশ ভ্রাতাদের অংশাংশি মতে দিতে হয় কেননা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে গর্ভস্থ সন্তানের ও জাত সন্তানদিগের তুল্য স্বত্ব আর বিভাগ সময়ে কোন ভ্রাতা যদি নাবালগ থাকে তবে সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহার অংশ গচ্ছিত রাখিয়া সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার অংশ তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া ভ্রাতৃদিগের কর্ত্তব্য।

তাহার অংশ পায়, দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে পায় না

মাতা কিম্বা ভ্রাতার স্ত্রী সগর্ভ থাকিলে প্রসবের অপেক্ষা করা কিম্বা এক ভাগ পৃথক গচ্ছিত রাখা উচিত।

বিভাগের পর ভ্রাতৃ কি ভাতা পুত্র জন্মিলে ভ্রাতারা তাহাকে অংশাংশি মত অংশ দেওয়া উচিত।

না বালগ ভ্রাতার অংশ।

অপর ভ্রাতৃদিগের মধ্যে কেহ যদি বিদেশে থাকে এবং তন্নিমিত্তে সে তাহার অংশ লইতে না পারে তবে যে সময়েই হউক সে স্বদেশে আসিবা মাত্র ভাগ পাইতে পারে, ও সে অনুপস্থিত থাকাতেই ভ্রাতৃগণ যদি পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া থাকে তবে তাহারা অংশাংশিরূপে তাহাকে অংশ দিবেক কিন্তু যেভ্রাতা বিদেশে থাকে সে যদি পৈতৃক অংশ না লইয়াই মৃত হয় তবে তাহার পুত্র পৌত্রাদি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তও যদি কেহ আসিয়া তাহার পূর্ব্ব পুরুষের অংশ দাবী করে এবং প্রতিবাসিরা পরম্পরা যাহা শুনিয়া আসিতেছে তদ্দ্বারা সে ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষ আসল অংশি হওয়া প্রমাণ হয় তবে সে ঐ পূর্ব্ব পুরুষের অংশ পাইবেক এবং বহুকাল দাবী না করা প্রযুক্ত তাহাদের অংশ লোপ পাইতে

বিদেশস্থ ভ্রাতার অংশ কখন লোপ পাইতে পারে না।

তাহার সন্তানেরা সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কেহ স্বদেশে আসিলে অংশ পাইতে পারে।

পারে না, যেহেতুক শাস্ত্র মতে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে কেহ বহুকাল ভোগবান থাকিলেও আসল অধিকারির স্বত্ব লোপ পায় না (ঐ২)

ম্বদেশস্থ ভ্রাতার সন্তানদিগের চতুর্থ পুরুষের উত্তরাধিকারিত্ব নাই।

পরন্তু যদি কোন ভ্রাতা স্বদেশে থাকাতেও সে অথবা তাহার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে চারি পুরুষ পর্য্যন্ত পৈতৃক অংশের দাবী না করে তবে চতুর্থ পুরুষের পর যে পঞ্চম পুরুষ সে বিদেশি ভ্রাতার সন্ততির ন্যায় দাবী করিতে পারে না, যে হেতুক সাধারণ নিয়ম মতে প্রপৌত্রের পর তৎপুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব নাই

যে ভ্রাতা অংশ ত্যাগ করে তাহার স্বত্ব রহিত হয়

অপর পিতার জীবদ্দশায় বিভাগের প্রস্তাবে লিখাগিয়াছে যে ভ্রাতৃদিগের মধ্যে কেহ যদি অংশ লওনের ইচ্ছা না রাখে তবে তাহাকে অংশ দেওয়া অনাবশ্যক, কিন্তু কালান্তরে বিবাদ না হইবার নিমিত্তে তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া উচিত, ও এই রূপে কেহ অংশ ত্যাগ করিলে সে পুনরায় তাহার দাবী করিতে পারে না

দত্তক পুত্রের অংশ।

আর দত্তক পুত্র পৌত্রাদি ঔরস পুত্র পৌত্রাদির সহিত যে নিয়মানুসারে অংশ পায় তাহাও উপরে লিখা গিয়াছে

কি সোদর কি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সকলেই সমানাংশ পায়।

ভ্রাতৃদিগের মধ্যে বিভাগ হইলে মাতা প্রভৃতি যাঁহারা অংশ পান তাঁহাদের কথা উপরে লিখা গেল, এক্ষণে ভ্রাতারা কি নিয়মে সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইবেক তাহা জানা আবশ্যক ভ্রাতাদের অংশের বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এই যে সকল ভ্রাতাই অর্থাৎ কোন পত্নীর দুই ও কোন পত্নীর পাঁচ পুত্র থাকিলেও সকলেই সমানাংশ পায় (৩২)।

পত্নীভাগ ও পুত্রভাগের কথা।

পত্নীর সংখ্যানুসারে ভাগ করিলে পত্নীভাগ বলা যায় কোনং গ্রন্থে পত্নীভাগ ও পুত্র ভাগ এই দুই প্রকারের বিভাগের উল্লেখ আছে অর্থাৎ যত পুত্র তত অংশ করিয়া বিভাগ করিলে পুত্র ভাগ বলা যায় ও পিতার দুই কি তিন পত্নীর যদি সমসংখ্যক পুত্র থাকে তবে প্রত্যেক পুত্রকে পৃথক্২ অংশ না দিয়া প্রত্যেক পত্নীকে অংশ দেওয়া যাইতে পারে যথা তিন পত্নীর প্রত্যেকের তিন পুত্র ও মোটে ৯ পুত্র থাকিলে পৈতৃক

(ঐ২) বৃহস্পতি সংহিতা

(৩২) স নি গদাধর শর্ম্মা ও বাণিদ গ শর্ম্মা, আ অযোধ্যারাম চৌধুরী— রি ১৭৯৪ সা—৩০ আক্টোবর। দত্ত নারায়ণ সিংহ, আ অজিতসিংহ ওমরাহ, রি- ১৭৯৯ সা—১৪ ফেব্রুয়ারি।

সম্পত্তি সমভাগ করিয়া তিন পত্নীকে দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু যখন পত্নীদের সম সংখ্যক পুত্র না থাকে অর্থাৎ এক পত্নীর চারি ও অন্য পত্নীর পাঁচ পুত্র ইত্যাদি ক্রমে থাকে তখন পত্নীভাগ কোন ক্রমেই হইতে পারে না, যে হেতুক তাহা হইলে পুত্রদের ভাগ তুল্য হয় না, অতএব এক্ষণে পত্নী ভাগ দ্বারা বণ্টন না হইয়া সর্ব্বত্র পুত্রভাগ দ্বারা অর্থাৎ যত পুত্র তত তুল্য অংশে সম্পত্তি বণ্টন করা উচিত; ও পুত্রের সংখ্যানুসারে ভাগ না করিয়া পত্নীর সংখ্যা মতে যে বিভাগ হয় তাহা অসিদ্ধ (ঔ২) পূর্ব্বকালে ভ্রাতৃদিগের মধ্যে বণ্টন হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠাংশ বলিয়া সম্পত্তির বিশ ভাগের এক ভাগ অন্য ভাতৃদের অংশ অপেক্ষা অধিক পাইতেন, কিন্তু কলিযুগে জ্যেষ্ঠাংশ রহিত হইয়াছে, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অধিকাংশ না দেয় তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহা দাবী করিয়া লইতে পারেন না (অং২) কিন্তু যদি কোন দেশে কি বংশে জ্যেষ্ঠাংশ পাওয়ার রীতি বহুকালাবধি থাকে তবে সেই দেশে বা বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলাচার ও দেশাচার মতে জ্যেষ্ঠাংশ পাইতে পারেন (অঃ২) যদিচ ভ্রাতৃদিগের মধ্যে সমভাগে বণ্টন করার বিধান আছে তথাপি যদি বিভাগের পূর্ব্বে কোন ভ্রাতা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে তবে সে সমভাগে অংশ পাইবেক কি না এমত গতিকে শাস্ত্রের মত এই যে কোন ভ্রাতা তাহার পুত্র সন্তানাদি পরিবার অনেক থাকা প্রযুক্ত তাহাদের ভরণ পোষণে অথবা পুত্রের উপনয়ন ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি আবশ্যকীয় কার্য্যে এজমালী ধন অন্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা যদি অধিক ব্যয় করে তবে বিভাগ কালীন ঐ অধিক ব্যয় ধর্ত্তব্য করিয়া তাহা তাহার অংশ হইতে কর্ত্তন করা যাইতে

কলিযুগে জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠাংশ পাওয়ার ব্যবস্থা রহিত হইবার কথা।

দেশাচার বা কুলাচার থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ পাইতে পারে।

বিভাগের পূর্ব্বে এক ভ্রাতা ভরণ পোষণাদি আবশ্যকীয় কার্য্যে অধিক ব্যয় করিলে ঐ অধিক ব্যয় তাহার অংশে বাদ পড়িতে পারে না।

(ঔ২) স নি সমরণ সিংহ ওগয়রহ, আ খোদান্ সিংহ ও অন্য একজন রি—১৮১৪ সা ২৭ জুন।

(অং২) স নি ভৈরবচন্দ্র য,আ—রসমণি, রি—১৭৯৯ সা ১৮ সেপ্টেম্বর। নীলকান্ত রায়,আ মং চৌধুরাণী, রি ১৮০২ সা ২৫ জুন। সিববক্সসিংহ,আ ফতেসিংহের উত্তরাধিকারী, রি ১৮১৮ সা ১৮ আগষ্ট। তালেবর সিংহ, আ—পহলোয়ান সিংহ,রি ১৮২৪সা—২ ফেব্রুয়ারি আদিত্যপুরাণ, বীরমিত্রোদয়, বিবাদভাণ্ডব, মিতাক্ষরা

(অঃ২)স—নি—শিব বক্স সিংহ, আ—ফতেসিংহের উত্তরাধিকারিগণ রি—১৮১৮ সা—১৮ আগষ্ট

কিন্তু আত্মা হিতার্থে বা নিরর্থক কার্য্যে অধিক ব্যয় করিলে তাহা তাহার অংশে বাদ পড়ে।

পারেনা, কিন্তু যদি সে বিবিধ ক্রিয়ায় কি মূল্যবান বস্ত্র পরিধানে অথবা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে কিম্বা দ্যূত ক্রীড়াদি দুষ্কর্ম্মে নিরর্থক অধিক ব্যয় করে অথবা কেবল নিজের উদ্দেশে কোন পুণ্য ও ধর্ম্ম ক্রিয়ায় ধন ব্যয় করে ও অপর ভ্রাতারা তাহার ফলভাগি না হয় তবে বিভাগ সময়ে এমত অতিরিক্ত ব্যয় ধর্ত্তব্য করিয়া তাহা সমেত তাহার অংশ পূরণ করিয়া দিতে হইবেক, কিন্তু যদি কোন ভ্রাতা কোন ব্যবসায় কি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া আপন পরিশ্রমের দ্বারা ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক সংসারের ভরণ পোষণ চালায় তবে মূল্যবান বস্ত্র পরিধান ও অন্যান্য সুখভোগের জন্যে পরিমিত মত এজমালী ধন ব্যয় করিলেও ঐ ব্যয় তাহার অংশে গণনা করা কর্ত্তব্য নহে। আর যদি এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতাদের বিনানুমতিতে কেবল আত্মপক্ষে এজমালী ধন হইতে কাহাকেও কর্জ কি দান দেয় অথবা এজমালী সম্পত্তির কোন অংশ দান বা বিক্রয় করে তবে ঐ সকল ব্যয় বিভাগ কালীন তাঁহার অংশ হইতে বাদ পড়িবেক, কেননা এজমালী সম্পত্তি এক ভ্রাতার দ্বারা দান বিতরণ হইতে পারে না। তদনুরূপ যদি সে ভ্রাতৃদিগের সম্মতি বিনা ও তাহাদের নিষেধ না মানিয়া এজমালী কোন ধন দ্বারা লাভ ও ক্ষতি আপন জিম্মা রাখিয়া কোন কারবার করে তবে ভ্রাতৃগণ ঐ কারবারের লাভালাভের ভাগি হয় না, ও ঐ ধন তাহার অংশ হইতে বিভাগের সময়ে বাদ পড়ে কিন্তু যদি কোন ভ্রাতা তাহার সমুদায় অংশ অপেক্ষাও অধিক ধন আপন কর্ম্মে ব্যয় করে তবে তাহার নিকট যে ঐ অতিরিক্ত ধন ভ্রাতারা দাবী করিয়া লইতে পারিবেন এমত বিধান কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহা ভিন্ন ভ্রাতাদের অনুমতি ক্রমে অথবা তাবৎ ভ্রাতার নিমিত্তে যে ব্যয় করা যায় তাহা এক ব্যয়কারি ভ্রাতার অংশে বাদ না পড়িয়া সকল ভ্রাতার অংশ হইতে বাদ পড়ে। (ক২)। ভ্রাতৃদিগের মধ্যে বিভাগ হইলে কিং সম্পত্তি ভাগ হইতে পারে ও কিং সম্পত্তি ভাগ হইতে পারে না তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা এক্ষণে লিখিব

যেং গতিকে বাদ পড়ে না তাহার কথা।

বিভাগের পূর্ব্বে কোন ভ্রাতা আত্মপক্ষে কাহাকেও কর্জ দিলে অথবা কোন সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে তাহা তাহার অংশে বাদ পড়ে

এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতাদের বিনানুমতিতে এজমালী ধন দ্বারা কোন কারবার করিলে ঐ ধন তাহার অংশে বাদ পড়ে।

এজমালী সম্পত্তি হইতে কোন ভ্রাতা আপন অংশের অতিরিক্ত ব্যয় করিলে তাহার নিকট উসুল হইতে পারে না।

এক ভ্রাতা এজমালী কার্য্যে যে ব্যয় করে তাহা সকল ভ্রাতার অংশে বাদ পড়া উচিত।

পিতার জীবদ্দশায় বিভাগ হইলে পিতার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বণ্টনের বিষয়ে স্বতন্ত্র নিয়ম আছে, অর্থাৎ পিতার স্বোপা

পিতার মরণান্তে বিভাগ হইলে তাঁহার পৈতৃ

(ক২) বিবাদ ভঙ্গার্ণব।

র্জ্জিত সম্পত্তি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ও পৈতৃক স্থাবর সকল পুত্রদের মধ্যে সমভাগে বন্টন হয়, কিন্তু পিতার মরণের পর পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ হইলে সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তি একই নিয়মে বন্টন হওয়া উচিত, অর্থাৎ পিত পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবর কি অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি রাখিয়া মৃত হন তৎসমুদায় পুত্র দিগের মধ্যে উপরোক্ত নিয়মানুসারে ভাগ হয়, এবং বিভাগের পূর্ব্বে তাবৎ ভ্রাতৃদিগের পরিশ্রমের দ্বারা অথবা অন্য কোন রূপে এজমালীতে যে কোন সম্পত্তি উপার্জ্জন হয় তাহাও উক্ত রূপে তাবৎ ভ্রাতাদের মধ্যে বন্টন হয় ও কোন ভ্রাতা ন্যূন ও কেহ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া থাকিলেও বিভাগের কোন ইতর বিশেষ হইতে পারে না। কিন্তু কোন ভ্রাতা বিশেষ কোন উপার্জ্জন করিলে তাঁহার বিভাগ বিষয়ে যেং বিধি খাটে তাহার বিবরণ নিম্নে লিখা যাইবেক

ক কি স্বোপার্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ে এক নিয়ম খাটে।

তাবৎ ভ্রাতার পরিশ্রমে ও এজমালীতে যে সম্পত্তি উপার্জ্জন হয় তাহাও সমানাংশে ভাগ হয়।

৫ প্রকরণ।

অর্জ্জকের অংশ ও যে সকল বস্তু বিভাগ হইতে পারেনা তাহার কথা।

প্রথমতঃ বিদ্যাধন অবিভাজ্য অর্থাৎ কোন ভ্রাতা বিদ্যা দ্বারা যে ধনোপার্জ্জন করে তাহা অন্য সম্পত্তির ন্যায় ভ্রাতৃদিগের সহিত বিভাগ হইতে পারে না অতএব বিদ্যা ধন কাহাকে বলা যায় তাহা এই স্থানে জানা আবশ্যক কোন ব্যক্তি যদি কোন বিদ্যা সাধারণ মত অধ্যয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা কোন ধন উপার্জ্জন করে তবে বিভাগ কালীন সেই ধনকে বিদ্যাধন বলা যাইবেক না, কিন্তু কোন বিদ্যায় বিশেষ ও অসাধারণ নিপুণতাব দ্বারা যে ধন লাভ হয় কেবল তাহাকে স্মৃতি শাস্ত্রে বিদ্যাধন বলা যায় যথা—যদি কেহ লিখিতে শিক্ষা করিয়া সাধারণ লিখকের ন্যায় পুস্তক লিখিয়া অথবা পাঠ করিতে শিখিয়া পুরাণ বেদ কি অন্য কোন শাস্ত্র পাঠ দ্বারা আপন পারিতোষিক স্বরূপ কোন ধন পায় তবে ঐ ধন বিদ্যাধন নহে, কেননা সাধারণ মত লিখন পঠন প্রায় সকল লোকের সাধ্য কর্ম্ম এবং তন্নিমিত্তে ঐ ধন

বিদ্যাধন অবিভাজ্য।

বিদ্যাধন কাহাকে বলা যায় তাহার কথা।

কোন বিদ্যায় সাধারণ মত নিপুণতা দ্বারা উপার্জ্জিত ধন বিদ্যাধন নহে

কোন বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য

দ্বারা প্রাপ্ত ধনকে বিদ্যাধন বলা যায়।

বিদ্যাধনের উদাহরণ।

বিভাগের অযোগ্য নহে, কিন্তু যদি ঐ পুরাণ কি বেদ পাঠক ঐ সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কি পাঠ করণে অসাধারণ নৈপুণ্য দর্শাইয়া কোন ধন পায় তবে তাহাকে বিদ্যাধন বলা যায় তদনুরূপ কোন পণ্ডিত পণ করিয়া যদি কোন শাস্ত্রে আপন নিপুণতার প্রমাণ দিয়া পুরস্কার পায়, অথবা কোন বিষয়ে প্রকৃত ব্যবস্থা কি এ বিষয় লইয়া যদি অনেকের সন্দেহ থাকে এবং কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আত্ম প্রাজ্ঞতার দ্বারা কোন গ্রন্থ প্রমাণ দিয়া যথার্থ যে ব্যবস্থা তাহা প্রদান পূর্ব্বক অথবা পণ্ডিত সমাজে শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক বিচারে জয়ী হইয়া কিম্বা অন্য কোন উপলক্ষে আপন নিপুণতা প্রকাশ দ্বারা কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হয় অথবা পণ্ডিত সমাজে বিশেষ পাণ্ডিত্যের নিমিত্তে মর্য্যাদা স্বরূপ কোন দান কি পুরস্কার পায় তবে ঐ পুরস্কারাদিকে বিদ্যাধন বলা যায় আর শিষ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক গুরুকে যে দক্ষিণা কি পুরস্কার প্রদান করে এবং যাগ যজ্ঞ কি অন্য কোন ক্রিয়া করিয়া যে দক্ষিণা পাওয়া যায় এতাবৎকেও শাস্ত্রে বিদ্যাধন বলিয়া লিখিয়াছে।

শিল্পাদি তাবৎ বিদ্যায় বিশেষ নিপুণতার দ্বারা উপার্জ্জিত ধনকেও বিদ্যাধন বলা যায়।

ইহার উদাহরণ

অপর শাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণতার দ্বারা যে ধন লাভ হয় তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যায় নৈপুণ্য দ্বারা যে ধন প্রাপ্তি হয় তাহাকে যে বিদ্যাধন বলা যাইবেক না এমত নহে, বাস্তবিক শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি যে কোন বিদ্যাতেই কেহ সাধারণ অপেক্ষা বিশেষ নৈপুণ্য দর্শাইয়া কোন ধন লাভ করে তাহাই বিদ্যাধন যথা—কোন চিত্রকার কি স্বর্ণকার কি কর্ম্মকার কোন বস্তু পরিপাটীরূপে প্রস্তুত করা প্রযুক্ত সাধারণ মত যে বেতন পাওয়া যায় তদপেক্ষা যদি অধিক বেতন লাভ করে তবে তাহাও ঐ লাভকারি ব্যক্তিদের বিদ্যাধন যেহেতুক গ্রন্থকর্ত্তারা লিখেন যে কোন বিদ্যায় সাধারণ নিপুণতার দ্বারা উপার্জ্জিত ধন বিদ্যাধন নহে ও তাহা অন্য উপার্জ্জনের ন্যায় গণ্য হয় এবং তাহা অবিভাজ্য নহে কিন্তু বিশেষ নিপুণতার দ্বারা লব্ধ যে ধন তাহাই প্রকৃত বিদ্যাধন ও অবিভাজ্য

বিদ্যাধন মাত্রেই যে অবিভাজ্য অর্থাৎ তাহার অংশ ভ্রাতৃগণ পাইবেক না এমত নহে, কিন্তু যে উপায় আশ্রয় করিয়া ঐ বিদ্যাধন লাভ হয় তাহা বিবেচনায় তাহা বিভাগের যোগ্য কি অযোগ্য ইহার নির্ণয় হয় অর্থাৎ যে বিদ্যাদ্বারা ধন লাভ হয় সেই বিদ্যা যদি পিতৃ

পৈতৃক ধনাদি

ধনাশ্রয় দ্বারা উপার্জ্জিত হয় যথা—যদি পিত্রালয়ে বাসপূর্ব্বক পিতার সংসার হইতে ভরণ পোষণ পাইয়া পিতা পিতামহ কি খুড়া ইত্যাদি কাহারো নিকট অধ্যয়ন দ্বারা বিদ্যা লাভ হয় এবং ধন উপার্জ্জনের সময়েও পিতৃধনের আশ্রয় লওয়া যায় তবে এমত বিদ্যাধনের অংশ তাবৎ ভ্রাতৃগণ পাইতে পারে, ও অর্জক ব্যক্তি উপার্জ্জন করা বলিয়া দ্বিগুণ অংশ মাত্র পায়। কিন্তু পৈতৃক ধনাশ্রয়ে বিদ্যা উপার্জ্জন হইয়া থাকিলেও ঐ বিদ্যার দ্বারা ধন উপার্জ্জন কালে যদি পৈতৃক ধনের আশ্রয় না লওয়া যায় তবে এমত বিদ্যাধনের অংশ তাবৎ ভ্রাতারা পাইতে পারে না, অর্থাৎ যে ভ্রাতা অর্জক ব্যক্তির সমতুল্য কিম্বা তদপেক্ষা অধিক বিদ্বান কেবল তাহারাই পাইতে পারে, অপণ্ডিত ভ্রাতারা পাইতে পারে না। এই বিধানের কারণ এই অনুভব করা যায় যে, যে ভ্রাতা অর্জক ব্যক্তির তুল্য পণ্ডিত তাহারও ধনোপার্জ্জনের তুল্য ক্ষমতা থাকে, ও ঐ রূপে উপার্জ্জন করিতে পারিত, এবং উভয়েই এক ধনাশ্রয় করিয়া পণ্ডিত হইয়াছে, অতএব একের উপার্জ্জনে অন্যের অংশ হওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু যে ভ্রাতা মূর্খ সে, পণ্ডিত ভ্রাতা কেবল আত্ম পাণ্ডিত্যের দ্বারা ও পৈতৃক ধনাশ্রয় বিনা যে ধন লাভ করে তাহার অংশ পাওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে, যেহেতুক সে নিজেও ক্ষমতা রাখে না এবং যে পৈতৃক ধনে তাহার স্বত্ব আছে তাহারও আশ্রয় অর্জক ব্যক্তি লন নাই। যদি অর্জক ব্যক্তি পৈতৃক ধনের কোন আশ্রয় না লইয়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করে ও সেই ব্যক্তি হইতে অথবা অন্য কোন প্রকারে ভরণ পোষণ পায় ও ঐ রূপে বিদ্যাধ্যয়ন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তদ্দ্বারা ধনোপার্জ্জন করে, এবং ধনোপার্জ্জন সময়েও পৈতৃক সম্পত্তিকে আশ্রয় না করে, তবে এমত বিদ্যাধন যথার্থ পক্ষে অবিভাজ্য; ভ্রাতৃগণ পণ্ডিত হউক কি অপণ্ডিত হউক তাহাদের কেহই তাহার অংশ পাইতে পারে না; কিন্তু পৈতৃক ধন আশ্রয় বিনা বিদ্যা উপার্জ্জন হইয়া থাকিলেও ধনোপার্জ্জন কালে যদি পিতৃধন আশ্রয় করা যায় তবে ঐমত উপার্জ্জনের অংশ অর্জকের সমতুল্য কি তদপেক্ষা বিদ্বান ভ্রাতা যাহারা থাকে তাহারা পায়, অপণ্ডিত ভ্রাতারা পায় না। এই স্থানে এই এক প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে যে বিদ্যার দ্বারা ধনোপার্জ্জন হয় সেই বিদ্যার

র আশ্রয়ে উপার্জ্জিত বিদ্যার বলে অর্জ্জিত যে ধন তাহা বিভাজ্য হইতে পারে

কিন্তু অর্জক ব্যক্তি দ্বিগুণ অংশ পায়।

বিদ্যাধন উপার্জ্জন কালে পৈতৃক ধন লওয়া না হইলে ঐ ধনের অংশ অপণ্ডিত ভ্রাতারা পাইতে পারে না।

উক্ত বিধানের কারণ।

অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তাতে উপার্জ্জিত বিদ্যা দ্বারা যে ধন লাভ হয় তাহার অংশ ভ্রাতৃগণ পণ্ডিত হইলেও পাইতে পারে না।

বিদ্যাধন উপার্জ্জন কালীন পৈতৃক ধন আশ্রয় লইলে পণ্ডিত ভ্রাতারা তাহার অংশ পায়।

যে বিদ্যা দ্বারা ধনোপার্জ্জন হয় তাহার এক অংশ পিতৃধনাশ্রয় পূর্ব্বক ও এক অংশ স্বতন্ত্র রূপে লাভ হইলে ঐ বিদ্যোপার্জ্জিত ধন যে রূপে বণ্টন হইবেক তাহার কথা।

কতক পিতৃগৃহে বাস ও পিতৃধন আশ্রয় করিয়া ও কতক স্বতন্ত্ররূপে পিতা কিম্বা তাঁহার ধনাশ্রয় বিনা উপার্জ্জিত হইলে ঐ বিদ্যাদ্বারা যে ধন লাভ হয় তাহা কি নিয়মে বিভাগ হইবেক? পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে জ্যোতিষ কি ন্যায় ইত্যাদি যে বিশেষ বিদ্যাদ্বারা ধনোপার্জ্জন হয় সেই বিদ্যা পিত্রালয়ে কি অন্যত্র লাভ হইয়াছে তাহার নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে বিভাগ হওয়া উচিত। কিন্তু সেই বিদ্যারও যদি কতক পিত্রালয়ে ও কতক অন্যত্র অধ্যয়ন হইয়া থাকে তবে যে স্থানে যে পরিমাণে অধ্যয়ন হয় তদনুসারে বণ্টন হওয়া উচিত যথা—কোন বিদ্যার অর্দ্ধেক যদি পিত্রালয়ে ও অর্দ্ধেক অন্যত্র অধ্যয়ন হয় তবে সেই বিদ্যাদ্বারা লব্ধধনের অর্দ্ধেক ব্যবস্থানুসারে ভ্রাতাদিগের মধ্যে বণ্টন হইবেক

শৌর্য্যোপার্জ্জিত ধন অবিভাজ্য।

বিদ্যোপার্জ্জিত ধনের ন্যায় শৌর্য্যোপার্জ্জিত অর্থাৎ বল বিক্রমের দ্বারা উপার্জ্জিত ধনও অবিভাজ্য অর্থাৎ কোন সেনা কোন যুদ্ধাদিতে সাহসিক কর্ম্মদ্বারা সেনাপতিকে সন্তুষ্ট পূর্ব্বক তাহার নিকট যদি কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, কিম্বা যে কোন সংগ্রামে প্রাণ সংশয় আছে তাহাতে শত্রু সেনাদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের নিকট কোন ধন লুঠ করিয়া লয় তবে ঐ সকল ধনকে বল বিক্রমোপার্জ্জিত ধন বলা যায়, ও তাহা ভ্রাতাদিগের মধ্যে বণ্টন হইতে পারে না।

তাহার উদাহরণ।

চণ্ডেশ্বরের মতে এজমালী ধনাশ্রয় লইলেও উক্ত ধন অবিভাজ্য।

এবং চণ্ডেশ্বরের মতে ঐ রূপ ধন উপার্জ্জনে এজমালী ধনের আশ্রয় লইয়া থাকিলেও, (যথা—এজমালীর ঘোটক লইয়া যুদ্ধ করিলেও) আপন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক ঘোর সংগ্রামে যে ধন উপার্জ্জন হয় তাহার অংশ ভ্রাতৃগণ কোন ক্রমেই পাইতে পারে না।

সাধারণ মতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যোপার্জ্জিত ধন শাস্ত্র বিদ্যোপার্জ্জিতধন ন্যায় বিষয় বিশেষে বণ্টন হইতে পারে।

কিন্তু সাধারণ মত শাস্ত্র বিদ্যাদ্বারা যে ধন পাওয়া যায় তাহা অন্য বিদ্যাধনের ন্যায় বিষয় বিশেষে বিভাগ হইতে পারে যথা—কেহ পিত্রালয়ে শস্ত্র বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক পৈতৃক ধন আশ্রয় করিয়া যদি সৈন্যদলের মধ্যে চাকর থাকে তবে তাহার উপার্জ্জন অন্যান্য বিদ্যাধন যে বিধি মতে বণ্টন হয় সেই বিধি মতে বিভাগ হইতে পারে।

ইহার উদাহরণ।

চাকরী কি বাণিজ্য দ্বারা উপার্জ্জিত ধনের কথা।

অপর কোন ব্যক্তি বাণিজ্য ব্যবসা কি চাকরী কি অন্য কোন উপায়ের দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করে তাহা বিভাগ করণ সময়েও ঐ ধন উপার্জ্জনের জন্যে পৈতৃক ধনের আশ্রয় লওয়া গিয়াছিল কি না এই কথার বিবেচনা করা আব-

শ্যক অর্থাৎ যদি পৈতৃক ও এজমালী ধনের দ্বার কোন ভ্রাতা বাণিজ্য কি কার্বার অথবা ঐ ধন ব্যয় পূর্ব্বক চাকরী কিম্বা ধনোপার্জ্জনের অন্য উপায় প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ কারবার কি চাকরী ইত্যাদির দ্বারা উপার্জ্জিত ধনের অংশ ভ্রাতৃগণ পায়, অর্জ্জক ব্যক্তি কেবল অর্জ্জকের দ্বিগুণ অংশ পায় কিন্তু যদি পৈতৃক কি এজমালী ধনের আশ্রয় বিনা কোন ভ্রাতা ধনোপার্জ্জন করে তবে সে একাই সমুদায় পায়, অন্য ভ্রাতারা তাহার কিছুই পায় না সুতরাং শাস্ত্রের বিধান এবং সর্ব্বত্র চলিত রীতি মতে এই ধার্য্য হইয়াছে যে যে ধন উপার্জ্জনে পৈতৃক ধন সম্পত্তির কোন প্রকারে ব্যবহার না হয় ও যে ভ্রাতা উপার্জ্জন করে সে এজমালী ধন কিম্বা ভ্রাতাদের কোন সহায়তা না লইয়া আত্ম শক্তি ও স্বতন্ত্র উপায়ের দ্বারা তাহা উপার্জ্জন করে সে ধনের কোন অংশ আর ভ্রাতৃগণ অর্জ্জক ভ্রাতার সহিত একত্রে ও এজমালীতে থাকিলেও পাইতে পাবে না (খ২) কিন্তু এক ভ্রাতা পৈতৃক ও এজমালী ধনকে উপলক্ষ ও আশ্রয় করিয়া অথবা তাবৎ ভ্রাতাদিগের সহায়তা লইয়া যে রূপেই হউক যে ধন উপার্জ্জন করে তাহা সকল ভ্রাতার সাধারণ হয় কেবল উপার্জ্জক ব্যক্তিব যত্নে উপার্জ্জন হওয়া প্রযুক্ত অন্য ভ্রাতৃগণ এক গুণ পাইলে সে দ্বিগুণ পায় যথা— চারি ভ্রাতাব মধ্যে এক ভ্রাতা এজমালী ধন ও অন্য ভ্রাতাদিগের সহায়তা লইয়া যদি এক জমীদারী উপার্জ্জন করে তবে ঐ জমীদারী পাঁচ অংশ করিয়া অর্জ্জক ব্যক্তি দুই অংশ ও আব তিন ভ্রাতার প্রত্যেকে একং অংশ পায় (গ২) কিন্তু যদি কোন ভ্রাতার বিশেষ পরিশ্রম বিনা কেবল এজমালী ধনের দ্বারা কোন বস্তু উপার্জ্জন হয় তবে ঐ বস্তু তাবৎ ভ্রাতৃগণ সমভাগে পায় যথা—দুই ভ্রাতার মধ্যে যদি এক জন উভয়ের এজমালীর জমীদারীর অধ্যক্ষ হইয়া ঐ জমীদারীর উপস্বত্ব হইতে পুনরায় অপর এক জমীদারী খরীদ করে

পৈতৃক ধনাশ্রয় বিনা আত্ম পরিশ্রম দ্বারা সর্ব্বসাধারণ বিধিমতে যে ধনোপার্জ্জন হয় তাহা অবিভাজ্য।

পৈতৃক ধনাশ্রয়ে বা ভ্রাতাদের সহায়তাতে উপার্জ্জিত ধন বিভাজ্য। অর্জ্জক ব্যক্তি দ্বিগুণ অংশ পায়।

ইহার উদাহরণ।

এজমালী ধনের দ্বারা উপার্জ্জিত বস্তুতে ভ্রাতাদের তুল্য স্বত্ব

ইহার উদাহরণ।

(খ২) স মি ক্ষুদিরাম শর্ম্মা ও অন্য একজন, আ ত্রিলোচন, রি ১৮০১ সা—৪ সেপ্টেম্বর। সুবংশ লাল, আ হরবংশলাল ও রুদ্রাম, রি ১৮০৫ সা—১৭জুন, প্রতাপ বাহাদুর সিংহ, আ—তিলকধারী সিংহ, রি— ১৮০৭ স ৯ মার্চ কালীপ্রসাদ রায়ওগয়রহ, আ দিগম্বররায়, রি—১৮১১ সা—২৮ মে।

(গ২) স—নি—গদাধর শর্ম্মা ওগয়রহ, অ —অযোধ্যারাম চৌধরী, রি — ১৭৯৪ স —৩০ আক্টোবর।]

তবে তাহা ছুই ভ্রাতার মধ্যে সমভাগে বণ্টন হওয়া উচিত, কেননা তাহা এজমালী ধনের দ্বারা উপার্জ্জিত হইয়াছিল (ঘ২) যদিচ সাধারণ ধন অপ্রেয় কর প্রকাশ হইবামাত্র উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে একা অর্জক ব্যক্তির স্বত্ব না হইয়া সকল ভ্রাতার স্বত্ব হয় ও অর্জক ব্যক্তি কেবল দ্বিগুণ অংশ পায় তথাপি কখনং এমত হয় যে উপার্জ্জনকারী ভ্রাতা উপার্জ্জন সময়ে এজমালী ধনের অতি ঈষৎ অর্থাৎ কেবল নাম মাত্র আশ্রয় লয় ও প্রায় আপন পরিশ্রম ও ক্ষমতার দ্বারাই সমুদায় ধন প্রাপ্ত করে যথা—যদি এক ভ্রাতা হাল ও গরু ও লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষি কর্ম্মের যাবতীয় অস্ত্র শস্ত্র স্বয়ং আয়োজন করিয়া এজমালী সম্পত্তি হইতে কেবল এক রজ্জু লইয়া একাই কৃষি কর্ম্ম করে তবে সে কেবল এক রজ্জু ব্যবহার করাতেই ঐ কৃষির উৎপন্ন কি সাধারণ হইবেক? এবং সে শরীরের শ্রম ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র নিজে দিয়াও কি কেবল দ্বিগুণ অংশের অধিক পাইবেক না? ও সেই রূপ কোন ভ্রাতা এজমালীর এক পাদুকা ধারণ করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক ভিক্ষা দ্বারা যে ধনোপার্জ্জন করে তাহাও কি কেবল ঐ পাদুকা ব্যবহার করা প্রযুক্তই সাধারণ হইবেক? উক্ত রূপ সাধারণ দ্রব্যের ঈষৎ আশ্রয় লইয়া যে ধনোপার্জ্জন হয় তাহা সাধারণ হইলে অর্জক ব্যক্তির শ্রম একেবারে বৃথা হয়, এজন্যে পণ্ডিতেরা (বিশেষতঃ দায়ভাগকর্ত্তা জীমূতবাহন) বিধান করিয়াছেন যে ঐমত গতিকে অর্জকের শ্রম ও এজমালী ধন বা ভ্রাতাদের সহায় যে পরিমাণে ব্যবহার হইয়াছিল তাহা বিবেচনায় উপার্জ্জিত ধনের প্রতি অন্য ভ্রাতাদের স্বত্ব নির্ণয় হওয়া উচিত অর্থাৎ উপরোক্ত মত কৃষি কর্ম্মে ভ্রাতা যদি এজমালী লাঙ্গল ও গরু ইত্যাদি ব্যবহার করে অথবা ভিক্ষার্থে দেশ বিদেশ গমনে এজমালীর রথ কি নৌকা ও চাকরাদি লইয়া যায় তবে অর্জক ব্যক্তি দ্বিগুণ ও আর ভ্রাতারা এক গুণ পাওয়াতে হানি নাই, কিন্তু কেবল পাদুকা ও রজ্জু ব্যবহার করাতে উপার্জ্জনের ঈষৎ একাংশ মাত্র ভ্রাতাদের সহিত

এজমালী ধন কি দ্রব্যের অতি ঈষৎ আশ্রয় লইয়া উপার্জ্জিত সম্পত্তি ভ্রাতাদের মধ্যে যে রূপে ভাগ হওয়া উচিত তাহার কথা।

তাহার উদাহরণ।

(ঘ২) সদর দেওয়ানি আদালতের—শিবপ্রসাদ সিংহ, আ—কলন্দর সিংহ, রি ১৮০৩ সাল ৫ সেপ্টেম্বর রাজা বিদ্যানন্দ সিংহ, আ রুদ্রানন্দ সিংহ, রি ১৮৩২ সাল—২৫ এপ্রেল, গোসাঞি ঘনশ্যাম কুমারী, আ—গোবিন্দ সিংহ ওমরাহ, রি ১৮৩২ সাল ১০ মে।

বিভাগ হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থানুসারে এক্ষণে আদালত সকলেরও চলা কর্ত্তব্য, যেহেতুক দুই ভ্রাতার মধ্যে এক জনের উপার্জ্জিত ধনের দ্বারা এক জমীদারী খরীদ হইয়া উভয়ের পরিশ্রমে ঐ জমীদারীর উপস্বত্ব বৃদ্ধি হইলে ঐ ভ্রাতৃদ্বয় কি পরিমাণে জমীদারীর অংশ পাইবেক? এই বিষয় লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হওনে সদর আদালত বিধান করিয়াছিলেন যে যাহার ধনদ্বারা জমীদারী খরীদ হয় সে দুই অংশ ও যে তাহার উপস্বত্ব বৃদ্ধির জন্যে সহায়তা করিয়াছিল সে এক অংশ পাইবেক (৬২) ইহা ভিন্ন অন্য২ মোকদ্দমাতেও (মোসম্মাৎ দ্রৌপদী, আ—হারাধন সরকার ওগয়রহ, রি—১৮২১ সা—২০ ফেব্রুয়ারি কৃপাসিন্ধু পাজসী ওগয়রহ, আ—কানাইয়া আচার্য্য ওগয়রহ, রি—১৮৩৩ সা—৩১ ডিসেম্বর) সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে অবিভক্ত ভ্রাতারা এজমালী ধনের আশ্রয়ে ও পরস্পরের সহায়তা লইয়া কোন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিলে ঐ উপার্জ্জনে যে ভ্রাতার দ্বারা যে পরিমাণে গুণ দর্শে সেই ভ্রাতা সেই পরিমাণে অংশ পায়; অর্থাৎ যাহার দ্বারা অধিক গুণ দর্শিয়া থাকে সে অধিক ও যাহার দ্বারা ন্যূন গুণ দর্শে সে ন্যূন অংশ পায়।

উক্ত বিষয়ের নজির

অপর পৈতৃক ধন আশ্রয় করা শব্দ যে উপরে লিখা গিয়াছে তদ্দ্বারা এমত বুঝা যাইতে পারে যে কোন ভ্রাতা ধনোপার্জ্জন কালে ভ্রাতৃদিগের সহিত একান্নে থাকিয়া এজমালী ধন হইতে ভরণ পোষণ পাইলে ঐ ধন সাধারণ হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা বিধান করিয়াছেন যে ধনোপার্জ্জনে যদি পৈতৃক সম্পত্তি ব্যয় কি ব্যবহার না হয় তবে কেবল উপার্জ্জনকালীন পৈতৃক ধনদ্বারা প্রতিপালিত হওয়া প্রযুক্তই উপার্জ্জিত ধন সাধারণ হইতে পারে না, যে হেতুক তাহা হইলে মাতার স্তন পান করিয়া পরে উপার্জ্জনের শক্তি হওয়া বলিয়াও উপার্জ্জিত ধন সাধারণ করা যাইতে পারে, অতএব কোন ভ্রাতা এজমালী ধনদ্বারা প্রতিপালিত হওয়া কিম্বা তাহার উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যে এজমালী ধন ব্যয় হওয়া বলিয়া তাহার উপার্জ্জন সাধারণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু যে সময়ে কোন

সম্পত্তি উপার্জ্জন কালে এজমালীধন হইতে কেবল ভরণ পোষণ পাইলেই ঐ সম্পত্তি সাধারণ হইতে পারে না।

(৬২) স—নি—খোশাল চক্রবর্ত্তী, আ—রাধানাথ চক্রবর্ত্তী, রি ১৮১১সা—১১জুন

অর্জ্জক ব্যক্তির পরিবারকে অন্য ভ্রাতা স্বোপার্জ্জন হইতে প্রতিপালন করিলে ঐ ভ্রাতা অংশ পায়।

ভ্রাতা ধনোপার্জ্জন করে সেই সময়ে তাহার স্ত্রী পুত্রদিগকে যদি অন্য ভ্রাতা তাহার স্বোপার্জ্জিত ধনের দ্বারা ভরণ পোষণ করে, ও পৈতৃক ধন দ্বারা তাহাদের পোষণ না হয়, তবে এমত গতিকে ঐ ভ্রাতা অর্জ্জক ভ্রাতার অর্জ্জিত ধনের এক অংশ ও অর্জ্জক দ্বিগুণ অংশ পাইতে পারে কিন্তু পৈতৃক ধনদ্বারা পোষণ হইলে কিছুই পায় না।

পরহস্তগত পৈতৃক সম্পত্তি এক ভ্রাতা আত্মপরিশ্রমের দ্বারা উদ্ধার করিলে তাহা অবিভাজ্য।

অপর কোন পৈতৃক সম্পত্তি যদি পরের হস্তগত হয় এবং ভ্রাতৃগণ ঐ সম্পত্তি উদ্ধারের নিমিত্তে কোন প্রয়াস না করিয়া একেবারে উদ্যোগহীন হইয়া থাকে, অথবা তাহা একবারে ত্যাগ করে, ও ইতোমধ্যে কোন ভ্রাতা ঐ সম্পত্তি আত্মপুরুষার্থের দ্বারা ও পৈতৃক ধনাশ্রয় বিনা হস্তগত করে, তবে ঐ সম্পত্তি স্বয়মর্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় একা সেই পায়, অন্য ভ্রাতাদের সহিত তাহা বিভাগ হইতে পারে না, ও ভ্রাতৃগণ স্বয়ং উদ্ধার করিতে না পারিয়া যদি তাহাকে উদ্ধারের অনুমতি দেওয়াতে সে কোন সম্পত্তি উক্তরূপে উদ্ধার করে তবে এমত গতিকেও ঐ সম্পত্তি অবিভাজ্য, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মতে পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির প্রতি ঐ বিধান খাটে না, ও তাহা উদ্ধার করিলেও তাহা অবিভাজ্য নহে।

নষ্টোদ্ধৃত পৈতৃক স্থাবরের বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মত।

যে২ গতিকে নষ্টোদ্ধৃত পৈতৃক সম্পত্তি বিভাজ্য তাহার কথা।

যদি সকল ভ্রাতাই নষ্ট সম্পত্তি হস্তগত করিবার উদ্যোগে থাকিয়া উদ্ধারে উদ্যত হয়, ইতোমধ্যে এক ভ্রাতা তাহাদিগকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে অকস্মাৎ ঐ সম্পত্তি নিজে হস্তগত করে তবে এমত গতিকে সম্পত্তিতে একা তাহার স্বত্ব হয় না অর্থাৎ তাহা অন্য পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় ভ্রাতৃদিগের মধ্যে সমভাগে বণ্টন না হইয়া যে ভ্রাতা নষ্টোদ্ধার করে সে তাহার চারি অংশের এক অংশ পৃথক করিয়া পায় ও অবশিষ্ট তিন অংশ সকল ভ্রাতার মধ্যে সমভাগে বণ্টন হয়।

ইহার উদাহরণ

যথা—যদি চারি ভ্রাতা থাকে এবং নষ্টোদ্ধৃত সম্পত্তির মূল্য ৪ টাকা হয় তবে প্রথমতঃ নষ্টোদ্ধারকারী ভ্রাতা ১ এক টাকা পাইয়া অবশিষ্ট ৩ টাকা চারি ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভ্রাতা ৸৹ আনা হিসাবে পায় ও এই রূপে যে ভ্রাতা নষ্টোদ্ধার করে সে ১৸৹ ও অন্য ভ্রাতারা ৸৹ পায়। যদি ঐ চারি ভ্রাতার মধ্যে দুই কিম্বা তিন জনের প্রয়াসে সম্পত্তি নষ্টোদ্ধার হইয়া থাকে তবে নষ্টোদ্ধারকের অংশ যে এক টাকা তাহা ঐ দুই কি তিন ভ্রাতা

আদৌ সমভাগে পাইয়া পশ্চাৎ প্রত্যেকে তাহাদের স্বং অংশ পায় এবং এই বিধান নষ্টে হৃত অস্থাবর সম্পত্তির প্রতি যে রূপে খাটে স্থাবর সম্পত্তির প্রতিও তুল্য রূপে খাটে (চ২) পূর্ব্বকালে পিতার মরণ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া সংসারের কর্ত্তা হইতেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহাকে পিতৃতুল্য মান্য করিত এ জন্যে মনু সংহিতায় বিধান আছে যে বিভাগের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে উপার্জ্জন করেন কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যদি বিদ্যাভ্যাসে রত থাকে তবে তাহাদিগকে ঐ উপার্জ্জনের অংশ দিবেন (ছ২) কিন্তু বর্ত্তমান কালে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর পিতাপুত্রের ন্যায় ব্যবহার হয় না, অতএব গ্রন্থ কর্ত্তারা বিধান করিয়াছেন যে এক্ষণে উক্ত বিধান প্রতিপালন হওয়া উচিত নহে (জ২)

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপার্জ্জনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের স্বত্ব।

পিতা কিম্বা পিতামহ পুত্রদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রীতি পূর্ব্বক স্থাবর কি অস্থাবর যে কোন বস্তু দেন, অথবা মাতা তাঁহার স্ত্রীধন হইতে স্নেহ পূর্ব্বক যাহা দেন তাহার অংশ ভ্রাতৃগণ পাইতে পারে না, সুতরাং এক ভ্রাতা অন্নপ্রাশন উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার ক্রিয়া হওনকালে পিতা মাতা বন্ধুবর্গ হইতে যাহা পায় তাহার অংশ ভ্রাতারা পায় না আর বিবাহকালীন শ্বশুর কি কন্যাদাতা পত্নীর সহিত যে ধন দান করেন ও শ্বশুরালয় হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাও ভ্রাতগণ সহ বিভাগ হইতে পারে না * ইহা ভিন্ন কোন বন্ধু বা আত্মীয় ব্যক্তি প্রীতি পূর্ব্বক যদি কোন বস্তু দান করেন তবে তাহাও অবিভাজ্য কিন্তু কখনং বন্ধু বা আত্মীয় হইতে যে বস্তু পাওয়া যায় তাহা লাভে এজমালী ধন ব্যয় হয় যথা—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে প্রথমতঃ এজমালী ধন হইতে কোন দ্রব্য উপঢৌকন দিলে সেও পরে তৎপরিবর্ত্তে তত্তুল্য কোন দ্রব্য দেয় তবে ঐ দ্রব্য সাধারণ ধন আশ্রয়ে উপার্জ্জিত বস্তুর তুল্য হয়, অতএব তাহা বিভাজ্য কি না এই বিষয়ে চণ্ডেশ্বর প্রভৃতি গ্রন্থকারকদের মত এই যে এক ব্যক্তি

পিতা মাতা ও শ্বশুরাদি বন্ধুবর্গ হইতে প্রাপ্ত বস্তু অবিভাজ্য।

এজমালী বস্তু দান দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি বিভাগের কথা।

(চ২) বিবাদ ভঙ্গার্ণব, শঙ্খ সংহিতা। (জ২) বিবাদ ভঙ্গার্ণব।

(ছ২) মনুসংহিতা ৯ অধ্যায় ২০৪ বচন।

* আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে পিতা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ধন কোন পুত্রকে দান করিতে পারেন

উক্ত বিষয়ে চণ্ডেশ্বরের মত। প্রীতি পূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে এজমালী ধন দিলে অন্য ব্যক্তিও যদি পুনরায় তৎপরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য দেয় তবে ঐ রূপে প্রাপ্ত ধন বিভাজ্য নহে যেহেতুক পরস্পর প্রীতি প্রযুক্ত বন্ধু হইতে প্রাপ্ত যে ধন তাহার অংশ ভ্রাতগণ পাইতে পাবে না কিন্তু যদি কোন ভ্রাতা অধিক দান করিলে তৎপরিবর্ত্তে সেও নিজে অধিক পাইবেক এমত আশায় ও ভ্রাতাদিগকে বঞ্চনা করিবার মনস্থে এজমালী ধন হইতে সম্ভবাতিরিক্ত দ্রব্য দান করে তবে ঐ দান দ্বারা পরে যে ধন লাভ হয় তাহার অংশ ভ্রাতৃগণ পাইতে পারে, এবং তাহা এজমালী ধনের দ্বারা উপার্জ্জিত অন্য বস্তুর ন্যায় বিভাজ্য, যেহেতু তাকে এক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য লওন ব্যতিরেকে প্রকৃত দান বলা যাইতে পারে না কিন্তু জীমূতবাহনের মতে কোন দান প্রীতিপূর্ব্বক দেওয়া যাউক কি না যাউক যদি এজমালী ধন ব্যয় দ্বারা তাহা পাওয়া যায় তবে তাহা ভ্রাতাদের মধ্যে বিভাজ্য এই স্থানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে যদি এজমালী ধনের দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্য মাত্রেই সাধারণ হইল তবে এজমালী ধন ব্যয় পূর্ব্বক যে বিবাহ হয় ঐ বিবাহে শ্বশুরালয় হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি কি নিমিত্তে বিভাজ্য নহে? আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে বিবাহ উপনয়নাদি কার্য্য ভরণপোষণের ন্যায় অত্যাবশ্যক কর্ম্ম ও তাহা পৈতৃক ধন দ্বারা নির্ব্বাহ হওয়া নিয়ত আবশ্যক, এজন্যে ঐ সকল আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে যদি কোন লাভ হয় তবে তাহা সাধারণ হয় না, কেননা ধন লাভের প্রত্যাশায় বিবাহাদিতে পৈতৃক ধন ব্যয় হয় না।

জীমূত বাহনের মত।

অপর কোন ভ্রাতাকে স্বতন্ত্র মতে কেহ কোন দান করিলে তাহাতে একা ঐ ভ্রাতার স্বত্ব জন্মে, কিন্তু যদি ঐ ভ্রাতা তাহার পিতার গুণে ঐ দান পায় ও দাতা ব্যক্তি প্রহীতার পিতার গুণ দৃষ্টে তাহার পুত্রদিগকে দান করার অভিপ্রায় হইয়া এমত বিবেচনায় দান দেয় যে এক ভ্রাতাকে দিলে সকলকেই দেওয়ার তুল্য তবে এমত গতিকে প্রাপ্ত দান একা যে ভ্রাতা তাহা পায় তাহার স্বত্ব না হইয়া সকল ভ্রাতার অধিকার হয় কেননা ঐ দান একা তাহার উদ্দেশে দেওয়া যায় না,

পিতৃ গুণ দৃষ্টে এক ভ্রাতাকে যে দান দেওয়া যায় তাহা বিভাজ্য।

দৈবাৎ প্রাপ্ত নিধি বিভাজ্য। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মতে কোন ভ্রাতা যদি দৈবাৎ কোন নিধি প্রাপ্ত হয় তবে তাহা অবিভাজ্য নহে

পৈতৃক গৃহ তৈজস বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি ভ্রাতৃদিগের মধ্যে বন্টন বিষয়ে এই নিয়ম আছে যে অনেক ভ্রাতার মধ্যে যে ভ্রাতা যে গৃহে সর্ব্বদা বাস ও যে সকল তৈজস জলপাত্র শয্যা আসন ও বস্ত্র অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহা বিভাগ হইতে পারেনা, ইহার অর্থ এই যে ভ্রাতৃগণ প্রত্যেকে সামান্য ও সাধারণ মূল্যের যে সকল বস্ত্রালঙ্কার ও পাত্রাদি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে একের কোন দ্রব্য অন্য ভ্রাতার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট হইলেও তাহা পুনরায় এজমালী করিয়া বন্টন করা উচিত নহে, ও যাহার সম্ভোগে যে দ্রব্য থাকে তাহার অংশেই সেই দ্রব্য দেওয়া উচিত কিন্তু যদি এক ভ্রাতার সম্ভোগে যে দ্রব্য থাকে তাহা অন্য ভ্রাতার দ্রব্যের সহিত তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ হয় তবে এমত গতিকে ঐ দ্রব্য বন্টন হইতে পারে, অর্থাৎ হয় ঐ দ্রব্যের অধিকারী তত্তুল্য মূল্যের অন্য কোন দ্রব্য ছাড়িয়া দিবেক অথবা অন্য কোন রূপে তাহার মূল্য ভ্রাতৃদিগকে পূরণ করিয়া দিবেক। যথা চারি ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা যদি এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে বাস করে ও অন্য ভ্রাতারা কাষ্ঠতৃণ নির্ম্মিত গৃহে থাকে তবে এমত গতিকে অট্টালিকাবাসী ব্যক্তি তাহাতে সর্ব্বদা বাস করা বলিয়া সে একাই ঐ অট্টালিকা পায় না। কিন্তু যদি সকল ভ্রাতাই কাষ্ঠ তৃণ নির্ম্মিত গৃহে বাস করে ও তন্মধ্যে এক ভ্রাতার গৃহ অন্য ভ্রাতার গৃহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হয় তবে বিভাগ কালীন তাহা ধর্ত্তব্য করিয়া ঐ গৃহ সাধারণ করা উচিত নহে ও যে ব্যক্তি যে গৃহে সর্ব্বদ বাস করিয়া আসিতেছে তাহাকেই সেই গৃহ দেওয়া উচিত বস্ত্রালঙ্কারের বিষয়েও এই উদাহরণ খাটে অর্থাৎ কোন ভ্রাতার শাল ও কাহারো কাপাসী বস্ত্র থাকিলে ঐ শাল বিভাগ হওয়া উচিত, কিন্তু সকলেরি কাপাসী বস্ত্র থাকিলে যাহার যে বস্ত্র তাহা তাহারি অধিকারে থাকা কর্ত্তব্য। ঘোড়া হাতি পালকী গাড়ী ইত্যাদি সর্ব্বদ ব্যবহারের যোগ্য তাবৎ দ্রব্যের প্রতিই উপরোক্ত বিধান খাটে কিন্তু বস্ত্রালঙ্কার ও অন্যান্য উত্তম যে২ দ্রব্য এজমালী ভাণ্ডারে থাকে ও সময় বিশেষে তাবৎ ভ্রাতারাই তাহা আচরণ করে সেই সকল দ্রব্য অন্য বস্তুর ন্যায় তাবৎ ভ্রাতার মধ্যে ভাগ হওয়া উচিত আর যদি মনিমুক্তাদি কোন

গৃহ তৈজস ও বস্ত্রালঙ্কারাদি ভ্রাতাদের মধ্যে যেরূপে বিভাগ হইবেক তাহার কথা।

মূল্যবান বস্তু একাধিক অথবা যত সংখ্যক ভ্রাতা তত সংখ্যক না থাকে তবে তত্তুল্য অন্য দ্রব্যের সহিত তাহা ভাগ করা উচিত, অথবা তাহা এক ভ্রাতার নিকট বিক্রয় করিয়া তন্মূল্য ভাগ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু রাজসভায় পরিধান করণের যে বস্ত্রালঙ্কার তাহা যদি এক বস্ত্রের অধিক নাথ কে ও ভ্রাতৃগণ তাহা বিক্রয় পূর্ব্বক মূল্য বণ্টন করিয়া লইতে অসম্মত হয় তবে তাহা এজমালীতে রাখিয়া পালামত সকলেই পরিধান করার বিধান শাস্ত্রে আছে, যেহেতুক তাহা না হইলে ভ্রাতৃগণ সকলেই রাজ দরবারে গমনে অশক্ত হয়।

রাজকীয় বস্ত্রালঙ্কারের কথা।

অপর যে সকল দ্রব্য বিভাগ করা দুষ্কর তাহাও অবিভাজ্য, বিশেষতঃ পুষ্করিণী কূপ গোপ্রচারণের স্থান এবং পথ, এই সকল দ্রব্য খণ্ড২ করা অসাধ্য অতএব তাহা এজমালীতে থাকা উচিত, এবং সকল ভ্রাতার সম্মতি ক্রমে তাহা ব্যবহারের বিষয়ে আপনাদের সুযোগ বুঝিয়া যে নিয়ম ধার্য্য হয় তদনুসারে ঐ সকল বস্তু উপভোগ করা কর্ত্তব্য। আর পৈতৃক দেবপ্রতিমা ও যাগ স্থান ভ্রাতৃদিগের মধ্যে বিভাগ না হইয়া এজমালীতে থাকা উচিত। এতদ্ভিন্ন ভ্রাতৃদের যাহার যে ব্যবসায় সেই ব্যবসায়ে যে বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন তাহা তাবৎ ভ্রাতার মধ্যে বণ্টন হইতে পারে না যথা—চারি ভ্রাতার মধ্যে যদি এক ভ্রাতা পণ্ডিত এক ভ্রাত চিত্রকর ও অন্য ভ্রাতাদের কেহবা কৃষক কেহবা বাণিজ্য ব্যবসায়ী হয় তবে পণ্ডিত ভ্রাতার পুস্তক ও চিত্রকর ভ্রাতার অস্ত্র লেখনী ও কৃষকের লাঙ্গল আদি স্ব২ ব্যবসায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য অতএব ঐ সকল দ্রব্য ভ্রাতাদের মধ্যে বণ্টন হওয়া উচিত নহে ও যাহার যে ব্যবসায়ের বস্তু তাহা তাহারি অংশে থাকা উচিত, যেহেতুক মূর্খ ভ্রাতার পুস্তকের দ্বারা ও যে ভ্রাতারা চিত্র বিদ্যা জানেনা তাহাদের লেখনীর দ্বারা কোন উপকার হয় না, অতএব মূর্খেরা পুস্তকের অংশ দাবী করিতে পারে না কিন্তু যদি কোন ভ্রাতার প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য অধিক হয় তবে তাহার অংশ হইতে তত্তুল্য মূল্যের অন্য কোন দ্রব্য ভ্রাত দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক অথবা তাহার যে মূল্য হয় তাহা দিয় ভ্রাতৃদিগকে সন্তুষ্ট করা উচিত তদনুরূপ যে ভাতা বাণিজ্য করে সে যদি অতি দূর দেশে কতক টাকার দ্বারা কারবার করে তবে ঐ টাকার অংশ

পুষ্করিণী কূপ ইত্যাদি অবিভাজ্য সম্পত্তির কথা।

পৈতৃক দেব প্রতিমা ও যাগ স্থান।

ব্যবসায় সংক্রান্ত বস্তু অবিভাজ্য।

তাহার উদাহরণ।

যে পতিকে ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্ত ভ্রাতাদিগকে দেওয়া উচিত তাহার কথা।

হইলে কারবার নষ্ট হয় অতএব সে আপন অংশ হইতে তত্তুল্য অর্থ ছাড়িয়া দিলে ঐ কারবারের ধন বিভাগ হইতে পারে না।

পিতা কর্ত্তৃক দেবতা কি ধর্ম্মোদ্দেশে দত্ত সম্পত্তি অবিভাজ্য

বংশের পুরোহিত।

নির্বন্ধ বৃত্তি অবিভাজ্য।

পিতা বিদ্যমানে তিনি যদি কোন ধন সম্পত্তি দেবতার উদ্দেশে কি ধর্ম্মার্থে দিয়া গিয়া থাকেন তবে বিভাগ কালীন ভ্রাতৃদের মধ্যে তাহা বণ্টন হইতে পারে না, ও বংশের পুরোহিত ইত্যাদিকেও সাধারণে রাখা উচিত, আর রাজা যদি কোন বৃত্তি নির্বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন, যথা —কোন ব্রাহ্মণকে চিরকালের নিমিত্তে অথবা বার্ষিক কি ষাণ্মাসিক কোন সংখ্যক টাকা দিবার নির্বন্ধ করিয়া দেন তবে ঐ মত বৃত্তি বণ্টন হওয়া অসাধ্য, কেবল তাহার যে উপস্বত্ব তাহাই অংশাংশি মতে ভাগ হইতে পারে, মূল বৃত্তি ভাগ হইতে পারেনা তদনুরূপ যদি কোন ব্যক্তির কোন দেবালয়ে পূজাকরণের কি কোন গ্রামস্থ লোককে যজন যাজনের অথবা শ্মশান ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করণের বিশেষ স্বত্ব থাকে তবে ঐ স্বত্ব চিরস্থায়িপ্রযুক্ত বৃত্তির ন্যায় হয় কিন্তু তাহা ভাগ হইতে পারেনা (জ২)। কেবল তাহা হইতে উত্তর কালে যে লাভ হয় তাহাই ভাগ হইতে পারে, অর্থাৎ বিভাগ সময়ে হয় ঐ সকল কার্য্য সকল ভ্রাতাই পালাগত করিয়া উপস্বত্ব ভোগের নিয়ম করা কর্ত্তব্য অথবা এজমালীতে যে উপস্বত্ব হয় তাহা বণ্টন করিয়া লওয়ার নির্বন্ধ হওয়া উচিত।

পুরোহিতত্ব অবিভাজ্য কিন্তু তাহার উপস্বত্ব যে রূপে বণ্টন হইবেক তাহার কথা।

সকল জমীদারী বিভাজ্য।

সাধারণ জমীদারী প্রভৃতি পৈতৃক যে স্থাবর সম্পত্তি তাহা সর্ব্বদা বিভাজ্য। মুসলমান বাদশাহদিগের আমল অবধি এমত এক ব্যবহার চলিত হইয়াছিল যে তদনুসারে বৃহৎ জমীদারী সকল তাবৎ ভ্রাতা বা অংশিদের মধ্যে বণ্টন না হইয়া এক ভ্রাতা কি অংশির অধিকারে থাকিত, কিন্তু উক্ত ব্যবহার ১৭৯৩ সালের ১১ আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে ও সর্ব্বসাধারণ সকল জমীদারী ভ্রাতাদের মধ্যে বণ্টন হওয়া উচিত, কিন্তু রাজার রাজত্ব তাবৎ ভ্রাতার মধ্যে বিভাগ হইতে পারে না ও তন্নিমিত্তে যে সকল প্রাচীন বৃহৎ জমীদারী বহুকালাবধি বিভাগ না হইয়া রাজত্বের ন্যায় পুরুষানুক্রমে এক পুত্রের অধিকারে থাকার রীতি

রাজত্ব ও কুলাচার মতে কোনং বৃহৎ জমীদারী অবিভাজ্য।

(জ২)। স নি নন্দরাম ওগয়রহ, আ কাশী পাঁড়ে ওগয়রহ, রি—১৮২৩ সা—৩০ জুন।

চলিত হইয়া আসিতেছে ঐ সকল জমীদারী পিতার মৃত্যু হইলে তাবৎ ভ্রাতারাই অন্য জমীদারী কি স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় বণ্টন করিয়া লইতে পারে না, ও যে বংশের যে রীতি তদনুসারে এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সমুদায় জমীদারীর অধিকারী হইয়া অন্য ভ্রাতাদিগকে ভরণ পোষণ করে, এবং এই অনুক্রমে বাঙ্গালা ও বেহার দেশের কএক জমীদারী বহুকালাবধি অবিভক্ত আছে, ও কখন২ তাবৎ ভ্রাতা অন্যান্য স্থাবর বস্তুর ন্যায় উত্তরাধিকারিত্বক্রমে ঐ প্রকারের জমীদারীর ভাগ পাইবার জন্যে আদালতে নালিশ করাতেও ঐ সকল জমীদারী যে বিভাজ্য নহে এমত আদালতের বিচারে স্থির হইয়াছে (ঋ২)। ও ১৮০০ সালের ১০ আইনের দ্বারাও বিধান হইয়াছে যে কুলাচার মতে কোন জমীদারী সকল অংশির মধ্যে অবিভাজ্য হইলে তাহা বিভাগ হইতে পারে না, পরন্তু কোন বৃহৎ জমীদারী অথবা রাজার রাজত্ব এক ভ্রাতার পাওয়ার রীতি থাকিলেও পিতা যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যান তাহা কদাপি এক ভ্রাতা পাইতে পারে না ও তাহা অন্য সম্পত্তির ন্যায় তাবৎ ভ্রাতার মধ্যে শাস্ত্রের বিধিমতে ভাগ হওয়া উচিত

পিতার ত্যাজ্য জমীদারী কুলাচার মতে অবিভাজ্য হইলেও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি বিভাজ্য হয়

কিং২ বস্তু বিভাজ্য ও কিং২ অবিভাজ্য তাহার বিবরণ সমাপ্তির সময়ে আমরা কাত্যায়ন সংহিতার লিখিত এই এক সাধারণ বিধির উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ করি যে সম্পত্তি বিভাগের বিষয়ে শাস্ত্রে যে বিধি কেন না থাকুক দেশাচার ও লৌকিক ব্যবহার সকল বিধি অপেক্ষা প্রশস্ত, ও কোন নগর কি গ্রামস্থ লোকদিগের মধ্যে অথবা একিস্থানে বিশেষ কোন ব্যবসায়ী কি অন্য জাতীয় লোকদিগের মধ্যে বিভাগ বিষয়ে যে বিশেষ বিধি পূর্ব্ব হইতে পরম্পরা চলিত

বিশেষ২ জাতীয়ের মধ্যে বিভাগ বিষয়ে যে বিশেষ২ ব্যবহার থাকে তাহা সর্ব্বদা অগ্রগণ্য।

(ঋ২)। স নি মোসম্মৎ মহারাণী, আ—বেণীপ্রসাদ রায়, রি—১৮২৫ সা—৩ মে ঠাকুর ছত্রধারী সিংহ, আ ঠাকুর তিলক ধারী সিংহ, রি ১৮৩৯ সা—২৭ মে মহারাজা প্রাণনারায়ণ দেব, আ—আনন্দলাল সিংহ, রি—১৮৪০ সা ২৪ ফেব্রুয়ারি। মহারাজা কোঁয়র রঘুদেব সিংহ, আ মহারাজা কোঁয়র রুদ্র সিংহ বাহাদুর, রি—১৮৪৬ সা—২৭ ফেব্রুয়ারি বাবু গণেশ দত্ত সিংহ, আ মহারাজা কোঁয়র রুদ্র সিংহ ওগায়রহ, রি ১৮৪৬ সা—২৭ ফেব্রুয়ারি

হইয়া আসিতেছে ঐ সকল লোকদিগের বিভাগ সেই বিধিমতে হওয়া নিতান্ত আবশ্যক

৬ প্রকরণ।

লুক্কায়িত ধন যে রূপে বিভাগ হয় ও বিভাগ অযথার্থ মত হইয়া থাকিলে যে রূপে পুনর্বিভাগ হয় তাহার কথা।

বিভাগের পর যদি এমত প্রকাশ হয় যে ভ্রাতৃদের মধ্যে কেহ পৈতৃক স্থাবর কি অস্থাবর কোন বস্তু আপনি লওয়ার মনস্থে বিভাগ কালীন গোপন করিয়া রাখিয়াছিল তবে ঐ বস্তু বাহির করিয়া লইয়া তাবৎ ভ্রাতার মধ্যে বণ্টন হওয়া উচিত যথা—সংসারের ব্যয় অপেক্ষা আয় যদি অধিক হওয়া জানা যায়, এবং যে ভ্রাতা আয় ব্যয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি ব্যয় দর্শাইতে না পারেন অথবা কোন দ্রব্য বিভাগের পূর্ব্বে থাকা কিন্তু বিভাগ কালীন কি জন্যে তাহা পাওয়া যায় না তাহার কারণ যে ভ্রাতা সংসারের কর্ত্তা তিনি দর্শাইতে না পারেন ও এইপ্রকার অন্যকোন কারণে কোন ভ্রাতা দ্বারাএজমালী কোন দ্রব্য গোপন করিয়া রাখা অনুভব হয়, তবে ভ্রাতৃগণ রাজার নিকট নালিশ করিয়া সেই লুক্কায়িত ধন বাহির করিয়া লইতে পারে এবং শাস্ত্রে বিধান আছে যে উক্ত বিষয়ে নালীশ উপস্থিত হইলে কেবল তাড়না দ্বারা লুক্কায়িত ধন বাহির করার চেষ্টা পাওয়া রাজার উচিত নহে, কিন্তু প্রথমতঃ বিবিধ প্রকার তদন্ত করিয়া তাহাতে বাহির না হইলে পশ্চাৎ পরীক্ষার দ্বারা বাহির করা কর্ত্তব্য। অপর শাস্ত্রে লিখে যে কোন ভ্রাতা এজমালী ধন লুকাইয়া রাখিলে তাহাতে তাহার চুরি অপরাধ হয় না যেহেতুক ঐ ধনে গোপনকারকেরও স্বত্ব থাকে বরং সে লুকাইয়া রাখাতে ঐ ধনে তাহার অংশ লোপ কিম্বা তাহা অন্য ভ্রাতার অংশাপেক্ষা ন্যুন হয় না, অতএব যখন কোন লুক্কায়িত ধন পাওয়া যায় তখন ভ্রাতারা তাবতেই তাহা সমভাগে বণ্টন করিয়া লওয়া উচিত তদনুরূপ বিভাগ সময়ে যে সাধারণ দ্রব্য হারাইয়াছিল কি নষ্ট হইয়াছিল তাহা যদি বিভাগের পর

*লুক্কায়িত ধন যে রূপে বাহির করিয়া লইয়া বিভাগ করা উচিত তাহার কথা

লুক্কায়িত ধন রাজা যে রূপে বাহির করিবেন তাহার কথা।

লুক্কায়িত ধন সমভাগে বণ্টন হওয়া উচিত।

বিভাগের পর প্রাপ্ত সাধারণ দ্রব্য সমভাগে বিভাজ্য।

পাওয যায় তবে তাহাও ভ্রাতাবা সমভাগে বণ্টন করিয়া লইতে পারে

ভ্রমক্রমে বা অন্য গতিকে অসমভাগ হইলে পুনর্বিভাগ সমভাগে হওয়া উচিত

বিভাগ কালীন ভুল কি চক্রান্ত ক্রমে কিম্বা অন্য কোন গতিকে এক ভ্রাতার অংশে অধিক ও অন্য ভ্রাতার অংশে ন্যূন সম্পত্তি থাকা যদি পশ্চাৎ প্রকাশ হয় তবে ঐ বিভাগ অসিদ্ধ হইয়া সমুদায় সম্পত্তি পুনরায সমভাগে বিভাগ হওয় উচিত যথ—যদি বিভাগের পর কোন ভ্রাত এমত আপত্তি করে যে যে রূপে বিভাগ হইয়াছে তাহাতে আমি সম্মত ছিলাম না তথাপি মধ্যস্থেরা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে সম্মত করাইযাছিল ও বিভাগ যথার্থ মত হয নাই, তবে হাকিমের কর্ত্তব্য যে ঐ আপত্তির যাথার্থ তদন্ত করিয়া যদি এমত প্রমাণ পান যে ভ্রাতাদের মধ্যে ন্যূনাধিক মতে বিভাগ হইয়াছে তবে ঐ বিভাগ অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায যথার্থ মত বিভাগ হওয়ার আজ্ঞা করেন, কিন্তু যদি এমত প্রমাণ হয যে ভ্রাতাদের সম্মতি ক্রমেই অসম ভাগে বণ্টন হইয়া এক ভ্রাত অধিক ও এক ভ্রাতা ন্যূন অংশ পাইযাছে তবে এমন বিভাগ কখন অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

ভ্রাতাদের সম্মতিতে অসমভাগ হইলে ঐ বিভাগ সিদ্ধ, সম্মতি বিনা হইলে অসিদ্ধ।

নাবালগকে ন্যূন অংশ দিলে ঐ অংশ পশ্চাৎ পূরণ করিয়া দেওয় উচিত

নাবালগ ভ্রাতার অংশ সর্ব্বদা রক্ষা হওযা উচিত, তাহাতে কোন ভ্রাতাকে নাবালগ দেখিয়া ভ্রাতরা যদি তাহার অংশ ন্যূন ভাগে কব প্রমাণ হয় তবে সে নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতাদের নিকট তাহার অংশ পূরণ করিযা লওয়ার জন্য দাবী করিতে পারে।

এই স্থানে আমরা প্রশ্ন করিতে পারি যে এজমালী যে ধন লুক্কায়িত হয কি উপরে ও অন্য কোন কারণে বণ্টন না হইয়া কোন ভ্রাতার নিকট থাকে, সেই ভ্রাতা যদি ঐ ধনকে আশ্রয় করিয়া কোন ধন উপার্জ্জন করে তবে সেই উপার্জ্জিত ধনের অংশ ভ্রাতৃগণ পাইবেক কি না?

লুক্কায়িত এজমালী ধনাশ্রয়ে যে বস্তু উপার্জ্জিত হয তাহা যেরূপে বিভাগ হইবেক তাহার কথা।

পণ্ডিতেরা কহেন যে পৈতৃক ধনাশ্রয় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিলে যে রূপে অর্জ্জক ব্যক্তি দুই অংশ ও আর ভ্রাতা সকল প্রত্যেকে একাংশ পাওয়ার নিয়ম আছে উপরোক্ত গতিকে যদিচ ঐ নিয়ম খাটেনা তথাপি শরিকতি তেজারৎ ইত্যাদি করিলে যে রূপ সেই রূপ যে ধনের দ্বারা উপার্জ্জন হয় তাহার পরিমাণ ও অর্জ্জক ব্যক্তির পরিশ্রম

বুঝিয়া এজমালী ধনাশ্রয় করা প্রযুক্ত উপার্জ্জনের কিয়দংশ ভ্রাতৃদি গকে দেওয়া উচিত

৭ প্রকরণ

বিভাগ হওয়ার প্রমাণ

ভ্রাতারা পরস্পর পৃথক্ হইয়াছে কিনা ইহা নিঃসন্দেহ রূপে নির্ণয় করা বিষয় বিশেষে কঠিন হয়, কেননা কখনং ভ্রাতৃগণ তাহা দের পৈতৃক সম্পত্তি বন্টন করিয়া লইয়াও সকলেই একত্রে ও একাশ য়ে এমত ভাবে বাস করে যে তাহারা পৃথক্ হইয়াছে বলিয়া কেহই জ্ঞান করিতে পারেনা, অথচ কখনং তাহারা পৃথক্ না হইয়াও পৃথ-কান্নে ভোজন ও পৃথক্ গৃহে বাস ইত্যাদি যে সকল কার্য্য করে তদ্দ্বারা তাহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া স্থির করিতে হয়, বিশেষতঃ লিখন পঠন বিনা রহস্য বিভাগ হওয়ার বিধান শাস্ত্রে থাকাতে বিষয় বিশেষে বি ভাগ হওয়া নাহওয়া নির্ণয় করা অতি কঠিন হয়, ও তন্নিমিত্তে ভ্রাতা-দের মধ্যে কেহং বিভাগ হইয়া থাকিলেও বিভাগ না হওয়া বলিয়া বিবাদ উপস্থিত করে, ও কোনং ব্যক্তি বুঝিতে না পারিয়া এক ভ্রাত কে অবিভক্ত বিবেচনায় টাকা দিয়া পশ্চাৎ তাবৎ ভ্রাতার উপর ঐ টাকা নিরর্থক দাবী করে, অতএব শাস্ত্রানুসারে যেং গতিকে ও যে সকল প্রমাণ দৃষ্টে ভ্রাতৃদিগকে পৃথক্ কি অপৃথক্ জ্ঞান করা যাই-বেক তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা নিম্নে লিখিব

বিভাগ পত্রিকা বিভাগের মুখ্য প্রমাণ।

আমরা উপরে যে বিভাগ পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছি তাহাই বিভাগের মুখ্য প্রমাণ, ও ঐ পত্রানুসারে বিভাগ হওয়া যদি সেই পত্রের লিখিত সাক্ষিদের দ্বারা প্রমাণ হয় তবে বিভাগ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকেনা লিখিত দলীল ও নিদর্শন পত্র অভাবে সাক্ষির দ্বারা বিভাগ হওয়ার কথা প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু বিভাগ প্রমাণার্থে কাহাদিগকে প্রশস্ত সাক্ষি বলা যাইবেক তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে এই বিধান আছে যে, প্রথমতঃ সপিণ্ডাদি অতি নিকট কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবেরা প্রশস্ত সাক্ষি, অর্থাৎ তাহারা বিদ্যমানে অন্য সাক্ষি মান্য করিলে বিভাগ বিষয়ে অনেক সন্দেহ জন্মে, কিন্তু যদি নিকট কুটুম্ব কেহ নাং

বিভাগ প্রমাণার্থে কাহারা প্রশ- সাক্ষি।

থাকে তবে দূরস্থ কুটুম্বেরা সাক্ষি হইতে পারে, যদি দূরস্থ কুটুম্বও না থাকে তবে কেবল এমত গতিকে সম্পর্কবিহীন লোককে সাক্ষি স্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইতে পারে যদি সাক্ষি ও নিদর্শন পত্রাদির দ্বারা বিভাগ হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ নিবৃত্তি না হয় তবে ভ্রাতাদের কার্য্য অর্থাৎ তাহারা পৃথক্ কি একত্রে বাস করে ও তাহাদের আয় ব্যয় পৃথক্ কি এক ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য দৃষ্টে ঐ সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে (এ২)

সাক্ষি অভাবে ভ্রাতাদের কার্য্যের দ্বারা বিভাগের নির্ণয় হওয়া উচিত

প্রথমতঃ ভ্রাতারা যদি দৈব ও পৈতৃক ক্রিয়া পৃথক২ মত করে তবে ঐ কথা তাহাদিগের বিভক্ত হওয়ার এক মুখ্য প্রমাণ, অর্থাৎ ভ্রাতাদের প্রত্যেকের যে সন্ধ্যা ও পূজাদি নিত্য ক্রিয়া কর্ত্তব্য তাহা পৃথক২ হইতে পারে, কিন্তু অমাবস্যার শ্রাদ্ধ নবান্ন কি অপর পক্ষের শ্রাদ্ধ কিম্বা লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি যে সকল বার্ষিক দৈব ও পৈতৃক ক্রিয়া গৃহস্থ দিগের করা উচিত তাহা ভ্রাতারা পৃথক্ কি একত্রে করিয়াছে ইহার নির্ণয় হইলে বিভাগ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না, যেহেতুক ভ্রাতারা পৃথক্ হইলে ঐ সকল ক্রিয়া কখন একত্র হইতে পারে না, কিন্তু যে সকল কার্য্য মানসিক ও বিশেষ কোন কারণে করা যায়, যথা—পুষ্করিণী উৎসর্গ যাগ যজ্ঞ কি দেব দেবী পূজা তাহা ভ্রাতারা পৃথক্ থাকিয়াও একত্রে করিতে পারে ও একত্র থাকিয়াও পৃথকে করিতে পারে অতএব তাহা বিভাগের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না।

ভ্রাতাদের কৃত পৈতৃক ও দৈব ক্রিয়া দৃষ্টে তাহারা বিভক্ত কি অবিভক্ত তাহা নির্ণয় হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ভ্রাতারা যদি পৃথকান্নে থাকে তবে তাহাও বিভাগের এক প্রধান প্রমাণ, কিন্তু কোন২ সংসারে অনেক পরিবার থাকিলে অথবা অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত সকলের সুগমের নিমিত্তে ভ্রাতারা পৃথক২ পাক ও আহার করার ব্যবহার আছে; অথচ কোন২ সংসারে ভ্রাতৃগণ পৃথক্ হইয়াও সকলের সম্পত্তি ক্রমে আপনাদের সুবিধার নিমিত্তে একত্র পাক ও ভোজন করে অতএব বিভাগ বিষয়ে অন্য কারণ প্রযুক্ত সন্দেহ জন্মিলে ভ্রাতারা কেবল একান্নে থাকিলেই যে তাহাদিগকে অবিভক্ত জ্ঞান করা যাইবেক এমত নহে, অর্থাৎ যদি

কেবল একান্ন কি পৃথকান্ন বিভাগের প্রমাণ নহে।

(এ২)। স—নি রাজকুমার বিশ্বেশ্বর কুমার সিংহ, আ—মোসম্মাৎ সুখনন্দন কোঁয়র, রি—১৮৪২ স—৯ এপ্রেল।

ভ্রাতারা একান্নে থাকিয়াও স্বতন্ত্র২ মত অন্যান্য সকল কার্য্য করে এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ হওয়া প্রমাণ হয় তবে তাহাদিগকে বিভক্ত জ্ঞান করা যাইবেক। তদনুরূপ তাহারা পৃথকান্নে থাকিয়াও যদি এজমালীতে সমস্ত কার্য্য করে তবে তাহাদিগকে অবিভক্ত জ্ঞান করিতে হইবেক (টি২) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন লিখেন যে ভ্রাতারা একান্নে থাকিলেও যদি তাহারা বিভক্ত কি অবিভক্ত এবিষয়ে সন্দেহ জন্মে তবে ঐ ভ্রাতার প্রত্যেকে পৃথক্২ ধন দিয়া কি এজমালী ধনের দ্বারা খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করে এবং গ্রামিক্ লোক ও প্রতিবাসিরা তাহাদিগকে পৃথক্২ রূপে খাদ্য দ্রব্যাদি দেয় কি একত্রে দেয় এবং ঐ ভ্রাতৃগণ বিভাগের পর উভয় সম্মতি ক্রমে একান্নে আছে কি অবিভক্ত প্রযুক্তই একান্নে আছে এবিষয়ে তাহারা কি জানে ইত্যাদি বিষয়ের তদন্ত করিয়া বিভাগ হইয়াছে কি না নির্ণয় করা উচিত। অধিকন্তু ভ্রাতার একান্নে থাকিয়াও যদি দৈব ও পৈতৃক ক্রিয়া ও অতিথি শুশ্রূষার নিমিত্তে পৃথকে দ্রব্যাদি আয়োজন করে তবে তাহাও বিভক্ত হওয়ার এক চিহ্ন

জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের মতে যাহাকে বিভাগের প্রমাণ গণ্য করা যাইবেক তাহার কথা।

তৃতীয়তঃ কখন২ ভ্রাতারা দৈব ও পৈতৃক ক্রিয়া নির্ব্বাহের নিমিত্তে অথবা সকলে একত্রে পাকভোজনের জন্যে বিভাগ সময়ে পৈতৃক সম্পত্তির এক অংশ সাধারণে রাখিয়া তদ্দ্বারা ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে, এমত স্থলে কেবল একান্নে থাকা কিম্বা একত্রে দৈব ও পৈতৃক ক্রিয়া করিয়াছে বলিয়াই ভ্রাতৃদিগকে বিভক্ত জ্ঞান করা যাইতে পারেনা অতএব গ্রন্থ কর্ত্তারা ঐ সকল প্রমাণ অপেক্ষাও অন্য যে২ বিশেষ প্রমাণের দ্বারা বিভাগ বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন, ও তাহা এই, অর্থাৎ যদি এক ভ্রাতা পৈতৃক সম্পত্তিতে আপনার যে অংশ থাকে তাহা লইয়া স্বতন্ত্র মত বাণিজ্য কৃষি ইত্যাদি কোন কারবার করে এবং ঐ সম্পত্তি ভ্রাতৃদের জ্ঞতসারে দান বিক্রয় কি অন্য কোন রূপে হস্তান্তর করাতেও ঐ ভ্রাতারা কোন আপত্তি নাকরে, বিশেষতঃ এক ভ্রাতা পৈতৃক সম্পত্তির কোন

ভ্রাতারা পরস্পরের মধ্যে কর্জ দেওয়া লওয়াদি কারবার করিলে তাহা বিভক্ত হওয়ার প্রমাণ জ্ঞান করা যায়।

(টি২)। স নি রাজকিশোর রায় ও কালী চরণ রায়ের চারি পুত্র, আ— সন্তোদাসের বিধবা, রি—১৭৯৬ সা—২৭ আক্টোবর। খুধিরাম শর্ম্মা ও অচ্যুতানন্দ শর্ম্ম, আ—ত্রিলোচন ন ব লগ, রি—১৮০১ সা—৪ সেপ্টেম্বর

অংশ অন্য ভ্রাতাকে দান করে কিম্বা তাহার নিকট বিক্রয় করে অথবা বন্ধক কি অন্য কোন রূপে দেয় ও সে তাহা লয়, অথবা এক ভ্রাতা ঐ পৈতৃক সম্পত্তি হইতে অন্য ভ্রাতাকে কোন টাকা কর্জ্জ দেয় ও এবম্প্রকারে সম্পর্কবিহীন লোকদিগের মধ্যে যে রূপে কারবার হয় সেই রূপ ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর পৈতৃক সম্পত্তির দ্বারা দান বিক্রয় কি কর্জ্জ লওয়া দেওয়াদি কারবার হয় তবে ঐ ভ্রাতারা যে বিভক্ত হইয়াছে ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করিতে হইবেক যেহেতুক ভ্রাতারা অবিভক্ত থাকিলে পরস্পরের মধ্যে ঐ সকল কারবার কখন হইতে পারেনা, কিন্তু যদি কোন ভ্রাতা তাহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির দ্বারা পৃথক্ কোন কারবার করে কিম্বা ঐ প্রকার সম্পত্তি ভ্রাতাকে দান করে কিম্বা তাহার নিকট বিক্রয় করে তবে তন্নিমিত্তে তাহাকে বিভক্ত জ্ঞান করা যায়না; কেননা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে অন্য ভ্রাতাদের কোন স্বত্ব সম্বন্ধ নাই, ও অর্জ্জক ব্যক্তি তাহা স্বতন্ত্র মত ও স্বেচ্ছানুসারে দান বিতরণ করিতে পারে এবং ভ্রাতারা পৃথক্ হইলে যে রূপে আপনং অংশের সম্পত্তিতে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে সেইরূপে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে বিভাগ হওয়ার পূর্ব্বেই অর্জ্জক ব্যক্তির তুল্য কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার অর্শে। এক ভ্রাতা যদি অন্য ভ্রাতার পক্ষে সাক্ষী কিম্বা তাহার জামীন হয় তবে তাহাও বিভাগের এক বিশেষ প্রমাণ। যেহেতুক ভ্রাতারা একত্রে ও অবিভক্ত থাকিলে কেহ কাহারো জামীন কি সাক্ষী হইতে পারেনা অপর কোনং সংসারে এমত রীতি আছে যে এক ভ্রাতা পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির কর্ত্তা হইয়া সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে, আর ভ্রাতৃগণ ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে কেবল ভরণ পোষণ মাত্র লইয়া পৃথক্ বাস করে; এমত স্থলে ঐ সম্পত্তির ভাগ লইয়া ভ্রাতাদের মধ্যে অনেক বিরোধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে ভ্রাতা বিষয়ের অধ্যক্ষ সে সমুদায় সম্পত্তি তাহার স্বকীয় বলিয়া দাবি করে ও অপর ভ্রাতারা বহুকাল অবধি সম্পত্তির অংশ না লইয়া থাকিলে ঐ সম্পত্তি এজমালি কি না ইহা নির্ণয় করা কঠিন হয় তাহাতে যদি এমত প্রমাণ হয় যে ভ্রাতারা অংশ পরিত্যাগ করে নাই ও এক ভ্রাতা সংসারের অধ্যক্ষ থাকিয়া অন্য ভ্রাতৃদিগকে অংশি বলিয়া ভরণ পোষণের নিমিত্তে সেই সম্পত্তির উপস্বত্বের

স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি দ্বারা পৃথক্ কারবার করিলে তাহা বিভাগের প্রমাণ নহে।

এক ভ্রাতা অন্যের জামীন হইলে তাহাদিগকে বিভক্ত জ্ঞান করা যায়।

এক ভ্রাতা স্থাবর সম্পত্তির অধ্যক্ষ ও দখলমানে অধিকারী হইয়া থাকিলেও অন্য ভ্রাতারা ভরণ পোষণ পাইলে ঐ সম্পত্তি অবিভক্ত ভিন্ন কর্ত্তৃত্বকারি ভ্রাতার স্বতন্ত্র জ্ঞান করা যায় না।

অংশ দিয়াছে তবে ঐ সম্পত্তি যে সময়েই ভ্রাতারা ভাগ করিয়া লইতে চাহে সেই সময়েই বিভাগ হইতে পারে; ও এক ভ্রাতা নিজে সমুদায় সম্পত্তির বহুকাল কর্ত্তা থাকাতেই যে তাহাতে একা তাহার স্বত্ব হইবেক এমত নহে (ঠ২)। বরং যাবৎ অন্য কোন নিশ্চিত প্রমাণের দ্বারা ঐ সম্পত্তি বিভক্ত হওয়া প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহা অবিভক্ত ছিল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক (ড২) কিন্তু যদি এমত প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোন ভ্রাতা সরিক বলিয়া কোন সম্পত্তির উপস্বত্ব পায় নাই ও সে পৃথকে থাকিয়া যে সরিকের দখলে সম্পত্তি ছিল তাহার নিকট কেবল আপন ব্যয়ের নিমিত্তে সময়েং কিছু টাকা পাইয়াছিল তবে কেবল তৎপ্রযুক্তই ঐ সম্পত্তি অবিভক্ত জ্ঞান করা যাইবেক না (ঢ২), যেহেতুক সরিকদিগের মধ্যে কাহারো কোন সম্পত্তির প্রতি স্বত্ব না থাকিলেও তাহাকে স্নেহ ভাবে উপস্বত্ব হইতে কিছু দেওয়া যাইতে পারে। অপর যদি কোন অংশী দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল অংশ দাবি না করিয়া ঐ কাল পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং ঐ দাবি না করণের বিশিষ্ট কোন কারণ দর্শাইতে না পারে তবে কাযেই তাহার অংশ লোপ পায় (ণ২) যেহেতুক শাস্ত্রে লিখে যে বহুকালাবধি কোন সম্পত্তিতে দখল ভোগ রহিত হইয়া তাহা অন্যের দখলে থাকিলে কাযেই তাহাতে স্বত্ব লোপ হয়।

শরিক স্বরূপ সম্পত্তির উপস্বত্ব নাপাইলে কাহাকেও অংশী জ্ঞান করা যায় না।

দ্বাদশ বৎসরের অধিক কাল অংশের দাবী না করিলে অংশ লোপ পায়।

(ঠ২) স—নি শ্রীনাথ শর্ম্মা, আ রাধাকান্ত, রি ১৭৯৬ সা ২৪ নবেম্বর। দত্তনারায়ণ সিংহ, আ অজিত সিংহ, ওগয়রহ, রি—১৭৯৯ সা—১৪ ফেব্রুয়ারি। রাণী ভবানী দেবী ও রাণী মহামায়া দেবী, আ—রাণী সূর্য্যমণি, রি—১৮০৬ সা—১২ মে। প্রতাপ নারায়ণ ও রাজচন্দ্র, আ—উপেন্দ্র নারায়ণ ও মোসম্মাৎ ভবানী দাসী, রি—১৮০৮ সা—১৫ জানুয়ারি স্বরূপ সিংহ, আ খোকন সিংহ, রি ১৮২৫ সা ২১ সেপ্টেম্বর। সদাশিব সিংহ, ওগয়রহ, আ—হরলাল সিংহ ওগয়রহ—রি—১৮২৬ সা—২০ জুন।

(ড২) স নি—মোসম্মাৎ জরাওয়ন কুঙার, আ—চৌধুরী দুষ্টদমন সিংহ, ওগয়রহ, রি—১৮৪১ সা ১৯ এপ্রেল

(ঢ২) স নি—রাজকিশোর রায় ওগয়রহ, আ সদোদাসের বিধবা, রি ১৭৯৬ সা ২৩ আগস্ট

(ণ২) স নি রাধাচরণ মহাপাত্র আ—গঙ্গানারায়ণ মহাপাত্র রি—১৮১০ সা—৫ মার্চ বৃজসাহী ওগয়রহ আ কৃপণ সাহী ওগয়রহ রি—১৮২৩ সা ১৩ জানুয়ারি।

৮ প্রকরণ

বিভাগের পূর্ব্বে ও পরে ভ্রাতৃদিগের পরস্পরের মধ্যে যে স্বত্ব তাহার কথা।

যখন ভ্রাতারা তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইয়া পৃথক্ হয় তখন আপনং অংশের সম্পত্তিতে তাহাদের কাযেই দান বিক্রয় ইত্যাদির অধিকার হয়, কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে পৈতৃক এজমালী যে সম্পত্তি তাহাতে ভ্রাতাদের কি পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব থাকে তাহা জানা আবশ্যক, অর্থাৎ বিভাগ হওয়ার পূর্ব্বে এক ভ্রাতা যদি পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ আর ভ্রাতাদের অনুমতি বিনা দান বিক্রয় কি অন্য রূপে হস্তান্তর করে তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক কি না ? নারদ সংহিতায় লিখে যে কোন ভ্রাতা যদি সাধারণ সম্পত্তি বণ্টন করিয়া না লইযাও ঐ সম্পত্তিতে তাহার যে অংশ থাকে তাহা স্বতন্ত্র মত দান বিক্রয় করে তবে ঐ দান বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না. এবং ব্যাস সংহিতার মতে বিপৎকাল উপস্থিত হইলে অথবা ভরণ পোষণের কিম্বা কোন দৈব ক্রিয়া করিবার নিমিত্তে একা এক ভ্রাতাই এজমালীর স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার নিজের যে অংশ থাকে তাহা দান বিক্রয় করিতে পারে বঙ্গদেশে এই ব্যবস্থার চলন আছে যে পৈতৃক স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ না হইয়া থাকিলেও এক ভ্রাতা তাহার আপন অংশের অনধিক সম্পত্তি অন্য ভ্রাতাদের অনুমতি না লইয়াও যদি দান বিক্রয় কি কোন রূপে হস্তান্তর করে তবে ঐ দান বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না, কেবল আপন অংশ অপেক্ষাও যদি অধিক হস্তান্তর করে তবে তাহাই অসিদ্ধ হয় (৩২) কিন্তু পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশে চলিত শাস্ত্রের মত এই যে যাবৎ বিভাগ না হয় তাবৎ কোন

বঙ্গদেশের ব্যবস্থা মতে কোন ভ্রাতা এজমালী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে আপনার যে অংশ থাকে তাহা হস্তান্তর করিতে পারে।

কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশের ব্যবস্থা মতে পারে না।

(৩২) স নি—রাজবল্লভ ভূঁয়া, আ—মোসম্মাৎ বনিতা, রি—১৮০১ সা—১৪ আগষ্ট আনন্দ চন্দ্র রায়, আ—কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যা রি—১৮০৫ সা ৪ ডিসেম্বর। ভবানী প্রসাদ গুহ, আ—মোসম্মাৎ তারামণি, রি—১৮২২ সা ২৮ ফেব্রুয়ারি। কমলাকান্ত ঘোষাল, আ—রামহরি নন্দ গ্রামী ওগয়রহ, রি ১৮২৭ সা ১১ জানুয়ারি।

ভ্রাতারই অংশ নির্দ্দিষ্ট হয় না, অতএব যে বস্তুর প্রতি আপন স্বত্বেরই নির্ণয় নাই সেই বস্তু দান বিক্রয় হওয়া অনুচিত; অতএব কোন ভ্রাতা সাধারণ পৈতৃক স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তিতে তাহার যে অংশ থাকে তাহার অধিক হউক কি ন্যূন হউক ঐ সম্পত্তির কোন অংশই ভ্রাতাদের অনুমতি না থাকিলে দান বিক্রয় কি কোন রূপে হস্তান্তর করিতে পারে না, ও করিলেও তাহা অসিদ্ধ হয় (৫২)।

অপর বিভাগের পর যদি আর ভ্রাতার জন্ম হয় তবে তাহার যে সকল স্বত্ব তদ্বৃত্তান্ত আমরা উপরে বাহুল্য মত লিখিয়াছি। *বিভাগের পর জাত ভ্রাতার অংশ।*

৯ প্রকরণ।

পুনর্বিভাগের কথা।

ভ্রাতারা পিতা বিদ্যমানে অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর একবার বিভক্ত হইয়াও পশ্চাৎ পুনরায় একত্র হওয়ার ব্যবহার আছে ঐ রূপে একত্র হইলে অবিভক্তকালে তাহাদের মধ্যে পরস্পর যে স্বত্ব সম্বন্ধ ছিল পুনরায় একত্র হইলেও সেই সকল সম্বন্ধ ঘটে ও ঐ রূপে একত্র হইয়া যদি ভ্রাতারা পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিভক্ত হয় তবে ঐ বিভাগকে পুনর্বিভাগ বলা যায় প্রথম বিভাগ বিষয়ে যে সকল নিয়মের উল্লেখ আমরা উপরে করিয়াছি সেই সকল নিয়ম পুনর্বিভাগ বিষয়েও সম্পূর্ণ মত খাটে, অতএব তাহার পুনরায় এস্থানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। কিন্তু যদি কোন ভ্রাতা তাহার স্বোপার্জ্জিত অনেক সম্পত্তি লইয়া একত্র হয় অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম বিভাগে জ্যেষ্ঠাংশ পাইয়া সেই জ্যেষ্ঠাংশ সমেত একত্র হয় তবে পুনর্বিভাগ সময়ে ঐ জ্যেষ্ঠাংশ বা স্বয়মর্জ্জিত সম্পত্তির অংশ অন্য ভ্রাতারা পাইবেক কি না ও পুনর্বিভাগে জ্যেষ্ঠাংশ আছে কি না তাহা জ্ঞানা আবশ্যক। গ্রন্থ কর্ত্তারা

পুনর্বিভাগ কাহাকে বলা যায়

প্রথম বিভাগে যে বিধি খাটে পুনর্বিভাগ বিষয়েও তাহা খাটে।

(৫২) স নি নন্দরাম ওগয়রহ, আ—কাশী পাঁড়ে ওগয়রহ, রি—১৮২৩ সা—৩০ জুন, বাবু শিবদাস নারায়ণ, আ—কমল বাস কুঙর, রি ১৮২৩ সা—৫ জুলাই। শিবশরণ মিস্ আ—শিবসহায়, রি—১৮২৯ সা—২৭ মে। জীবন লাল সিংহ ওগয়রহ, আ রাম গোবিন্দ সিংহ ওগয়রহ, রি-১৮৩২ সা—২৪ জানুয়ারি।

লিখেন যে পুনর্বিভাগে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠাংশ পাইতে পারেন না, যেহেতুক একবারের অধিক তাহা পাওয়া অনুচিত, কিন্তু প্রথম বিভাগ সময়ে তাহা পাইয়া থাকিলেও ঐ সম্পত্তি লইয়া একত্র হইলে পুনর্বিভাগ সময়ে ঐ জ্যেষ্ঠাংশ সকল ভ্রাতার সহিত বণ্টন হইতে পারেনা; ও তদনুরূপ কোন ভ্রাতা যে স্বয়মর্জ্জিতবস্তু লইয়া একত্র হয় তাহাও ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ হওয়া অনুচিত, কেননা এক ভ্রাতা স্বোপার্জ্জিত ও জ্যেষ্ঠাংশ ক্রমে প্রাপ্ত সম্পত্তি বহুতর একত্র হইলে, সে একত্র হওয়া প্রযুক্তই যে ঐ সম্পত্তির প্রতি তাহার স্বত্ব লোপ হইবেক এবং বহুতর সম্পত্তি সহিত একত্র হইয়া পশ্চাৎ অল্প সম্পত্তি লইয়া পৃথক্ হইবেক ইহা অন্যায়, যেহেতুক সাধারণ মতেও দুই অংশির কেহ অধিক ও কেহ অল্প ধন দিয়া তদ্দ্বারা একজমাতীতে কারবার করিলে পশ্চাৎ আপন২ অংশ লইয়া পৃথক্ হওন কালীন যে ব্যক্তির অধিক ধন ছিল সে অধিক ও যাহার ন্যূন সে ন্যূন পরিমাণে অংশ লওয়ার ব্যবহার সর্ব্বত্র চলিত আছে অপর একত্র হওয়ার পর ভ্রাতারা একজমাতী ধন আশ্রয় পূর্ব্বক কিম্বা তাহার আশ্রয় বিনা কোন উপার্জ্জন করিলে ঐ উপার্জ্জন প্রথম বিভাগ সময়ে যে রূপে পুনর্বিভাগ সময়েও সেই রূপে বণ্টন হয় ইহা ভিন্ন ভ্রাতারা একত্র হইলে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে পরস্পরের যে স্বত্ব অর্থাৎ যে২ গতিকে ভ্রাতা অপুত্রক ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয় সে২ গতিকে একত্র ও বিভক্ত ভ্রাতাদের যে স্বত্ব তাহার বিবরণ আমরা ভ্রাতার উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে লিখিয়াছি

স্বোপার্জ্জিত কি জ্যেষ্ঠাংশের সম্পত্তি লইয়া কোন ভ্রাতা একত্র হইলে পুনর্বিভাগে ঐ সকল সম্পত্তি ভ্রাতাদের মধ্যে বণ্টন হইতে পারে না।

উক্ত ব্যবস্থার হেতু।

একত্র হওয়ার পরে উপার্জ্জিত সম্পত্তি ভ্রাতাদের মধ্যে যে রূপে বণ্টন হইবে তাহার কথা।

১০ প্রকরণ।

সন্ন্যাসি ও বানপ্রস্থাদির উত্তরাধিকারির কথা এবং উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে বিশেষ বিধি

আমরা উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম উপরে লিখিলাম তাহা গৃহাশ্রমি সকল হিন্দু সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু যাঁহারা সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক যতি কি সন্ন্যাসি হন তাঁহারা মৃত হইলে তাঁহাদের যে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি থাকে তাহার উত্তরাধিকারী কে হয় তাহার বিবরণ আমরা এক্ষণে

লিখিব এবং হিন্দুদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে উপরোক্ত সাধারণ নিয়ম ভিন্ন অন্যান্য যে বিশেষ নিয়ম আছে তাহারও উল্লেখ সংক্ষেপে করিব

ধর্ম্মভ্রাত একতির্থী বান প্রস্থের উত্তরাধিকারী হন

হিন্দুদিগের মধ্যে যিনি বানপ্রস্থ হন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা ও একতির্থী যিনি থাকেন তিনি তাঁহার ত্যাজ্য কৌপীন পাদুকা বস্ত্র পুস্তক প্রভৃতি যে কিঞ্চিৎ দ্রব্য থাকে তাহার অধিকারী হন যে ব্যক্তি এক গুরুর শিষ্য এবং একাশ্রমে থাকে তাহাকে এক তির্থী ও ধর্ম্মভ্রাতা বলা যায় যদি বানপ্রস্থের একতির্থী ও ধর্ম্মভ্রাতা না থাকেন তবে তাঁহার ন্যায় অন্য বানপ্রস্থ যিনি থাকেন তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী হন

তদভাবে অন্য বানপ্রস্থ উত্তরাধিকারী হন।

ব্রহ্মচারির উত্তরাধিকারী গুরু, তদভাবে তন্ন্যায় ব্রহ্মচারী উত্তরাধিকারী হন।

ব্রহ্মচারির মৃত্যুর পর তাঁহার গুরু ধনাধিকারী হন, গুরু অভাবে তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মচারী যিনি থাকেন তিনি তাঁহার ধনাধিকারী হন। যতি ও সন্ন্যাসিদের উত্তরাধিকারী তাঁহাদের শিষ্য তদভাবে তাঁহাদের ন্যায় যে যতি ও সন্ন্যাসি থাকেন তাঁহারাই ধনের অধিকারি হন

যতি ও সন্ন্যাসির উত্তরাধিকারী তাঁহাদের শিষ্য তদভাবে তন্ন্যায় যতি ও সন্ন্যাসী।

এতদ্দেশে সন্ন্যাসি ও মহন্তদের কেহ২ কোন২ মঠের অধিকারী থাকিয়া অনেক ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি রাখিয়া মৃত হন, তাঁহাদের অনেক শিষ্য থাকে সুতরাং ঐ শিষ্যদিগের মধ্যে কে উত্তরাধিকারী হইবেক তাহা লইয়া অনেক বিবাদ হয়, ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তিতে সরকার বাহাদুরের আদালত সকল হইতে যে নিয়ম ধার্য্য হইয়াছে তদনুসারে মঠের সন্ন্যাসি মহন্তের মরণ হইলে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহাকে উত্তরাধিকারী নিযোজন করিযা থাকেন সেই ব্যক্তি নিকটবর্ত্তি অন্য সকল মহন্তের দ্বারা মহৎ পদে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী হন (দ২), এবং মহন্তের প্রধান চেলা যিনি থাকেন তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী নিযোজন করার ব্যবহার আছে। পরন্তু

মহন্ত যে ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্ব্বে উত্তরাধিকারী নিযোজন করেন এবং যাঁহাকে নিকটবর্ত্তি মহন্তেরা অভিষেক করেন তিনি মহন্তের উত্তরাধিকারী।

(দ২) স নি ধনসিংহগির, অ মায়াগির, রি ১৮০৫ সাল ৫ আগষ্ট। রামরতন দাস, আ বনমালী দাস, রি ১৮০৬ সাল ১৫ ডিসেম্বর গনেশ গির, অ —ওমরাওগির, রি ১৮০৭ স —৯ নবেম্বর। মহন্ত রামানুজ দাস, আ—মহন্ত দেবরাজ দাস, রি—১৮৩৯ সা —১৭ জুন।

কেবল একা মহন্ত যাঁহাকে নিযোজন কবেন তিনি উত্তরাধিকারী হই-তে পারেন না অর্থাৎ মৃত মহন্তের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার যে ভাণ্ডারা হয় তাহাতে নিকটবর্ত্তি মঠের মহন্তের একত্র হইয়া ঐ ব্যক্তিকে অভি-ষিক্ত ন করিলে তিনি অধিকারী হইতে পারেন না (ধ২) আর যদি মৃত মহন্ত ক হাকেও অ প০ উত্তরাধিকারী নিযোজন না করিয়া মৃত হন এবং কে মহন্ত হইবেক তাহার নির্ণয় না থাকে তবে এমত গতিকেও নিকটস্থ মহন্তেরা একত্র হইয়া যোগ্য বিবেচনায যাঁহাকে উত্তরাধিকাবী নিযে জন করেন তিনিই তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। এবং আদালতে মহন্তীপদ লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেও কে মহন্ত হইতে পারে তাহার যদি কোন নির্ণয় ন থাকে তবে ঐ রূপে সমীপবর্ত্তি মহন্তদিগের প্রতি মহন্ত মনোনীত করণের ভার দিয়া তাঁহারা যাঁহাকে মনোনীত করেন তাহাকেই মহন্তী পদ দেওয়ার রীতি আছে। (ন২)

মৃত মহন্ত উঁ-হার উত্তরাধিকা-রি নিযুক্ত না করিয়া মৃত হই-লে নিকটবর্ত্তি মহন্তেরা উত্তরা-ধিকারী নিযুক্ত করিতে পারেন

উত্তরাধিকারি-ত্বের যে জাতী যের যে ক্রম তা-হা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও প্রতি-পালন হওয়া উচিত।

কোন২ জাতীয় লোকদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম পৃথক্ আছে, ও শাস্ত্রে সাধারণ মত যে ক্রম লিখিত আছে সেই ক্রম তাহাদের মধ্যে চলে না কিন্তু শাস্ত্রে লিখিত আছে যে দেশাচার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও তদনুসারে আচরণ বর কর্ত্তব্য অতএব কোন দেশীয় লোকের অথব এক দেশের বিশেষ কোন জাতীয় লে কের মধ্যে উত্তরাধি-ক রিত্বের বিষয়ে যদি শাস্ত্রোক্ত সাধারণ নিয়ম বিরুদ্ধ কোন রীতিও পূর্ব্বাপর চলিত থাকে তথাপি সেই রীতি অনুসারেই তাহাদের উত্ত-র ধিকারিত্বের ক্রম নির্ণয় হওয় উচিত, ও সরকারের অ দালত সক-লেও উত্তর ধিকারিত্বের বিবাদ হইলে যে জাতীয় লোকের মধ্যে যে বিশেষ রীতি চলিত থাকে তদনুসারে ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি হয় যথা— কোন জাতীয় লোকদিগের মধ্যে পৌনর্ভব অর্থাৎ জারজ সন্তান উত্ত-রাধিকারী হওয়ার ব্যবহার থাকিলে ঐ রূপ সন্তান উত্তরাধিকারী

ইহার উদা-হরণ।

পৌনর্ভব পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব।

(ধ২) স নি—নারায়ণ দাস, আ—বৃন্দ বন দাস রি—১৮১৫ সা—১০ মে।

(ন২) – স—নি—সর্ব্বানন্দ পর্ব্বত, আ-দেবসিংহ পর্ব্বত, রি ১৮১০ স ৩১ জানুয়ারী। প্রদাস ও অন্য একজন, আ তিলক দাস রি—১৮১০ সা—২৬ নবেম্বর।

হইতে পারে (পং) ও কোন কোন স্থানে রাজপুতদিগের ঔরস পুত্রাভাবে শূদ্রা ও গোয়াল ইত্যাদি নীচ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান উত্তরাধিকারী হইতে পারে (ফং) তদ্রূপ বেশ্যা স্ত্রীর যদি দুই ভ্রষ্টা কন্যা ও এক পতিব্রতা কন্যা থাকে তবে পতিব্রতা কন্যা উত্তরাধিকারিণী না হইয়া যে কন্যারা তাহাদের মাতার ন্যায় ভ্রষ্টা তাহারাই ঐ বেশ্যা স্ত্রীর ধন পায় (বং)

রাজপুতদিগের উত্তরাধিকারী

বেশ্যা স্ত্রীর পতিব্রতা কন্যা পেক্ষা ভ্রষ্টা কন্যা প্রশস্তা উত্তরাধিকারিণী

অপর যেরূপ দেশাচার শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও তাহা প্রতিপালন হওয়া উচিত সেইরূপে কোন বংশে বহুকালাবধি পুরুষানুক্রমে যে কুলাচার চলিত হইয়া আইসে তাহাও তুল্যরূপে প্রতিপালন হওয়া কর্ত্তব্য, ও উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কোন ক্রম যদি কোন বংশে পূর্ব্বাপর চলিয়া থাকে তবে ঐ ক্রমানুসারে এক্ষণেও আচরণ হওয়া কর্ত্তব্য যথা-শাস্ত্র মতে পুত্রের সংখ্যানুসারে বিভাগ হওন ভিন্ন পত্নীর সংখ্যানুসারে ভাগ হইতে পারেনা, তথাপি যদি কোন বংশে পত্নীর সংখ্যানুসারে ভাগ হওয়ার রীতি চলিত থাকে তবে তদনুসারেই ভাগ হওয়া উচিত কিন্তু ঐ রীতিমতে যে অনেক পুরুষাবধি আচরণ হইয়া আসিতেছে এমত প্রমাণ নাহইলে তাহাকে কুলাচার বলা যায় না (ভং) তদনুরূপ শাস্ত্রমতে পুত্রই পিতার সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তির অধিকারী কিন্তু ত্রিপুরার রাজবংশে মৃত রাজার পুত্র বিদ্যমানেও ঐ পুত্র জমীদারী ও রাজত্বের উত্তরাধিকারী না হইয়া কুলাচার মতে ঐ বংশের যে ব্যক্তি যুবরাজ তিনি, তদভাবে যে বড় ঠাকুর পদাভিষিক্ত তিনিই জমীদারীর অধিকারী হন (মং) আর যেবংশে

উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে কুলাচার শাস্ত্রোক্ত ক্রম বিরুদ্ধ হইলেও প্রতিপালন হওয়া উচিত

উদাহরণ

পত্নীর সংখ্যানুসারে বিভাগ।

ত্রিপুরার রাজবংশে উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম।

(পং) স নি মোহন সিংহ আ চুমন রায় রি ১৭৯৯ সা ২০ নবেম্বর

(ফং) স নি প্রসাদ সিংহ অ রাণী মহেশ্বরী, রি ১৮২১ সা-- ১৭ ডিসেম্বর।

(বং) স--নি--তারামণি দাসী, আ-- মুক্তি বনিয়ানী ও হীরা বনিয়ানী, রি ১৮৪৩ সা ৩০ জুলাই।

(ভং) স নি সমরন সিংহ ওগয়রহ, আ খেদন সিংহ ওগয়রহ লাল সিংহ, রি--১৮১৪ সা ২৭ জুন

(মং) স নি রামগঙ্গা দেব, আ-- দুর্গামণি যুবরাজ, রি ১৮০৯ সা ২৪ মার্চ। অর্জুন মাণিক্য ওগয়রহ, আ রামগঙ্গা দেব রি- ১৮১৫ সা--২৪ মার্চ। রাণী সুমিত্রা আ রামগঙ্গা মাণিক রি- ১৮২০ সা--২৬ জুলাই

কোনং বংশে পত্নী বর্ত্তমানেও স্বামির ভ্রাতারা উত্তরাধিকারি হয়।

স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী হওয়ার রীতি না থাকে সেই বংশে পত্নী বর্ত্তমানেও সে স্বামির ধনাধিকারিণী না হইয়া স্বামির ভ্রাতৃ প্রভৃতি যে পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকে সেই তাহার সম্পত্তি পায় (যহ) এবং কোনং

কোনং বংশে অনেক উত্তরাধিকারির মধ্যে একা জ্যেষ্ঠ পুত্র অধিকারী হয়

বংশে অনেক উত্তরাধিকারির মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দি কোন এক ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইয়া অন্য সকল উত্তরাধিকারিকে ভরণ পোষণ করার ব্যবহার আছে ঐ ব্যবহারও রহিত হইতে পারেনা (বহ) উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যে বংশে আদ্যোপান্তীয় যে বিশেষ ক্রম চলিত

কুলাচার ও দেশাচার প্রতিপালন হওয়ার বিষয়ে আইনের বিধান।

থাকে তাহার অন্যথা না হইবার জন্যে সরকার বাহাদুরের আইনেও বিশেষ বিধি আছে। যথা-১৭৯৩ সালের ১১ আইনের দ্বারা বিধান হয় যে এদেশের সকল জমীদারী তাবৎ অংশিদের মধ্যে শাস্ত্রমতে সমভাগে বণ্টন হইবেক, তাহাতে জিলা মেদিনীপুর ও অন্যান্য জিলায় কোনং জমীদারী সকল অংশিদের মধ্যে বণ্টন না হইয়া এক ব্যক্তির অধিকারে থাকার ব্যবহার দৃষ্ট হওয়াতে ১৮০০ সালের ১০ আইনের দ্বারা বিধান হয় যে ঐ ব্যবহার অন্যথা হইতে পারেনা অতএব যে স্থানে ও যে বংশে উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম পূর্ব্বাবধি চলিত থাকে তাহা সর্ব্বদা বলবৎ থাকা উচিত (লহ)।

১১ প্রকরণ।

যেহ কারণে উত্তরাধিকারিত্ব লোপ হয় তাহার কথা।

শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম তাহার স্থূল বিবরণ আমরা উপরে লিখিলাম, এক্ষণে যেহ গতিকে ও যেসকল কারণে কোন ব্যক্তির পুত্রাদি কোন উত্তরাধিকারী থাকিলেও তাহারা তাহার ধনাধিকারি হইতে পারে না তাহার বিবরণ জানা আবশ্যক

যে পিণ্ডদানের অযোগ্য সে উত্তরাধিকারী হইবারও যোগ্য নহে

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে হিন্দুদিগের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদানে যে ব্যক্তির অধিকার থাকে তাহার ধনেও তাহারি অধিকার

(যহ) স—নি—রাজা যোরাবর সিংহ, আ-কোঁয়র প্রীতি সিংহ, রি—১৮২৫ সা—২১ এপ্রেল।

(বহ) স—নি—মোসম্মাৎ মহারানী আ—বেণীপ্রসাদ রায়, রি—১৮২৫ স—৩ মে।

(লহ) ১৮০০ সা—১০ অ।—রামগঙ্গাদেব, আ-দুর্গামণি যুবরাজ, রি ১৮০৯ সা—২৪ মার্চ রানী সুমিত্রা আ—রামগঙ্গা মাণিক্য রি—১৮২০ সা—২৩ জুলাই।

হয়, সুতরাং কেহ কোন হেতুতে পিণ্ডদানের অযোগ্য হইলে উত্তরাধিকারী হইবারও অযোগ্য হয় শারীরিক ও মানসিক বিবিধ দোষ এবং দুষ্ক্রিয়া ও পাপজনক কার্য্য ও সংসার ত্যাগ এই সকল কারণে ঐ অযোগ্যতা জন্মে, অতএব ঐ সকল দোষ কিং তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত নিম্নে লিখা যাইবেক

পিণ্ডদানের অযোগ্যতা যেরূপে জন্মে তাহার কথা।

যে ক্লীব জন্মাবধি কোন ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ বিহীন অর্থাৎ নপুংসকাদি দোষে যাহার পুরুষত্ব নাথাকে এবং যে জন্মাবধি অন্ধ ও বধির অর্থাৎ কালা ও মূক ও উন্মত্ত ও খোড়া ও কোঙা কি অন্য অঙ্গ বিহীন হয় সে উত্তরাধিকারীর অযোগ্য নিরিন্দ্রিয় ও অঙ্গহীন শব্দের অর্থ এই যে যে ব্যক্তির শ্রবণ দর্শন ও ঘ্রাণাদির শক্তি ও শরীরের হস্ত পদ ও লিঙ্গাদি কোন ইন্দ্রিয় জন্মাবধি একেবারে নাথাকে কেবল তাহাকেই বুঝায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি একেবারে শ্রবণ শক্তি অর্থাৎ কর্ণ, ঘ্রাণ শক্তি অর্থাৎ নাসিকা, দর্শন শক্তি অর্থাৎ চক্ষু ইত্যাদি ও শরীরের হস্ত পদাদি অবয়ব একেবারে বিহীন হইয়া জন্মে কেবল তাহারি দায়ে অনধিকার যদি ঐ সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরের অঙ্গ অসম্পূর্ণ রূপে থাকে অর্থাৎ কাহারো এক চক্ষু এক হাত এক পদ কি এক কর্ণ থাকে ও তন্নিমিত্তে সে একেবারে খোঁড়া কাণা কালা কি বোবা নাহয়, অথবা জন্মের পর কাহারো কোন কারণ প্রযুক্ত চক্ষু কর্ণ ও হস্ত পদাদি-বিহীন হইয়া খোঁড়া কি বধির হয় তবে তাহার উত্তরাধিকারিত্ব নষ্ট হয় না। তদনুরূপ যে ব্যক্তি জন্মাবধি উন্মত্ত অর্থাৎ যাহার জ্ঞান ও ভাল মন্দ বিবেচনা কিছুই নাথাকে কেবল সেই দায়ে অনধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মের পর কোন রোগ অথবা মাদক সামগ্রী গ্রহণ করা প্রযুক্ত উন্মত্ত হয় সে উত্তরাধিকারির অযোগ্য হয় না। অপর শাস্ত্রে বিবিধ প্রকার ক্লীবের কথা লিখিত আছে, যে ব্যক্তি নপুংসক ও লিঙ্গ-বিহীন কেবল তাহাকেই ক্লীব বলা যাইবেক এমত নহে কিন্তু যাহার পুরুষত্ব একেবারে না থাকে তাহাকেও ক্লীব বলা যায় এবং সে উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা।

যাহারা জন্মাবধি নিরিন্দ্রিয়, অন্ধ, বধির, মূক, উন্মত্ত খোঁড়া, কোঙা কি অঙ্গহীন তাহারা উত্তরাধিকারির অযোগ্য।

নিরিন্দ্রিয় শব্দার্থ।

ক্লীব শব্দের অর্থ

হিন্দু শাস্ত্রের মতে পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কর্ম্মের ফলে মনুষ্যের রোগ সকল জন্মে অতএব যে ব্যক্তির কুষ্ঠাদি মহারোগ অথবা কোন অচিকিৎস্য ও দারুণ ব্যাধি হয় সেও উত্তরাধিকারির অযোগ্য; কিন্তু

মহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে

সকল শাস্ত্রের মতে কুষ্ঠ ভিন্ন অন্যান্য সকল দারুণ ও অচিকিৎস্য রোগের পূর্ব্ব জন্মের কৃত পাপানুসারে প্রায়শ্চিত্ত হইলে রোগি ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে পারে কিন্তু কুষ্ঠ রোগের বিষয়ে যদিও শাস্ত্রের মত এক নহে তথাপি বিবাদ ভঙ্গার্ণবকারক সকল গ্রন্থের মত বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে কুষ্ঠ রোগেরও প্রায়শ্চিত্ত হইলে ঐ রোগার্ত্ত ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে পারে, এবং সদর আদালতের পণ্ডিতেরাও এক মোকদ্দমায় (বং) এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে প্রায়শ্চিত্ত বিনা কুষ্ঠরোগী উত্তরাধিকারির অযোগ্য ও ঐ রোগ থাকা কালীন তাহার যে সন্তান জন্মে সেও উত্তরাধিকারী হইতে পারেন

কুষ্ঠ রোগির উত্তরাধিকারিত্ব

যে ব্যক্তিরা সর্ব্বদা পাপ কর্ম্মে আসক্ত থাকে,তাহারাও উত্তরাধিকারি হইতে পারেনা, কিন্তু কিং পাপ কর্ম্ম করিলে দায়াধিকার নষ্ট হয় তাহা নানা গ্রন্থকর্ত্তা নানারূপে নির্ণয় করিয়াছেন জীমূতবাহন ও তট্টীকাকারকের মতে পিতার শ্রাদ্ধাদি অথবা তদ্রূপ অন্যান্য ক্রিয়া না করিলে ও যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিলে দৈব ও পৈতৃক ক্রিয়ায় অধিকার থাকেনা তাহা করিলে উত্তরাধিকারির স্বত্ব লোপ হয়, ও কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন যে দ্যূতক্রীড়া ও বেশ্যাগমনাদি পাপেও উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয় অপর যাহারা দৈব ও পৈতৃক ও অন্যান্য ধর্ম্ম ক্রিয়া একেবারে পরিত্যাগ করে যথা ব্রাহ্মণ হইয়া সন্ধ্যাদি না করে ও গায়ত্রী আদি না জানে তবে এমত লোকেরাও ধনাধিকারি হইতে পারেনা আর যাহারা চুরি ডাকাইতি কি অন্য কোন অধর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করে তাহাদিগকেও অযোগ্য উত্তরাধিকারির শ্রেণীতে গণ্য করা যায় এবং যাহারা অপব্যয় করিয়া পৈতৃক ধন নষ্ট করে তাহাদিগেরও দায়াধিকার নাই বলিয়া কোনং গ্রন্থে লেখে, কিন্তু বিবাদ ভঙ্গার্ণব কর্ত্তা কহেন যে যে ব্যক্তি অপব্যয়পূর্ব্বক ধন নষ্ট করে সেই ব্যক্তির অংশ হইতে ঐ রূপে নষ্ট হওয়া ধন বাদ পড়ার বিধান শাস্ত্রে থাকা স্থলে তাহার স্বত্ব একেবারে লোপ হইতে পারেনা

যে সকল পাপকর্ম্ম করিলে উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয় তাহার কথা।

চুরি ডাকাইতি দ্বারা যাহারা ধনোপার্জ্জন করে তাহারা উত্তরাধিকারির অযোগ্য।

পৈতৃকধন অপব্যয়কারির উত্তরাধিকারিত্ব

(বং) সং নি —লক্ষ্মীপ্রিয়া, আং ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী রিং ১৮৩৩স ২৯ আগষ্ট

ইহা ভিন্ন যে ব্যক্তি লোকদিগকে ভণ্ডনা করণের অভিপ্রায়ে ধনোপার্জ্জন নিমিত্তে কোন ছদ্ম বেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয় যথা—যদি কেহ প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ যতি কি সন্ন্যাসির বেশ ধারণ করে তবে এমত ব্যক্তিও পৈতৃক ধনাধিকারী হইতে পারেনা।

ছদ্মবেশ ধারির দায়ে অনধিকার।

যে ব্যক্তি আপন পিতার প্রতি শত্রুতাচরণ করে অর্থাৎ তাঁহাকে তাড়না করে কিম্বা মিথ্যাপবাদ দেয় বা তাঁহার প্রতি অন্য কোন অত্যাচার করে অথবা তাঁহার মরণ হইলেও তাহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নাকরে সে পৈতৃক ধনের অধিকারী হইতে পারেনা।

পিতার প্রতি বিরুদ্ধাচরণকারির দায়ে অনধিকার

অধিকন্তু শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কোন ব্যক্তি যদি বিষয় কর্ম্ম করণে অপারগ হয় তবে সেও উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা। উপরে যে সকল শারীরিক দোষের কথা লিখা গিয়াছে তদ্রূপ উন্মত্তাদি দোষে কেবল ঐ অপারগত হয় এমত নহে কিন্তু কেহ বিষয় চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি কেবল ঈশ্বর চিন্তা কি ধর্ম্ম ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করা প্রযুক্ত বিষয় কার্য্য করণে অসমর্থ হয় তবে সেও উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা। যে ব্যক্তি সুরাপান কি অগম্যা গমনাদি পাতক করে তাহাকে পতিত বলা যায় ও পতিত ব্যক্তির পৈতৃক ধনে অধিকার নাই। কিন্তু যদি শাস্ত্রোক্ত মতে আপন পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করে তবে তাহার উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হইতে পারেনা। কেবল প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়

বিষয় কর্ম্ম করণে যে অপারগ তাহার অনধিকার।

ঐ অপারগতার অর্থ

পতিত ব্যক্তির অনধিকার

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অধিকার হয়

শাস্ত্রমতে উপরোক্ত যে সকল দোষ প্রযুক্ত হিন্দুদিগের দায়াধিকার রহিত হয় সেই সমুদায় দোষাপেক্ষা জাত্যন্তর হওন দোষ গুরুতর, অতএব যদি কেহ হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে অথবা ভিন্ন জাতীয়ের সহিত সংসর্গের দ্বারা জাত্যন্তর হয় অথবা যে কোন পাতক করণ প্রযুক্ত তাহার কুটুম্বাদি সকলেই তাহাকে জাতি হইতে বহিষ্কৃত করে তবে তাহার তাবৎ স্বত্ব লোপ হইয়া পিতৃ ধনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকে না।

জাত্যন্তরিত ব্যক্তির দায়ে অনধিকার।

এই স্থানে আমার এই কথার উল্লেখ করা উচিত বোধ করি যে যে সকল দোষ প্রযুক্ত উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হওয়ার বিধান শাস্ত্রে আছে, বর্ত্তমান কালে ঐ সকল দোষ ধর্ত্তব্য করিলে প্রায় অধিকাংশ লোকেরি উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হইত, ও অধর্ম্মদ্বারা ধনোপার্জ্জন

উপরোক্ত দোষ সকল এক্ষণে কি পর্য্যন্ত ধর্ত্তব্য হয় তাহার কথা

ও অন্যান্য পাতক এক্ষণে সর্বত্র এমত সাধারণ যে তজ্জন্য কাহারো যে উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হইয়াছে এমত দৃষ্ট হয় না। ১৮১৪ সালে এক ব্যক্তির উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হইবার নিমিত্তে এই বলিয়া নালিশ হইয়াছিল যে সে সুরাপান ও অতি নীচ জাতীয়ের সহিত আহার ব্যবহার করিয়াছে ও তাহার পোষ্টা মাতৃর গৃহে অগ্নি দিয়া তাহাকে নষ্ট করার নানা উপায় করিয়াছে এবং এক মুসলমান স্ত্রীর সহিত প্রকাশ্যরূপে সহবাস করিয়াছে। তাহাতে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা লইয়া দেওয়ানী আদালত এই নিষ্পত্তি করিলেন যে যে সকল দোষ প্রযুক্ত উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয় তাহা দুই প্রকার এক প্রকার দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইলে উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয় না, কিন্তু যেং দোষের দ্বারা জাত্যন্তর হইতে হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইলেও উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয়, কেননা একবার জাতিভ্রষ্ট হইলে কেহ পুনরায় জাত্যন্তর্গত হইতে পারেনা অতএব উপরের লিখিত যে সকল অপরাধ প্রযুক্ত উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হওয়া বলিয়া নালিশ হইয়াছে তন্মধ্যে কেবল মুসলমান স্ত্রীর সহিত সহবাস দোষ দ্বারা একেবারে জাতিনষ্ট হয় সুতরাং তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইলেও উত্তরাধিকারিত্ব থাকেন (শং) আর এক মোকদ্দমায় এক ব্যক্তি তাহার পিতাকে মিথ্যাপবাদ দেওয়া প্রযুক্ত তাহার উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হওয়া বলিয়া আপত্তি হওয়াতে পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন যে অজ্ঞান ব্রহ্ম-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হইলে ঐ ব্যক্তির দায়াধিকার হইতে পারে কিন্তু তাহা বিনা পারেনা (ষং)।

উক্ত বিষয়ে সদরের নিষ্পত্তি।

পিতাকে মিথ্যাপবাদ দিলে পুত্র প্রায়শ্চিত্ত বিনা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

যাহারা উপরের লিখিত বিবিধ দোষ অর্থাৎ ক্লীব বধির অন্ধ মূক পঙ্গু ও উন্মত্ত হওন প্রযুক্ত উত্তরাধিকারি হইতে পারেন। তাহাদের বিষয়ে শাস্ত্রে এই বিধান আছে যে তাহারা উত্তরাধিকারী হইতে

জাত থর্বত্ত কি পতিত ভিন্ন যাহারা অন্যান্য শারীরিক কি

(শং) স নি—শিবনাথ রায় আ—মোসম্মাৎ দয়াময়ী চৌধুরাণী, রি—১৮১৪ সা—১৭ মার্চ। মোসম্মাৎ রবিকুর, আ জীবিত রাম, রি—১৮১৮ সা—১ এপ্রেল। রামনারায়ণ দুবে, আ—জগন্নাথ দুবে, রি—১৮৪৫ সা—■ জুলাই।

(ষং) স নি ভোলানাথ রায় আ-মোসম্মাৎ সাবিত্রী ওগয়রহ রি-১৮৩৬ সা—১০ মার্চ।

না পারিলেও তাহাদের স্থলে যাঁহারা উত্তরাধিকারি হয় তাহাদের কর্ত্তব্য যে তাহাদিগকে যাবজ্জীবন উপযুক্ত মত অন্ন বস্ত্র দ্বারা সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করে এবং ভরণ পোষণের প্রতি তাহাদের যে স্বত্ব তাহা কদাচ রহিত হইতে পারেনা, এবং শাস্ত্রে লিখে যে কেহ উক্ত মত ভরণ পোষণ দিতে অস্বীকার করিলেও তাহা আদায় করাইয়া দেওয়ান রাজার কর্ত্তব্য, কিন্তু যে ব্যক্তি জাত্যন্তর হওয়া প্রযুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে পারে না শাস্ত্রে তাহাকে ভরণ পোষণ দেওয়ার বিধান নাই অতএব পতিত ও জাত্যন্তর হওন ভিন্ন অন্য কোন শারীরিক কি মানসিক দোষ প্রযুক্ত উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হইলেও ভরণ পোষণের প্রতি স্বত্ব নষ্ট হয়না অপর যে ব্যক্তি ক্লীব অন্ধ ইত্যাদি বিবিধ দোষে উত্তরাধিকারির অযোগ্য হয় তাহার যদি পুত্র কিম্বা পৌত্র থাকে তবে তাহারা তাহার স্থলে উত্তরাধিকারি হইতে পারে, যেহেতুক ঐ সকল দোষ যে ব্যক্তির থাকে সেই উত্তরাধিকারির অযোগ্য, তাহার সন্তানেরা অযোগ্য হইতে পারেনা, কিন্তু জাত্যন্তর দোষ প্রযুক্ত কেহ অযোগ্য হইলে তাহার যে সন্তান সে ঐ রূপে তাহার স্থলে উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা কেননা জাত্যন্তরিত ব্যক্তির ঔরসে যে পুত্র জন্মে সেও জাত্যন্তর হইয়া কাযেই উত্তরাধিকারির অযোগ্য, পরন্তু যদি জাত্যন্তর হওয়া ব্যক্তির জাতিভ্রষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে জাত কোন পুত্র থাকে তবে সেই পুত্র তাহার স্থলে ধনাধিকারী হইতে পারে যেহেতু তাহাকে জাত্যন্তর জ্ঞান করা যায় না।

মানসিক দোষ প্রযুক্ত উত্তরাধিকারি হইতে না-পারে তাহারা ভরণ পোষণ পায়।

ক্লীব ও অন্ধ ইত্যাদি দোষে যাহার উত্তরাধিকারিত্ব লোপ হয় তাহার সন্তানেরা অযোগ্য হয় না।

জাত্যন্তরিত ব্যক্তির সন্তান উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

এই অধ্যায়ের অনেক স্থানে লিখা গিয়াছে যে যে ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতি সন্ন্যাসী কি বানপ্রস্থ হয় তাহার দায়াধিকার থাকেনা অতএব ঐ সকল ব্যক্তিকেও এই স্থানে অযোগ্য উত্তরাধিকারিদের শ্রেণিতে গণ্য করা উচিত।

যতি সন্ন্যাসিরা উত্তরাধিকারির অযোগ্য।

পুত্রদিগের মধ্যে জারজ প্রভৃতি যে সকল সন্তান যে নিমিত্তে উত্তরাধিকারি হইতে পারেনা তাহার উল্লেখ আমরা পুত্রদিগের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে করিয়াছি, এই স্থানে এই মাত্র স্থূল লিখা আবশ্যক যে যে বিবাহ শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ নহে সেই বিবাহের সন্তানেরা উত্তরাধিকারি হইতে পারেনা, এবং অষ্ট প্রকার পুত্রের মধ্যে বর্ত্তমান কালে যাহারা ধনাধিকারি হইতে পারেনা ও ঔরস দত্তকাদি

জারজ ও অন্যান্য প্রকার সন্তানের উত্তরাধিকারিত্ব।

যাহারা অধিকারি হইতে পারে তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এস্থলে তাহা পুনরায় লিখা অনাবশ্যক

উপরোক্ত বিধান সকল স্ত্রী উত্তরাধিকারিণীদের সম্বন্ধে খাটে

পুরুষের উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হওয়ার যে সকল কারণ উপরে লিখা গেল সেই সকল কারণে স্ত্রীরও উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয়, অর্থাৎ যে সকল দোষের বিবরণ উপরে লিখা গিয়াছে সেই সকল দোষ যদি কোন উত্তরাধিকারিণীর থাকে তবে সেও ধনাধিকারিণী হইতে পারে না। অপর কোন ব্যক্তি জড় ক্লীব হওয়া ইত্যাদি কারণে

উপরোক্ত দোষ দ্বারা অযুক্ত বেহ উত্তরাধিকারির অযোগ্য হইলে তাহার স্ত্রী পুত্রাদি ভরণ পোষণ পায়।

যদি উত্তরাধিকারী হইতে না পারে এবং তাহার স্ত্রী ও কন্যা ইত্যাদি থাকে তবে যে ব্যক্তি তাহার স্বত্ব রহিত হওয়া প্রযুক্ত তাহার পরিবর্ত্তে ধনাধিকারী হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা ঐ স্ত্রী ও কন্যাদিগের ভরণ পোষণ হওয়া উচিত, এবং কন্যার যদি বিবাহ না হইয়া থাকে তবে তাহারও বিবাহ সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

১২ প্রকরণ।

হিন্দু উত্তরাধিকারিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা

শাস্ত্রানুসারে কোন ব্যক্তি কাহারো উত্তরাধিকারী হইলে ঐ উত্তরাধিকারির মৃত অধিকারির উদ্দেশে এবং তাহার সংসারের প্রতিপাল্য লোকদিগের প্রতি যেসকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য তাহার উল্লেখ আমরা উপরোক্ত কএক প্রকরণের স্থানেং করিয়াছি, আমরা এই স্থলে তদ্বৃত্তান্ত শৃঙ্খলা মত সংক্ষেপে লিখিব

ঋণ পরিশোধ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করা উত্তরাধিকারির মুখ্য কর্ম্ম

প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ এবং তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করণ এই দুই উত্তরাধিকারির মুখ্য কর্ম্ম মিতাক্ষরা এবং স্মৃতি চন্দ্রিকা ইত্যাদি পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশে চলিত গ্রন্থানুসারে পিতা যদি কোন সম্পত্তি না রাখিয়াও মৃত হন তথাপি তাঁহার সন্তানদিগের

দক্ষিণ পশ্চিম দেশের ব্যবস্থামতে পৈতৃক সম্পত্তি না থাকিলেও

নিকট পিতৃ ঋণ আদায় হইতে পারে এবং পিতৃ ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম এমত নহে কিন্তু পিতার সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক তাহা পরিশোধের জন্যে সন্তান সর্ব্বদা দায়ী, কিন্তু উক্ত

ব্যবস্থা বঙ্গদেশে খাটে কি না এবিষয়ে কেহ২ (সং) সন্দেহ করিয় কহেন যে বঙ্গদেশে পিতার ঋণ পরিশোধ করা যদিচ সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে তথাপি পিতার কোন সম্পত্তি না থাকিলে সন্তানকে দায়ী করা যাইতে পারেনা সে যাহাহউক সন্তানের যে পিতৃঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক এরূপ সকল গ্রন্থেই বিধি আছে এবং বঙ্গদেশে পিতৃ ঋণের নিমিত্তে যে সন্তান দায়ী নহে এ কথার কোন আদালতে বিচার হইয়া এপর্য্যন্ত নির্ণয় হয় নাই কেবল এক মোকদ্দমায় (হং) সদর আদালতের জজ্‌ রিড সাহেব এমত অভিমত লিখিয়াছিলেন যে পিতার সম্পত্তি না থাকিলেও পিতৃ ঋণের জন্যে সন্তান দায়ী অপর মৃত অধিকারী মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহাকেও কোন বস্তু দিবার অঙ্গীকার করিয়া যদি মৃত হন তবে তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের ঐ অঙ্গীকার পূর্ণ করাও এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে

সন্তান পিতৃ ঋণের জন্যে দায়ী

বঙ্গদেশে দায়ী কি ন তাহা সন্দেহ জনক

পিতার অঙ্গীকার পূর্ণ করা উত্তরাধিকারির কর্ত্তব্য।

অপর শাস্ত্র মতে মৃত অধিকারির পিণ্ডদান এবং তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করাই সকল অপেক্ষা উত্তরাধিকারিদের প্রধান কার্য্য এবং মৃত অধিকারির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে প্রথমতঃ তাহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ অন্য কার্য্য করা উচিত।

মৃত অধিকারির পিণ্ডদান ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করা আদৌ কর্ত্তব্য।

মৃত অধিকারির সংসারে পুত্র পৌত্র প্রভৃতি যদি কাহারো চূড়াকরণ উপনয়নাদি সংস্কার ক্রিয়া না হইয়া থাকে তবে তাহাদের সংস্কার ক্রিয়া উত্তরাধিকারির সম্পূর্ণ কর কর্ত্তব্য এবং ধনাধিকারির কোন কন্যার যদি বিবাহ না হইয় থাকে তবে তাহারও বিবাহ সমৃদ্ধ্যনুসারে ব্যয় পূর্ব্বক সম্পন্ন করা উচিত

মৃত অধিকারির সংসারের পুত্র পৌত্রাদির সংস্কার ক্রিয়া ও কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

মৃত অধিকারির সংসারে যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ শাস্ত্রমত ভরণপোষণ পায় তাহাদিগকে উপযুক্ত মত প্রতিপালন করা উত্তরাধিকারির আর এক মুখ্য কর্ম্ম. যথা যেং গতিকে পত্নী মৃত অধিকারির ধনাধিকারিণী না হয় সেই২ গতিকে পত্নী ও পিতামহী ও পিতার বিমাতা এবং বিমাত ও অবিবাহিত কন্যা ইত্যাদি যাঁহারা থাকেন ইহা-

মৃত অধিকারির সংসারের মাতা প্রভৃতি পোষ্য বর্গকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য

(সং) সর উলিয়ম জোনস, ষ্ট্রেঞ্জ্‌ সাহেবের স্মৃতি শাস্ত্র সংগ্রহ ১৬৭ পৃ-২ য় ভাগ ৭৮ পৃ। কোল ব্রুক সাহেবের বিবাদ ভঙ্গার্ণবের ভাষ টিপ্পনী ১ বালম ২৬৬ পৃ।

(হং) স নি—পরমানন্দ মুখুর্য্যা, আ- ঠাকুরদাস ঘোষ ওগয়রহ, রি— ১৮৪৭ স —৯ জুন।

দিগের সকলকে কুল মর্য্যাদ ও সঙ্গতি অনুসারে ভরণ পোষণ দেওয় আবশ্যক এবং যদি তাহাদের কেহ ভরণ পোষণ না পাওয় প্রযুক্ত তাহার দাবিতে নালিশ করে তবে আদালতের কর্ত্তব্য যে সংসারের যে আয় ও উৎপন্ন তাহ বিবেচনা পূর্ব্বক মাসিক যত টাকা দেওয়ান উচিত তত টাক ভরণ পোষণের নিমিত্তে নিবন্ধ করিয়া দেন এবং তদনুসারে ঐ টাক সংসারের যিনি কর্ত্তা হন তাঁহার নিকট আদায় হইতে পারে (অ২) কিন্তু পত্নীর বিষয়ে এই বিধান আছে যে সে যদি স্বামির গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিত্রালয়ে গিয় বাস করে তবে স্বামির উত্তরাধিকারির নিকট ভরণ পোষণ পাইতে পারে না (অ৩) কিন্তু পশ্চাৎ যদি পত্নী পুনরায় স্বামির গৃহে আসিয়া বাস করে এবং পতিব্রত ধর্ম্মে থাকে তবে স্বামির উত্তরাধিকারিদের নিকট উপযুক্ত মত ভরণ পোষণ পাইতে পারে (অ৩) আর ভরণ পোষণ শব্দের দ্বারা পত্নী প্রভৃতি যে কেবল অন্ন বস্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু পাইবেক না এমত নহে, কিন্তু সম্ভবানুসারে দান দক্ষিণা ও দৈব ক্রিয়া করণেরও উপায় তাঁহারা পাইতে পারেন।

নালিশ করিলে আদালত হইতে ভরণ পোষণ দেওয়ান যাইতে পারে।

পত্নী স্বামির গৃহ পরিত্যাগ করিয় গেলে ভরণ পোষণ পাইতে পারেন না।

ভরণ পোষণের অর্থ।

অপর মৃত অধিকারির সংসারে যাহারা জন্মান্ধ বধির মূক ও ক্লীব হওয়া প্রযুক্ত উত্তরাধিকারি হইতে পারেনা তাহাদিগকেও উত্তরাধিকারিদের যাবজ্জীবন যে ভরণ পোষণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক তদ্বিশেষ আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, আর মৃত অধিকারির জারজ সন্তানেরও যে তাহার সংসার হইতে ভরণ পোষণ পাইতে পারে ইহার উল্লেখ আমরা পিতা পুত্রের বিষয়ে করিয়াছি (ই৩)।

ক্লীব ও জন্মান্ধ প্রভৃতিরা ভরণ পোষণ পাওয়া উচিত।

জারজ সন্তানেরাও পায়

(অ২) স—নি—মোসম্মাৎ ভিনু, আ—কুলচন্দ্র, রি—১৮২৩ সা—২৪ মার্চ দীনসিংহ ওগয়রহ, আ—মোসম্মাৎ ঘনশ্যাম কুঙার ওগয়রহ, রি—১৮৪৭ সা ৬ সেপ্টেম্বর হরসুন্দরী গুপ্তা, অ নবগোবিন্দ সেন ওগয়রহ, রি—১৮৫০ স—২১ আগষ্ট। মোসম্মাৎ হর সুন্দরী, আ—মোসম্মাৎ বিলাস সুন্দরী, রি—১৮৫১ স—১৭ নবেম্বর রামধন ভট্টাচার্য্য, আ রামসুন্দরী দেবী, রি—১৮৫২ সা ১০ আগষ্ট।

(অ৩) স নি—উজ্জ্বলমনি দাসী, আ—জয়গোপাল চৌধুরী ওগয়রহ, রি—১৮৪৮ সা—১ জুন।

(আ৩) স-নি—হর সুন্দরী গুপ্ত, আ নবগোবিন্দ সেন ওগয়রহ, রি—১৮৫০ স—২১ আগষ্ট। রামধন ভট্টাচার্য্য আ—রামসুন্দরী দেবী, রি—১৮৫২ সা—১০ আগষ্ট।

(ই৩) ৮১ পৃষ্ঠা দেখ।

১১ অধ্যায়।

মুসলমানদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম

১ প্রকরণ।

উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে সাধারণ বিধান

মুসলমানের শরায় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে স্থাবর অস্থাবর অথবা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই, অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে এক বিধি খাটে। মুসলমানের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম এক।

কোন ব্যক্তির মরণ হইলে তাহার সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিরা পায়, কিন্তু যদি কেহ অনুদ্দেশ হয় ও তাহার কোন তত্ত্ব না পাওয়া যায় তবে তাহার জন্মাবধি ৯০ বৎসর অপেক্ষা করিয়া তথাপি যদি তাহার কোন তত্ত্ব না পাওয়া যায় তবে তাহার সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিরা বণ্টন করিয়া লইতে পারে (অ)। অনুদ্দেশ হওয়া ধনাধিকারির কথা।

গোলাম উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা, আর কোন ব্যক্তি যদি কাহাকেও হত্যা করে তবে ঐ হত্যাকারী ব্যক্তি যাহাকে বধ করে কখন তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা। এবং যদি দৈবাৎও হত্যা করে ও তজ্জন্যে দণ্ড প্রাপ্ত হয় তথাপি তাহার উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব লোপ পায়, কিন্তু বধ করা স্পষ্ট রূপে প্রমাণ না হইলে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব নষ্ট হয়না (আ)। যাহারা উত্তরাধিকারি হইতে পারেনা তাহার কথা। অপর কোন ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে তবে এমত গতিকেও তাহার উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব লোপ পায়, তাহাতে যদি কেহ উত্তরাধিকারী হওয়ার পর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তবে তাহার স্বত্ব নষ্ট হইতে পারেনা (ই) ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বন করিলে উত্তরাধিকারিত্ব লোপ পায়। পরন্তু এই বিধান এক্ষণে নিরর্থক হইয়াছে, যেহেতুক সরকার বাহাদুরের এলাকায় কেহ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি- ১৮৩২ সালের ৭ আইন ও ১৮৫০ সালের ২১

(অ) স—নি—মোসম্মাৎ বানি বিবী, আ—মোসম্মাৎ সাহেব জাদী, রি—১৮৩১ সা—১৫ এপ্রেল।

(আ) স—নি—শাহআবাদী খাঁ, আ—আলী নকী, রি ১৮০৩ সা—১২ আক্টোবর।

(ই) স নি—ওজিতুন্নিসা খানম, আ—মির্জা হসনআলী, রি—১৮০৮ সাল ৩০ ডিসেম্বর।

আইনের দ্বারা উক্ত বিধান রহিত হইয়াছে।

সেও তাহার উত্তরাধিকারিত্ব যে বঞ্চিত হইবেক না এমত বিধান ১৮৩২ সালের ৭ আইন ও ১৮৫০ সালের ৯ আইনের দ্বারা হওয়াতে এক্ষণে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা বলিয়া কোন মুসলমানের উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হইতে পারে না।

স্বদেশের রাজার অধীনত্ব অস্বীকার করিলে উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয়।

অপর যদি কোন ব্যক্তি স্বদেশের রাজার অধীনত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক ভিন্ন রাজার অধীন হয় যথা—স্বদেশাধিপতিদের বিপক্ষ কোন রাজার অধীন হয় তবে স্বদেশে তাহার উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয়।

জারজ সন্তানের উত্তরাধিকারিত্ব।

আর আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে জারজ সন্তানেরাও উত্তরাধিকারি হইতে পারেনা, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া বা অন্য কারণ বশতঃ তাহার সন্তানকে স্বীকার না করে তবে কেবল তন্নিমিত্তেই সেই সন্তানের স্বত্ব লোপ পাইতে পারে না।

অন্ধ ও উন্মাদ ব্যক্তি উত্তরাধিকারি হইতে পারে।

ধনাধিকারির মৃত্যুর পূর্ব্বে উত্তরাধিকারী স্বত্ব ত্যাগ করিতে পারে না।

উত্তরাধিকারিত্বের দাবী দ্বাদশ বৎসরের পরেও হইতে পারে

মৃতকের ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয় নির্ব্বাহ ও তাহার দেনা ও যে মরণ কালীন যে দান করে তাহা পরিশোধ হওয়া উচিত।

এতদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি অন্ধ কি উন্মাদ হওন প্রযুক্তও উত্তরাধিকারী হইবার অযোগ্য হয় না। আর কেহ যদি তাহার পিতা বা অন্য অধিকারির জীবদ্দশাতে আপন উত্তরাধিকারিত্ব ত্যাগ করে তবে তাহাও গ্রাহ্য হয়না যেহেতুক পূর্ব্বাধিকারী বর্ত্তমানে উত্তরাধিকারির সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব হয়না, অতএব ঐ স্বত্ব পরিত্যাগ করারও তাহার অধিকার নাই, ইহা ব্যতিরেকে শরাতে এমতও বিধান আছে যে উত্তরাধিকারিত্বের দাবি দ্বাদশ বৎসর কাল না করিলেও তাহা পশ্চাৎ করা যাইতে পারে কোন মুসলমানের মরণ হইলে তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি উত্তরাধিকারী পাইবার পূর্ব্বে আদৌ তদ্দ্বারা তিন কর্ম্ম হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রথমতঃ তাহার কবর ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথা সম্ভব ব্যয় দ্বারা নির্ব্বাহ হওয়া উচিত ও ঐ ব্যয় সঙ্গত্যানুসারে অতি অল্প কিম্বা অতি বাহুল্য হওয় কর্ত্তব্য নহে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হওয়ার পর মৃতকের যে দেনা থাকে তাহা পরিশোধ করা আবশ্যক (ঈ), এবং তন্মধ্যে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে যে মোহর আদা দেনা থাকে তাহাও আদায় হওয়া উচিত (উ), তৎপর মৃত ব্যক্তি মরণকালে যে দান

(ঈ) স নি বিশওয়াস খাঁ, অ — জীবন খাঁ, রি — ১৭৯৯ স — ৫ আগষ্ট

(উ) গোলামহুসেন আলী, আ — জিনত বিবী, রি — ১৮০১ সাল ২০ জুলাই ওজীউন্নিসা খানম, অ — মির্জাহুসেন আলী, রি — ১৮০৮ সা — ৩০ ডিসেম্বর

করিয়া যায় তাহা সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু শরার বিধি মতে কোন ব্যক্তি মরণকালে তাহার সম্পত্তির তৃতীয়াংশের ঊর্দ্ধ দান করিতে পারেনা করিলেও অসিদ্ধ (উ) অতএব কেহ সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অন্যূর্দ্ধ দান করিয়া মৃত হইলে তাহা তাহার সম্পত্তি হইতে দিয় যাহা অবশেষ থাকে তাহাই উত্তরাধিকারিরা পায়

আর কোন মুসলমান তাহার পুত্র কি অন্য কোন উত্তরাধিকারির উত্তরাধিকারিত্ব ইচ্ছামত রহিত করিতে পারেনা, বরং যদি তাহার অনেক উত্তরাধিকারির মধ্যে কেবল এক জন উত্তরাধিকারিকে সমুদয় সম্পত্তি কি সে ব্যবস্থামতে যাহা পাইতে পারে তদপেক্ষা অধিক দেয় তবে এমত দানও সিদ্ধ হয়না ও এক জন উত্তরাধিকারির স্বত্বের হানি করিয়া অন্য উত্তরাধিকারী অধিক অংশ পাইতে পারে না, ব্যবস্থানুসারে যাহার যে ভাগ সে তাহাই পায় (ঋ) কিন্তু কোন ব্যক্তি আপন জীবদ্দশায় তাহার সম্পত্তি ইচ্ছামত দান বিতরণ করিতে পারে অতএব কোন উত্তরাধিকারিকে বঞ্চিত করিবার মনস্থে যদি সে দানের উপলক্ষে সমুদায় সম্পত্তি দান করে কিম্বা এক উত্তরাধিকারিকে সম্পত্তির অধিকাংশ দেয় তবে ঐ মত দান অসিদ্ধ হইতে পারে না।

ধনাধিকারী কোন উত্তরাধিকারির স্বত্ব রহিত করিতে পারে না ও উত্তরাধিকারিদিগকে অসমভাগে সম্পত্তি দেওয়ারও ক্ষমতা নাই।

কিন্তু সে আপন জীবদ্দশায় তাহার সম্পত্তি ইচ্ছানুসারে বিতরণ করিতে পারে।

মুসলমানদিগের মধ্যে পুত্র পত্নী ও মাতা প্রভৃতি সকলেই একত্রে উত্তরাধিকারি হয়, এবং হিন্দুদিগের যেরূপে স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী হইলে তাহার সম্পত্তি ভোগের মাত্র অধিকার হয় দান বিক্রয়ের অধিকার হয় না, ও তাহার মরণান্তে ঐ সম্পত্তি তাহার স্বীয় উত্তরাধিকারিরা না পাইয়া ধনাধিকারির অন্য উত্তরাধিকারিরা পায়, মুসলমানদিগের তদ্রূপ নহে অর্থাৎ পুরুষ উত্তরাধিকারির সম্পত্তিতে

শরার বিধিমতে স্ত্রী উত্তরাধিকারিণীর দান বিক্রয় ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্বত্ব হয়

(উ) স নি কিশওর খাঁ, আ জীবন খাঁ, রি ১৭৯৯ সা ৯ আগষ্ট। রজিয়া বেগম, আ আকা মহম্মদ ইব্রাহিম, রি ১৮০৩ সা ৮ আগষ্ট সেখ বাহাদুর আলী, আ—সেখ ধুমন ওগয়রহ, রি—১৮০৮ সা—৮ আগষ্ট। মোসম্মাৎ সেভনী, আ-ভিতন ওবফে শহ্ অজিম আলী, রি ১৮১১ সা—১১ সেপ্টেম্বর। মহম্মদ আমিনুদ্দিন, আ মহম্মদ কবিরুদ্দিন, রি ১৮২৫ স—৩১ মার্চ

(ঋ) স—নি -হেদায়ৎ আলী খাঁ, আ-মোসম্মাৎ তাজান ওগয়রহ, রি-১৮৩৩ সা ৪ এপ্রেল। সৈয়দ লুত্ফ আলী, আ—মোসম্মাৎ ওসায়ম, রি—১৮৩৫ স—২৫ এপ্রেল।

যে স্বত্ব ও কর্ত্তৃত্ব হয় স্ত্রী উত্তরাধিকারিদেরও তাহাই হয় এবং তাহাদের মরণান্তে ঐ সম্পত্তি তাহাদের স্বীয় উত্তরাধিকারিরা পায়

শরামতে পিতার স্বত্বে পুত্র অধিকারি হইতে পারেনা। উদাহরণ।

আর হিন্দু শাস্ত্রমতে পিতার স্বত্বে পুত্র উত্তরাধিকারী হয় কিন্তু শরার বিধিমতে হইতে পারে না, অর্থাৎ হিন্দুদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির পাঁচ পুত্র থাকিলে তাহার এক পুত্র যদি মৃত হয় তবে ঐ পুত্রের যে সন্তান থাকে সেই তাহার পিতার স্থলে উত্তরাধিকারী হইয়া তাহার পিতামহের ধন তাহার খুড়াদিগের সহিত সমানাংশে পায়, কিন্তু মুসলমানদের এমত রীতি নাই ও কোন ব্যক্তির পিতামহ বর্ত্তমানে যদি পিতা মরেন এবং তাহার খুড়া থাকে তবে সে তাহার পিতামহ ধনের কোন অংশ পাইতে পারেনা ও তাহার খুড়া যাহারা থাকে তাহারাই ঐ ধন পায় (খ)। মুসলমানদিগের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে দুই মত আছে অর্থাৎ সুন্নি ও শিয়ামত সুন্নিমতাবলম্বিদের মত হইতে শিয়ামত বলম্বিদের মত কিঞ্চিৎ প্রভেদ অতএব আমরা প্রথমে সুন্নিদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম তাহা লিখিয়া পশ্চাৎ শিয়ামতাবলম্বিদের মতে যে প্রভেদ আছে তাহার বিবরণ লিখিব

২ প্রকরণ

সুন্নিমতাবলম্বিদের উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম

মুসলমানদিগের মধ্যে পুত্র পত্নী প্রভৃতি সম্পর্কীয়েরা প্রত্যেকে একত্রে উত্তরাধিকারি হয়।

হিন্দু শাস্ত্রমতে যেরূপে মৃত ব্যক্তির পুত্র পত্নী ভ্রাতা কি পিতা মাতা প্রভৃতি থাকিলে ইহারা তাবতেই একত্রে উত্তরাধিকারি না হইয়া কেবল যে পিণ্ডাধিকারী অর্থাৎ প্রথমতঃ পুত্র তদভাবে পত্নী ইত্যাদি একের অভাবে অন্য উত্তরাধিকারী হয় মুসলমানের শরায় তাহার বিপরীত বিধি আছে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি পুত্র পত্নী ও দুহিতা ইত্যাদি রাখিয়া মরে তবে তাহাদের মধ্যে কেবল একজন সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইয়া তাবতেই একত্রে উত্তরাধিকারি হয়, ও মৃত ব্যক্তির সহিত ঐ উত্তরাধিকারিদের যে সম্বন্ধ

(খ) স, নি—অমন, খাঁ আ—আবু মহম্মদ খাঁ ওগয়রহ, রি—১৮২৩ সাল—১৩ জানুয়ারি। আবদুল রহমন, আ—মদারী খাঁ ওগয়রহ, রি—১৮২৪ সা ১৭ আগষ্ট।

তাহা বিবেচনায় তাহাদের প্রত্যেকে যে নিয়ম ও পরিমাণে অংশ পাইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, ও তাহাদের মধ্যে কতককে অংশি ও কতককে অবশেষ অংশের অধিকারি বলিয়া প্রভেদ করা যায়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পিতা মাতা ও পত্নী এবং পুত্র ও কন্যা ইত্যাদি রাখিয়া যদি মৃত হয় তবে ইহারা যদিচ তাবতেই একত্রে তাহার উত্তরাধিকারি হয় তথাপি তাবতের তুল্যাধিকার হয় না ও তাহার মধ্যে কতকের যথা-পিতা মাতা ও পত্নীর প্রত্যেকের এক২ অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ সকল অংশ দিয়া সম্পত্তির অবশেষ যাহা থাকে তাহার অধিকারি যাহারা হয়, তাহাদিগকে অবশেষ অংশের অধিকারি বলা যায়, যথা কোন ব্যক্তি যদি তাহার পত্নী পিতা মাতা ও পুত্র রাখিয়া মরে তবে পত্নী পিতা ও মাতাকে অংশি বলা যাইবেক ও পুত্রকে অবশিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারি বলা যাইবেক যেহেতুক এমত স্থলে পত্নী আট অংশের এক অংশ ও পিতা মাতা প্রত্যেকে ছয় অংশের এক অংশ পাইবেক এজন্যে তাঁহারা অংশি ও তাহাদের অংশ দিয়া যাহা অবশেষ থাকে তাহার সমুদায় পুত্র পাইবেক অতএব পুত্র অবশেষ অংশের অংশী। স্বামী পত্নী, পিতা, মাতা, পিতামহ পিতামহী, এক মাতার অথচ পৃথক পিতার সন্তান যে ভ্রাত ও ভগিনী ও দুহিতৃ ও দৌহিত্রীকে সাধারণ মত অংশি বলা যায়, আর পুত্র ও পিতা, পিতামহ এবং তাঁহাদের সন্তানদিগকে অর্থাৎ খুড়া ও ভ্রাতা ইত্যাদি অবশিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারী ও বিষয় বিশেষে দুহিতা ও ভগিনী অবশেষ অংশের অধিকারিণী হয়

অংশি ও অবশেষ অংশির কথা।

অংশি ও অবশেষ অংশির উদাহরণ।

যাহারা অংশি ও যাহারা অবশেষ অংশের অংশি তাহাদের কথা।

কোন ধনাধিকারির যদি উপরোক্ত অংশি কি অবশেষ অংশিদের মধ্যে কেহই না থাকে তবে সে উইল পত্র দ্বারা যাহাকে তাহার সমুদায় সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া যায় সেই তাহার তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হয়, ও যদিচ কোন উত্তরাধিকারী থাকিলে সম্পত্তির তৃতীয়াংশের ঊর্দ্ধ উইল পত্রের দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে না তথাপি উক্ত মত উত্তরাধিকারী অভাবে মৃত ব্যক্তি তাহার সমুদায় সম্পত্তি যাহাকে অর্পণ করে সেই তাহার অধিকারী হয় (৯)

অংশি ও অবশেষ অংশি অভাবে ধনাধিকারী উইল পত্র দ্বারা যাহাকে তাহার সম্পত্তি অর্পণ করে সে উত্তরাধিকারী হয়।

(৯) মহম্মদ অমীনুদ্দিন, আ—মহম্মদ কবীরুদ্দিন, রি—১৮২৫ সা. ৩১ মার্চ।

কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে সরকার বাহাদুর মৃতকের সম্পত্তি পান

যদি কোন ব্যক্তির উপরে যে সকল উত্তরাধিকারির কথ লেখ গেল তাহাদের কেহই না থাকে তবে তাহার সম্পত্তি সরকার বাহাদুর পান আমব পশ্চাদুক্ত প্রকরণে অংশি ও অবশেষ অংশের অংশিদেব কথ লিখিব

১৩ প্রকরণ

অংশিদেব কথ

পুত্রের অংশ।

কন্যার অংশ।

পিতা মাতার অংশ।

মাতার অংশের বিশেষ বিধান

স্বামির অংশ।

স্ত্রীর অংশ।

ভ্রাতা ও ভগিনীর অংশ।

মুসলমান উত্তরাধিকারিদের মধ্যে যাহারা অংশি তাহাদের অংশ নিরূপণের নিমিত্তে কোরাণে যে সাধারণ বিধান আছে এবং যাহা কি সুন্নি, কি শিয়া সকল মতাবলম্বিদের সম্বন্ধে খাটে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই প্রথমতঃ সন্তানদিগের অংশের বিষয়ে এই নিয়ম আছে যে পুত্র সন্তান একা দুই কন্যা সন্তানের তুল্য অংশ পাইবেক অর্থাৎ কন্যা একাংশ পুত্র তাহার দ্বিগুণ অংশ পায় কিন্তু পুত্র সন্তান না-থাকিয়া কেবল কন্যা থাকিলেও কন্যা দ্বয়ের অধিক হইলে মৃত ধনাধিকারির সম্পত্তির তিন অংশের দুই অংশ পায়, কিন্তু একা কন্যা থাকিলে সে সম্পত্তির অর্দ্ধেক পায় আর মৃত ধনাধিকারী সন্তান রাখিয়া মরিলে পিতা মাতা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় অংশের একাংশ পান কিন্তু তাহার সন্তান না থাকিলে মাতা সম্পত্তির তিন অংশের একাংশ পান, পরন্তু যদি তাহার ভ্রাতা থাকে তবে মাতা ষষ্ঠাংশের অধিক পান না অপর স্ত্রী সন্তান না রাখিয়া মরিলে স্বামী তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক ও সন্তান থাকিলে চতুর্থাংশ পান তদনুরূপ স্বামী সন্তান না রাখিয়া মৃত হইলে স্ত্রী তাহার সম্পত্তির চতুর্থাংশ ও সন্তান থাকিলে আট অংশের একাংশ পায় কোন ব্যক্তির পুত্র পৌত্র কি পিতা অভাবে দূরস্থ সম্পর্কীয়েরা যদি তাহার উত্তরাধিকারি হয় তবে তাহার ভ্রাতা ও ভগিনী দুই জনের অধিক না থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় অংশের একাংশ পায় কিন্তু দুই জনের অধিক থাকিলে সকলেই তৃতীয়াংশ সমভাগে পায় অপর কোন নিঃসন্তান ব্যক্তির যদি কেবল এক ভগিনী থাকে তবে সে তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক পায় তদনুরূপ ভগিনীরও সন্তান না থাকিলে ভ্রাতা ভগিনীর

উত্তরাধিকারী হয় কিন্তু দুই ভগিনী থাকিলে তাহারা ভ্রাতার সম্পত্তির তিন অংশের দুই অংশ পায়, ও ভ্রাতা ভগিনী অনেক থাকিলে ভ্রাতারা দ্বিগুণ ও ভগিনীরা একগুণ হিসাবে অংশ পায় উপরোক্ত সাধারণ বিধি মতে কোন ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে এই কএক প্রকার অংশ থাকে, অর্থাৎ অর্দ্ধেক চতুর্থাংশ, দুই অংশের এক অংশ ষষ্ঠাংশ, ও অষ্টাংশ আমরা অংশিদের নামে ও তাহাদের প্রত্যেকের যে অংশ তাহার কথা নিম্নে লিখিব।

মৃতকের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে যত প্রকার অংশ থাকে ত হার কথা।

মুসলমান ধনাধিকারির দ্বাদশ জন অংশি আছে; তাহাদের মধ্যে পুরুষ চারি জন অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও স্বামী ও একমাতার উদরে অথচ ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত ভ্রাতা, এবং স্ত্রী আটজন অর্থাৎ পত্নী, কন্যা, পুত্র পৌত্রাদির অধতে যত পুরুষ হউক না কেন তাহাদের দুহিতা অর্থাৎ পৌত্রী, প্রপৌত্রী ইত্যাদি, সোদরা ভগিনী, বৈমাত্রেয় ভগিনী, এক মাতার গর্ব্ভে পৃথক পিতার ঔরসে জাত ভগিনী, মাতা ও পিতামহী, এই বার জন অংশি ও যে সকল অবশেষ অংশির কথা পশ্চাৎ লিখা যাইবেক তাহারা তাবতেই যে একত্র উত্তরাধিকারি হইয়া অংশ পায় এমত নহে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধনাধিকারির সহিত যাহার সম্বন্ধ অতি নিকট ও যে অংশির ও ধনাধিকারির মধ্যে কোন ব্যক্তি মধ্যে থাক প্রযুক্ত সম্পর্কের বিষয়ে কোন ব্যবধান নাথাকে তাহারা প্রথমে অংশ পায় ও তাহারা বিদ্যমানে যে অংশির ধনাধিকারির মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক ব্যবধান থাকে অথবা যাহার সহিত ধনাধিকারির সম্পর্ক দূর সে অংশ পাইতে পারেনা যথা-উক্ত দ্বাদশ অংশির মধ্যে ভার্য্যা, স্বামী, পিতা, মাতা ও কন্যা এই চারি জনের সহিত ধনাধিকারির সম্বন্ধ অতি নিকট ও তাহাদের এবং ধনাধিকারির মধ্যে অন্য কেহ ব্যবধান নাই এপ্রযুক্ত তাহারা তাবৎ গতিকে সকলের পূর্ব্বে অংশ পায় এবং তাহাদের অংশ কখন রহিত হইতে পারে না কিন্তু পিতামহ পিতামহী ও ভগিনী, ইহারা পিতা মাতা কি পুত্র বিদ্যমানে ও পৌত্র কি পৌত্রী ইত্যাদি পুত্র বিদ্যমানে অংশ পায়না যেহেতুক পিতামহ পিতামহীর ধনাধিকারির মধ্যে পিতা, ও পৌত্র পৌত্রীর মধ্যে পুত্র ব্যবধান থাকে এপ্রযুক্ত তাঁহারা পিতা কি পুত্র বিদ্যমানে অংশি হইতে

দ্বাদশ জন অংশির কথা।

অংশিরা যে ক্রমানুসারে অংশ পায় তাহার কথা

ধনাধিকারির সহিত যে অংশিদের সম্বন্ধ নিকট তাহারা প্রথমে ও তাহাদের দূর তাহারা পরে উত্তরাধিকারি হয়।

উদাহরণ।

ভার্য্যা স্বামী পিতামাতা ও কন্যা অন্য অংশিদের পূর্ব্বে অংশ পায়।

পারেন না, ও ঐ রূপে খুড় বিদ্যমানেও পৌত্র পিতামহের ধন পায় না কেননা পৌত্র অপেক্ষা খুড়া পিত মহের নিকট সম্পর্কীয়। পরন্তু উক্ত বিধিমতে যদিচ পিতা মাতা বিদ্যমানে ভ্রাতা ভগিনী অংশ পাইতে পারেনা তথাপি তাহাদের মধ্যে যে ভ্রাতা ও ভগিনী এক-মাতার গর্ব্ভে ভিন্ন পিতার ঔরসে জন্মে তাহাদের সম্বন্ধে উক্ত বিধি খাটে না এবং তাহারা পিতা, মাতা, বিদ্যমানে উত্তর ধিকারি হইতে পারে অপর পিতা, মাতা, ভার্য্যা স্বামী ও কন্যা এই কএক অংশির অংশ যদিচ কখন রহিত হয়না তথাপি তাহাদের অংশ সকল গতিকেই এক নহে ও তাহারা কখন অধিক কখন বা ন্যূন পরিমাণে অংশ পায় তদ্বিষয়ে এবং উপরোক্ত অংশিদের যে অংশ তাহা ক্রমে নিম্নে লিখা যাইতেছে

ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধে উক্ত বিধান খাটেনা।

পিতামাতার ও ভার্য্যাস্বামী এবং কন্যার অংশ বিষয় বিশেষে ন্যূনাধিক হওয়ার কথা।

ভার্য্যার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে স্বামির অংশ।

অপুত্রিকা পত্নী যে সম্পত্তি রাখিয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক স্বামী পায় কিন্তু পত্নীর যদি সন্তান অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি (অধতে যত পুরুষ হউক না কেন) তাহাদের কেহ থাকে তবে স্বামী সম্পত্তির চতুর্থাংশ মাত্র পান ও যাবৎ এমত প্রমাণ নাহয় যে তিনি ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাবৎ তাঁহার ঐ অংশ লোপ পাইতে পারেনা।

স্বামির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ভার্য্যার অংশ।

তদনুরূপ অপুত্রক স্বামী যে সম্পত্তি রাখিয়া মৃত হন তাহার চারি ভাগের এক ভাগ ভার্য্যা পায় কিন্তু স্বামির যদি পুত্র পৌত্রাদি সন্তান (অধতে যত পুরুষ হউক না কেন) কেহ থাকে তবে ভার্য্যা আট ভাগের এক ভাগ মাত্র পায়

দুহিতার অংশ।

দুহিতাকে যদিচ অংশির শ্রেণীতে গণনা করা যায় তথাপি মৃত অধিকারির যদি পুত্র থাকে তবে দুহিতা অংশ না পাইয়া ঐ পুত্রের সহিত অবশেষ অংশের অধিকারিণী হয়, ও ঐমত গতিকে সে পৃথক্ কোন অংশ নাপাইয়া সম্পত্তির অবশেষের পুত্র যাহা পায় তাহার অর্দ্ধেক পায়, কিন্তু মৃত অধিকারির যদি পুত্র নাথাকে ও দুহি-তাও একাধিক না হয় তবে ঐ দুহিতা সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ পায়, একাধিক থাকিলে দুহিতারা তাবতেই পিতার সম্পত্তির তিন ভাগের দুইভাগ তাহাদের মধ্যে সমভাগে পায়।

পৌত্রীর অংশ।

মৃত অধিকারির যদি পুত্র পৌত্র ও দুহিতা না থাকিয়া পৌত্রী থাকে তবে ঐ পৌত্রী সর্ব্বতোভাবে দুহিতার স্থলে ধনাধিকারিণী হইয়া

দুহিতা পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির যে পরিমাণে অংশ পাইত সেও তাহাই পায়, অর্থাৎ একা পৌত্রী থাকিলে সে সম্পত্তির অর্দ্ধেক, ও একাধিক থাকিলে তিনভাগের দুইভাগ পায়, কিন্তু যদি পৌত্রীর ভ্রাতা কি খুড়তত ভ্রাতা অর্থাৎ মৃত অধিকারির পৌত্র থাকে তবে এমত গতিকে দুহিতার ন্যায় পৌত্রীও স্বতন্ত্র কোন অংশ না পাইয়া ঐ পৌত্রের সহিত সম্পত্তির অবশেষ ভাগ পায় অর্থাৎ পৌত্র যাহা পায় তাহার অর্দ্ধেক তাহারা পায়।

পুত্র থাকিলে দুহিতারা অংশ নাপাইয়া পুত্রের সহিত সম্পত্তির অবশেষেরঅধিকারিণী হয়, সুতরাং দুহিতার অভাব হইলে পৌত্রীরা পুত্র বিদ্যমানে সম্পত্তির অবশেষের অধিকারিণী হয় না আর পুত্র না থাকিয়া একাধিক দুহিত থাকিলে তাহারা সম্পত্তির তিন অংশের দুই অংশ পায় এপ্রযুক্ত পৌত্রীরা কিছুই পাইতে পারে না, কিন্তু কেবল এক দুহিতা থাকিলে সে তিন অংশের দুই অংশ নাপাইয়া অর্দ্ধেক অংশ পায়, অতএব এমত গতিকে পৌত্রীরা সম্পত্তির ছয় অংশের একাংশের অধিকারিণী হয় আর মৃত ধনাধিকারির পুত্র না থাকিয়া যদি একাধিক কন্যা পৌত্র ও পৌত্রী থাকে তবে এমত গতিকে দুহিতারা তিন অংশের দুই অংশ পাইলে পৌত্রীরা পৃথক্ কোন অংশ পাইতে পারে না, কিন্তু অন্য অংশি অভাবে দুহিতার অংশ দিয়া অবশেষ যাহা থাকে তাহা ঐ পৌত্র ও পৌত্রীরা অবশেষ অংশের অধিকারি স্বরূপ পৌত্রেরা দ্বিগুণ ও পৌত্রীরা একগুণ এই পরিমাণে পায় ও এই বিধান প্রপৌত্রী প্রভৃতির প্রতিও খাটে। পৌত্রও পৌত্রীর অংশ।

পিতা বিষয় বিশেষে কেবল অংশী হন ও কখন ব অংশী ও অবশেষ অংশী উভয়ের স্বত্ব পান, অর্থাৎ ধনাধিকারী পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া মৃত হইলে তাহার পিতা সম্পত্তির ছয় অংশের একাংশ মাত্র পান কিন্তু তাহার পুত্র সন্তান না থাকিয়া যদি কেবল কন্যা বা পৌত্রী থাকে তবে এমত গতিকে পিতা আপন অংশ অর্থাৎ ছয় ভাগের একভাগ পান ও সম্পত্তির অবশেষেরও অধিকারী হন, পরন্তু যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র পুত্রী ও পৌত্রী, ইত্যাদি কোন সন্তান না থাকে তবে এমত স্থলে পিত বিশেষ কোন অংশ নাপাইয়া সম্পত্তির অবশেষের অধিকারী হন পিতার অংশ।

পিতামহের অংশ। পিতামহ পিতার ন্যায সম্পত্তির ছয় অংশের একাংশ পান, কিন্তু পিত বর্ত্তমানে তিনি কোন অংশ পাইতে পারেন না আর মাতা ও পিত মহী থাকিলেও পিতামহের উক্ত অংশ স্থির থাকে না যে-হেতুক পিতামহী পিত বিদ্যমানে অংশ না পাইলেও তিনি পিএতাবে পিতামহের সহিত অংশ পাইতে পারেন। তদ্ভিন্ন পিত এবং ভার্য্যা কি স্বামী বিদ্যমানে মাতা ভার্য্যাও স্বামির অংশ বাদে যাহা অবশেষ থাকে তাহারি তৃতীযাংশ পান কিন্তু পিত না থাকিয় কেবল পিতা-মহ থাকিলে মাত সমুদায় সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পান।

মাতার অংশ পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী প্রভৃতি সন্তান অথবা সে দর কি অসোদর ভ্রাতা কি ভগিনী থাকিলে মাতা সম্পত্তির ছয় অংশের একাংশ পান তদ্ভিন্ন অন্য সকল গতিকে তৃতীযাংশ পান, কেবল দুই গতিকে পান না অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও পিতা মাতা অথবা স্ত্রী হইলে তাহার স্বামী থাকিলে মাতা তৃতীয়াংশ পান না, যেহেতুক স্বামী ও পিতা মাতা থাকা স্থলে মাত তৃতীয়াংশ পাইলে স্বামির অর্দ্ধেক অংশ বাদ গিয়া পিতার নিমিত্তে কেবল ষষ্ঠাংশ থাকে (যথা-৬ টাকা মূল্যের সম্পত্তির স্বামী অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৩ টাক মাতা তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২ টাকা পাইলে স্বামী ছয় অংশ অর্থাৎ ১ টাকা মাত্র পান) ও ঐ রূপে ভার্য্যা ও পিতা মাতা থাকা স্থলে মাতা তৃতীয়াংশ পাইলে ভার্য্যার চতুর্থাংশ বাদ গিয়া পিতার জন্যে কেবল দ্বাদশ ভাগের পাঁচ ভাগ মাত্র থাকে (যথা-১২ টাকার সম্পত্তি থাকিলে ভার্য্যা চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৩ টাকা মাত তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪ টাক পাইলে পিতার জন্যে কেবল ৫ টাকা থাকে) ও এমত হইলে শরায় স্ত্রী ও পুরুষ একত্র উত্তর ধিকরী হইলে স্ত্রী একগুণ ও পুরুষ দ্বিগুণ পাইবাব যে বিধান আছে তাহার অন্যথ হয় অতএব উপরে জ দুই গতিকে স্বামির বা ভার্য্যার অংশ বাদ গিয়া যাহা অবশেষ থাকে তাহাবি তৃতীযাংশ মাত পান, ও অবশিষ্ট দুই অংশ পিতা পান ও তদ্দ্বারা উপরোক্ত বিধান অন্যথা না হইয় মাত একগুণ ও পিতা তাহার দ্বিগুণ অংশের অধিকারী হন।

উপরে লিখা গিয়াছে যে একাধিক ভ্রাতা ও ভগিনী থাকিলে মাতা ছয় অংশের একাংশ মাত্র পান কিন্তু পিতা বর্ত্তমান থাকিলে ভ্রাতা

কি ভগিনীরা কোন অংশ পাইতে পারে না (ইহার বিবরণ আমরা পশ্চাৎ লিখিব) অতএব মাতা তৃতীয়াংশ না পাইয়া অর্থাৎ ছয় ভাগের দুই ভাগ না পাইয়া যে এক ভাগ পান অবশিষ্ট এক ভাগ কে পাইবেক এই স্থলে তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে গ্রন্থ কর্ত্তারা উক্ত বিষয়ে অনেক তর্ক করেন, কিন্তু আবুহনীফা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কারক এই নির্ণয় করিয়াছেন যে ভ্রাতা ও ভগিনী থাকা প্রযুক্ত মাতা ষষ্ঠাংশ পাইলে তাঁহার অবশিষ্ট ঐ অংশ পিতা পান।

পিতামহী ও মাতামহী ছয়অংশের একাংশের অধিকারিণী হন ও পিতামহী মাতামহী উভয়েই থাকিলে তাঁহারা উভয়েই ঐ ষষ্ঠাংশ সমভাগে পান। কিন্তু মাতা যদি থাকেন তবে পিতামহী মাতামহী উভয়ের কেহই অংশ পান না যেহেতুক মাতা অভাবে মাত্র তাঁহাদের অধিকার অর্শে, পরন্তু মাতা না থাকিয়া যদি পিতা বা পিতামহ থাকেন তবে তাঁহারা বিদ্যমানে পিতামহীর অংশ মাত্র লোপ পায় মাতামহীর অংশ লোপ পায় না, ও তিনি মাতার অভাব হইলেই অংশ পান আর পিতামহী মাতামহী বর্ত্তমানে প্রপিতামহী ও প্রমাতামহী ইত্যাদি ঊর্দ্ধে যাঁহারা মৃত ব্যক্তি হইতে অধিক অন্তর তাঁহারা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না যথা-পিতামহী বর্ত্তমানে প্রপিতামহী কি প্রমাতামহী অংশ পাইতে পারেন না। পিতামহী ও মাতামহীর অংশ। প্রপিতামহী ও প্রমাতামহীর অংশ।

পিতা পিতামহ ও পুত্র পৌত্রাদি বিদ্যমানে ভ্রাতা ও ভগিনীরা উত্তরাধিকারি হইতে পারে না ঐ পুত্র পৌত্রাদি অথবা দুহিতা ও পৌত্রী না থাকিলে সোদর অর্থাৎ এক পিতা ও মাতা হইতে জাত ভগিনী এক হইলে সম্পত্তির অর্দ্ধেক ও একাধিক হইলে তিন অংশের দুই অংশ পায় যদি ভগিনীর সোদর ভ্রাতা থাকে তবে এমত গতিকে ভ্রাতা ও ভগিনীর নির্দ্দিষ্ট অংশ না পাইয়া সম্পত্তির অবশেষের অধিকারি হয় ও ভগিনী একগুণ ভ্রাতার দ্বিগুণ পরিমাণে পায়। ভ্রাতা ও ভগিনীর অংশ।

পিতা পিতামহ ও পুত্র পৌত্রাদি থাকিলে ভগিনীরা অংশ পান না, কিন্তু ঐ সকলের অভাবে দুহিতা ব পৌত্রী থাকিলে কেবল তাহারাই যে অবশেষ অংশের অধিকারিণী হইবেক ও ভগিনী মৃত অধিকারির অতি নিকট সম্বন্ধীয়া হইয়াও ঐ অবশেষের কিছুই পাই- যে গতিকে ভগিনী অবশেষ অংশ পায় তাহার কথা।

বেক না ইহা অতি অন্যায এপ্রযুক্তে শরায় বিধান আছে যে ঐ মত গন্তিকে ভগিনীরা দুহিতা ও পৌত্রীর সহিত অবশেষ অংশের অধি-কারিণী হইয়া এক ভগিনী থাকিলে ঐ অবশেষের অৰ্দ্ধেক ও একাধিক থাকিলে তিন অংশের দুই অংশ পাইবেক

বৈমাত্রেয় ভগিনীর অংশ

সোদরা ভগিনী না থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনীরা তাহাদের স্থলে ধনাধিকারিণী হয়, ও বৈমাত্রেয় ভগিনী একা থাকিলে অৰ্দ্ধেক, ও একাধিক থাকিলে তিন অংশের দুই অংশ পায় ও দুহিত এবং পৌত্রী থাকিলে তাহাদের সহিত অবশেষ অংশের অধিকারিণী হয় যদি বৈমাত্রেয় ভগিনীর সহিত সোদরা ভগিনী একের অনধিক থাকে তবে ঐ সোদরা ভগিনী অৰ্দ্ধেক অংশ পাইয়া একাধিক ভগিনী থাকিলে যে তিন অংশের দুই অংশ পাওয়ার বিধান আছে, তদনুসারে সোদরা ভগিনী অৰ্দ্ধেক পাইলে ঐ দুই অংশের যে অবশেষ থাকে তাহাই বৈমাত্রেয় ভগিনীরা পায। যথা-সম্পত্তিকে ছয় অংশে ভাগ করিলে এক সোদরা ভগিনী থাকিলে সে অৰ্দ্ধেক অর্থাৎ তিন অংশ পায় কিন্তু একাধিক থাকিলে চারি অংশ পাইত তাহাতে একাধিক সোদরা ভগিনী না থাকিয়া বৈমাত্রেয় ভগিনী থাকিলে সোদরা ভগিনী অৰ্দ্ধেক অর্থাৎ তিন অংশ ও চারিঅংশের যে এক অংশ বাকী থাকে তাহা বৈমাত্রেয় ভগিনীরা পায়, সুতরাং এক সোদরা ভগিনী থাকিলে বৈমাত্রেয ভগিনীর সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পায়, কিন্তু যদি সোদরা ভগিনী একাধিক থাকে তবে বৈমাত্রেয় ভগিনীদের অংশ একেবারে লোপ পায় যে হেতুক সকল সোদরা ভগিনী অংশ পাইলে সম্পত্তির চারি অংশই ব্যয় হয় ও বৈমাত্রেয় ভগিনীদের জন্যে কিছুই থাকে না পরন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যদি থাকে তবে বৈমাত্রেয় ভগিনীরাও ঐ ভ্রাতার সহিত অবশেষ অংশের অধি-কারিণী হইয়া ভ্রাতা একগুণ ও ভগিনীরা দ্বিগুণ অংশ পায়

বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অংশ।

এক মাতার গর্ভে ভিন্ন ঔরসে ভ্রাতৃ ভগিনীদের অংশ

এক মাতার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত ভ্রাতা ও ভগিনীরা দুহিতা, পুত্র, পৌত্রী, পিতা কি পিতামহ বিদ্যমানে কোন অংশ পাইতে পারে না ইহা ভিন্ন সকল গতিকে তাহার একের অনধিক হইলে ছয় ভাগের এক ভাগ ও একাধিক হইলে তিন অংশের এক অংশ পায় কিন্তু উক্ত প্রকার ভ্রাতা ও ভগিনীর অন্য ভ্রাতা

ওভগিনীর ন্যায় ভগিনী এক গুণও ভ্রাতা দ্বিগুণ না পাইয়া ভ্রাতা ভগিনী সকলেই সমানাংশে পায়।

৪ প্রকরণ।

অবশেষ অংশির কথা।

উপরে যে সকল অংশির কথা লিখা গেল তাহারা প্রথমে মৃত ধনাধিকারির সম্পত্তি হইতে আপনং অংশ লওয়ার পর সম্পত্তির যাহা অবশেষ থাকে তাহাতে যাহাদের অধিকার হয় তাহাদিগকে অবশেষের অংশি বলা যায়। অবশেষ অংশি কাহাকে বলা যায়।

যে ব্যক্তির সহিত স্ত্রীর দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধ না ঘটে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ও ধনাধিকারির মধ্যে কোন স্ত্রী না থাকে সেই অবশেষ অংশের অধিকারী। যথা-ভ্রাতা খুড় পিতামহ ইত্যাদি যাহাদের সহিত পুরুষ অর্থাৎ পিতার গতিকে সম্বন্ধ ঘটে তাহারা অবশেষ অংশি কিন্তু মাতামহ মাতুল ইত্যাদি যাহাদের সহিত স্ত্রী অর্থাৎ মাতার গতিকে সম্বন্ধ ঘটে তাহারা অবশেষের অংশি হইতে পারে না। যাহারা অবশেষ অংশি তাহাদের কথা।

এই বিধিমতে ঊর্দ্ধে পিতৃ পিতামহাদি ও অধতে পুত্র পৌত্রাদি এবং তাহাদের সন্তানেরা অবশেষ অংশের এই ক্রমানুসারে অধিকারি হয় অর্থাৎ প্রথমে পুত্র তদভাবে পৌত্র প্রপৌত্র ইত্যাদি ক্রমে অধতে যত পুরুষ না কেন হউক তাহাদের যে বর্ত্তমান থাকে সেই অবশেষ অংশের অধিকারী ও পুত্র পৌত্র না থাকিয়া প্রপৌত্র থাকিলে সেই অধিকারী হয়, কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে পিতার স্বত্বে পুত্র অধিকারী হইতে পারে না এ প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির বহু পুত্রের মধ্যে এক জন মৃত হইলে ঐ পুত্রের পুত্র তৎপিতার স্বত্বে অন্য পুত্রদের সহিত অংশ পাইতে পারে না পুত্র পৌত্রাদির পর পিতৃ পিতামহাদি ঊর্দ্ধে যত পুরুষ হউক না কেন তাহারা ক্রমে একের অভাবে অপর অর্থাৎ পিতার অভাবে পিতামহ এবং ক্রমে অবশেষ অংশের অধিকারি হয় পিতৃ পিতামহাদির পর তাঁহাদের সন্তানেরা অবশেষ অংশের অধিকারি হয় প্রথমে পিতার সন্তান অর্থাৎ ভ্রাতারা তাহাদের অভাবে তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি যাহারা থাকে তাহারা পুত্র পৌত্রাদি প্রথমে অবশেষের অংশি হয়। তৎপরে পিতৃ পিতামহাদি ঊর্দ্ধে পুরুষেরা অবশেষ অংশি হয়। তৎপরে তাঁহাদের সন্তানেরা যে ক্রমানুসারে

অবশেষ অংশি হয় তাহার কথা।

অধিকারি হয়, পিতার সন্তান না থাকিলে পিতামহের সন্তান অর্থাৎ খুড়া তদভাবে পুত্র পৌত্রাদি যাহারা থাকে তাহারা অবশেষ অংশ পায়। ও পিতামহের সন্তান না থাকিলে প্রপিতামহের সন্তান ও তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধ পুরুষ দিগের মধ্যে যিনি নিকট তাঁহার সন্তানেরা প্রথম ও যিনি তদপেক্ষা দূর তাঁহার সন্তানেরা তৎপরে এই ক্রম মতে অবশেষ অংশের উত্তরাধিকারি হয় অপর

তাহাদের সোদর ও অসোদরদের মধ্যে যে, ভেদ আছে তাহার কথা।

পিতৃ পিতামহের সন্তানদির মধ্যে যাহার বৈমাত্রেয় তাহার সোদর বর্ত্তমানে অধিকারি হইতে পারে না, কিন্তু সোদর অভাবে যাহারা বৈমাত্রেয় তাহারা অধিকারি হয়, যথা সোদর ভ্রাতা কি খুড়া বিদ্যমানে অসোদরদের অধিকার হয় না।

দুহিতা ও পৌত্রী যে গতিকে অবশেষ অংশিয়ে তাহার কথা।

অপর যেং গতিকে দুহিতা ও পৌত্রী অবশেষ অংশের অধিকারিণী হয় তাহার উল্লেখ উপরে করা গিয়াছে অর্থাৎ পুত্র না থাকিলে দুহিতা অংশ পায়, পুত্র থাকিলে তাহার সহিত অবশেষ অংশের অধিকারিণী হইয়া পুত্র দ্বিগুণ ও দুহিতা এক গুণ পায় ও তদস্বরূপ পুত্র কি পুত্রী অভাবে পৌত্রী ও পৌত্রের সহিত অবশেষ অংশের অধিকারিণী হয়। ইহা ভিন্ন দুহিতা ও পৌত্রী অবশেষ অংশের উত্তরাধিকারিণী হইলে সোদরা ও বৈমাত্রেয় ভগিনী যে রূপে তাহাদের সহিত অবশেষ অংশের ভাগ পায় তাহার বিবরণ আমরা উপরে লিখিয়াছি

গোলামের অবশেষ অংশি যে হয় তাহার কথা।

যদি কেহ কোন গোলামকে মুক্ত করে এবং ঐ মুক্ত ব্যক্তি উপরে যে সকল অবশেষ অংশির কথা লিখা গিয়াছে তদ্রূপ কোন অবশেষ অংশি না রাখিয়া মৃত হয় তবে ঐ মুক্তকারী ব্যক্তি ও তদভাবে তাহার যে অবশেষ অংশিরা ■ কে তাহার ঐ মুক্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারি হয় কিন্তু মুক্তকারির অংশির অথব তাহার স্ত্রী উত্তরাধিকারিরা মুক্ত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি পাইতে পারে ন

৫ প্রকরণ।

দূরস্থ সম্পর্কীয়দের কথা।

কোন ধনাধিকারির উত্তরাধিকারী হইবার নিমিত্তে উপরে যে সকল অংশি ও অবশেষ অংশির কথা লিখা গিয়াছে তাহাদের

কেহই না থাকিলে তাহার দূরস্থ সম্পর্কীয় যাহারা থাকে তাহারা তাহার ধনাধিকারি হয়। দূরস্থ সম্পর্কীয়দিগকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ও প্রথম শ্রেণীর কেহ না থাকিলে দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সম্পর্কীয়েরা ক্রমে একের অভাবে অপর উত্তরাধিকারি হয়

চারি শ্রেণীর দূরস্থ সম্পর্কীয়ের কথা।

দুহিতার ও পৌত্রীর কন্যা কি পুত্র সন্তানেরা এবং তাহাদের নীচে যত পুরুষ হউক না কেন তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর সম্পর্কীয় বলা যায়

প্রথম শ্রেণীর সম্পর্কীয়।

মাতামহ প্রমাতামহ ও প্রমাতামহী এবং মাতামহীর মাতা ও তাঁহার ঊর্দ্ধে যাঁহারা থাকেন এবং যাঁহারা অংশি কি অবশেষ অংশি হইতে পারেন না তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে গণ্য করা যায়

দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়।

সোদর কি বৈমাত্রেয় ভগিনীর কন্যা বা পুত্র ও ঐ প্রকার ভ্রাতার দুহিতা ও তাহাদের নীচে যত পুরুষ হউক না কেন এবং পৃথক পিতা অথচ এক মাতা হইতে জাত ভ্রাতার পুত্র ইহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে গণ্য করা যায়

তৃতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়।

খুড়া, পিসী, মাতুল এবং মাসী এবং তাঁহাদের পুত্র ও কন্যা সন্তান যত নীচে হউক না কেন ইহারা চতুর্থ শ্রেণীর সম্পর্কীয়

চতুর্থ শ্রেণীর সম্পর্কীয়।

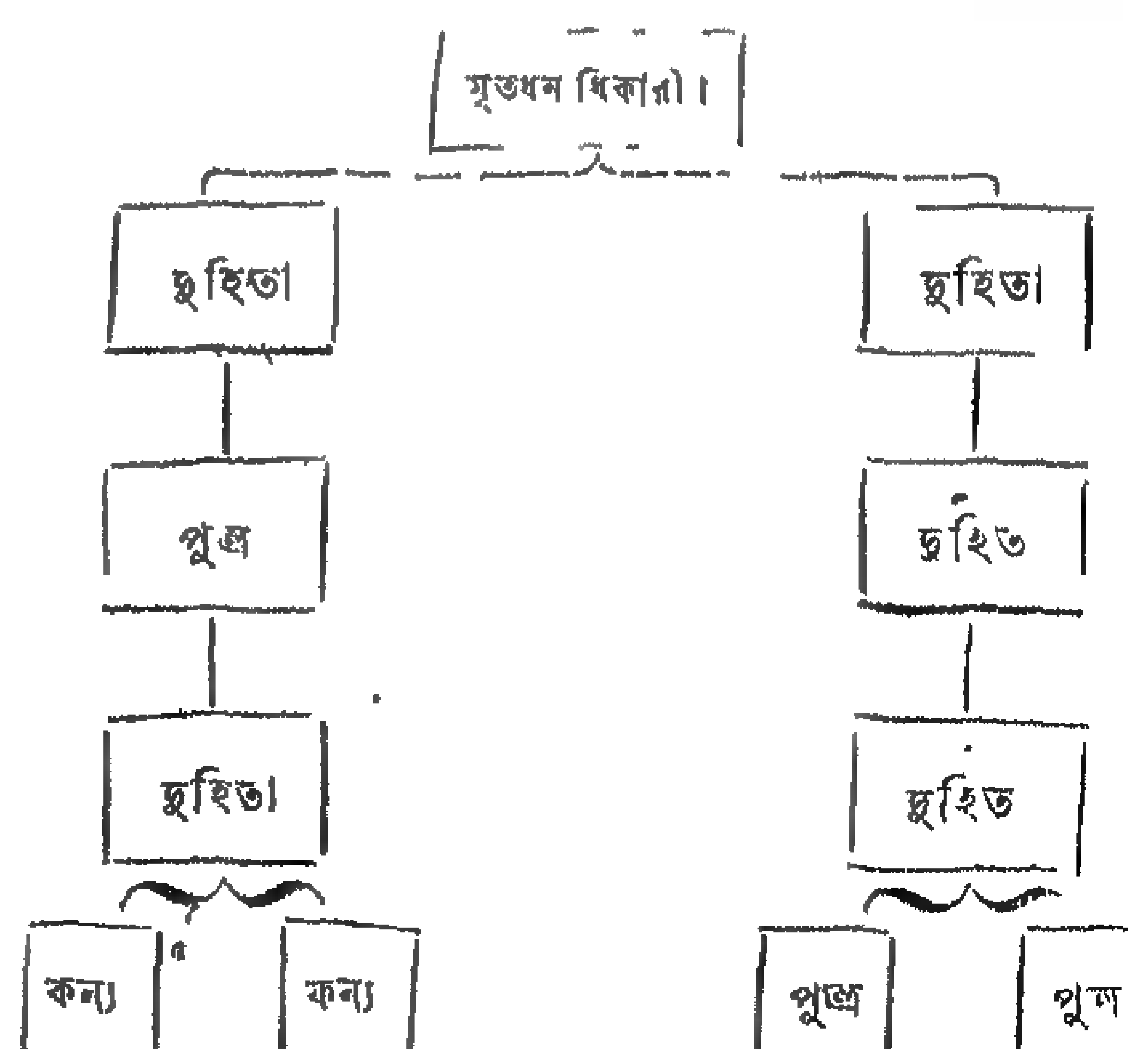
প্রত্যেক শ্রেণীর সম্পর্কীয়দিগের স্বত্ত্বে যে ইতর বিশেষ আছে তাহার বিবরণ এই অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে যে নিকট সে প্রথম ও যে তদপেক্ষা দূর সে তৎপরে উত্তরাধিকারী হয়, যথা-দৌহিত্রী বর্ত্তমানে পৌত্রীর দুহিতা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না যেহেতুক দৌহিত্রী ধনাধিকারী হইতে কেবল এক পুরুষ কিন্তু পৌত্রীর দুহিতা দুই পুরুষ ব্যবধান। আর দূরস্থ সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে যাহারা ধনাধিকারি হইতে তুল্যরূপে অন্তর তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অংশির স্বত্ত্বে উত্তরাধিকারী হয় অর্থাৎ যাহার পূর্ব্ব পুরুষ ধনাধিকারির অংশী ছিল সে, যে ব্যক্তি কোন অংশির স্বত্ত্বে উত্তরাধিকারী হয় না তাহার পূর্ব্বে অধিকারী হয় যথা-পৌত্রীর দুহিতা ও দৌহিত্রীর পুত্র উভয়েই ধনাধিকারী হইতে সমতুল্য অন্তর, কিন্তু পৌত্রীর দুহিতা যে পৌত্রীর স্বত্ত্বে অধিকারিণী হয় সে ধনাধিকারির অংশী ও ধনাধিকারিণী বটে কিন্তু দৌহিত্রী ঐ

প্রত্যেক শ্রেণীর সম্পর্কীয়ের মধ্যে যে নিকট সে প্রথমে ও যে তদপেক্ষা দূর সে তৎপরে উত্তরাধিকারী হয়।

প্রকার উত্তরাধিকারিণী নহে এনিমিত্তে দৌহিত্রীর পুত্র পৌত্রীর দুহিতা বিদ্যমানে অধিকারী হইতে পারে না। অতএব দূরস্থ সম্পার্কীয়দিগের মধ্যে যাহারা ধনাধিকারির হইতে সমান অন্তর তাহারা এবং যাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ উপরোক্ত মত ধনাধিকারির উত্তরাধিকারি হওন প্রযুক্ত বিশেষ স্বত্ব না পায় ইহারা সকলেই অংশি কি অবশেষ অংশি অভাবে দূরস্থ সম্পার্কীয় স্বরূপ তুল্যাংশে উত্তরাধিকারি হয় কিন্তু তাহাদের স্বত্বের বিষয়ে এই ইতর বিশেষ আছে যে তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মৃত ধনাধিকারির স্ত্রী উত্তরাধিকারির সম্বন্ধে উত্তরাধিকারী হয় অর্থাৎ যাহার পূর্ব্ব পুরুষ স্ত্রী হয় সে একগুণ ও যে ব্যক্তি পুরুষ উত্তরাধিকারির সম্বন্ধে উত্তরাধিকারী হয়, অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বপুরুষ পুরুষ হয় সে তাহার দ্বিগুণ অংশ পায়, ও শরায় অন্য সকল গতিকে পুত্র পৌত্রাদি পুরুষ উত্তরাধিকারী দ্বিগুণ ও দুহিতাদি স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী একগুণ পরিমাণে অংশ পাইবার যে বিধি আছে ঐ বিধি দূরস্থ সম্পার্কীয়দিগের আপনাদের স্বত্বের বিষয়ে না খাটিয়া তাহারা যাহার সম্বন্ধে উত্তরাধিকারি হয় তাহাদের প্রতি খাটে যথা-মৃত ধনাধিকারির যদি নিম্ন লিখিত মত এক কন্যার

দূরস্থ সম্পার্কীয়দিগের স্বত্বের মধ্যে যে ইতর বিশেষ আছে তাহার কথা

উদাহরণ।



পক্ষের দৌহিত্রের দুই দৌহিত্রী থাকে ও এক কন্যার পক্ষের দৌহি- ত্রীর দুই দৌহিত্র থাকে তবে প্রথমোক্ত দুই দৌহিত্রীও পশ্চাদুক্ত দুই দৌহিত্র মৃত ধনাধিকারি হইতে সমান অন্তর বিধায় দূরস্থ সম্প- র্কীয় বলিয় তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হয়, কিন্তু তা- হাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুই দৌহিত্রী দ্বিগুণ ও পশ্চাদুক্ত দুই দৌহিত্র তাহাদের অর্দ্ধেক অর্থাৎ একগুণ পায় যেহেতুক দৌহিত্রী দ্বয় পুরুষ উত্তরাধিকারির অর্থাৎ ধনাধিকারির দৌহিত্রের সন্ততি কিন্তু পশ্চা- দুক্ত দুই দৌহিত্র স্ত্রী উত্তরাধিকারি অর্থাৎ ধনাধিকারির দুহিতার সন্ততি বলিয়া উত্তরাধিকারি হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়েরা যে ক্রমানুসারে উ- ত্তরাধিকারি হয় তাহার কথা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়দিগের মধ্যেও যে ধনাধিকারী হইতে অন্তর সে পরে ও যে নিকট সে তাহার পূর্ব্বে উত্তরাধিকারী হয়, ও তদস্বরূপ যে ব্যক্তি স্ত্রী উত্তরাধিকারিণীর স্বত্বে অধিকারিণী হয় তদপেক্ষা পুরুষ উত্তরাধিকারির স্বত্বে যে ব্যক্তি অধিকারী হয় সে প্রশস্ত উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যদি একজন মাতৃপক্ষের ও এক জন পিতৃ পক্ষের সম্পর্কীয় হয় তবে তাহারা স্ত্রী হউক কি পুরুষ হউক তাহাদের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ না হইয়া পিতৃ পক্ষের সম্পর্কীয়েরা তিন অংশের দুই অংশ ও মাতৃপক্ষের সম্পর্কীয়ের অবশিষ্ট একাংশ পায় যথা—যদি মাতামহ ও প্রমাতা- মহী থাকে তবে প্রমাতামহী অপেক্ষা মাতামহ নিকট অতএব উভ- য়ের মধ্যে মাতামহ প্রশস্ত উত্তরাধিকারী, কিন্তু যদি প্রমাতামহ ও প্রমাতামহী থাকে তবে তাঁহারা উভয়েই ধনাধিকারি হইতে তুল্য অন্তর ও এক মাতৃপক্ষের সম্পর্কীয় এবং উভয়েই পুরুষ উত্তরাধি- কারির স্বত্বে ধনাধিকারি হন অতএব এমত স্থলে উচিত যে তাঁহা- দের মধ্যে যিনি স্ত্রী তাঁহাকে একগুণ ও যিনি পুরুষ তাঁহাকে দ্বিগুণ অংশ দেওয়া যায়।

পিতৃ পক্ষের স- ম্পর্কীয়েরা মাতৃ পক্ষের সম্পর্কী- য়দিগের সহিত অসমভাগে অংশ পাওয়ার কথা।

প্রথম শ্রেণীর সম্পর্কীয়দিগের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যে সকল বিধি খাটে তৃতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়েরা অর্থাৎ ভাতিজা [illegible] ভাতি- জিরাও সেই সকল বিধিমতে উত্তরাধিকারি হয় কিন্তু এক মাতা অথচ ভিন্ন পিতার সম্পর্কীয় যাহারা ভ্রাতা [illegible] ভগিনী তাহারা তুল্যাংশ পাওয়ার যে বিধান আছে তাহা তাহাদের পুত্র ও কন্যাদের প্রতি

প্রথম শ্রেণীর সম্পর্কীয়ের ন্যা- য় তৃতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়েরা উ- ত্তরাধিকারি হয়।

কিন্তু ভিন্ন পি- তৃর সম্পর্কীয়

যাহারা ভ্রাতৃ ও ভগিনী ও হ দের সন্তানেরা ভূ-ম্যাংশ প য় না।

উদাহরণ

খাটে না ও পুত্রেরা কন্যার দ্বিগুণ অংশ পায় এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে যে ক্রমের উল্লেখ উপরে করা গিয়াছে তদনুসারে ভাতিজ ও ভাতিজী ইত্যাদি দূরস্থ সম্পর্কীয়ের শ্রেণীতে অংশ পায় যথা-মৃত ধনাধিকারির নিম্নলিখিত মত যদি ভাতিজা ও ভাতিজী থাকে অর্থাৎ সোদর ও বৈমাত্রেয় দুই ভ্রাতার প্রত্যেকের কন্যা ও ঐ প্রকার ভগিনীর কন্যা ও পুত্র, ও এক মাতা অথচ ভিন্ন পিতা হইতে জাত ভগিনীর এক পুত্র ও ঐ প্রকার ভ্রাতার কেবল এক কন্যা থাকে তবে সম্পত্তির তৃতীয়াংশ ভিন্ন পিতা হইতে জাত ভ্রাতা ও ভগিনীর সন্তানেরা সমভাগে পায় ও ভগিনীর পুত্র ও কন্যা দুইজন থাকা প্রযুক্ত দুই সন্তান দুইভাগ ও ভ্রাতার দুহিতা এক ভাগ এই পরিমাণে ঐ তৃতীয়াংশ পায় অপর সম্পত্তির অবশিষ্ট দুই অংশ সোদর ভ্রাতা ও ভগিনীরা পায় কিন্তু ভগিনীর দুই সন্তান ও ভ্রাতার এক সন্তান থাকা প্রযুক্ত ভগিনীর দুই সন্তান ভ্রাতার এক সন্তানের দ্বিগুণ অর্থাৎ সম্পত্তির দুই অংশের একাংশ ভগিনী ও একাংশ ভ্রাতার সন্তানেরা পায় এবং ভগিনীর ঐ এক অংশকে তিন ভাগ করিয়া তাহার পুত্র দুই অংশ ও কন্যা একাংশ পায় পরন্তু এক মাতার ও ভিন্ন পিতা হইতে জাত ভ্রাতৃ ও ভগিনীরা কি তাহাদের সন্তানেরা সোদর ভ্রাতা ও ভগিনী বর্ত্তমানে অংশ পাইতে পারে না।

চতুর্থ শ্রেণীর সম্পর্কীয়েরা যে ক্রমানুসারে উত্তরাধিকারি হয় তাহার কথা।

চতুর্থ শ্রেণীর সম্পর্কীয় অর্থাৎ খুড়া পিসী, মাতুল ও মাসী ও মাতুলানী এবং তাঁহাদের সন্তানেরা নিম্নোক্ত বিধি মতে উত্তরাধিকারি হয়, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যাহারা সোদর তাহারা প্রথমে ও যাহারা বৈমাত্রেয় তাহারা তৎপরে অধিকারি হয়, যথা-পিতা মাতার সোদর ভ্রাতা কি ভগিনী বিদ্যমানে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কি ভগিনীর উত্তরাধিকারি হইতে পারে না, ইহা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে যাহারা এক পিতার অথচ ভিন্ন মাতার সন্তান তাহারা এক মাতার অথচ ভিন্ন পিতার সন্তান অপেক্ষা প্রশস্ত উত্তরাধিকারি, যথা-যে খুড়া কি পিসী পিতার সহিত এক পিতামহের সন্তান না হইয়া কেবল এক পিতামহীর সন্তান হয় তদপেক্ষা যে খুড়া কি পিসী এক পিতামহের কিন্তু পৃথক্ ২ পিতামহীর সন্তান হয় তাঁহারা প্রশস্ত উত্তরাধিকারি কিন্তু যদি পিতৃ

বৈমাত্রেয় ও সোদর সম্পর্কীয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ।

পক্ষের খুড়া কি পিসী ইত্যাদি সম্পর্কীয় সোদর অর্থাৎ এক পিতা-মাতার হয় অথচ মাতৃ পক্ষের মাতুল কি মাসী বৈমাত্রেয় হয় তবে এমত গতিকে মাতৃ পক্ষের সম্পর্কীয়দের স্বত্ব একেবারে লোপ না হইয়া পিতৃ পক্ষের ঐরূপ সম্পর্কীয়েরা দ্বিগুণ ও মাতৃপক্ষের সম্পর্কীয়েরা একগুণ এই পরিমাণে অংশ পায়। অপর চতুর্থ শ্রেণীর সম্পর্কীয়েরা ধনাধিকারি হইতে যদি সমতুল্য অন্তর হয়, যথা-খুড়া ও পিসী মাতুল ও মাসী তবে তাহাদের মধ্যে যে পুরুষ সে স্ত্রীর দ্বিগুণ পায় যথা-খুড়া দ্বিগুণ ও পিসী একগুণ এই ক্রমে পান।

ধনাধিকারি হইতে যে সম্পর্কীয়েরা সমতুল্য অন্তর তাহাদের মধ্যে স্ত্রী সম্পর্কীয় একগুণ ও পুরুষ সম্পর্কীয় দ্বিগুণ পায়

চতুর্থ শ্রেণীর সম্পর্কীয়দিগের অভাবে তাহাদের সন্তানেরা অর্থাৎ খুড়াতত পিসীতত মামাতত ও মাসীতত ভ্রাতারা নিম্নোক্ত বিধিমতে উত্তরাধিকারি হয় অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যাহারা নিকট তাহারা প্রথমে ও যাহারা তদপেক্ষা দূর তাহারা তৎপরে অধিকারি হয় ও স্ত্রী পুরুষ ভেদ না করিয়া যে ব্যক্তি অবশেষ অংশির স্বত্বে উত্তরাধিকারী হয় না তদপেক্ষা যে অবশেষ অংশির স্বত্বে উত্তরাধিকারী হয় সে প্রশস্ত উত্তরাধিকারী যথা-পিসী যদি পিতার সোদরা ভগিনী হয় তবে ঐ পিসীর সন্তান যে খুড়া পিতার সোদর ভ্রাতা নহে তাঁহার সন্তানের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারী হয়, যেহেতুক পিতার অসোদর ভ্রাতৃপুত্রাপেক্ষা তাঁহার সোদরা ভগিনীর পুত্র নিকট কিন্তু যদি খুড়া ও পিসী উভয়েই পিতার সোদর ভ্রাতা ও সোদরা ভগিনী হয় তবে ঐ মত খুড়ার সন্তান বিদ্যমানে পিসীর সন্তান উত্তরাধিকারী হইতে পারে না যে হেতুক খুড়া অবশেষ অংশের অংশী হন কিন্তু পিসী হইতে পারেন না অতএব অংশির সন্তান, যে ব্যক্তি অংশী নহে তৎপূর্ব্বে উত্তরাধিকারী হয় অপর মাতৃপক্ষের মামাতত কি মাসীতত ভ্রাতা ও পিতৃপক্ষের খুড়াতত কি পিসীতত ভ্রাতা ইত্যাদি উভয় পক্ষেরি সম্পর্কীয়েরা এবং ঐ ভ্রাতারা সোদর হউক কি বৈমাত্রেয় মাসী পিসীর সন্তান হউক উভয় পক্ষের ভ্রাতারাই একত্রে উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু পিতৃপক্ষে খুড়াতত পিসীতত ভ্রাতারা সম্পত্তির তিন অংশের দুইঅংশ ও মাতৃপক্ষে মাসীতত ও মামাতত ভ্রাতারা তিন অংশের একাংশ পায় যদি খুড়া মাতুলাদির সন্তানেরা ধনাধিকারি হইতে সমতুল্য অন্তর হয় এবং সকলেই সোদর কি অসোদর হওন প্রযুক্ত

চতুর্থ শ্রেণীর সম্পর্কীয়াভাবে তাহাদের সন্তানেরা যে ক্রমানুসারে উত্তরাধিকারি হয় তাহার কথা।

মামাতত ও মাসীতত ভ্রাতা ও খুড়াতত কি পিসীতত ভ্রাতাদের স্বত্ব।

তাবতের তুল্য স্বত্ব হয়, তবে তাহাদের মধ্যে এই ইতর বিশেষ হইবেক যে কন্যা সন্তানেরা অর্থাৎ খুড়াতত মামাতত ভগিনীরা একগুণ ও পুত্র সন্তানেরা অর্থাৎ খুড়াতত মামাতত ভ্রাতারা দ্বিগুণ পাইবেক

উপরে ক্ত ভ্রাতাদের সন্তান দিগের উত্তরাধিকারিত্ব।

খুড়াতত কি মামাতত ভ্রাত ইত্যাদি না থাকিলে তাহাদের সন্তানেরা অধতে যত পুরুষ হউক না কেন তাহারা ক্রমে উত্তরাধিকারি হয়, উক্ত ভ্রাতারা উপরোক্ত যে২ বিধি অনুসারে উত্তরাধিকারি হয় তাহারাও সেই২ বিধিমতে উত্তরাধিকারি হয়

ঐরূপে কোন সন্তানাভাবে পিতা মাতার, পিতামহ পিতামহী ইত্যাদি ঊর্দ্ধ পুরুষদিগের পিসী মাসী ইত্যাদি ও তাঁহাদের সন্তানেরা উত্তরাধিকারি হয়।

উপরে যে সকল উত্তরাধিকারির কথা লিখা গেল তাহাদের যদি কেহই নাথাকে তবে মৃত ধনাধিকারির পিতা মাতার যে খুড়া পিসী মাসী কি মাতুল থাকেন তাঁহারা ও তাঁহাদের অভাবে তাঁহাদের সন্তানেরা উপরে যাহাদের অভাবে যাহারা উত্তরাধিকারি হওয়ার ক্রম লিখা গিয়াছে তদনুসারে উত্তরাধিকারি হয়। যদি পিতা মাতার খুড়া মাতুল ও পিসী মাসী কি তাঁহাদের সন্তান কেহ নাথাকে তবে পিতামহ পিতামহী তদভাবে প্রপিতামহ প্রপিতামহী ও তাঁহাদের ঊর্দ্ধে যত পুরুষ হউক না কেন তাঁহাদের খুড়া পিসী মাসী ও মাতুল এবং তাঁহাদের সন্তান যাহারা থাকে তাহারা উপরোক্ত ক্রমমতে উত্তরাধিকারি হয় এই সকল তাবৎকে দূরস্থ সম্পর্কীয়ের শ্রেণীতে গণ্য করা যায় ও যখন দূরস্থ সম্পর্কীয়ের অভাব হয় তখন মৃত ধনাধিকারির যাহারা উত্তরাধিকারি হয় তাহার বৃত্তান্ত আমরা পুর্ব্বেই লিখিয়াছি।

৬ প্রকরণ

শরার বিধিমতে সম্পত্তি বণ্টনের ক্রম।

আমরা পুর্ব্বোক্ত কএক প্রকরণে মুসলমানদিগের মধ্যে মৃত ধনাধিকারির সম্পত্তির যাহারা উত্তরাধিকারি হয় এবং অনেকে একত্র উত্তরাধিকারি হইলে প্রত্যেকে যে পরিমাণে সম্পত্তির অংশ পায় তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়াছি, এক্ষণে ঐ উত্তরাধিকারিদের মধ্যে সম্পত্তি যে ক্রমানুসারে বণ্টন হওয়া উচিত তাহার বিবরণ আমরা লিখিব।

উত্তরাধিকারিদের মধ্যে সকলেই অথবা তাহাদের মধ্যে কেহ যদি মৃত ধনাধিকারির সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইতে চাহে এবং বণ্টন করিলে ঐ সম্পত্তির প্রতি কোন হানি না হয় তবে তাহারা উক্ত সম্পত্তি আপন২ অংশ মত ভাগ করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যদি সম্পত্তির কোন হানি করণ বিনা বণ্টন হইতে না পাবে অথবা ঐ সম্পত্তি বিবিধ প্রকারের বস্তু হয় তবে তাবৎ অংশির অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা ভাগ করা যাইতে পারেনা। যে গতিকে সম্পত্তি বণ্টনের প্রতি তাবৎ অংশির অনুমতি আবশ্যক তাহার কথা।

যে সম্পত্তি ভাগ হইবেক তাহা যদি নগদ না হয় তবে প্রত্যেক অংশির অংশে যে সকল দ্রব্য দেওয়া যায় তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া অংশের পরিমাণ অনুসারে দ্রব্য সকলের একং ভাগ করা কর্ত্তব্য। নগদ সম্পত্তি বিনা দ্রব্য সকল বণ্টনের ক্রম।

অপর কখন২ আসল সম্পত্তি এজমালিতে রাখিয়া তাহার উপস্বত্ব ভাগ করার অথবা তাহা পালামত উপভোগ করণের ব্যবহার আছে, কিন্তু যদি অংশিদের মধ্যে কেহ আসল সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে চাহে ও কেহ কেবল উপস্বত্বের অংশ চাহে তবে এমত গতিকে আসল সম্পত্তিই বণ্টন হওয়া উচিত। আসল সম্পত্তি কিম্বা তদুপস্বত্বের ভাগ।

অংশিদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন হওয়ার পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি হইতে প্রথমে মৃত ধনাধিকারির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয় নির্ব্বাহ ও তাহার দেনা পরিশোধ এবং মরণ কালীন যাহাকে যে দান করিয়া থাকে ঐ দান সম্পূর্ণ এই কএক কর্ম্ম সিদ্ধি হওয়া আবশ্যক, ইহার বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ঐ তিন কার্য্যে যে ব্যয় আবশ্যক তাহা নির্ব্বাহ হওয়ার পর সম্পত্তির যে অবশেষ থাকে তাহাই উত্তরাধিকারিদের মধ্যে বণ্টন হয় যদি ধনাধিকারির মরণের পর ও বিভাগের পূর্ব্বে তাহার সম্পত্তি কোন অংশে বৃদ্ধি হয় তবে তাহাও তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া তাহা হইতে আদৌ উপরোক্ত ব্যয় সকল নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। মৃত ধনাধিকারির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয় নির্ব্বাহ ও তাহার দেনা পরিশোধ এবং তাহার প্রতিশ্রুত দান সম্পন্ন এই কএক কর্ম্ম সম্পত্তি বণ্টনের পূর্ব্বে সম্পন্ন হওয়া উচিত।

উপরোক্ত ত্রিবিধ কার্য্যে ব্যয় হইয়া সম্পত্তির যে অবশেষ থাকে তাহা ধনাধিকারির উত্তরাধিকারিরা পায় ও ঐ উত্তরাধিকারিদের যাহাদিগকে অংশি বলিয়া আমরা উপরে লিখিয়াছি তাহারা প্রথমে আপন২ অংশ শরায় যে পরিমাণ লিখিত আছে ঐ পরিমাণ মতে পায়, ও তাহারা আপন২ অংশ লওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে অংশিরা আপন২ অংশ লইলে সম্পত্তির অবশেষ অবশেষ অংশিরা পায়।

তাহা আমরা যাহাদিগকে অবশেষের অংশি বলিয়া লিখিয়াছি তাহারা পায় ও অনেক অংশি থাকিলে সম্পত্তিকে নানা অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশিকে আপনং অংশ দেওয়া উচিত যথা কোন ব্যক্তি যদি এক স্ত্রী এবং পুত্র ও কন্যা রাখিয়া মৃত হয় তবে তাহার সম্পত্তির ২৪ ভাগ করিয়া স্ত্রীকে ঐ ২৪ ভাগের অষ্টাংশ অর্থাৎ তিন ভাগ দিয়া যে ২১ ভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে পুত্র কন্যার দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৪ ভাগ ও কন্যা একগুণ অর্থাৎ ৭ ভাগ পায়। ঐ রূপ যদি কেহ পিতা মাতা ও ১০ কন্যা ও এক খুড়া রাখিয়া মৃত হয় তবে সম্পত্তি ৬ ভাগ করিয়া পিতা মাতা প্রত্যেক ছয় ভাগের এক ভাগ করিয়া পান, কন্যারা ৩ অংশের দুই অংশ অর্থাৎ ৬ ভাগের [illegible] ভাগ পায়, কিন্তু ৪ ভাগ ১০ কন্যার মধ্যে ভাগ না ভাঙ্গিলে হইতে পারে না অতএব ঐ ৪ ভাগকে পুনরায় ২০ অংশ পূর্ব্বক ১০ কন্যার প্রত্যেককে দুই অংশ দেওয়া উচিত।

স্ত্রী এবং পুত্র ও কন্যার মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের উদাহরণ।

অংশিদের অংশ দিয়া যে অবশেষ থাকে তাহা অবশেষ অংশিরা যে ক্রম নুসারে বণ্টন করিয়া লইবেক তাহার কথা।

ধনাধিকারির সম্পত্তি বিভাগ পূর্ব্বক অংশিদের অংশ দিয়া যাহা অবশেষ থাকে তাহা অবশেষ অংশের অংশিরা পায়, কিন্তু যদি অংশিদের অংশ দিয়া যে উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা পাইবার যোগ্য অবশেষ অংশের অংশী কেহই না থাকে তবে ঐ উদ্বর্ত্ত সম্পত্তি ধনাধিকারী পুরুষ হইলে তৎ স্ত্রী ও স্ত্রী হইলে তৎ স্বামী ব্যতিরেকে জ্ঞাতি ও সম্পর্কীয়দের মধ্যে উপরের লিখিত যেং অংশি বর্ত্তমান থাকে তাহারা আপনং অংশানুসারে ভাগ করিয়া লইতে পারে, যথা, কাহারো মাতা ও এক কন্যা ও এক পৌত্রী থাকিলে মাতা ও পৌত্রী [illegible] ভাগের এক ভাগ কন্যা অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৩ ভাগ, পাইয়া ৬ ভাগের যে এক ভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহা অন্য অবশেষ অংশের অংশি অভাবে ঐ মাতা কন্যা ও পৌত্রীরা আপনং অংশানুসারে পায় ও এক শ্রেণীর অংশি অনেক থাকিলে ঐ শ্রেণীর অংশিদের যে অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই অংশানুসারে তাহারা উদ্বর্ত্ত সম্পত্তি সমভাগে ভাগ করিয়া লইবেন, যথা-কোন ব্যক্তির মাতা ও পাঁচ কন্যা ভিন্ন আর কেহ না থাকিলে তাহার সম্পত্তির ছয় অংশের একাংশ মাতা ও তিন অংশের দুই অংশ অর্থাৎ ঐ ছয় ভাগের [illegible] ভাগ পাঁচ কন্যা পায় এবং ঐ চারি ভাগকে কন্যারা পুনরায় আপনাদের মধ্যে

সমভাগে বণ্টন করিয়া লওয়া উচিত সুতরাং সম্পত্তির ছয় অংশ হইতে মাতার এক ■ কন্যাদের চারি অংশ দিয়া যে এক অংশ উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা লইবার জন্যে অবশেষ অংশের উত্তরাধিকারী কেহ নাই অতএব এমত গতিকে অংশিরা অর্থাৎ মাত ও কন্যারাই ঐ অবশিষ্ট এক অংশ আপনাদের অংশানুসারে ভাগ করিয়া তাহার দুই ভাগ মাতা ও চারি ভাগ কন্যারা পায় যদি অন্য অংশিদের সহিত স্বামী বা স্ত্রী থাকে তবে তাহারা ঐ উদ্বর্ত্ত অংশের ভাগ পাইতে পারে না, কিন্তু যদি অন্য অংশি কি অবশেষ অংশের উত্তরাধিকারী না থাকিয়া কেবল ভার্য্যা কি স্বামী থাকে তবে তাহারাই সমুদায় সম্পত্তি পায়।

কোন ধনাধিকারির মরণ কালীন তাহার যে সকল উত্তরাধিকারি থাকে তাহাদের মধ্যে কাহারো যদি বিভাগের পূর্ব্বে মরণ হয় তবে সে বর্ত্তমানে বিভাগ হইলে সে সম্পত্তির যে ভাগ পাইত তাহার মরণের পরও তাহার সেই ভাগ লোপ পায় না, ও সে জীবিত থাকিলে অন্যান্য উত্তরাধিকারিরা যে পরিমাণে অংশ পাইত তাহার মৃত্যুর পরেও তাহারা সেই পরিমাণে অংশ পায়, ও তাহার অংশ পৃথক্ করিয়া রাখিয়া আসল ধনাধিকারির উত্তরাধিকারিদের মধ্যে যদি কেহ তাহার অংশের সম্পত্তির সমুদায়ের কি কোন অংশের উত্তরাধিকারী হয় তবে ঐ ব্যক্তি তাহার উত্তরাধিকারি স্বরূপ ঐ স্বত্বে তাহার সম্পত্তির সমুদায় কি কোন অংশ পায় কিন্তু ধনাধিকারির অন্য উত্তরাধিকারিরা পায় না। ও ঐ রূপে ধনাধিকারির মরণের পর ও বিভাগের পূর্ব্বে যত জন উত্তরাধিকারির মরণ হয় ততবার তাহার সম্পত্তি ভাগ করিয়া প্রত্যেক বিভাগে অংশিদের অংশ ন্যূনাধিক হইয়া অবশেষে জীবিত থাকা উত্তরাধিকারিদের সংখ্যানুসারে যেং অংশ স্থির থাকে তাহাই বিভাগ কালীন ঐ জীবিত উত্তরাধিকারির পায়, এই বিধানের উদাহরণ নিম্নে লিখা গেল

ধনাধিকারির মরণের পর কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে কোন অংশির মরণ হইলে তাহার অংশ লোপ না পাইয়া তাহা তাহার উত্তরাধিকারিরা পায়।

ধনাধিকারির মৃত্যুর পর যত জন উত্তরাধিকারির মরণ হয়, ততবার সম্পত্তি বণ্টন হওয়া উচিত।

(ক) নামক ধনাধিকারী (খ) ও (গ) এই দুই স্ত্রী ও (ঘ) (ঙ) (চ) ও (ছ) নামক চারি পুত্র ও (জ) এবং (ঝ) নামে দুই কন্যা রাখিয়া মৃত হয়। বিভাগের পূর্ব্বে ঐ দুই স্ত্রীর এবং কন্যা দ্বয়ের মধ্যে একের মরণ হয় তাহার প্রথমা স্ত্রীর পুত্র (ঘ), ও দ্বিতীয়া

তাহার উদাহরণ।

স্ত্রীর সন্তান (ঙ) নামক পুত্র ও উক্তা দুই কন্যা অপর (চ) ও (ছ) নামক পুত্র দ্বয় পৃথক্ স্ত্রীর সন্তান (খ) নামের প্রথমা স্ত্রীর (গ) নামে দ্বিতীয়া স্ত্রীর পূর্ব্বে মরণ হয়, তৎপরে দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তাহার পরে ঐ কন্যা এক স্বামী রাখিয়া মৃতা হয়।

উপরোক্ত গতিকে প্রথমতঃ (ক) নামকের সম্পত্তি তাহার দুই স্ত্রী ও চারি পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে ভাগ করিয়া অষ্টাংশ দুই স্ত্রীকে ও অবশিষ্ট সাত অংশ কন্যা ও পুত্রদিগের মধ্যে বণ্টন করা আবশ্যক কিন্তু চারি পুত্রের অংশ আট কন্যার অংশের তুল্য ও দুই কন্যার দুই অংশ সমেত দশ অংশ হয়, পরন্তু অবশিষ্ট সাত অংশকে না ভাঙ্গিলে দশ অংশ করা যাইতে পারে না অতএব সম্পত্তিকে আশী অংশে ভাগ করিয়া দুই স্ত্রীকে অষ্টাংশ অর্থাৎ প্রত্যেকের ৫ ভাগ করিয়া ১০ ভাগ ও অবশিষ্ট ৭০ ভাগের ৪ পুত্র প্রত্যেকে ১৪ ভাগ ও কন্যাদ্বয় প্রত্যেকে পুত্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৭ ভাগ পায় বিভাগের পূর্ব্বে প্রথমা স্ত্রী (খ) র মরণ হইলে (ঘ) নামক পুত্রই তাহার উত্তরাধিকারী, কিন্তু সপত্নী পুত্রেরা নহে, এজন্যে ঐ (ঘ) তাহার সমুদায় ৫ অংশের অধিকারী অতএব উক্ত স্ত্রীর মরণের পর ভাগ হইলে (ঘ) নামক পুত্র ধনাধিকারির উত্তরাধিকারী বলিয়া ১৪ অংশ ও তাহার মাতার উত্তরাধিকারি স্বরূপ তাহার ত্যাজ্য ৫ অংশ সমেত ১৯ অংশের অধিকারী হয়।

দ্বিতীয়া স্ত্রীরও উক্ত রূপে বিভাগের পূর্ব্বে মরণ হইলে তাহার ৫ অংশ তাহার এক পুত্র (ঙ) ও দুই কন্যা (জ) ও (ঝ) পুত্র দ্বিগুণ ও কন্যার প্রত্যেকে তদর্দ্ধেক পরিমাণে পায় অর্থাৎ ঐ পাঁচ অংশের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ২।০ ভাগ পুত্র ও কন্যাদ্বয় প্রত্যেকে ১। ভাগ পরিমাণে পায় সুতরাং (ঙ) নামক পুত্র আসল ধনাধিকারির স্বত্বে ১৪ ও তাহার মাতার উত্তরাধিকারী বলিয়া ঐ মাতার অংশের ৫ ভাগের অর্দ্ধেক ২।০ ভাগ মোটে ১৬।০ ভাগ ও কন্যাদ্বয় প্রত্যেকে ধনাধিকারির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ৭ ভাগ ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ ১। ভাগ মোট ৮। ভাগ পায়। কিন্তু এই দুই কন্যার মধ্যে (জ) যদি এক স্বামী রাখিয়া মৃত হয় তবে তাহার স্বামী ও তাহার সোদর ভ্রাতা (ঙ) ও সোদরা ভগিনী (ঝ) ইহারা তাহার

উত্তরাধিকারি হইয়া তাহার ৮ অংশের অর্দ্ধেক স্বামী ও অর্দ্ধেক ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই, ভ্রাতা দ্বিগুণ ও ভগিনী একগুণ এই পরিমাণে পায়। অর্থাৎ তাহার ৮। অংশের স্বামী ৪৵ অংশ লইলে অবশিষ্ট ৪৵ অংশকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ অর্থাৎ ২৸ (ঙ) নামক ভ্রাতা ও ১৵ (ঝ) নাম্নে ভগিনী পায়, (চ) ও (ছ) নামক ভ্রাতারা বৈমাত্রেয় বিধায় তাহারা কোন অংশ পাইতে পারেনা। অতএব উপ-রোক্ত উদাহরণ মতে (ঘ) নামক পুত্র সম্পত্তির বিভাগ কালীন ধনাধিকারির উত্তরাধিকারি স্বরূপ ১৪ ভাগ ও তাহার মাতা অর্থাৎ ধনাধিকারির স্ত্রী (খ)'র উত্তরাধিকারি স্বরূপ ৫ ভাগ মোটে ১৯ ভাগ পায়। (ঙ) নামক পুত্রও ঐ রূপে ধনাধিকারির উত্তরাধিকারী বলিয়া ১৪ ভাগ ও মাতা উত্তরাধিকারি স্বরূপ ২। ভাগ মোটে ১৭। ভাগ প্রথমে পায় কিন্তু পরে এক ভগিনীর মরণ হওয়াতে তাহার অংশী বলিয়া আরো ২৷০ ভাগ মোটে ২০ ভাগ পায় অপর (ঝ) নাম্নী কন্যা প্রথমে ধনাধিকারির উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ ৭ ভাগ তৎপর মাতার মৃত্যু হইবাতে আর ১ ভাগ ও অবশেষে ভগিনীর মরণ হওয়াতে তাহার অংশি স্বরূপ তাহার অংশের ১৵৹ মোটে ৯৸/০ পায়

যদি দুই কিম্বা ততোধিক অংশির এক সময়েই অপঘাত মৃত্যু হয় এবং তাহাদের মধ্যে কে কাহার পূর্ব্বে মরিয়াছিল তাহা জানা না যায় তবে কোন গ্রন্থের মতে যে কনিষ্ঠ সেই পরে মরিয়াছিল এমত জ্ঞান করা উচিত কিন্তু সর্ব্ব প্রসিদ্ধ মতে উভয়েই যে একত্রে মরিয়া-ছিল এমত জ্ঞান করিয়া তদনুসারে সম্পত্তি ভাগ হওয়া উচিত। দুই কিম্বা ত-তোধিক অংশি-র এক সময়েই মৃত্যু হইলে যে রূপে সম্পত্তি ভাগ হইবেক

যদি অংশিদের মধ্যে কেহ আপন অংশ অন্য অংশির নিকট কোন এওজ লইয়া অথবা তাহার নিকট দেনদার থাকা প্রযুক্ত তাহাকে আপন অংশ পরিত্যাগ করিয়া দেয় (যথা-স্ত্রীকে মোহর অনার পরিবর্ত্তে স্বামী তাহাকে আপন অংশ সমর্পণ করে) তবে অবশিষ্ট সম্পত্তি অংশিরা আপন২ অংশানুসারে বণ্টন করিয়া লইতে পারে কিন্তু ঐ অংশত্যাগী অংশী অংশ পরিত্যাগ নাকরিলে যেরূপে তাহাকে অংশির মধ্যে গণনা করিয়া সম্পত্তি বণ্টন হইত সে অংশ পরিত্যাগ করিলেও সেই রূপে সম্পত্তি বণ্টন হওয়া উচিত, কেননা কখন২ যদি কোন অংশত্যাগি অংশিকে বণ্টন সময়ে গণনা না করা কোন অংশী অংশ পরিত্যাগ করিলেও বণ্টন সময়ে তাহার অংশ গণ্য করা উচিত

উদাহরণ। যায় তবে অন্য অংশির অংশের ন্যূনাধিক হয়, যথা কোন ধনাধিকারিণীর মাতা স্বামী ও খুড় যদি থাকে ও তাহার সম্পত্তির মূল্য ৬ লক্ষ হয় তবে মাতা তৃতীয়াংশের একাংশ অর্থাৎ দুই লক্ষ স্বামী অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন লক্ষ ও অবশিষ্ট এক লক্ষ খুড়া পান তাহাতে যদি স্বামী আপন অংশ হইতে এক লক্ষ ছাড়িয়া দেন তথাপি তাহার অংশ ধর্ত্তব্য করিয়া বন্টন করা উচিত যেহেতুক স্বামিকে যদি অংশির মধ্যে গণনা নাকরা যায় তবে মাতা সমুদায় সম্পত্তি অর্থাৎ ছয় লক্ষের তৃতীয়াংশ নাপাইয়া একাংশ লওয়ার পর যে চারি অংশ অর্থাৎ চারি লক্ষ থাকে তাহারি মাত্র তৃতীয়াংশ পান ছয় লক্ষের অংশের তৃতীয়াংশ পান্না তদনুরূপ যদি কোন ব্যক্তির পুত্র কন্যা ও অন্যান্য অংশি থাকে ও পুত্র আপন স্বত্ব ত্যাগ করে তথাপি পুত্রকে উত্তরাধিকারির মধ্যে গণনা করা উচিত, যেহেতুক তাহা নাকরিলে

গর্ভস্থ সন্তানের অংশ। কন্যারা অংশ মাত্র পায় অবশেষ অংশ পায় না। মৃত ধনাধিকারী যদি সগর্ভা ভার্য্যা রাখিয়া মৃত হয় ও সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার অন্য পুত্রেরা তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করিয়া লয়, তবে ঐ গর্ভস্থ সন্তানের অংশ পৃথকে রাখিয়া সম্পত্তি ভাগ করা উচিত পশ্চাৎ পুত্র জন্মিলে সেই ঐ অংশ পায় যদি মৃত ধনাধিকারির এমত কোন উত্তরাধিকারী থাকে যে তাহারা কেবল পুত্র না থাকিলে উত্তরাধিকারি হয় কিন্তু পুত্র থাকিলে হয় না যথা-ভ্রাতা ও ভগিনী তবে এমত গতিকে সন্তানোৎপত্তি না হওন পর্য্যন্ত ভাগ হইতে পারে না, কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির এ প্রকারের উত্তরাধিকারি থাকে যে সন্তান থাকুক বা না থাকুক তাহারা সকল গতিকেই পৃথক অংশ পায় ও সন্তান থাকিলে ন্যূন ও সন্তান না থাকিলে অধিক অংশের উত্তরাধিকারি হয় তবে ঐ প্রকার উত্তরাধিকারির সন্তান নাথাকিলে যে অংশ পাইত গর্ভস্থ সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেও সেই অংশ বন্টন করিয়া লইতে পারে পশ্চাৎ যদি সজীব পুত্র না জন্মে তবে পুত্রাভাবে তাহারা যে অধিক পাইত তাহা পরে পায় যথা-পুত্র বিদ্যমানে মাতা ষষ্ঠাংশ পান অতএব সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে মাতা আপন অংশ উক্ত পরিমাণে লইতে পারেন পশ্চাৎ যদি সজীব পুত্র না জন্মে তবে তখন তিনি সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পাইতে পারেন

যদি উত্তরাধিকারিদের মধ্যে কেহ অনুদ্দেশ হয় ও সে জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে তাহার কোন তত্ত্ব না পাওয়া যায় তবে তাহার আত্ম বিষয়ে তাহাকে জীবিত কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারিদের সম্বন্ধে মৃত জ্ঞান করা যায়, যথা–যে সময়ে সে অনুদ্দেশ হয় সেই সময়ে যদি সে কোন সম্পত্তির অধিকারী অথবা কোন এজমালী সম্পত্তির অংশী ছিল তবে যাবৎ তাহার মরণ নির্ণয় অথবা তাহার ৯০ বৎসর বয়স পূর্ণ নাহয় তাবৎ ঐ সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিরা দখল করিতে পারেনা ও তাহা তাহার নিমিত্তে গচ্ছিত থাকা উচিত পশ্চাৎ ৯০ বৎসর পূর্ণ অথবা মরণ নির্ণয় হইলে ঐ সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিরা অধিকার করিতে পারে। অনুদ্দেশ হওয়া ব্যক্তি না থাকাতে সে যাহার উত্তরাধিকারী তাহার যদি মরণ হয় তবে ঐ ব্যক্তির অংশ বহাল থাকে কিন্তু তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাহার কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারির নিমিত্তে তাহার অংশ নারাখিয়া সে মৃত হইলে আসল ধনাধিকারির অন্য উত্তরাধিকারিদের মধ্যে যাহারা ঐ অংশ পাইত তাহারাই তাহার অংশ অধিকার করে পশ্চাৎ সে যদি কখন ফিরিয়া না আইসে তবে ঐ উত্তরাধিকারিদেরি তাহার অংশে স্বত্ব হয় কিন্তু তাহার স্বীয় উত্তরাধিকারিরা তাহার অংশ পায় না। *অনুদ্দেশ ব্যক্তির অংশ*

উকৃফ অর্থাৎ ধর্ম্মোদ্দেশ্য সম্পত্তির উপস্বত্ব যদি অংশিদের মধ্যে ভাগ হয় তবে তাহা অন্য সম্পত্তির ন্যায় যাহার যে অংশ তদনুসারে অর্থাৎ ন্যূনাধিক রূপে ভাগ না হইয়া তাবৎ অংশির মধ্যে সমভাগে বণ্টন হওয়া উচিত। যদি কোন অংশী উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মৃত হয় তবে তাহার অংশ অন্য অংশিরা সমভাগে বণ্টন করিয়া লয় কিন্তু উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিলে তাহারাও তাহার অংশ ঐ রূপ সমভাগে বণ্টন করিয়া লওয়ার বিধি আছে। মুতওয়াল্লী অর্থাৎ ধর্ম্মোদ্দেশ্য সম্পত্তির ধর্ম্মকার্য্যাদির অধ্যক্ষতা পদ উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে দাবী করা যাইতে পারেনা, ও ঐ পদ স্ত্রীলোকেরাও পায় না, কিন্তু ঐ প্রকার সম্পত্তির বৈষয়িক কার্য্যের অধ্যক্ষ অর্থাৎ গদি কি সজ্জাদা নিশাঁ পদের প্রতি উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব অর্শে এবং ঐ পদ স্ত্রী লোকেরাও ধারণ করিতে পারে। *উকৃফ সম্পত্তির উপস্বত্ব সমভাগে বণ্টন হওয়ার কথা। উকৃফ সম্পত্তির গদী নিশাঁ পদে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব অর্শে।*

৭ প্রকরণ

ইমামিয়া অর্থাৎ শিয়ামতানুসারে উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম

সুন্নিদের মতানুসারে উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম তাহা আমরা উপরে লিখিলাম এক্ষণে শিয়ামতাবলম্বিদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যে সকল পৃথক নিয়ম আছে তাহার বিবরণ লিখিব।

শিয়ামতে তিন প্রকার উত্তরাধিকারির কথা।

শিয়ামতাবলম্বিদের মধ্যে তিন প্রকার উত্তরাধিকারি আছে; অর্থাৎ প্রথমতঃ যাহারা কোন সম্পর্কীয়ের দ্বারা উত্তরাধিকারি, দ্বিতীয়তঃ যাহারা বিবাহের দ্বারা, ও তৃতীয়তঃ যাহারা উইলা অর্থাৎ পরস্পরের সম্মতিক্রমে কিম্বা কেহ কাহাকেও দাসত্ব হইতে মুক্ত করণ প্রযুক্ত উত্তরাধিকারী হয়।

প্রথম প্রকার উত্তরাধিকারিরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

যাহারা কোন সম্পর্কীয়ের দ্বারা উত্তরাধিকারি হয় তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ও প্রথম শ্রেণীর কেহ বিদ্যমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর, ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেহ বিদ্যমানে তৃতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়েরা উত্তরাধিকারি হইতে পারে না।

প্রথম শ্রেণীর সম্পর্কীয় অর্থাৎ পিতা মাতা ও পুত্র পৌত্রাদির উত্তরাধিকারিত্ব।

পিতা মাতা ও পুত্র পৌত্রাদি অধস্তন যত পুরুষ হউক না কেন ইহারা সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারি ও তাহাদের মধ্যে যে নিকট সে প্রথমে ও যে তদপেক্ষা দূর সে তৎপরে উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র পৌত্র কি প্রপৌত্রেরা পিতা কিম্বা মাতার সহিত একত্রে উত্তরাধিকারি হইতে পারেন, কিন্তু পুত্রের সহিত পৌত্র কিম্বা পৌত্রের সহিত প্রপৌত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। এবং ধনাধিকারির পিতা মাতা থাকা প্রযুক্ত তাহার সন্তানদিগের স্বত্ব রহিত হয় না, কিন্তু ঐ সন্তানদিগের মধ্যে যে নিকট সে বিদ্যমানে যে তদপেক্ষা দূর সে উত্তরাধিকারী হয় না। আর পিতা মাতার স্বত্বে তাহাদের পিতা মাতা অর্থাৎ পিতামহ মাতামহেরা উত্তরাধিকারি হইতে পারেন না কিন্তু পুত্র পৌত্রাদির স্বত্বে তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি সন্তানেরা উত্তরাধিকারি হইতে পারে ও পিতা মাতা এবং ভার্য্যা ও স্বামি ভিন্ন সন্তানদিগের সহিত একত্রে অন্য কেহ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। অপর পুত্রের অংশের পৌত্র ও পুত্রীর অংশের পৌত্রী এবং ক্রমে উত্তরাধিকারী হয়।

পিতামহ পিতামহী ইত্যাদি ঊর্দ্ধ পুরুষদিগকে এবং ভ্রাতা ও ভগিনী এবং তাহাদের সন্তান অধতে যত পুরুষ হউক না কেন ইহা-দিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে গণনা করা যায়, এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর সন্তানদিগের মধ্যে যাহারা নিকট তাহারা প্রথমে ও যাহারা তদপেক্ষ দূর তাহারা তৎপরে উত্তরাধিকারি হয় পিতা-মহ কি পিতামহী বিদ্যমানে প্রপিতামহ, ও ভ্রাতা কি ভগিনী বিদ্য-মানে তাঁহাদের সন্তানেরা অথবা ভ্রাত কি ভগিনীর পুত্র বিদ্যমানে তাহাদের পৌত্রেরা উত্তরাধিকারি হইতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয় অর্থাৎ পিতামহ পিতা-মহী ইত্যাদি ঊ-র্দ্ধ পুরুষের কথা।

পিতামহাদির ঊর্দ্ধে ও ভ্রাতৃ, ভগিনীদিগের সন্তানদিগের অধতে যত পুরুষ হউক না কেন তাহারা সকলেই উত্তরাধিকারি হয় এবং ঊর্দ্ধ পুরুষেরা ও ভ্রাতা ভগিনীর সন্তানেরা এই উভয় শ্রেণীর সম্পর্কীয়েরা একত্রে উত্তরাধিকারি হয় ও এক শ্রেণীর সম্পর্কীয় ধনাধি-কারি হইতে অন্য শ্রেণীর সম্পর্কীয়াপেক্ষা দূর হইলেও উভয়েই একত্রে উত্তরাধিকারি হয়, কিন্তু ঊর্দ্ধ পুরুষ গণ ও ভ্রাতৃ ভগিনীর সন্তানেরা এই দুই শ্রেণীর সম্পর্কীয়দের মধ্যে একি শ্রেণীর যদি একা-ধিক সম্পর্কীয় থাকে তবে তাহাদের মধ্যে যে নিকট সে প্রথমে উত্তরাধিকারী হয়। তাঁহাদের উ-ত্তরাধিকারিত্বের ক্রম।

খুড় মাতুল পিসী ও মাসী এবং তাঁহাদের সন্তানদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর সম্পর্ক বলাযায়। তাহাদের মধ্যে যে নিকট সে পূর্ব্বে ও যে তদপেক্ষা দূর সে পরে এই ক্রমে উত্তরাধিকারী হয়, ও খুড়া মাতুল কি পিসী মাসী বিদ্যমানে তাঁহাদের সন্তানেরা তাঁহাদের সহিত একত্রে উত্তরাধিকারি হইতে পারে না। আর খুড় ও মাতুলাদির সন্তানেরা (অধে যত পুরুষ হউক না কেন) উত্তরাধিকারি হয়, কিন্তু যাবৎ সোদর খুড় বিম্ব সোদর পিসী মাসীর এক জন থাকেন তাবৎ তাঁহাদের সন্তানেরা ধনাধিকারি হইতে পারে না। খুড়া ও পিসী মাসীদিগের মধ্যে যাহারা এক পিতা মাতার সন্তান তাহারা বিদ্যমানে যাহারা এক পিতার অথচ ভিন্ন মাতার সন্তান তাহারা উত্তরাধিকারি হইতে পারে না বরং সোদর খুড়ার পুত্র থাকিলেও সে অসোদর খুড়ার পূর্ব্বে অধিকারি হয় তৃতীয় শ্রেণীর সম্পর্কীয় তাহা-দের উত্তরাধি-কারিত্বের ক্রম।

উপরের লিখিত সম্পর্কীয়দের অভাব হইলে পিতা ম তার খুড়া উপরোক্ত

সম্পর্কীয়াভাবে পিতা মাতা ও পিতামহ, পিতামহীর খুড়া মাতুল ও পিসী মাসী উত্তরাধিকারি হন।

মাতুল ও পিসী মাসীর অভাবে তাহাদের সন্তানের (যত নীচে হউক না কেন) যে নিকট সে প্রথমে ও যে তদপেক্ষা দূর সে তৎপরে এই ক্রমানুসারে উত্তরাধিকারি হয়। তাহাদের অভাবে পিতামহ পিতামহীর ও তাহাদেরও অভাবে প্রপিতামহ প্রপিতামহীর খুড় জ্যেঠ মাতুল ও পিসী মাসী উত্তরাধিকারি হন

এক শ্রেণীর সম্পর্কীয়ের মধ্যে অসোদরের পূর্ব্বে সোদর উত্তরাধিকারী ভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্কীয়ের প্রতি ঐ বিধান খাটেনা।

এক শ্রেণীর সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে সোদরেরা অসোদরের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারি হয় কিন্তু ভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্কীয়দের প্রতি উক্ত বিধান খাটে না, যথা সোদর ভ্রাতা কি সোদরা ভগিনী বৈমাত্রেয়দিগের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারি হয় যেহেতুক ভ্রাতা ও ভগিনীরা, সমশ্রেণীর সম্পর্কীয়, কিন্তু সোদর ভ্রাতৃপুত্র থাকা প্রযুক্ত অসোদর ভ্রাতার উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয় না যেহেতু তাহারা সম-শ্রেণীর সম্পর্কীয় নহে, পরন্তু ভ্রাতৃপুত্রদিগের মধ্যে যাহারা অসোদর ভ্রাতার সন্তান হয় তাহারা সোদর ভ্রাতৃপুত্র বিদ্যমানে উত্তরাধিকারি হইতে পারে না যেহেতুক ভ্রাতৃপুত্রেরা সম-শ্রেণীর সম্পর্কীয়। তদনুরূপ সোদর খুড়া থাকিলে অসোদর খুড়ার স্বত্ব রহিত হয় কিন্তু অসোদর ভ্রাতার উত্তরাধিকারিত্বের হানি হয় না।

উক্ত বিধান যাহাদের সম্বন্ধে খাটে না তাহার কথা

মাতুল ও খুড়ার স্বত্ব

অপর উপরোক্ত বিধান খুড়াত ভ্রাতা প্রভৃতি এক পূর্ব্বপুরুষের সন্তানদিগের প্রতিও খাটে, কিন্তু তাহা মাতৃপক্ষের মাসী ও মাতুলাদি ও পিতৃপক্ষের খুড় ও পিসী ইত্যাদি সম্পর্কীয়ের প্রতি খাটে না, অর্থাৎ পিতৃপক্ষের অসোদর সম্পর্কীয়দের স্বত্ব মাতৃপক্ষের অসোদর সম্পর্কীয়দিগের দ্বারা রহিত হইতে পারেনা যথা-মাতুল সোদর ও খুড় অসোদর হইলে খুড়ার স্বত্ব লোপ না হইয়া উভয়েই ধনাধিকারি হয় কিন্তু তাহাদের অংশের বিষয়ে এই ইতর বিশেষ আছে যে পিতৃপক্ষের সম্পর্কীয় অর্থাৎ খুড় অসোদর হইলেও সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পান কিন্তু মাতুল সোদর হইলেও তৃতীয়াংশ মাত্র পান ইহার কারণ এই যে খুড় পিতার স্বত্বে ও মাতুল মাতার স্বত্বে অংশ পান কিন্তু পিতামাতা থাকিলে তাহারাও উভয়েই ঐ পরিমাণে অংশ পাইতেন এপ্রযুক্ত মাতুল ও খুড়াও উক্ত পরিমাণে অংশ পান

যাহারা এক পিতামাতার সন্তান তাহারা বিদ্যমানে পৃথক পিতা অথচ এক মাতার সন্তানেরা উত্তরাধিকারি না হইবার যে বিধান

আছে তাহা যাহাদের বিশেষ অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাদের প্রতি খাটে না, যথা-কোন ব্যক্তি যদি সোদরা অর্থাৎ এক পিতামাতা হইতে জাতা এক, ও ভিন্ন পিতার ঔরসে জাতা এক, এই দুই ভগিনী রাখিয়া মৃত হয় তবে সোদরা ভগিনী সম্পত্তির অর্দ্ধেক ও ভিন্ন ঔরসে জাত ভগিনী ষষ্ঠাংশ পায় ও পশ্চাৎ অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাও ঐ সোদরা ভগিনীই পায় কিন্তু ভিন্ন ঔরসে জাতা ভগিনী একাধিক থাকিলে তাহারা সম্পত্তির তৃতিয়াংশ ও সোদরা ভগিনী অবশিষ্ট দুই অংশ পায়

সোদরা ও ভিন্নৌরসে জাতা ভগিনীর স্বত্ব।

যাহারা বিবাহের দ্বারা উত্তরাধিকারি হয় তাহারাই ভার্য্যা ও স্বামী, তাহাদের অংশ কখন লোপ পাইতে পারে না, ও সন্তানাদির অভাবে স্বামী অর্দ্ধেক ও ভার্য্যা চতুর্থাংশের অংশি কিন্তু সন্তান থাকিলে স্বামী চতুর্থাংশ ও ভার্য্যা অষ্টাংশের অংশী হয়। ভার্য্যা অন্য উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিলে তাহার স্বামী তাহার সমুদায় সম্পত্তি পায়, কিন্তু স্বামী ঐ রূপে অন্য উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিলে ভার্য্যা তাহার সম্পত্তির চতুর্থাংশ মাত্র পায়। অবশিষ্ট সম্পত্তিতে সরকারের স্বত্ব হয় আর কোন ব্যক্তি বিবাহ করিয়াও তৎকালীন পীড়িত থাকা প্রযুক্ত ভার্য্যার সহিত তাহার সহবাস হইতে না পারিলে ও ইতোমধ্যে তাহার মরণ হইলে ঐ ভার্য্যা তাহার উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেনা তদনুরূপ সহবাসের পুর্ব্বে ভার্য্যার মরণ হইলে ও স্বামী তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু ভার্য্যা পীড়িত থাকা কালীন যদি তাহার সহিত কোন পুরুষের বিবাহ হয় ও সহবাসের পূর্ব্বেই ঐ পুরুষের মরণ হয় তবে ভার্য্যা তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে। অপর যদি কোন পীড়িত ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ে তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পরিত্যাগ অবধি এক বৎসরের মধ্যে সেই পীড়াতে মৃত হয় তবে তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহার ঐ পরিত্যক্তা স্ত্রীই পায়, কিন্তু যদি সে এক বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল জীবিত থাকে তবে ঐ পরিত্যক্তা স্ত্রী তাহার উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না আর স্বামী মুসলমানদিগের রীতিমত ভার্য্যাকে কিছু কালের নিমিত্তে পরিত্যাগ করিয়া

ভার্য্যা স্বামির স্বত্বের বিবরণ

রাখিলে ইতোমধ্যে যদি উভয়ের কাহারো মরণ হয় তবে উভয়েই উভয়ের ত্যাজ্য সম্পত্তি পায়

চতুর্থ প্রকার উত্তরাধিকারির কথা।

যাহারা পরস্পরের সম্মতিক্রমে কিম্বা যে কাহাকেও দাসত্ব হইতে মুক্ত করা প্রযুক্ত তাহার উত্তরাধিকারি হয় ইহাদিগকে শিয়ামতানুসারে চতুর্থ প্রকারের উত্তরাধিকারিদের শ্রেণীতে গণ্য করা যায়, ও তাহাদের মধ্যে যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে উত্তরাধিকারী হয় সে প্রথম ও যে দাসত্ব হইতে কাহাকেও মুক্ত করে সে তৎপরে উত্তরাধিকারী হয়

শিয়ামতে যে২ কারণে উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয় তাহার কথা।

সুন্নিদিগের মতে উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হইবার যে সকল নিয়ম আছে শিয়ামতাবলম্বিদের মতেও সেই সকল নিয়ম খাটে, কেবল শিয়ামতাবলম্বিরা স্ত্রী ও পুরুষ সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ করে না যথা-শিয়ামতে দুহিতা বিদ্যমানে পৌত্র ও মাতুল বিদ্যমানে খুল্ল পিতামহ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না কিন্তু সুন্নিদিগের মতে উপরোক্ত গতিকে দুহিতা কেবল অর্দ্ধাংশ পায় ও খুল্ল পিতামহ বিদ্যমানে মাতুল কিছুই পায় না

শিয়ামতে স্ব রাজার অধীনত্ব অস্বীকার করিলে উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয় না। দ্বেষ পূর্ব্বক হত্যা করিলে রহিত হয়।

সুন্নিদিগের মতে যে রূপে কেহ স্বদেশের রাজার অধীনত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক ভিন্ন রাজার অধীন হইলে তাহার উত্তরাধিকারিত্ব লোপ হয় শিয়াদিগের মতে উক্ত কারণে উত্তরাধিকারিত্ব রহিত হয় না, কেবল দ্বেষ পূর্ব্বক হত্যা করিলে তাহা রহিত হয়।

শিয়ামতে অবশেষ অংশ যাহারা পায় তাহার কথা।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে সুন্নিদের মতে অংশিদের অংশ দিয়া সম্পত্তির যে অবশেষ থাকে তাহা অবশেষ অংশের উত্তরাধিকারিরা পায় ও ঐরূপ উত্তরাধিকারি না থাকিলে তাহা অংশিরা আপনার অংশানুসারে পায় শিয়াদের মতে স্বামী উপরোক্ত গতিকে অবশেষ অংশের ভাগ পাইতে পারে কিন্তু ভার্য্যা পায় না এবং ভ্রাতা থাকিলে মাতাও পান না, তদ্ভিন্ন যদি কোন ব্যক্তির সহিত দুই প্রকার সম্বন্ধ ঘটে তবে সে একাই ঐ রূপ অবশেষ অংশ পায়

শিয়ামতে সম্পত্তি বিভাগ।

জ্যেষ্ঠাংশ

সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ে সুন্নি ও শিয়াদিগের মতে কোন প্রভেদ নাই কেবল শিয়াদের মতে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপাত্র হইলে সে পিতার তরওয়াল, কোরাণ, পরিধানের বস্ত্র ও অঙ্গুরী এই কএক বস্তু পাইতে পারে।

১২ অধ্যায়।

১ প্রকরণ।

ইঙ্গরাজদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম

হিন্দুও মুসলমানদিগের উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম তাহার বিবরণ আমরা উপরে লিখিয়াছি, এক্ষণে ইঙ্গরাজদিগের উত্তরাধিকারিত্বের যে ক্রম আছে তাহার বিবরণ আমরা অতি সংক্ষেপে লিখিব।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম পৃথক।

ইঙ্গলণ্ডদেশে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম পৃথক্ ও স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে যে সকল নিয়ম চলিত আছে অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে সেই সকল নিয়ম খাটে না। অর্থাৎ জমীদারী ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি এক বংশে অবিভক্ত না থাকিলে ঐ বংশের কুল মর্য্যাদা এবং ঐশ্বর্য্য লোপ পায় এপ্রযুক্ত ঐ প্রকার সম্পত্তির বংশের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রাদি কেবল এক ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হয়, ও স্থাবর সম্পত্তির পূর্ব্বাধিকারির একাধিক সন্তান থাকিলে তাবৎ সন্তানেরা ঐ সম্পত্তির অংশ না পাইয়া তাহাদের যে জ্যেষ্ঠ সেই সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী হয়। এবং পুত্র সন্তান বিদ্যমানে কন্যা স্থাবর সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না ইহা ভিন্ন যে স্থাবর সম্পত্তি পৈতৃক হয় তাহা মাতৃকুলের কেহ পাইতে পারে না তদনুরূপ যে সম্পত্তি মাতৃ বংশ হইতে পাওয়া যায় তাহা পিতৃকুলের কোন উত্তরাধিকারী পাইতে পারে না অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে ঐ সকল নিয়ম খাটে না ও তাহার উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে এই এক সাধারণ নিয়ম আছে যে মৃত ধনাধিকারী যাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্যে দায়ী ছিল তাহারাই তাহার ত্যাজ্য অস্থাবর সম্পত্তি পায় তদনুসারে তাহার স্ত্রী এবং সন্তানেরা পুত্র হউক কি কন্যা হউক কোন ইতর বিশেষ বিনা ঐ প্রকার সম্পত্তির অধিকারি হয়. ও স্ত্রী

জমীদারী ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির জ্যেষ্ঠ পুত্রাদি কেবল এক ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হয়।

পুত্র বিদ্যমানে কন্যা স্থাবর সম্পত্তি পায় না

পৈতৃক স্থাবর মাতৃকুলের কেহ ও মাতৃ বংশ হইতে প্রাপ্ত স্থাবর পিতৃ কুলের কেহ পায় না।

অস্থাবর সম্পত্তি ধনাধিকারির স্ত্রী পুত্রাদি সকলেই পায়।

সন্তান অভাবে তাহার নিকট সম্পর্কীয় যাহারা থাকে তাহারা সমভাগে উত্তরাধিকারি হয়

স্ত্রীর সম্পত্তিতে বিবাহের দ্বারাও স্বামির অধিকার জন্মে অতএব ভার্য্যা স্বামির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যে সকল বিশেষ নিয়ম আছে এক্ষণে আমরা তাহার উল্লেখ সংক্ষেপে করিব

২ প্রকরণ।

ভার্য্যা স্বামির উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম

ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে বিবাহের পর ভার্য্যা স্বামী উভয়েই এক ব্যক্তির ন্যায় হয়, ও উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না, এবং ভার্য্যা সর্ব্বল বিষয়েই স্বামির অধীনী হয়, সুতরাং বিবাহ কালীন ভার্য্যার অস্থাবর সম্পত্তি যে কিছু থাকে অথবা বিবাহের পর দানাদির দ্বারা সে ঐ প্রকার সম্পত্তি যাহা পায় তৎসমুদায়ে স্বামির স্বত্ব হয়, ও সে তাহা জীবদ্দশায় দান বিক্রয় করিয়া মৃত্যুকালে তাহা অন্যকে দিয়া যাইতে পারে, ও ঐ রূপে কাহাকেও না দিয়া মরিলে তাহার সকল উত্তরাধিকারির উক্ত সম্পত্তিতে অধিকার হয় ও একা ভার্য্যার অধিকার হয় না সুতরাং ভার্য্যার মরণের পর তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে স্বামির আদালত হইতে অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন নাই পরন্তু ভার্য্যার মরণ কালীন যে অস্থাবর সম্পত্তি তাহার দখলে ছিল না ঐ সম্পত্তিতে স্বামির উপরোক্ত মত অধিকার হয় না, ইহার কারণ এই যে ভার্য্যার মরণের পুর্ব্বে স্বামী ও ভার্য্যা এক ব্যক্তির ন্যায় ছিল অতএব ভার্য্যা যে সম্পত্তি রাখিয়া যায় তাহাতে স্বামির অধিকার হয়, কিন্তু মৃত্যুর পর ভার্য্যা স্বামীকে এক ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞান করা যায় না অতএব ভার্য্যার মৃত্যুর পর তাহার স্বত্বে যে অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় অথব ভার্য্যা বিদ্যমানে তাহার যে সম্পত্তি স্বামী কখন ভোগ দখল করে নাই এমত সম্পত্তি ভার্য্যার মরণের পর স্বামী না পাইয়া ভার্য্যার যেং উত্তরাধিকারি থাকে তাহারা পায়। যথা-ভার্য্যা যদি কর্জ্জাদি বাবৎ কোন পাওনা রাখিয়া মরে তবে তাহাতে স্বামির অধিকার হয়না, কিন্তু ভার্য্যার

বিবাহের পর ভার্য্যার দখলে থাকা অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বামির সম্পূর্ণ স্বত্ব হয়।

যে অস্থাবর সম্পত্তিতে ভার্য্যার মরণ কালীন দখল না থাকে তাহাতে স্বামির উক্তমতে অধিকার হয় না।

ঐ বিধানের কারণ।

ভার্য্যার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে স্বামির স্বত্ব না হইয়া ভার্য্যার উত্তরাধিকারির স্বত্ব হয়।

মৃত্যুর পর স্বামী তাহার সংসারের অধ্যক্ষ হইয়া ঐ সকল পাওনা আদায় করিতে পারে। পরন্তু উক্ত বিধান ভার্য্যার স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্বের প্রতি খাটে না, অর্থাৎ ভার্য্যার মরণ হওয়ার পরেও তাহার স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব স্বামী পাইতে পারে।

ভার্য্যার ত্যাজ্য স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্বের প্রতি উক্ত বিধি খাটে না।

বিবাহ সময়ে অথবা বিবাহের পর ভার্য্যার যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহাই তাহার স্বতন্ত্র সম্পত্তি ও তাহাতে স্বামির স্বত্ব হয় না। কিন্তু ঐ রূপ স্থাবর সম্পত্তির মালগুজারী ইত্যাদি যে উপস্বত্ব তাহাতে স্বামির অধিকার জন্মে ও স্বামী তাহা ব্যয় করিতে পারেন, ও স্থাবর সম্পত্তিতে ভার্য্যার পৃথক্ স্বত্ব থাকিলেও সে স্বামির অনুমতি বিনা তাহা দান বিক্রয় কি অন্য কোন রূপে হস্তান্তর করিতে পারে না। ভার্য্যার মৃত্যুর পর তাহার ত্যাজ্য স্থাবর সম্পত্তিতে স্বামির অধিকার না হইয়া ভার্য্যার যে উত্তরাধিকারি থাকে তাহার অধিকার হয়, কিন্তু ঐ ভার্য্যার দ্বারা স্বামির যদি কোন সন্তান হইয়া সেই সন্তান ভার্য্যার মৃত্যুকালে জীবিত থাকে তবে ভার্য্যার স্থাবর সম্পত্তিতে স্বামির জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ দখলের স্বত্ব হয়, ও উক্ত সন্তান পশ্চাৎ মৃত হইলেও স্বামির জীবদ্দশায় ঐ সম্পত্তি অন্যের হস্তগত না হইয়া স্বামির ভোগ দখলে থাকে, পশ্চাৎ স্বামির মরণ হইলে ভার্য্যার উত্তরাধিকারিরা তাহা পায় যে স্থাবর সম্পত্তি ভার্য্যা আপন জীবদ্দশাতে না পায় ও মৃত্যুর পর তাহাতে তাহার অধিকার হয় সেই স্থাবর সম্পত্তিতে স্বামির ভোগ দখলের অধিকার হয় না ও তাহা ভার্য্যার উত্তরাধিকারিরা পায়

ভার্য্যার স্থাবর সম্পত্তিতে স্বামির অনধিকার। কিন্তু তাহার উপস্বত্বে স্বামির অধিকার আছে।

স্বামির বিনা অনুমতিতে ভার্য্যা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না।

ভার্য্যার মরণ কালীন সন্তান থাকিলে তাহার ত্যাজ্য স্থাবর স্বামী জীবদ্দশা পর্য্যন্ত দখল ভোগ করিতে পারে

ভার্য্যার মৃত্যুর পর যে স্থাবরে তাহার স্বত্ব হয় তাহা তাহার উত্তরাধিকারিরা পায়।

ভার্য্যার জীবদ্দশায় স্বামির মৃত্যু হইলে ভার্য্যা যে নিয়মানুসারে তাহার ধনাধিকারিণী হয় তাহার বিবরণ এই অর্থাৎ স্বামির যদি সন্তান থাকে তবে তাহার অস্থাবর সম্পত্তির তৃতীয়াংশ ও সন্তান থাকিলে অর্দ্ধেক অংশ ভার্য্যা পায় কিন্তু ভার্য্যা বিবাহের সময়ে কিম্বা তৎপরে যে সকল দ্রব্য দান বিক্রয় কি অন্য কোন রূপে পায় তৎসমুদায় তাহার উক্ত অংশের মধ্যে গণনা করা যায়, কেবল যে দ্রব্য সে নিজের বলিয়া পায় অথব আত্ম পরিশ্রমে উপার্জ্জন করে তাহাই ঐ অংশের মধ্যে গণনা করা যায় না। অপর উপরোক্ত অংশ দেওয়ায় ভার্য্যা আপন কুল ও মর্য্যাদানুসারে বস্ত্রালঙ্কার পৃথকে

পতি সন্তান রাখিয়া মরিলে ভার্য্যা তাহার অস্থাবর সম্পত্তির তৃতীয়াংশ ও সন্তান থাকিলে অর্দ্ধেক পায়।

ভার্য্যার স্বোপার্জ্জিত বস্তু ঐ অংশে গণ্য করা যায় না।

ভার্য্যা বস্ত্রা-

সত্তার পৃথকে পায়।

পায়, ও ঐ সকল দ্রব্য স্বামী স্বেচ্ছামত কাহাকেও দিতে পারেন না, বরং স্বামী যদি ত হা বন্ধক রাখিয়া মৃত হয় তথাপি তাহার সম্পত্তি হইতে ভার্য্যা ঐ সকল দ্রব্য মুক্ত করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যদি স্বামির অন্য সম্পত্তি হইতে তাহার কর্জ্জ পরিশোধের সংস্থান না থাকে তবে স্ত্রীর বস্ত্রালঙ্কারের মধ্যে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা রাখিয়া অবশিষ্ট স্বামির কর্জ্জ পরিশোধার্থে বিক্রয় হইতে পারে

ডাউয়র অর্থাৎ স্ত্রীধনের কথা।

তৎপ্রতি ভার্য্যার স্বত্ব।

ইঙ্গলণ্ডদেশে স্বামির ত্যাজ্য স্থাবর সম্পত্তির তৃতীয়াংশে ভার্য্যার অধিকার হয় ঐ অংশকে ডাউয়র বলা যায়, এবং তাহাকে স্ত্রীধনের ন্যায় গণ্য করা যায়। ভার্য্যা আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তি দখল ভোগ করিতে পারে তাহার মরণান্তে তাহা তাহার স্বামির উত্তরাধিকারিরা পায়। পূর্ব্বকালে স্বামির সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তি হইতে ভার্য্যা ডাউয়র পাইত ও যে সম্পত্তি বিবাহের পর ভার্য্যার অনুমতি বিনা স্বামী কোন রূপে হস্তান্তর করিতেন তৎপ্রতিও ডাওয়রের দাবী ভার্য্যার পক্ষে খাটিত, কিন্তু এক্ষণে ১৮৩৯ সালের ২৯ আইনের দ্বারা বিধান হইয়াছে যে ১৮৪০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখের পর যে স্ত্রীর বিবাহ হয় সে স্বামী আপন জীবদ্দশায় কিম্বা উইল পত্রের দ্বারা যে সকল সম্পত্তি হস্তান্তর করে তাহার কোন অংশ ডাউয়র বলিয়া দাবী করিতে পারে না। অপর পাওনাদারদের দাবীর পূর্ব্বে স্ত্রী যে ডাউয়র দাবী করে তাহা গ্রাহ্য হয় না অর্থাৎ স্বামির কর্জ্জ পরিশোধ না করিয়া ভার্য্যার ডাউয়র দেওয়া যাইতে পারে না।

স্বামির কর্জ পরিশোধ না হইলে স্ত্রী ডাউয়র পান না।

জইণ্চর নামক স্ত্রীধনের কথা।

ইঙ্গলণ্ড দেশে কখনং ভার্য্যাকে ডাউয়র পৃথক করিয়া না দিয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পত্তি সাধারণে রাখার ব্যবহার আছে, ও ঐ প্রকার সম্পত্তিকে জইণ্চর বলা যায় অর্থাৎ ভার্য্যা স্বামী উভয়ের তাহাতে অধিকার জন্মে ও এমত হইলে ভার্য্যা ডাউয়র স্বরূপ পৃথক কোন সম্পত্তি না পাইয়া স্বামী অভাবে সমুদায় সম্পত্তি পায়, ও তদনুরূপ স্বামীও ভার্য্যা অভাবে সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী হয়। কোন কারণ প্রযুক্ত ভার্য্যা জইণ্চর না পাইলেও ডাউয়রের প্রতি তাহার যে স্বত্ব তাহা লোপ পাইতে পারে না।

ভার্য্যা ডাউয়র বা জইণ্চর

স্বামির সম্পত্তি হইতে ভার্য্যা ডাউয়র বা জইণ্চর পাইলেও তাহার স্বকীয় যে সম্পত্তি থাকে তাহার প্রতি তাহার স্বত্ব রহিত হয় না।

অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে তাহার যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে অথবা বিবাহের পরে তাহার আপন স্বত্বে যাহা পায় তৎসমুদায় তাহার স্বকীয় সম্পত্তি, ও স্বামী তাহা হস্তান্তর করিতে পারেন না, এবং তাঁহার মরণান্তে ভার্য্যার তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। আর ভার্য্যার স্বত্বে যে অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় এবং যাহা স্বামির সম্পত্তির সহিত একত্র না করা যায় ও স্বামী দখল না করে তাহাতেও স্বামির মরণান্তে স্ত্রীর অধিকার হয়। ইহা ভিন্ন স্বামী বা অন্য কোন ব্যক্তি ভার্য্যাকে স্বতন্ত্র রূপে যে সম্পত্তি দেয় তাহাও ভার্য্যার স্বীয় সম্পত্তি, কিন্তু ঐ মত সম্পত্তি স্বামির সম্পত্তি হইতে পৃথক করিয়া ভার্য্যার উপকার হেতু দলীলের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে না রাখিলে তাহা স্বতন্ত্র সম্পত্তির ন্যায় জ্ঞান করা যায় না, পরন্তু ঐ স্বতন্ত্র সম্পত্তি পৃথক অধ্যক্ষের অধীনে না থাকিলেও যদি কার্য্য গতিকে এমত বুঝা যায় যে ঐ সম্পত্তি ভার্য্যার উপকারার্থে পৃথক করিয়া দেওয়া গিয়াছিল তবে স্বামীকেই ঐ সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বকারী জ্ঞানে তাহা ভার্য্যার স্বতন্ত্র সম্পত্তি গণ্য করা যায়, কিন্তু স্বামী ভার্য্যাকে কোন সম্পত্তি দান করা প্রযুক্ত স্বামির দেনদারদের ক্ষতি হইতে পারে না অর্থাৎ ঐ প্রকার সম্পত্তি দান করিলেও তৎপ্রতি স্বামির দেনদারদিগের দাবী খাটে।

বিবাহ হইলেও তাহার স্বকীয় সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব রহিত হয় না।

ভার্য্যার স্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব হয়।

ভার্য্যার স্বতন্ত্র সম্পত্তির কথা।

৩ প্রকরণ।

ইঙ্গলণ্ড দেশে স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম।

উপরে লিখা গিয়াছে যে ইঙ্গলণ্ড দেশে স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম হইতে পৃথক, ও বংশের ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্তে জমীদারী ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকারিরা সকলেই অংশাংশি মতে না পাইয়া কেবল এক ব্যক্তি পায়, অর্থাৎ প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থাবর বস্তুর অধিকারী হয় জ্যেষ্ঠ পুত্র না থাকিলে ধনাধিকারির অন্য পুত্রেরা উত্তরাধিকারি না হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের পৌত্রাদি যে সকল সন্তান থাকে তাহারা উত্তরাধিকারি হয়, জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তান না থাকিলে অন্য

স্থাবর সম্পত্তি একা জ্যেষ্ঠ পুত্র তদভাবে তাহার সন্তান তদভাবে মধ্যম কিম্বা কনিষ্ঠ পুত্র বা তাহার সন্তানেরা পায়।

পুত্রদিগের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ সে ও তদ্ভাবে তাহার সন্তানেরা প্রথম ও তদপেক্ষা যে কনিষ্ঠ অথচ অন্য পুত্র সকল অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ সে অথবা তাহার সন্তানেরা তৎপরে এই ক্রম মতে স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হয় মৃত অধিকারির পুত্র সন্তান না থাকিয়া যদি কন্যা সন্তান থাকে তবে ঐ কন্যা সন্তান একাধিক হইলেও তাহারা সমানাংশে পৈতৃক স্থাবরের অধিকারিণী হয় অর্থাৎ পুত্রদিগের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মধ্যে যে রূপে ইতর বিশেষ আছে দুহিতাদের মধ্যে ঐ রূপ ইতর বিশেষ না হইয়া পুত্র ও তাহার সন্তানাভাবে দুহিতারা তাবতেই সমানাংশে পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি পায়। দুহিতাদেরও অভাব হইলে তাহাদের সন্তানেরা তাহাদের অংশ পায় অর্থাৎ দুহিতাদিগের মধ্যে একের মরণ হইলে তাহার সন্তানেরা তাহার অংশের অধিকারিণী হয় এই স্থানে জানা আবশ্যক যে পুত্র ও দুহিতা স্থাবর সম্পত্তির উত্তর ধিকারি হইবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহাদের অভাবে তাহাদের সন্তানেরাও সেই২ নিয়মানুসারে উত্তরাধিকারি হয়, যথা-কোন ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র না থাকিয়া যদি ঐ পুত্রের দুই পুত্র দুই কন্যা থাকে তবে ঐ পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ পুত্র সে আপন পিতার স্বত্ত্বে পিতামহের ধন পায়, ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কিম্বা তাহার সন্তান দি না থাকিলে কনিষ্ঠ পুত্র ও তাহার সন্তানেরা ও তদভাবে কন্যারা উত্তরাধিকারি হয় কিন্তু কোন ব্যক্তির যদি পুত্র না থাকিয় কেবল তিন কন্যা থাকে ও ধনাধিকারির মৃত্যুর পূর্ব্বেই এক কন্যা দুই পুত্র, ও এক কন্যা দুই দুহিতা, ও এক কন্যা এক পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয় মৃত হয় তবে ঐ কন্যারা বাঁচিয় থাকিলে প্রত্যেকে পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির সমভাগে অধিকারিণী হইত এপ্রযুক্ত প্রত্যেকের স্থলে তাহাদের সন্তানেরা অধিকারি হয়। যদিচ তিন দুহিতারি একাধিক সন্তান থাকে তথাপি তাবৎ সন্তানেরা তাহাদের মাতার স্বত্ত্বে পিতামহের স্থাবর সম্পত্তি না পাইয়া তাহাদের পিতামহের সন্তান থাকিলে তাহারা যে ক্রমানুসারে উত্তরাধিকারি হইত তাহারাও সেই ক্রম মতে উত্তরাধিকারি হয়, অর্থাৎ দুই পুত্রের স্থলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী অতএব যে দুহিতার দুই পুত্র তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই তাহার অংশের উত্তরাধিকারি হয়। অপর

পুত্রাদি অভাবে কন্যারা সমানাংশে স্থাবর সম্পত্তি পায়।

দুহিতা অভাবে তাহাদের সন্তানের অধিকার হয়।

পুত্র ও কন্যারা যে নিয়মে উত্তরাধিকারি হয় তাহাদের সন্তানেরাও সেই নিয়মানুসারে উত্তরাধিকারি হয়।

দুহিতার সন্তানেরা যে ক্রম মতে তাহাদের মাতামহের সম্পত্তি পায় তাহার কথা।

পুত্রাভাবে দুই কন্যা থাকিলে উভয়েই তুল্যাংশের উত্তরাধিকারিণী, এপ্রযুক্ত যে কন্যার দুই দুহিতা থাকে তাহার অংশ তাঁহারাই পায়। তদ্ভিন্ন পুত্র ও কন্যা থাকিলে পুত্র ভিন্ন কন্যা স্থাবর সম্পত্তি পাইতে পারে না এজন্যে যে কন্যার এক পুত্র ও এক দুহিতা থাকে তাহার অংশের পুত্রই অধিকারী।

জারজ সন্তানের অনধিকার।

মৃত অধিকারির বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান না থাকিয়া যদি জারজ সন্তান থাকে তবে সে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

সন্তানাভাবে স্থাবর সম্পত্তি পৈতৃক হইলে পিতৃকুলের উত্তরাধিকারিরা ও মাতৃকুলের সম্পত্তি হইলে মাতামহ বংশের উত্তরাধিকারিরা পায়

যদি মৃত ধনাধিকারির পুত্র পৌত্রাদি কোন সন্তান না থাকে তবে প্রথমে এই কথা নির্ণয় করা আবশ্যক যে তাহার ত্যাজ্য স্থাবর সম্পত্তি পৈতৃক কি স্বোপার্জ্জিত। যদি সম্পত্তি পৈতৃক হয় তবে তাহা পিতৃকুলের উত্তরাধিকারিরা পান, কিন্তু তাহা মাতৃকুল হইতে পাওয়া গিয়া থাকিলে মাতৃকুলের উত্তরাধিকারিরা পান। অপর স্থাবর সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত হইলে যদিচ তাহা উভয় কুলের সম্পর্কীয়েরা পাইতে পারে, তথাপি পিতৃকুলের অতি দূরস্থ সম্পর্কীয় কেহ থাকিলে মাতৃকুলের অতি নিকট সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, সুতরাং স্বোপার্জ্জিত স্থাবর বৃত্তির পিতৃকুলের উত্তরাধিকারিরা প্রথমে ও মাতৃকুলের উত্তরাধিকারিরা তৎপরে উত্তরাধিকারি হয় যথা, পিতামহ প্রপিতামহ এবং তাহাদের সন্তানেরা থাকিলে তাহার মাতার পূর্ব্বে স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হয় অপর কোন স্থাবর সম্পত্তি যাবৎ পৈতৃক বলিয়া প্রমাণ না করা যায় তাবৎ তাহাকে স্বোপার্জ্জিত-গণ্য করা যায়। (অ)।

স্বোপার্জ্জিত স্থাবর পিতৃবংশীয়েরা তদভাবে মাতামহ বংশীয়েরা পায়।

ভ্রাতা ভগিনী ও তাহাদের সন্তানদিগের উত্তরাধিকারিত্ব।

উপরোক্ত ক্রমানুসারে মৃত অধিকারির সন্তান পুত্রপৌত্রাদি অধতে যত পুরুষ হউক না কেন কেহ না থাকিলেও স্থাবর সম্পত্তি পৈতৃক হইলে তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীরা পিতৃপক্ষের কি মাতৃপক্ষের সন্তানদিগের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে যে ক্রম আছে তদনুসারে উত্তরাধিকারি হয়। অর্থাৎ ভ্রাতাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ সে ও তাহার সন্তানেরা প্রথমে, ও যে কনিষ্ঠ সে তৎপরে উত্তরাধিকারী হয়, ও ভ্রাত ও তাহার সন্তান অভাবে ভগিনীরা সকলেই তুল্যাংশে অধিকারিণী

(অ) ১৮৩৯ সালের ৩ আইন।

হয়, ও ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে যাহারা বৈমাত্রেয় কিম্বা পৃথক্ পিতা হইতে জন্মে তাঁহারা সোদরদিগের অর্থাৎ যাহার এক পিতামাতার সন্তান তাহাদের পরে উত্তরাধিকারি হয় যথ –প্রথমে সোদর অর্থাৎ এক পিতা মাতার সন্তান জ্যেষ্ঠভ্রাত তদভাবে তাঁহার সন্তানেরা তদভাবে অন্যান্য সোদর ভ্রাতাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ সে প্রথমে, যে কনিষ্ঠ সে তৎপরে এবং তাহাদের প্রত্যেকের সন্তানেরা, তদভাবে সোদর ভগিনীরা তুল্যাংশে, তদভাবে ভগিনীর সন্তানেরা ক্রমে পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হয় সোদর ভ্রাতা ভগিনী এবং তাহাদের সন্তানাভাবে প্রথম বৈমাত্রেয় কিম্বা পৃথক পিতার সন্তান যে ভ্রাতা অথবা তাহাদের সন্তানেরা ও তৎপর ঐ প্রকার ভগিনী এবং তাহাদের সন্তানেরা ক্রমে উত্তরাধিকারি হয়। পরন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং পৃথক ঔরসে জাত ভ্রাতারা যদিচ এক পিতা মাতা হইতে জাতা ভ্রাত ভগিনী অভাবে উত্তরাধিকারি হয় তথাপি তাহাদের মধ্যে এই ইতর বিশেষ আছে যে যে স্থাবর সম্পত্তির তাহারা উত্তরাধিকারি হইবেক তাহা যদি পৈতৃক হয় তবে যে ভ্রাতা ভগিনী এক পিতার অথচ ভিন্ন মাতার সন্তান তাহারা ভিন্ন যাহারা পৃথক পিতার সন্তান হয় তাহারা কখন উত্তরাধিকারি হইতে পারে না তদনুরূপ যে স্থাবর সম্পত্তি মাতার ছিল তাহার উত্তরাধিকারি সোদর ভিন্ন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কি ভগিনীরা হইতে পারে না।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভগিনীর উত্তরাধিকারিত্ব।

স্থাবর সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত হইলে তাহার উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম এই যে মৃত অধিকারির পুত্র পৌত্রাদি সন্তানাভাবে তাহার পিতা তদভাবে এক মাতা অথচ পৃথক পিতার সন্তান ভিন্ন এক পিতার সন্তান যে ভ্রাতা ও ভগিনীরা থাকে তাহারা উপরোক্ত ক্রমানুসারে উত্তরাধিকারি হয়, তদভাবে পিতামহ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধ পুরুষের, ও তাঁহাদের অভাবে তাঁহাদের সন্তানেরা উপরোক্ত ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ স্ত্রী পুরুষ বিবেচনায় অর্থাৎ যে জ্যেষ্ঠ বা পুরুষ সে প্রথমে ও যে কনিষ্ঠ বা স্ত্রী সে তৎপরে উত্তরাধিকারী হয়, ও যাবৎ পিতৃ পক্ষের সম্পর্কীয় কেহ থাকে তাবৎ মাতৃপক্ষের কেহ স্বোপার্জ্জিত স্থাবরের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, ও পিতৃ পক্ষের সম্পর্কীয় যদি মৃত অধিকারি হইতে অনেক দূরও হয় তথাপি তাহারা বিদ্য-

স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম।

মানে মাতৃপক্ষের সম্পর্কীয়েরা উত্তরাধিকারি হইতে পারে না, ও উক্ত বিধিমতে পিতামহাদি কোন উর্দ্ধ পুরুষের সন্তান বিদ্যমানে এক মাতার অথচ ভিন্ন পিতার সন্তান ভ্রাতা কি ভগিনীরা অথবা মাতার উত্তরাধিকারিত্ব হয় না পরন্তু পিতৃপক্ষের কোন সম্পর্কীয় যদি না থাকে তবে মাতৃপক্ষের সম্পর্কীয়েরা উপরের লিখিত যে ক্রমানুসারে পিতৃপক্ষের সম্পর্কীয়েরা উত্তরাধিকারি হয়, সেই ক্রম মতে স্বোপার্জ্জিত স্থাবরের উত্তরাধিকারি হয়।

৪ প্রকরণ

ইঙ্গরাজদিগের মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম

ইঙ্গলণ্ড দেশে দ্বিতীয় হেন্‌রী রাজার আমলে কোন ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি তিন সমভাগে ভাগ হইয়া এক ভাগ তাহার পুত্রাদি উত্তরাধিকারিরা ও এক ভাগ স্ত্রী পাইত, ও অবশিষ্ট এক ভাগ ধনাধিকারী যেরূপে ব্যয় করা উচিত জানিত সেই রূপে ব্যয় করিতে পারিত, কিন্তু ধনাধিকারী তাহার সন্তানাভাবে কেবল স্ত্রী, অথবা স্ত্রী অভাবে কেবল সন্তান রাখিয়া মরিলে সে মৃত্যুর পূর্ব্বে সম্পত্তির অর্দ্ধেক স্বেচ্ছামত ব্যয় করিতে পারিত, পরন্তু যদি তাহার স্ত্রী কিম্বা সন্তান কেহই না থাকে তবে সে অস্থাবর সম্পত্তি সমুদায় যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে ব্যয় করিতে পারিত পশ্চাৎ কাল ক্রমে উপরোক্ত নিয়ম পরিবর্ত্তন হইয়া এক্ষণে আইনের দ্বারা বিধান হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন অস্থাবর সম্পত্তি সমুদায় যাহাকে, যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে দিতে পারিবেক (আ)।

ইঙ্গলণ্ডদেশে অস্থাবর সম্পত্তিতে পূর্ব্বকালে যে কর্তৃত্ব ছিল তাহার কথা।

অস্থাবর সম্পত্তিতে এক্ষণে ধনাধিকারির সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে।

পূর্ব্বকালের ব্যবস্থামতে কোন ব্যক্তি তাহার অস্থাবর সম্পত্তির যে ভাগ স্বেচ্ছানুসারে বিতরণ করিতে পারিত সেই ভাগ বিতরণ না করিয়া মৃত হইলে ঐ ভাগে দেশের অধ্যক্ষ স্বরূপ রাজার কর্তৃত্ব হইত এবং রাজা সম্পত্তির ঐ ভাগ তাহা যে ভূম্যধিকারির অধীনে

পূর্ব্বকালে মৃতকের ত্যাজ্য অস্থাবর সম্পত্তিতে যেং ব্যক্তিকে যাহার কর্তৃত্ব হইত তাহার কথা।

(আ) উলিয়ম বাদশাহ ও মেরী মহারাণীর রাজত্ব কালে জারী হওয়া আইনের ২।৭ ৮ অধ্যায় ও তৃতীয় উলিয়ম বাদশাহের আইনের ৩৮ ও ৪ অধ্যায় ও প্রথম জর্জের আইনের ১৮ অধ্যায়।

থাকিত তাহাকে দিতেন পশ্চাৎ ঐ রীতি রহিত হইয়া মৃত ব্যক্তির পরকালের উপকারের নিমিত্তে ঐ সম্পত্তি ধর্ম্ম মণ্ডলির প্রতি অর্পণ হইত কিন্তু তাহারা সম্পত্তি লইয়া অসদ্ব্যয় করাতে এবং মৃতকের কর্জ্জও পরিশোধ না করাতে এমত বিধান হইয়াছিল যে ধর্ম্মমণ্ডলি সম্পত্তি হইতে আদৌ মৃতকের কর্জ্জ পরিশোধ করিয়া পশ্চাৎ ঐ সম্পত্তির অধ্যক্ষতা ভার মৃতকের নিকট সম্পর্কীয় যে থাকে তাহার প্রতি অর্পণ করিবেক, পরন্তু অবশেষে উক্ত বিধানও রহিত হইয়া এই নিয়ম ধার্য্য হইয়াছে যে ঐ প্রকার সম্পত্তির অধ্যক্ষতা ভার মৃতকের স্ত্রী কিম্বা অন্য নিকট সম্পর্কীয় যে থাকে অথবা উভয়ের প্রতি অর্পিত হইবেক।

এক্ষণে স্ত্রী কিম্বা অন্য নিকট সম্পর্কীয়েরা কর্তৃত্ব ভার পায়।

ভার্য্যার ত্যাজ্য অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বামির অধিকার।

ইঙ্গলণ্ড দেশে বর্ত্তমান কালে চলিত ব্যবস্থানুসারে ভার্য্যা যদি উইল না করিয়া মরে তবে স্বামী তাহার ত্যাজ্য সমুদায় অস্থাবর সম্পত্তি পায়, কিন্তু যে সম্পত্তি মরণ কালে দখলে ছিলনা তাহা পাইতে পারেনা, ও তাহার অধ্যক্ষতা ভার মাত্র পাইতে পারে।

স্বামির ত্যাজ্য অস্থাবর সম্পত্তিতে ভার্য্যার অংশ।

উপরোক্ত মতে স্বামী যদি উইল না করিয়া মৃত হয় এবং তাহার সন্তান থাকে তবে ভার্য্যা অস্থাবর সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পায়, কিন্তু সন্তান না থাকিলে অর্দ্ধেক পায় অতএব কোন ব্যক্তি ভার্য্যা রাখিয়া মরিলে সে উক্ত পরিমাণে আপন অংশ লওয়ার পর যে অবশিষ্ট থাকে তাহা অথবা ভার্য্যা না থাকিলে তাহার সমুদায় সম্পত্তি সন্তান প্রভৃতি যে উত্তরাধিকারিরা যে ক্রমমতে পায় তাহার বিবরণ নিম্নে লেখা গেল

অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারির ভার্য্যা থাকিলে তাহার অংশ বাদ গিয়া যে অবশেষ থাকে তাহার এবং ভার্য্যা না থাকিলে ঐ ব্যক্তির সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারি ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে প্রথমে সন্তানেরা, অর্থাৎ পুত্র হউক কি কন্যা হউক ও কি সোদর কি বৈমাত্রেয় সন্তানেরা সকলেই সমভাগে পিতার অস্থাবর বস্তুর অংশ পায়, ও জ্যেষ্ঠ কি অন্যভাবে মধ্যম পুত্র যিনি সমুদায় স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তিনিও অন্য পুত্র ও দুহিতাদের সহিত তুল্য অংশ পান। জারজ সন্তানেরা অংশ পাইতে পারে না, ও কোন সন্তান যদি বিভাগের পূর্ব্বে মৃত হয় তবে তাহার সন্তানেরা তাহার অংশ পায়।

পুত্র ও দুহিতারা অস্থাবর সম্পত্তির সমভাগে অধিকারি।

জারজ সন্তানের অনধিকার।

যদি পিতা সন্তানদিগের মধ্যে কাহাকেও বিবাহের কি অন্য কোন উপলক্ষে কোন ধন দিয়া থাকেন তবে বিভাগকালীন ঐ সন্তানের সেই ধন ফিরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ পূর্ব্বে পিতার নিকট সে যে ধন পাইয়া থাকে তাহা তাহার অংশের শামিল গণনা করিয়া তাহা সমেত তাহার অংশ পূরণ করিয়া দেওয়া উচিত; কিন্তু সে যে পরিমাণে অংশ পাইবেক তদপেক্ষাও যদি অধিক ধন পূর্ব্বে পিতার নিকট উপরোক্ত মতে পাইয়া থাকে তবে ঐ অতিরিক্ত ধন তাহার নিকট ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে না কিন্তু তাহার অংশ লোপ পায়। পিতা কোন সন্তানকে যদি কখনং অল্প ধন দেন অথবা তাহার ভরণ পোষণের নিমিত্তে কিম্বা সে পাঠশালায় থাকাতে তাহার ব্যয়ের জন্যে বা দেশ ভ্রমণ হেতু বা ঐ রূপ কোন উপলক্ষে কোন ধন দেন তবে তাহাও বিভাগ সময়ে ঐ সন্তানের অংশে ধর্ত্তব্য করা যাইতে পারে না, যেহেতুক ঐ সকল ধন সন্তানের গুণ শিক্ষার নিমিত্তে ব্যয় হইয়াছিল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। অপর কোন সন্তান ঐ রূপে যে অধিক ধন পাইয়া থাকে তাহা বিভাগ সময়ে পৈতৃক ধনের সহিত ধর্ত্তব্য করিলে তদ্দ্বারা সন্তানদের ভিন্ন ভার্য্যার উপকার হইতে পারে না অর্থাৎ ঐ ধন ফিরিয়া লওয়া প্রযুক্ত পৈতৃক সাধারণ ধন যে বৃদ্ধি হয় তাহার অংশ ভ্রাতা ও ভগিনীরা পায় কিন্তু ঐ ধন ধর্ত্তব্য না করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি যাহ ছিল ভার্য্যা তাহারি মাত্র অংশ পায়। ইহার উদাহরণ এই যথা।

পুত্রদিগের সমান অংশ।

কোন সন্তানকে পিতা কোন ধন দিলে তাহা তাহার অংশে বাদ পড়ে।

যেং খর্চকে বাদ পড়ে না তাহার কথা।

ভার্য্যা যে ধনের অংশ পায় তাহার কথা।

কোন ব্যক্তি এক স্ত্রী ও (ক) নামক এক পুত্র ও (খ) ও (গ) নামে দুই দুহিতা রাখিয়া মৃত হয়, এবং সে জীবদ্দশায় (ক) নামক পুত্রের গুণ শিক্ষায় বহু ধন ব্যয় পূর্ব্বক কন্যাদ্বয়ের বিবাহে, (খ) নাম্নী কন্যাকে ২০ হাজার ও (গ) নাম্নী কন্যাকে ১০ হাজার টাকা দিয়া মরণকালে ৩০ হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরিত হন এমত স্থলে তাহার ঐ অস্থাবর সম্পত্তি নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে বণ্টন হইবেক। অর্থাৎ দুহিতা দ্বয়কে মৃত ধনাধিকারী যাহা দিয়াছিলেন তাহা ফিরিয়া লইয়া তাহার অংশ স্ত্রীকে দেওয়া যাইতে পারে না অতএব ঐ ধনাধিকারী যাহা রাখিয়া মৃত হইয়াছিল (অর্থাৎ ৩০ হাজার টাকা) তাহারি তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১০ হাজার টাকা স্ত্রী আপন

অস্থাবর সম্পত্তি বণ্টনের উদাহরণ।

অংশ স্বরূপ পায়, পশ্চাৎ যে ২০ হাজার টাকা অবশেষ থাকে তাহার সহিত ধনাধিকারী দুহিতা দ্বয়কে যে ৩০ হাজার টাকা দিয়াছিল তাহা ফিরিয়া লইয়া একত্রে হিসাব কর উচিত (কিন্তু পুত্রের গুণ শিক্ষায় যে সকল ব্যয় হইয়াছিল তাহা ধর্ত্তব্য হইতে পারেনা) তাহা হইলে মোট সম্পত্তি ৫০ হাজার টাকা হয়, ও তাহা যদিচ এক পুত্র ও দুই দুহিতার মধ্যে সমভাগে বন্টন হইয়া প্রত্যেকে ১৬৬৬৬ ৵৮ পাই হিসাবে পাইতে পারে তথাপি (খ) নাম্নী দুহিতাকে ধনাধিকারী ঐ অংশ অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ ২০ হাজার টাকা দেওয়াতে ঐ অতিরিক্ত টাকা তাহার নিকট ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারেনা ও তাহার অংশে ঐ ২০ হাজার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট যে ৩০ হাজার টাকা থাকে তাহা (ক) নামক পুত্র ও (গ) নাম্নী দুহিতা উভয়েই সমভাগে অর্থাৎ ১৫ হাজার হিসাবে পায়, ও (গ) নাম্নী দুহিতা পূর্ব্বে ধনাধিকারির জীবদ্দশায় যে ১০ হাজার পাইয়াছিল তাহা ধর্ত্তব্য করিয়া নগদ সম্পত্তি হইতে আর ৫ হাজার টাকা দ্বারা তাহার অংশ পূরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক অপর (গ) নাম্নী দুহিতা যদি বিভাগের পূর্ব্বে দুই কি এক কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া মৃতা হইত তবে তাহার সন্তানেরা তাহার স্থলে অংশি হইয়া তাঁহার অংশ সমভাগে পাইত

ধনাধিকারির পুত্র কি দুহিতা অভাবে তাহাদের সন্তানেরা সমভাগে উত্তরাধিকারি হয়

মৃত ধনাধিকারির সন্তান থাকিলে তাহারা উপরোক্ত মতে উত্তরাধিকারি হয় কিন্তু সন্তান না থাকিলে অর্থাৎ পুত্র কি দুহিতা অভাবে তাহাদের সন্তানেরা উত্তরাধিকারি হয়• কিন্তু তাহারা তাহাদের পিতা কি মাতার অর্থাৎ ধনাধিকারির পুত্র কি দুহিতার স্বত্বে তাহাদের অংশের উত্তরাধিকারি না হইয়া স্বং স্বত্বে উত্তরাধিকারি হইয়া পুত্র দুহিতার সংখ্যানুসারে ভাগ না পাইয়া প্রত্যেকে সমভাগে পৃথকং অংশ পায়।

যে রূপ বন্টন হইবেক তাহার উদাহরণ।

যথা-এক পুত্র তিন ও এক পুত্র দুই ও এক পুত্র কেবল এক সন্তান রাখিয়া মৃত হইলে ঐ তিন পুত্রের অভাবে সম্পত্তি তিন ভাগে বিভক্ত না হইয়া তিন পুত্রের ছয় সন্তানের মধ্যে ছয় সমভাগে ভাগ হয়। ও ছয় সন্তানের পিতাদিগের মধ্যে কেহ যদি বিভাগের পূর্ব্বে কোন সম্পত্তি পাইয়া থাকে তবে তাহা ধর্ত্তব্য করিয়া তাহার সন্তানদিগের অংশে বাদ দেওয়া উচিত। অপর

পৌত্র ও দৌহিত্রদিগের কাহারো অভাব হইলে তাহার যে সন্তান থাকে তাহারা তাহার অংশের উত্তরাধিকারি হয়।

মৃত ধনাধিকারির পুত্র পৌত্রাদি সন্তান না থাকিলে তাহার পিতা একাই সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পিতা অভাবে মাত এবং ভ্রাতা ও ভগিনীরা একত্রে উত্তরাধিকারি হইয়া মাতা সম্পত্তির অর্দ্ধেক এবং ভ্রাতা ও ভগিনীরা কি সোদর কি অসোদর কোন ইতর বিশেষ বিনা সকলেই সমভাগে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক পায় ও ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে কেহ মৃত হইলে তাহার যে সন্তান থাকে সে তাহার অংশ পায়। অপর ভ্রাতা ভগিনী থাকিয়া যদি মাতা না থাকেন তবে ভ্রাতৃ ভগিনীরাই সমুদায় সম্পত্তি পায়, তদনুরূপ ভ্রাতৃ ভগিনী অভাবে যদি কেবল মাতা থাকেন তবে তিনি একাই সমুদায় সম্পত্তি পান। ও ভ্রাতৃ ভগিনী অভাবে যদি তাহাদের সন্তান থাকে তথাপি তাহারা মাতা বিদ্যমানে উত্তরাধিকারি হইতে পারেনা যেহেতুক ভ্রাতৃভগিনীদের মধ্যে কেহ জীবিত ও কেহ মৃত হইলে মৃত ভ্রাতৃ ভগিনীর পুত্র কন্যাদি সন্তান জীবিতদের সহিত উত্তরাধিকারি হইতে পারে কিন্তু পুত্র কন্যার পর তাহার পৌত্র কি দৌহিত্রাদি উত্তরাধিকারি হয় না, এতন্নিমিত্তে কোন ব্যক্তির এক ভ্রাতা স্বয়ং ও অন্য ভ্রাতার পুত্র না থাকিয়া পৌত্র থাকিলে ঐ পৌত্র ভ্রাতার সহিত মৃত ভ্রাতার অংশ পাইতে পারেনা ও এমত গতিকে একা ভ্রাতাই সমুদায় সম্পত্তি পায়।

পুত্র পৌত্রাভাবে পিতা তদভাবে মাতা ও ভ্রাতৃ ভগিনীরা একত্রে উত্তরাধিকারি হয়।

ভ্রাতৃ ভগিনী কিম্বা মাতা অভাবে পিতামহ ও পিতামহী অর্থাৎ পিতামহ কি পিতামহীর যিনি থাকেন তিনি অর্দ্ধেক ও মাতামহ মাতামহীর যিনি থাকেন তিনি অবশিষ্ট অর্দ্ধেক পান, অর্থাৎ পিতামহ বিদ্যমানে পিতামহীর ও মাতামহ বিদ্যমানে মাতামহীর অধিকার হয় না, যথা-কোন ব্যক্তির যদি মাতামহ ও পিতামহী থাকেন তবে তাঁহার সম্পত্তির পিতামহী অর্দ্ধেক মাতামহ অর্দ্ধেক পান কিন্তু পিতামহী ও পিতামহ ও মাতামহ মাতামহী থাকিলে পিতামহ মাতামহ সমভাগে অধিকারি হন, কিন্তু পিতামহীর ও মাতামহীর কোন স্বত্ব হয় না।

মাতা কি ভ্রাতা ভগিনী অভাবে পিতামহ কি পিতামহী ও মাতামহ মাতামহীর অধিকার হয়।

পিতামহ পিতামহী ও মাতামহ মাতামহী অভাবে মৃত ধনাধি-

তদভাবে পি-

পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সম্পর্কীয়েরা উত্তরাধিকারি হয়।

কারির পিতৃপক্ষের ও মাতৃপক্ষের যে সকল নিকট সম্পর্কীয় থাকে তাহারা তাবতেই পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক সমভাগে উত্তরাধিকারি হয়। অর্থাৎ ঊর্দ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে হউক কি অধঃস্থ পুরুষদিগের মধ্যে হউক যাহারা নিকট সম্পর্কীয় থাকে তাহারা একত্রে উত্তরাধিকারি হয় এবং পিতৃকুলের সম্পর্কীয় যত দূর মাতৃকুলের সম্পর্কীয়ও যদি তদপেক্ষা দূর না হয় তবে উভয় কুলের সম্পর্কীয়ই একত্রে উত্তরাধিকারি হয়; যথা-পিতার ভ্রাতা খুড়া ও মাতার ভগিনী মাসী একত্রে সমভাগে উত্তরাধিকারি হয় অপর যে সম্পর্কীয় নিকট সে বিদ্যমানে যে অন্তর সে উত্তরাধিকারী হয় না, যথা-ধনাধিকারির এক ভ্রাতার পুত্র ও আর এক ভাতার পৌত্র থাকিলে ঐ ভ্রাতৃ পৌত্র ভ্রাতৃ পুত্র বিদ্যমানে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, যেহেতুক ভ্রাতৃ পুত্র হইতে ভ্রাতৃ পৌত্র এক পুরুষের অন্তর আর ধনাধিকারি হইতে ঊর্দ্ধস্থ সম্পর্কীয় যত অন্তর অধস্থ সম্পর্কীয়ও যদি তত অন্তর হয় তবে তাহারা সকলেই একত্রে উত্তরাধিকারি হয়, যথা-খুড়া ও মাসীর সহিত ভ্রাতৃ কি ভগিনীর সন্তানেরাও একত্রে উত্তরাধিকারি হয় ও ঐ রূপে পিতামহের ভ্রাতার সহিত ভগিনীর যে পৌত্রী সেও সমানাংশে উত্তরাধিকারী হয় *

উদাহরণ।

পর্তুগিস জাতীয়দিগের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের ক্রম।

পর্তুগিস জাতীয়ের সন্তান এদেশে যে সকল আছে এবং যাহারা রোমান্ কাথলিক্ ধর্ম্মাবলম্বন করেন তাঁহাদের উত্তরাধিকারিত্বের সংক্ষেপ বিবরণ এই যে ধনাধিকারী যদি স্ত্রী ও সন্তান রাখিয়া মৃত হয় তবে তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক স্ত্রী ও অর্দ্ধেক সন্তানের পুত্র হউক কি কন্যা হউক সকলেই সমভাগে পায় যদি ধনাধিকারির সন্তান না থাকে তবে তাহার নিকট সম্পর্কীয় যে সকল থাকে তাহারা স্ত্রী হউক কি পুরুষ হউক সকলেই সমভাগে উত্তরাধিকারি হয়, ও সন্তান না থাকিলে ভার্য্যা সম্পত্তির কোন অংশ পাইতে পারে না। †

* ইঙ্গরাজদিগের উত্তরাধিকারিত্বের বিবরণ যাহা উপরে লিখিত হইল তাহা বেলাকষ্টোন্সস কমেন্টরিজ নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও এমুর্লিংস ট্রিটিজ এই দুই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ইতি।

† এমুরলিং সাহেবের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে গ্রন্থ ১০ পৃষ্ঠা।

৫ প্রকরণ।

উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে আইনের মত।

আমরা এই পুস্তকে হিন্দু মুসলমান ও ইঙ্গরাজ দিগের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যে সকল বিধানের উল্লেখ করিলাম তাহা এই দেশের হিন্দু মুসলমান ও ইঙ্গরাজ প্রজাদিগের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে খাটে, এবং উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া আদালতে নালিশ হইলে হিন্দু হইলে শাস্ত্র ও মুসলমান হইলে শরামতে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব লইয়া যে বিবাদ হয় তাহা নিষ্পত্তি করণের বিধান সরকার বাহাদুরের সংস্থাপিত আইনে আছে, (ই) এবং শাস্ত্র ও শরায় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা কোন আইনের দ্বারা রদ হয় নাই কেবল হিন্দু শাস্ত্রে কোন হিন্দু আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কিম্বা তাহার জাতি ভ্রংশ হইলে তাহার উত্তরাধিকারিত্ব লোপ পাইবার যে বিধান আছে (ঈ) এবং মুসলমানের শরায় কোন মুসলমান ঐ ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে উত্তরাধিকারী না হইতে পারিবে না যে বিধি আছে (উ) তাহাই মাত্র সরকার বাহাদুরের স্থাপিত আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে ও ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারা, ও ১৮৫০ সালের ২১ আইনের দ্বারা বিধান হইয়াছে যে সরকার বাহাদুরের শাসিত দেশে “ কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ধর্ম্ম সম্পর্ক হইতে বহির্ভূত হইলে অথবা তাহার জাতি ভ্রষ্ট হইলে তাহার উত্তরাধিকারিত্বের কোন স্বত্বের বিঘ্ন কি অপকার „ হইতে পারিবেক না।

উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে শাস্ত্র ও শরার বিধান সরকার বাহাদুরের স্থাপিত আইনের দ্বারা রহিত হয় নাই।

কেবল ধর্ম্ম ত্যাগ বা জাত্যন্তর হইলে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব লোপ পাইবার যে বিধি শাস্ত্র ও শরায় আছে তাহা আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে

(ই) ১৭৯৩ স ৪ আ ১৫ ধা। (উ) ২৩১ পৃষ্ঠা দেখ
(ঈ) ২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

৬ প্রকরণ

মৃত ধনাধিকারির সংসারাধ্যক্ষ ও উত্তরাধিকারিদিগের স্বত্ব এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা। *

শরামতে যে মৃত ব্যক্তির সংসারাধ্যক্ষ হয় তাহার কথা।

মুসলমানদিগের মধ্যে মৃত ধনাধিকারী যাহাকে তাহার সংসারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে সেই তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা হয় যদি ধনাধিকারী কাহাকেও অধ্যক্ষ নিযুক্ত না করিয়া মৃত হয় তবে তাহার উত্তরাধিকারিদের তাহার সম্পত্তিতে অধিকার হয়, এবং সেই সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপণ করা গেলে তাহারা উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করিল এমত জ্ঞান করা যায়।

সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপণ করিলে উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করা হয়।

শাস্ত্রমতে উত্তরাধিকারিরা কাযেই মৃতকের সম্পত্তি পায়।

হিন্দুদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারিরা উত্তরাধিকারিত্ব বিশেষ রূপে স্বীকার না করিলেও মৃত অধিকারির সম্পত্তি কাযেই তাহাদের অধিকারে আইসে ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থা মতে মৃত অধিকারির সংসারাধ্যক্ষ যে ব্যক্তি সেই তাহার প্রতিনিধি হয়, কিন্তু উত্তরাধিকারিরা হয় না, ও এইদেশে ইঙ্গরাজ প্রজাদিগের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমুদায় তাহার সংসারাধ্যক্ষের অধিকারে মৃত্যুর পর এক বৎসর থাকে ও বৎসরের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারী কিম্বা পাওনাদারেরা কেহ সম্পত্তি দাবী করিতে পারে না।

ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা মতে এক বৎসর পর্য্যন্ত সম্পত্তি সংসারাধ্যক্ষের অধীন থাকে।

যে মৃতকের প্রতিনিধি।

যে মৃত ধনাধিকারির উত্তরাধিকারী বা সংসারাধ্যক্ষ হয় সে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাহার প্রতিনিধি হয়, অতএব ঐ সংসারাধ্যক্ষ ও উত্তরাধিকারিদের যে সকল স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা নিম্নে লিখিব।

মৃত ধনাধিকারির যে সকল স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কার্য্য সংসারাধ্যক্ষেরও তাহাই।

যে ধনাধিকারির সংসারাধ্যক্ষ কি উত্তরাধিকারী সেই তাহার প্রতিনিধি অতএব সে জীবিত থাকিলে তাহার যে সকল স্বত্ব থাকিত সেই সকল স্বত্ব তাহাদেরও হয়, এবং তাহার যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদেরও করিতে হয় কেবল যে সকল কার্য্য মৃত অধিকারী জীবিত না থাকিলে সিদ্ধ হইতে পারে না

ধনাধিকারী জীবিত না থাকিলে

* এই প্রকরণে যাহা লিখিত হইল তাহার অধিকাংশ এস্মিথ সাহেবের ট্রিটিজ হইতে সংগৃহীত

তাহা করিবার জন্যে তাহারা দায়ি নহে। যথা-মৃত ব্যক্তি যদি কাহাকেও কর্জ দিয়া থাকে তবে তাহার উত্তরাধিকারিরা ঐ কর্জ আদায় করিয়া লইতে পারে ও সে কাহারো কর্জ লইয়া থাকিলে উত্তরাধিকারিদের ঐ কর্জ পরিশোধ করা কর্তব্য, ও তদনুরূপ মৃত ব্যক্তি যদি কোন কার্য্য করিবার জন্যে কাহারো সহিত চুক্তি করিয়া থাকে তবে তাহার উত্তরাধিকারিদের ঐ চুক্তি পুর্ণ করা উচিত, নচেৎ ঐ চুক্তির উপলক্ষে কোন টাকা লওয়া গিয়া থাকিলে তাহা ফিরিয়া দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি বিবাহ করিবার নিমিত্তে অথবা কাহারো নিকট নিজে চাকর থাকার অঙ্গীকার করিয়া থাকে তবে ঐ সকল অঙ্গীকার তাহার উত্তরাধিকারিদের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না অতএব তদুপলক্ষে তাহাদের উপর কোন দাবী অর্শে না।

যে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না তাহা করার জন্যে সংসারাধ্যক্ষ দায়ী নহে। উদাহরণ।

যদি মৃত ধনাধিকারির প্রতি মারপীট অথবাদি যে অপরাধ আইনানুসারে ফেলোনী হয় তাহা বা অন্য কোন প্রকার অপরাধের দ্বারা কোন অন্যায় অত্যাচার কি গাফিলী কি ত্রুটি করে ও তৎপ্রযুক্ত তাহার মরণ হয় তবে ঐ ব্যক্তি সেই সকল অন্যায় কর্ম্ম হওয়াতেও না মরিয়া থাকিলে অন্যায়কারি ব্যক্তির নিকট ঐ অন্যায় দ্বারা ঘটিত ক্ষতির মূল্য স্বরূপ যাহা পাইতে পারিত তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিরাও তাহা পাইতে পারে, এবং ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর উক্ত ক্ষতি পূরণের দাবীতে তাহার স্ত্রীপুত্র ও কন্যাদি যে উত্তরাধিকারি থাকে তাহাদের উপকারার্থে তাহার সংসারাধ্যক্ষ আদালতে নালিশ করিতে পারে পশ্চাৎ আদালতের বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর দ্বারা তাহার উত্তরাধিকারিদের যে পরিমাণে ক্ষতি হয় সেই পরিমাণে ক্ষতির মূল্য ডিক্রী হইতে পারে এবং উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে যাহারা যে পরিমাণে ঐ ক্ষতির মূল্যের অংশ পাইবার বিধান আদালত হইতে হয় তাহারা সেই পরিমাণে আপন২ অংশ পায় (উ) কিন্তু উপরোক্ত গতিকে ধনাধিকারির উত্তরাধিকারির যে ক্ষতিপূরণের দাবী থাকে তাহা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর দ্বাদশ মাসের মধ্যে উপস্থিত না করিলে

কোন অন্যায কর্ম্ম কি গাফিলী কি ত্রুটি প্রযুক্ত ধনাধিকারির মরণ হইলে তদ্দ্বারা যে ক্ষতি হইতে তাহা তাহার উত্তরাধিকারিরা দাবী করিতে পারে।

ঐ ক্ষতি আদালতের বিবেচনা মত ডিক্রী হইয়া উত্তরাধিকারিরা অংশাংশি মত পায়

ঐ মত দাবী উপস্থিত করণের মিয়াদ ধনাধিকারির মৃত্যুর পর দ্বাদশ মাস।

(উ) ১৮৫৫ সা—১৩ আ—১ ধা।

গ্রাহ্য হয় ন ও ঐ মত দাবী একবারের অধিক করা যাইতে পারে না। আর ঐরূপ ক্ষতির মূল্যের দাবী করণ কালে উপরোক্ত ক্ষতি জনক অন্যায় কর্ম্ম কি তাচ্ছল্য কি ক্রটি প্রযুক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিরও যদি কোন হানি হইয়া থাকে তবে তাহার মূল্যও একি নালিশের শামিলে দাবী করা যাইতে পারে (খ)।

উপরোক্ত অত্যাচারাদি দ্বারা সম্পত্তির হানি হইলে তাহারও দাবী এক শামিলে হইতে পারে

কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাহার প্রতি অন্য কেহ কোন ক্ষতি-জনক কার্য্য করা প্রযুক্ত তাহার যদি ধন হানি হয় এবং সে জীবিত থাকিলে ঐ হানির বাবৎ যদি তাহার পক্ষে দাবী হইতে পারিত তবে এমত প্রকার হানির দাবীতে তাহার মরণের পরও তাহার উত্তরাধিকারী ওসী কি সংসারাধ্যক্ষ নালিশ করিতে পারে, কিন্তু ঐ ক্ষতিজনক কার্য্য মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বৎসরের মধ্যে না হইয়া থাকিলেও তাহার বাবৎ যে ক্ষতি পূরণের দাবী তাহা মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না হইলে হইতে পারে না।

ধনাধিকারির জীবদ্দশায় কৃত ক্ষতিজনক কার্য্য দ্বারা যে হানি হয় তাহা তাহার উত্তরাধিকারিরা দাবী করিতে পারে।

ঐ দাবী উপস্থিত করণের মিয়াদ।

এবং ঐ প্রকার ক্ষতির বাবৎ নালিশ করিলে যাহা লাভ হয় তাহা মৃত ব্যক্তির অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির শামিলে গণ্য হয়। অপর মৃত ব্যক্তি আপন জীবদ্দশায় যদি অন্যের ক্ষতিজনক এমত কোন কার্য্য করে যে সে জীবিত থাকিলে তৎপ্রযুক্ত যে হানি হইয়াছে তাহার দাবীতে তাহার উপর নালিশ হইতে পারিত তবে তাহার মৃত্যুর পরেও ঐ ক্ষতি পূরণের দাবীতে তাহার উত্তরাধিকারি ওসী কি সংসারাধ্যক্ষের উপর নালিশ হইতে পারে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে একবৎসরের মধ্যে ভিন্ন তৎপূর্ব্বে যে ক্ষতি জনক কার্য্যের দ্বারা হানি হয় তাহার দাবী হইতে পারে না ও মৃতব্যক্তি যে তারিখে ঐরূপ ক্ষতি জনক কার্য্য করে তাহার দুই বৎসর মধ্যে সেই ক্ষতি পূরণের নালিশ না করিলে তাহা পরে গ্রাহ্য হয় না (গ) এবং ঐ প্রকার কোন দাবী ডিক্রী হইলে ইঙ্গলণ্ডীয় আইনানুসারে যে সকল সংসারাধ্যক্ষের কর্ম্ম করা উচিত তাহাদের কর্ত্তব্য যে দাবীর টাকা মৃতকের অন্যান্য সাধারণ দেনার সহিত পরিশোধ করে (ঘ)। উপরোক্ত মত ক্ষতি পূরণের দাবীতে নালিশ হওয়ার

তদ্দ্বারা যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহা মৃতকের অস্থাবর সম্পত্তির শামিল গণ্য হয়

মৃত ব্যক্তি আপন জীবদ্দশায় অন্যায় ক্ষতি জনক কার্য্য করিলে তাহার বাবৎ তাহার উত্তরাধিকারির উপর দাবী হইতে পারে

ঐ দাবী উপস্থিত করণের মিয়াদ।

উক্ত দাবীর টাকা মৃতকের অন্য দেনার সহিত পরিশোধ হওয়া উচিত

উক্ত মত ক্ষতি পূরণের দাবীতে

(খ) ১৮৫৫ সা—১৩ আ—২ ধা।
(গ) ১৮৫৫ সা—১২ আ—১ ধা।
(ঘ) ১৮৫৫ সা—১২ আ—১ ধা।

পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কিম্বা যে ব্যক্তি ক্ষতিজনক কার্য্য করে এই উভয়ের একের উত্তরাধিকারির মরণ হইলেও ঐ নালিশ স্থগিত থাকিতে পারিবেক না, ও যে পক্ষ মৃত হয় তাহার পক্ষে বা তাহার বিরুদ্ধে তাহার ওসী কি সংসারাধ্যক্ষ কি তাহার স্থলাভিষিক্ত অন্য ব্যক্তির দ্বারা মোকদ্দমা চলিতে পারে; কিন্তু ঐ সকল গতিকে ক্ষতির দাবিতে ওসী কি সংসারাধ্যক্ষ কি মৃতকের স্থলাভিষিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির উপর নালিশ হইলে তাহারা ঐ দাবীর যে পরিমাণ মৃতকের ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে পরিশোধ হইতে পারে, সেই পরিমাণে পরিশোধ করার জন্যে দায়ী হয় কিন্তু তাহাদের হস্তগত সম্পত্তি হইতে সমুদায় কি যে অংশ পরিশোধ হইতে পারে, তদতিরিক্ত পরিশোধ করার জন্যে দায়ী হয় না (ঋ)

নালিশ হওয়ার পর যে পক্ষের মরণ হইলেও নালিশ স্থগিত থাকে না। উক্ত দাবী মৃতকের সম্পত্তি হইতে পরিশোধ হওয়া উচিত, তজ্জন্যে ওসী কি সংসারাধ্যক্ষ নিজে দায়ী হয় না।

মৃত ব্যক্তি যদি কোন অপরাধ করে তবে তাহার উত্তরাধিকারি কি সংসারাধ্যক্ষের উপর ঐ অপরাধের দণ্ড হইতে পারে না (এ)।

মৃত ব্যক্তির কৃত অপরাধের দণ্ড ওসী বা উত্তরাধিকারির উপর হইতে পারে না।

কোন ব্যক্তি যদি আপন উত্তরাধিকারিত্ব সমুদায় বা তাহার কোন অংশ পরিত্যাগ করিতে চাহে তবে পরিত্যাগের প্রতি কোন বাধা নাই (ঐ) কিন্তু মুসলমানীয় ব্যবস্থামতে যাবৎ মৃত ধনাধিকারী মৃত হওয়া প্রযুক্ত কাহারো উত্তরাধিকারিত্ব না হয় তাবৎ সে তাহার উত্তরাধিকারিত্ব পরিত্যাগ কিম্বা ঐ স্বত্ব দান বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে না (ও)।

শাস্ত্রমতে উত্তরাধিকারিত্ব পরিত্যাগ হইতে পারে। শরামতে পারে না।

মৃত ধনাধিকারির কর্জ্জাদি যে পাওনা থাকে তাহা তাহার উত্তরাধিকারি কি সংসারাধ্যক্ষ দিগের উসুল করিয়া লইবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু কখন২ এমত হয় যে অনেকেই এক ব্যক্তির উত্তরাধিকারি বলিয়া তাহার পাওনা দাবী করে, ও খাতকেরা যথার্থ উত্তরাধিকারি কে তাহা জানিতে না পারিয়া তাহাদের দেনা পরিশোধ করে না, অথবা যে যথার্থ উত্তরাধিকারী নহে তাহাকে আপনা২

সংসারাধ্যক্ষ মৃতকের পাওনা উসুল করিতে পারে। অনেক ব্যক্তি মৃতকের উত্তরাধিকারি বলিয়া তাহার পাওনা উসুল করিতে চাহিলে দেনদার

(ঋ) ১৮৫৫ সা—১২ অ—২ ধা।

(এ) এল্বর্লিংস্ ট্রিটিজ্ ১১০ পৃষ্ঠা
ষ্ট্রেঞ্জেস ট্রিটিজ্ ২৫০ পৃষ্ঠা

(ঐ) ভ্রাতৃদিগের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের বিষয় ২১১ ও ২২২ পৃষ্ঠা।

(ও) স দি—মোসম্মাৎ খানমজান, বা মোসম্মাৎ জানবিবী ওগয়রহ, রি—১৮২৭ সা—১৩ ফেব্রুয়ারি।

দারেরা দেনা না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে

দেনা দিয়া পশ্চাৎ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই সকল কারণে ১৮৪১ সালের ২০ আইনের দ্বারা বিধান হইয়াছে যে মৃত ধনাধিকারির যথার্থ উত্তরাধিকারী কে এবিষয়ে যদি কোন খাতকের সন্দেহ জন্মে তবে সে আপন দেনা না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে, এবং

ঐ মত গতিকে দাবীদার ব্যক্তি জিলার জজ সাহেবের নিকট সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রার্থনা করিতে পারে।

এমত গতিকে যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করে তাহার কর্ত্তব্য যে জিলার জজ্ সাহেবের নিকট সে যে যথার্থ উত্তরাধিকারী বটে ইহার প্রমাণ স্বরূপ এক সার্টিফিকেট অর্থাৎ নিদর্শন পত্র পাওয়ার প্রার্থনা করে ও তদনুসারে জজ্ সাহেব তদন্ত পূর্ব্বক অন্যান্য দাবীদারেরও আপত্তি শুনিয়া যাহাকে যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া জানেন তাহাকে এক সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়ম আছে (ঙ)

জজ্ সাহেবের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তি পাওনা উসুলের ক্ষমতাবান হয়।

পশ্চাৎ যে ঐ প্রকার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় তাহার মৃত ধনাধিকারির পাওনা উসুলের সম্পূর্ণ ক্ষমতা জন্মে, এবং তাহা হইতে দেনদারেরাও তাহার নিকট আপনাদের দেনা নিঃসন্দেহে আদায় করিতে পারে ও পশ্চাৎ অন্য কেহ সেই টাকা তাহাদের নিকট পুনরায় দাবী করিতে পারে না (অং)।

কোন দেনদার প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক দেনা উসুল না করিলে খরচ ও সুদের জন্যে দায়ী।

পরন্তু যদি কোন দেনদার কাহারো উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে সন্দেহ না থাকাতেও ব্যামোহ দিবার নিমিত্তে বা প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক আপন দেনা পরিশোধ না করে তবে নালিশ হইলে সুদ ও খরচা সমেত ঐ টাকা তাহার নিকট উসুল হইতে পারে (অঃ)

জজ্ সাহেবের দত্ত সার্টিফিকেট আপীলে রদ হইলেও তদনুসারে পরিশোধ করা টাকা দেনদার মজুরা পায়।

আর জিলার জজ্ কোন ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারির সার্টিফিকেট দেওয়ার পর সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম ক্রমে যদি ঐ সার্টিফিকেট রদ হয় তথাপি জজ্ সাহেবের সার্টিফিকেট দৃষ্টে ও তাহা রদ হওয়া জ্ঞাত না হইয়া কোন দেনদার দেনা পরিশোধ করিলে তাহা পুনরায় তাহার নিকট দাবী করা যাইতে পারে না এবং যে ব্যক্তি পশ্চাৎ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় সে পূর্ব্ব সার্টিফিকেট ক্রমে উসুল হওয়া টাকা পূর্ব্বে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট পায় (ক)।

এক জিলায় প্রাপ্ত সার্টিফিকেট সকল জিলায় বলবৎ হয়।

আর কোন ব্যক্তি এক জিলায় মৃত ধনাধিকারির উত্তরাধিকারী কি সংসারাধ্যক্ষ বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলে তাহা রাজধানীর

(ঙ) ১৮৪১ সা—২০ আ—১,২ ধা। (অঃ) ১৮৪১ সা—২০ আ—১ ধা।
(অং) ১৮৪১ সা—২০ আ—৩ ধা (ক) ১৮৪১ সা—২০ আ—৫ ধা।

অধীন সকল জিলায় বলবৎ থাকে (খ)। কিন্তু ইঙ্গরাজ প্রজাদিগের সম্পত্তির সম্বন্ধে জিলার জজ্ সাহেবদিগের ঐরূপ সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা নাই ও ঐ প্রজাদিগের উত্তরাধিকারি কি সংসারাধ্যক্ষদিগের রাজধানীস্থ সুপ্রীম কোর্ট হইতে প্রোবেট্ বা লেটর্স অব্ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অর্থাৎ সার্টিফিকেটের ন্যায় উত্তরাধিকারী বা সংসারাধ্যক্ষ হওয়ার নিদর্শন পত্র লওয়া আবশ্যক এবং তাহা বিনা কোন ইঙ্গরাজের উত্তরাধিকারী তাহার দেনা পাওনা দেনদারের নিকট উসুল করিতে পারে না (গ)।

ইঙ্গরাজ প্রজাদিগের সম্পত্তির সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের প্রোবেট্ বিনা জজের সার্টিফিকেট গ্রাহ্য নহে।

কিন্তু কোন জিলার মধ্যে কোন ইঙ্গরাজ প্রজার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে তাহার মৃত্যুর পর তিন মাসের মধ্যেও যদি কেহ লেটর্স অব্ আডমিনিষ্ট্রেশন না লয় অথচ তাহার অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৫০০ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তবে এমত গতিকে রাজধানীর আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল মৃতকের ত্যাজ্য অস্থাবর সম্পত্তির ৫০০ অনূর্দ্ধ টাকা লওয়ার জন্যে যে ঐ মৃতকের সম্পত্তির প্রধান অংশী তাহাকে সার্টিফিকেট দিতে পারেন (ঘ)। আর এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানাদি প্রজাদিগের সম্পত্তি যদি সুপ্রীম কোর্টের এলাকায় থাকে তবে তাহাদের উত্তরাধিকারি ও সংসারাধ্যক্ষেরাও সার্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে সুপ্রীম কোর্টের প্রোবেট্ লইতে পারে এবং ঐরূপে কেহ সুপ্রীম কোর্টের প্রোবেট্ প্রাপ্ত হওয়ার পর জিলার সাহেব যদি কাহাকেও সার্টিফিকেট দেন তবে ঐ সার্টিফিকেট সিদ্ধ হইতে পারে না (ঙ)। কিন্তু যদি কোন খাতক সুপ্রীম কোর্টের প্রোবেট্ প্রাপ্ত হওয়া জ্ঞাত না থাকিয়া যে ব্যক্তি পরে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় তাহার নিকট আপন দেনা পরিশোধ করে তবে তাহা পূর্ব্বে প্রোবেট্ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট মজুরা পাইতে পারে। তদনুরূপ কোন আদালতের এলাকায় যে সম্পত্তি থাকে সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারি বা অধ্যক্ষকে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা কেবল ঐ আদালতের আছে এবং তদনুসারে কোন ব্যক্তি জিলার আদালতের সার্টি-

কোনং গতিকে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল ইঙ্গরাজ প্রজার সম্পত্তির সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের এলাকাবাসি দেশিদিগেরও কোর্টের প্রোবেট্ লওয়া উচিত।

প্রোবেট্ পাওয়ার পর দত্ত জিলার সার্টিফিকেট অসিদ্ধ।

প্রোবেট্ পাওয়ার কথা না জানিয়া দেনা পরিশোধ করিলে তাহা মজুরা পায়

যেং গতিকে পশ্চাৎ প্রাপ্ত প্রোবেট্ অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

(খ) ১৮৪১ সা—২০ আ—৬ ধা।
(গ) ১৮৪১ সা—২০ আ—১৫ ধা।
(ঘ) ১৮৫৫ সা—৮ আ—৪৩ধা।
(ঙ) ১৮৪১ সা—২০ আ—৯ ও ১৪ ধা।

ফিকেট প্রাপ্ত হওযার পর যদি অন্য কেহ সুপ্রীম কোর্টের প্রোবেট্ প্রাপ্ত হয় তবে পশ্চাৎ প্রাপ্ত প্রোবেট্ সিদ্ধ হয় না ; কিন্তু যদি কোন খাতক পূর্ব্বের সার্টিফিকেটের কথা জ্ঞাত না থাকিয়া পশ্চাৎ প্রোবেট্ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট আপন দেনা পরিশোধ করে তবে ঐ দেনা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট মজুরা পাইতে পারে (চ)

পূর্ব্বে সার্টিফিকেটের কথা না জানিয়া দেনা পরিশোধ করিলে তাহা মজুরা পায়

মৃত অধিকারির ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে যে কম্পানির কাগজ প্রভৃতি টাকার নিদর্শন পত্র থাকে তাহার অধিকারিত্ব ও অংশ পাইবার জন্যে যদি অনেকেই দাবীদার হয়েন তবে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে ব্যক্তি ট্রষ্টি নিযুক্ত হয় তাঁহাকে ঐ দাবীদারদিগের প্রার্থনানুসারে জিলার জজ্ সাহেব সেই কম্পানির কাগজাদি টাকার নিদর্শন পত্রের কাহারা মালিক এবং কাহার কত অংশ আছে তাহার বিবরণ লিখিয়া এক সার্টিফিকেট দিতে পারেন, ও তাহা হইলে সরকার হইতে নিযুক্ত ট্রষ্টি সেই কম্পানির কাগজ আদির সুদ কি আসল লইয়া ঐ সার্টিফিকেটে যাহারা যে অংশ পাওনার বিধান থাকে তদনুসারে তাহা বণ্টন করিয়া দিতে পারেন, এবং ট্রষ্টি ব্যক্তি কম্পানি বাহাদুরকে ঐ সার্টিফিকেটের ক্ষমতা ক্রমে যে রসীদ দেন তাহা গ্রাহ্য হয় পরন্তু জজ্ সাহেবের সার্টিফিকেট ক্রমে যাহারা ঐরূপে আসল টাকা বা সুদ প্রাপ্ত হয় তাহাদের স্বত্ব না থাকা প্রমাণ দিয়া অন্য কোন ব্যক্তি জাবেতা নালিশের দ্বারা সেই টাকা ফিরিয়া লইতে পারে, এবং অন্য যে ব্যক্তি সেই কম্পানির কাগজ প্রভৃতির হকদার বলিয়া আপনাকে জানে সে আপন স্বত্বের জন্যে জাবেতা নালিশ করার প্রতি জজ্ সাহেবের উক্ত সার্টিফিকেট প্রতি বন্ধক হয় না (ছ)

মৃতকের ত্যাজ্য কম্পানির কাগজ প্রভৃতি টাকার নিদর্শন পত্রের অনেক দাবীদার হইলে জিলার জজ্ সরকারী ট্রষ্টিকে সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

ঐ ট্রষ্টির যাহা কর্ত্তব্য।

ট্রষ্টি কম্পানি বাহাদুরকে যে রসীদ দেন তাহা সিদ্ধ।

জজ্ সাহেবের সার্টিফিকেট জাবেতা নালিশের প্রতি বাধা জন্মাইতে পারে না

উপরোক্ত বিধানানুসারে সরকারের নিযুক্ত ট্রষ্টিকে সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে তাহার পূর্ব্বে অন্য কোন ব্যক্তি মৃতকের ত্যাজ্য কম্পানির কাগজ প্রভৃতির অর্দ্ধ বা অন্য কোন অংশের বাবৎ কোন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহা গ্রাহ্য হয় না (জ)

ট্রষ্টিকে সার্টিফিকেট দেওয়ার পূর্ব্বে অন্য কেহ কোন সার্টিফিকেট পাইয়া থাকিলে তাহা অসিদ্ধ হয়।

(চ) ১৮৪১ সা—২০ আ—১১,১২ ধা। (জ) ১৮৫১ সা—১০ আ—৩ ধা।
(ছ) ১৮৫১ সা—১০ আ—১,২, ধা।

যাহারা সরকারের এলাকার বাহিরে ভিন্ন রাজার এলাকায় গিয়া বাস করে তাহাদের ত্যাজ্য অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে সেই রাজ্যে সরকার বাহাদুরের তরফ নিযুক্ত রেজিডেণ্ট সাহেব যে সার্টিফিকেট দেন তাহা কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের সর্ব্ব স্থানে গ্রাহ্য হয়, ও যেং স্থানে ১৮৪১ সালের ২০ আইন জারী না হইয়া থাকে সেইং স্থানে সরকারের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান যে হাকিম থাকেন তাঁহার দত্ত সার্টিফিকেট উপরোক্ত মত কম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের সকল স্থানে গ্রাহ্য করা যায় ও ঐ সকল সার্টিফিকেটকে ১৮৪১ সালের ২০ আইনানুসারে দেওয়া সার্টিফিকেটের তুল্য জ্ঞান করা যায় (ঝ)

ভিন্ন এলাকে বাস করা প্রজার ত্যাজ্য সম্পত্তির বিষয়ে রেজিডেণ্ট সাহেবের সার্টিফিকেট সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হয়

১৮৪১ সালের ২০ আইন যে স্থানে জারী নাই সেই স্থানের প্রধান হাকিমের দত্ত সার্টিফিকেট সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হয়।

অপর উপরোক্ত বিধানানুসারে যে সকল সার্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহাতে যে সকল কম্পানির কাগজ ব ব্যাঙ্ক শেয়ারের নাম লিখিত থাকে তদ্ব্যতীত অন্য টাকার নিদর্শন পত্রাদির সম্বন্ধে ঐ সার্টিফিকেট কর্ম্মণ্য হয় না, কিন্তু সার্টিফিকেটে লিখিত না থাকা কোন টাকার নিদর্শনের সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দাতা হাকিম ঐ সার্টিফিকেট বলবৎ হওয়ার জন্যে পশ্চাৎ বিশেষ আজ্ঞা করিলে তাহা কর্ম্মণ্য হয় (ঞ)।

সার্টিফিকেটে যে টাকার নিদর্শন পত্রের উল্লেখ থাকে তাহা ব্যতীত বিশেষ আজ্ঞা বিনা অন্য নিদর্শন পত্রের সম্বন্ধে তাহা কর্ম্মণ্য হয় না।

আমরা উত্তরাধিকারি ও সংসারাধ্যক্ষদের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয় একক্ষণে তাহার বিবেচনা করিব।

সকল জাতীয়ের ব্যবস্থামতে উত্তরাধিকারি কি সংসারাধ্যক্ষের সর্ব্বাগ্রে ও দেনা পরিশোধের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে মৃত ব্যক্তির কুল মর্য্যাদানুসারে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করায় ও তাহা সম্পন্ন হইলে পরে মৃতকের পক্ষে অন্য কার্য্য করে (ট)।

মৃতকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন উত্তরাধিকারির প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ধনাধিকারির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির তালিকা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ মৃতকের যদি অপরিমিত দেনা না থাকে এবং উত্তরাধিকারিরা সকলেই সাক্ষাতে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কোন বিবাদ না থাকে, তবে তালিকা করা অনাবশ্যক, কিন্তু যদি সম্পত্তি অপেক্ষা দেনা অনেক হয় অথবা উত্তরাধিকারিদের মধ্যে

যেং গতিকে মৃতকের ত্যাজ্য সম্পত্তির তালিকা করা আবশ্যক তাহার কথা।

(ঝ) ১৮৫১ সা—১০ আ—৪ ধা। ১৮৫৪ সা—৮ আ—১ ধা।

(ঞ) ১৮৫৪ সা—৮ আ—৩ ধা

(ট) এলূর্লিংস ট্রিটিজ১১২ পৃষ্ঠা।

কেহ অনুপস্থিত বা নাবালগ থাকে তবে তালিক না করিলে পাওনাদার কিম্বা নাবালগ উত্তরাধিকারির কর্মাধ্যক্ষের অধিক সম্পত্তি থাকা বলিয়া আপত্তি করিলে তাহা ভঞ্জনের কোন প্রমাণ থাকে না, অতএব ঐ মত গতিকে তালিকা করাই কর্ত্তব্য

মৃতের কর্জ্জ দেনা পরিশোধ করা উত্তরাধিকারির দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কর্ম।

মৃত অধিকারির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই তাহার কর্জ্জ পরিশোধ করা উত্তরাধিকারি ও সংসারাধ্যক্ষের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্থাৎ মৃত অধিকারির সম্পত্তি হইতে তাহার যথার্থ দেনা যে পর্য্যন্ত আদায় হইতে পারে সেই পর্য্যন্ত পরিশোধ করা কর্ত্তব্য, ও তাবৎ পাওনাদারদিগের পাওনা একত্রে পরিশোধ হইতে না পারিলে তাহাদের পাওনার পরিমাণানুসারে সমভাগে পরিশোধ করা উচিত;

মালগুজারীর দেনা সর্ব্বাগ্রে পরিশোধ হওয়া উচিত

কিন্তু মৃত অধিকারির চলিত সনের মালগুজারীর বাবৎ জমীদারের যে পাওনা থাকে তাহা অন্য সকল দেনার পূর্ব্বে পরিশোধ করা আবশ্যক যেহেতুক অস্থাবর সম্পত্তি ও ভূমির শস্য মালগুজারীর নিমিত্তে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকে (ঠ)

বন্ধকী কর্জ্জ অন্য কর্জ্জ দেনার পূর্ব্বে আদায় হওয়া উচিত।

আর কর্জ্জ দেনার মধ্যে সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া যে কর্জ্জ লওয়া গিয়া থাকে তাহা অন্য সামান্য কর্জ্জ দেওয়ার পূর্ব্বে পরিশোধ করা উচিত (ড)

রেজেষ্টরী না হওয়া বন্ধকী দেনার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী হওয়া দেনা পরিশোধ করা কর্ত্তব্য

এবং যে বন্ধকী দেনার রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহা রেজিষ্টরী না হওয়া ঐরূপ দেনার পূর্ব্বে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য (ঢ)

অন্যান্য তাবৎ দেনা কোন ইতর বিশেষ না করিয়া পরিশোধ করা আবশ্যক।

ইহা ভিন্ন অন্যান্য সকল দেনা পূর্ব্বের তারিখের হউক কি পরের তারিখের হউক এবং তাহার নিদর্শন ও দলীল থাকুক কি না থাকুক তাহা পরিশোধে কোন ইতর বিশেষ হইতে পারে না,

কেবল ডিক্রীজারীর দেনা পূর্ব্বে আদায় করা কর্ত্তব্য।

কেবল যদি কোন পাওনাদার আপন পাওনার জন্যে নালিশ করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হয় ও তাহা জারী করে তবে তাহা কাজেই পূর্ব্বে পরিশোধ করিতে হয় (ণ)

শরা মত মরণকালীন স্বীকার করা দেনার পূর্ব্বে শরীরারোগ্যে থাকাতে হওয়া দেনা আদায় হওয়া উচিত।

মুসলমানীয় শরার বিধিমতে মৃত ব্যক্তি মরণ কালীন কোন দেনা স্বীকার করণ ভিন্ন তাহার যদি অন্য প্রমাণ না থাকে তবে শরীরারোগ্যে থাকাতে যে সকল দেনা হয় তাহা ঐ দেনার পূর্ব্বে পরি-

---

(ঠ) ১৭৯৯ সা ৭আ—৩ধ—৯প্র— ১৮১৯ সা—৫ আ—৮ ধা। ৩৩ নং আ—অর্থ ৩৪৩ নং আ— অর্থ।

(ড) ৯৩৫ নং আ—অর্থ। ১০০৬ নং আ—অর্থ।

(ঢ) ১৭৯৩ সা ৩৬ আ—৬ধা—১প্র।

(ণ) ৯৩৫ নং আ—অর্থ।

শোধ হওয়া উচিত ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে মৃতধনাধিকারির কি স্থাবর কি অস্থাবর সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তি তাহার দেনার জন্যে দায়ী (ত), কিন্তু যদি সকল দেনা একত্রে পরিশোধ হইবার সংস্থান না থাকে তবে তাহা নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে পরিশোধ হইবার বিধান আছে অর্থাৎ প্রথমে ধনাধিকারির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও তাহার উইল পত্র সাব্যস্তের নিমিত্তে যে ব্যয় হয় তাহা নির্ব্বাহ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ সরকারী দেনা যথা—রাজস্ব, ডাকমাসুল ব অন্য প্রকার কর ইত্যাদি তৃতীয়তঃ রেজিষ্টরী হওয়া দেনা অথবা যে দেনা আদালত হইতে ডিক্রী হইয়াছে। চতুর্থতঃ তমঃসুকী বন্ধকী কি মালগুজারী ইত্যাদি যে সকল দেনার জন্যে মোহর দস্তখতে কোন দলীল দেওয়া গিয়া থাকে। ও পঞ্চমতঃ যে সকল দেনা মৌখিক কথায় কি কেবল নোট অর্থাৎ রোক্কার দ্বারা লওয়া যায়, এবং কোন২ লোকের মতে চাকরের বেতন ইত্যাদি ক্রমানুসারে পরিশোধ হওয়া কর্ত্তব্য (থ)

মৃত ধনাধিকারির কর্জ্জ পরিশোধের নিয়ম না করিয়া তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারিরা ভাগ করিয়া লইতে পারে না (দ) এবং মৃত ব্যক্তির বৃদ্ধ পিতা মাতা কি স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি যাহারা থাকে তাহাদের ভরণ পোষণের নিমিত্তে যদি কর্জ্জ পরিশোধ না করিয়া কোন ধন ব্যয় করা যায় তবে ঐ ধন যে ব্যক্তির উপর ঐ সকলের ভরণ পোষণের ভার থাকে তাহার নিকট আদায় হইয়া দেনা পরিশোধ হওয়া আবশ্যক।

পাওনাদারেরা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারির নিকট আপন২ পাওনা লইতে, উপস্থিত না হইলে তাহাদিগকে একত্রে উপস্থিত করাইবার জন্যে আইনে কোন বিধান নাই। ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে মৃত ব্যক্তির মরণের পর একবৎসর অতীত না হইলে তাহার সংসারাধ্যক্ষ কিম্বা ওসীর নিকট পাওনাদারেরা আপন২ পাওনা লইতে পারে না, কিন্তু কোন ব্যক্তি উক্ত কাল মধ্যে যদি আপন পাওনার দাবী

ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থামতে স্থাবরাস্থাবর সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তি দেনা পরিশোধের জামিন দায়ী।

সংক্ষ [illegible] নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে দেনা পরিশোধ হওয়া উচিত।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও উইল পত্র সাব্যস্তের ব্যয়।

দ্বিতীয়তঃ সরকারী রাজস্বাদি

তৃতীয়তঃ ডিক্রী হওয়া দেনা।

চতুর্থতঃ যে দেনার দলীল দেওয়া গিয়াছে।

পঞ্চমতঃ মৌখিক কথা বা রোক্কার দ্বারা লওয়া কর্জ্জ।

সম্পত্তি উত্তরাধিকারির বণ্টন করিয়া লওয়ার পূর্ব্বে দেনা পরিশোধ হওয়া উচিত।

মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণ।

পাওনাদারদিগকে একত্র উপস্থিত করাইবার কোন উপায় নাই।

ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থামতে মৃতকের মরণের বৎসরান্তে পাওনা দারেরা পাওনা পায়

(ত) চতুর্থ জর্জ বাদশাহের ৯ বর্ষের আইনের ৩৩ অধ্যায়।

(থ) এলর্ফিংষ্টন ট্রিটিজ ১১৪ পৃ। বাকষ্টোন ।

(দ) বিভাগ বিষয়ে—দেখ।

বৎসর মধ্যে যে পাওনাদার দাবী করে সে উত্তরাধিকারি দের নিকট তাহা পায

না করে এবং বৎসরান্তে তাহার উত্তরাধিকারিরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লয় তবে ঐ পাওনাদার ব্যক্তি আপন প্রাওন উত্তরাধিকারিদের নিকট অংশাংশিমতে দাবী করিতে পারে।

ইঙ্গরাজ ও মুসলমানের ব্যবস্থামতে যে পর্য্যন্ত সম্পত্তি থাকে সেই পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিরা মৃতকের দেনার জন্যে দায়ী হয়।

ইঙ্গরাজ ও মুসলমানদিগের ব্যবস্থামতে মৃত ধনাধিকারির যে পরিমাণে সম্পত্তি থাকে সেই পরিমাণে তাহার দেনা পরিশোধের নিমিত্তে উত্তরাধিকারী ও অধ্যক্ষের দায়ি, অর্থাৎ ধনাধিকারির সম্পত্তি হইতে যে পর্য্যন্ত দেনা পরিশোধ হইতে পারে সেই পর্য্যন্ত হওয়া আবশ্যক কিন্তু সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষাও যদি দেনা অধিক হয় তবে ঐ অতিরিক্ত দেনা উত্তরাধিকারিদের নিকট আদায় হইতে পারে না।

উক্ত বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের মত পৃথক।

কিন্তু উক্ত বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের মত পৃথক অতএব তদ্বিষয়ে, এবং উত্তরাধিকারিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রে যে সকল বিশেষ বিধান আছে তাহার বিবরণ হিন্দু উত্তরাধিকারিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের উল্লেখ যে প্রকরণে হইয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে (ধ)।

৭ প্রকরণ।

মৃত ধনাধিকারির ওসী নিযুক্ত এবং তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা *।

ওসী বা সংসারাধ্যক্ষ কাহাকে বলা যায় তাহার কথা

মৃত ধনাধিকারী তাহার উত্তরাধিকারিরা নাবালগ থাকা প্রযুক্ত অথবা অন্য কারণে তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করণের ও তাহা উত্তরাধিকারিদিগকে বণ্টন করিয়া দিবার এবং দেনা পরিশোধ ও পাওনা উসূল ইত্যাদি সংসারের সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব করণের ভার কোন এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করিয়া মৃত হইলে ঐ ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তির সংসারের ওসী বা অধ্যক্ষ বলা যায়।

পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের মধ্যে ওসী নিযুক্তের ব্যবহার ছিল না

পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের মধ্যে ওসী নিযুক্ত করার ব্যবহার ছিল না, ও মৃত ধনাধিকারির যাহারা

(ধ) ২৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

* এই প্রকরণ এমর্‌সন্ সাহেবের টুটিস্ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

উত্তরাধিকারি তাহারাই তাহার সংসারের অধ্যক্ষ হইত, এবং তাহাদের মধ্যে কোন উত্তরাধিকারী নাবালগ কি স্থানান্তরে থাকিলে তাহার স্বত্ব তাহারাই রক্ষা করিত; কিন্তু ইঙ্গরাজ ও মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রী হউক কি পুরুষ হউক যাহার উইল করণের ক্ষমতা আছে, সে আপন সম্পত্তি সমুদায় রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে কাহাকেও ওসী নিযুক্ত করিতে পারে। এক্ষণে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ২ ধারা এবং ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারার বিধানানুসারে উক্ত ক্ষমতা হিন্দু ধনাধিকারিদেরও হইয়াছে ও কি হিন্দু কি মুসলমান ও কি ইঙ্গরাজ সকলেই আপন সংসারের ওসী নিযুক্ত করিতে পারে। অতএব কাহারা কি প্রকারে ওসী নিযুক্ত হইতে পারে এবং তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য কি আমরা এই প্রকরণে তাহারি বিবেচনা করিব।

ইঙ্গরাজ ও মুসলমানদিগের ওসী নিযুক্তের ক্ষমতা আছে।

এক্ষণে হিন্দু মুসলমান ও ইঙ্গরেজ সকলেই ওসী নিযুক্ত করণের তুল্য ক্ষমতা রাখে।

মৃত ব্যক্তি যাহাকেই নিযুক্ত করিয়া যায় সেই ওসী হইতে পারে, এবং নাবালগ এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেও তাহাকে বহাল রাখিয়া সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত সংসারাধ্যক্ষ স্বরূপ অন্য এক ব্যক্তির দ্বারা সংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হওয়া উচিত বিবাহিতা স্ত্রীও ওসী হইতে পারে, এবং মুসলমানীয় ব্যবস্থা মতে তজ্জন্যে স্বামির অনুমতির প্রয়োজন নাই।

নাবালগ ওসী নিযুক্ত হইতে পারে।

বিবাহিতা স্ত্রী ওসী হইতে পারে।

কিন্তু হিন্দু ও ইঙ্গরাজদিগের ব্যবস্থা মতে বিবাহিতা স্ত্রী স্বামির অনুমতি বিনা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে পারে না এজন্যে স্বামির অনুমতি আবশ্যক। যদি স্ত্রী নাবালগ থাকে তবে স্বামী তাহার পক্ষে কার্য্য করিতে পারে। অপর মৃত ব্যক্তি যে জাতীয় ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করে সেই ওসী হইতে পারে। যথা—যদি কোন মুসলমান কোন হিন্দু কি খ্রীষ্টিয়ানকে ওসী নিযুক্ত করে তবে ঐ নিয়োগ অসিদ্ধ হয় না (ন); এবং ঐরূপে কোন হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান কি মুসলমানকে ওসী নিযুক্ত করিতে পারে।

হিন্দু ও ইঙ্গরাজীয় ব্যবস্থামতে স্বামির অনুমতি আবশ্যক।

সকল জাতীয় লোক ওসী নিযুক্ত হইতে পারে।

মৃত ব্যক্তি এক কি ততোধিক ব্যক্তিকে তাহার সংসারের ওসী

এক কি ততোধিক ব্যক্তি ওসী নিযুক্ত হইতে পারে।

(ন) স নি—মহম্মদ আমীরুদ্দিন ও রামমোহন চক্রবর্ত্তী, আ—মহম্মদ করিমুদ্দিন, রি—১৮২৫ সা—৩১ মার্চ। দেনারি ইসমাক ওগয়রহ, আ—মোসাম্মৎ অহরোন্নিসা খানম, রি—১৮২০ সা—২৮ জানয়ারি।

নিযুক্ত করিয়া গেলে তাহার আদালত কি অন্য কাহারো অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মৃতকের সকল সম্পত্তি অধীন করিতে পারে (প), এবং অন্য নিকট সম্পর্কীয় কি উত্তরাধিকারী থাকিলেও তাহারা ওসী হইবার নিমিত্ত কোন আপত্তি করিতে পারে না।

অন্য নিকট সম্পর্কী বা উত্তরাধিকারী ওসী হইবার দাবী করিতে পারেনা।

একাধিক ওসী পৃথক২ রূপে নিযুক্ত হইলে তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি অপরের সহিত ঐক্য না হইয়াও কোন কার্য্য করিতে পারে, এবং ঐ রূপে যে কার্য্য করে তজ্জন্য সেই দায়ী হয়, কিন্তু যত জন ওসী থাকে তাহাদের তাবৎকে যদি একত্রে নিযুক্ত করা গিয়া থাকে অথবা তাহারা তাবতেই একত্রে কার্য্য করিবার জন্যে পরস্পর সম্মত হয় তবে এমত গতিকে একজন ওসী তাবতের অভিপ্রায় ভিন্ন কোন কর্ম্ম করিতে পারে না; কেবল মৃতকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করণ কিম্বা তাহার সন্তানদিগকে অন্ন বস্ত্র দেওন ইত্যাদি যে কার্য্য বিলম্ব হইতে পারে না তাহা করাতে কোন বাধা নাই। ঐ রূপ যেমন আমানতী বস্তু ফিরিয়া দেওয়া ইত্যাদি যে সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য তাহা করাতে অথবা ধনাধিকারী মরণকালীন যে দান করিয়া থাকেন তাহা দেওয়াতেও কোন হানি নাই, এবং যে কার্য্যে লাভ আছে যথা—দান গ্রহণ তাহা করাতে কোন নিষেধ নাই। একাধিক ওসী থাকিলে তাহারা যে একৈকে কার্য্য করিবেক ইহ উইল পত্রের আভাসে না জানা যাইতে পারিলে তাহারা পৃথকে কার্য্য করিতে পারে।

একাধিক ওসী থাকিলে প্রত্যেকে পৃথক২ কর্ম্ম করিলে তাহারা স্ব২ কার্য্যের জন্যে দায়ী হয়।

একাধিক ওসী একত্রে নিযুক্ত হইলে তাবতের সম্মতি বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

যেং কার্য্য একজনের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে তাহা।

একাধিক ওসী এক ঐক্য কার্য্য করার স্পষ্ট বিধান উইলে না থাকিলে তাহাদের পৃথক্ কার্য্য করা উচিত।

পৃথক২ ওসী নিযুক্ত হওয়ার পর তাহাদের মধ্যে একজনের মরণ হইলে যে জীবিত থাকে সেই তাহার প্রতি অর্পিত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু মৃত ব্যক্তি দুই জনকে একত্রে ওসী নিযুক্ত করার পর যদি এক জনের মরণ হয় তবে দুই জনের ভার যে জীবিত থাকে একা তাহার প্রতি অর্পণ হইতে পারে না যেহেতুক মৃত ব্যক্তি আপন সংসার রক্ষার নিমিত্তে এক ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়া দুই ব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত করাস্থলে একা এক ব্যক্তির উপর সমুদায় ভারার্পণ হওয়া অনুচিত। অতএব এমত গতিকে উক্ত বিষয়ে যদি মৃত ব্যক্তি কোন নিয়ম করিয়া মৃত হইয়া

যে গতিকে পৃথক২ ওসীর মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলে তাহার কার্য্যের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ হয়।

যে গতিকে অর্পণ হইতে পারেনা তাহা।

দুই ওসীর এক জন মরিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

(প) ১৭৯৯ সা—৫ আ—২ ধা।

খ ৬৮ তাহাই প্রতিপালন হওয় উচিত নচেৎ যে ওসীর মরণ হয় সে যে উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া মৃত হয় তদনুসারে আচরণ হওয়া উচিত, কিন্তু সেও কোন নিয়ম না করিয়া থাকিলে দেওয়ানী আদালতে যে ওসী মৃত হয় তাহার পদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন অপর কোন ব্যক্তি কোন মৃত ধনাধিকারির ওসী থাকিয়া মৃত হইলে ঐ ব্যক্তি আপন সংসারের যাহাকে ওসী রাখিয়া মৃত হয় সেই ঐ ধনাধিকারির সংসারেও ওসী হয়

কোন ব্যক্তির ওসী মরিলে ঐ ওসীর যে ওসী সেই ঐ ব্যক্তির ওসী হয়

মৃত ব্যক্তি আপন উইল পত্রে যেং অভিপ্রায় লিখিয়া থাকেন এবং যেং নিয়ম করিয়া থাকেন তাহা সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করা ওসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ফলতঃ—উইল পত্র এই ওসীর ক্ষমতার নিদর্শন

উইল পত্রানুসারে কার্য্য করা ওসীর কর্ত্তব্য।

...লেন যে কার্য্য করা

ওসী মৃত ব্যক্তির অভিপ্রায়ের ব অন্যের স্বত্বের বিরুদ্ধে যে কার্য করে তাহা অসিদ্ধ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ, কর্জ্জ পরিশোধ ও পালন উসল ইত্যাদি ওসীর কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা।

উত্তরাধিকারিরা নাবালগ থাকিলে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত ওসীদের কর্তৃত্ব করা উচিত।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ বং ঋণ পরিশোধে উত্তরাধিকারিদের যে কর্ত্তব্য ওসীরও তাহাই কর্ত্তব্য।

কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। যদি ধনাধিকারির সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা কর্জ্জ হয় তবে মৃত ব্যক্তি মরণ কালীন তাহার সম্পত্তির কোন কাহাকেও দিয়া থাকিলে অথবা তৎকালীন কোন দান করিলে অসিদ্ধ হয়। ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে ওসীর নিজের যদি পাওনা থাকে তবে তাহার ন্যায় অন্য পাওনাদারের সহিত

সম্পত্তি অপেক্ষা কর্জ্জ অধিক হইলে মরণকালীন করা দান বিফল হয়।

ওসী তাহার নিজের পাওনা অন্য পাওনাদারের সহিত আইতে পারে

সে ঐ পাওনা ধনাধিকারির সম্পত্তি হইতে
বিধি হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রতি ও খাটে,
পাওনাদার প্রথমে উপস্থিত হয় তাহাদের পাওনা পূর্ব্বেই পরিশোধ

সম্পত্তি না থাকিলে পরে উপস্থিত পাওনাদারের তাহাদের পাওনা পায় না।

করা কর্ত্তব্য কিন্তু মৃত ধনাধিকারির সম্পত্তি না থাকিলে পশ্চাৎ যে সকল পাওনাদার উপস্থিত হয় তাহারা আপন পাওনা পাইতে পারে না

সম্পত্তি বণ্টনের পূর্ব্বে মৃতকের দেনা পরিশোধ করা উচিত।

ধনাধিকারী যাহাকে যে বস্তু দিয়া মৃত হয় তাহা দেওয়ার এবং উত্তরাধিকারি... পরিশোধ ক...
তাহাদিগকে

পাওনাদারেরা উপস্থিত হইবার নিমিত্তে সম্ভব মত কিছুকাল অপেক্ষা করা উচিত।

বিধান না...
হইবার নিমি...
ধনাধিকারির...
অপেক্ষা না...
পাওনাদার...
পাবে না, ...
পাওনার দ...

ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থামতে ধনাধিকারির মৃত্যুর পর এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া তাহার সম্পত্তি বণ্টন হওয়া উচিত।

মৃত ধনা...
উপস্থিত হ...
ব্যক্তির সব...
উত্তরাধিকা...
যাইতে পারে না। যদি এক বৎসরের পরে ...

পাওনাদারেরা এক বৎসরের পরে সুদ পায়।

দত্ত বস্তু ও পাওনাদারদিগকে তাহাদের পাওনা না দেওয়া যায় তবে তাহারা তাহার সুদ পায় কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে পাইতে পারে না

কর্জ্জা তমঃসুকের সুদ বন্ধ হয় না।

কেবল কোন ব্যক্তির যদি কর্জ্জা তমঃসুকের বাবৎ কোন পাওনা থাকে তবে তাহার সুদ বন্ধ হইতে পারে না, তদ্ভিন্ন অন্য পাওনাদার কি

সম্পত্তির উপস্বত্ব জন্মিলেও পাওনাদারেরা এক বৎসরের মধ্যে সুদ পায় না।

দান প্রাপ্ত ব্যক্তির ধনাধিকারির সম্পত্তির উপস্বত্ব জন্মুক কি না জন্মুক তাহাদের পাওনা না দেওয়া বলিয়া এক বৎসরের মধ্যে সুদ দাবী করিতে পারে না। যথা—যদি কোন ব্যক্তি মরণ কালীন কাহা-

উদাহরণ

কেওএক জমীদারী কি দশ হাজার টাকার পাঁচ টাকা সুদের ও...

য় যায় তবে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধনাধিকারির মধ্যে ঐ জমীদারী কি নোট পাইতে পারে না এবং ঐ বৎসর মধ্যে উক্ত জমীদারীর উপস্বত্ব কি নোটের সূদ যাহা লাভ হয় তাহা সে না পাইয়া ধনাধিকারির কার্য্যে ব্যয় হওয়া উচিত পরন্তু উপরোক্ত বিধান কএক বিষয়ে খাটে না। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি কাহাকে সে শব্দের [illegible] নির্ণয় করিয়া থাকেন তবে তাহা মরণাবধি গণনা করিয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু দেওয়া কালীন তাহা গণনা করণ [illegible] এক বৎসরের মধ্যে তাহা দেওয়া যাইতে পারে না আর

যে২ স্থতিকে উক্ত বিধান খাটে না তাহার কথা।

[illegible] বিশেষ [illegible] পূর্ব্বে দত্ত [illegible] ব্যক্তির [illegible] থাকিলে তাহাকে [illegible] তিপালন [illegible] দান করা [illegible] দেওয়া

দোশাহেরা

মৃত ব্যক্তি যে বস্তু যে তারিখে দেওয়ার অনুজ্ঞা করিয়া মৃত হয় তৎপূর্ব্বে তাহা দেওয়া যাইতে পারে না

উদাহরণ

[illegible] কাহাকেও [illegible] করে সেই [illegible] দি কোন [illegible] য় কিরূপে [illegible] তদ্বিষয়ে

মৃত ধনাধিকারির কৃত দান তাহার অনুমতি গতে দেওয়া উচিত

বন্ধকি সম্পত্তি দান।

মৃত ব্যক্তি কোন অনুমতি না করিয়া মৃত হয় তবে ঐ দায় মৃতকের অন্য সম্পত্তি হইতে ব্যয় পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া সম্পত্তি দান প্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত। যথা—মৃত ব্যক্তি যে বস্তু দান করিয়া মৃত হয় তাহা যদি কোন কর্জ্জ টাকার কারণ বন্ধক থাকে তবে ঐ টাকা মৃতকের অন্য দেনার সহিত পরিশোধ হইয়া সম্পত্তি দানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত, এবং তাহাতে মৃত ধনাধিকারী অন্য কোন ব্যক্তিকে যে দান করে সেই ব্যক্তির ক্ষতি হইলেও ঐ দেনা [illegible] ধ করা আবশ্যক যেহেতু দত্ত বস্তু বন্ধক থাকিলেও যে টাকার

কর্জ্জ টাকার কারণ বন্ধক থাকা সম্পত্তি দান হইলে মৃতকের সম্পত্তি হইতে ঐ বন্ধক খালাস করিয়া দেওয়া উচিত।

ঐ বিধানের কারণ।

জন্যে বন্ধক থাকে তাহা মৃতকের দেনা অতএব ৩ ৫

অং। দেনার নামিত তাহার সম্পত্তি হইতে পরিশোধ করা উচিত

আর মৃত ব্যক্তি কর্জ্জ পরিশোধ করিবার জন্য বস্তু ছাইবেক বলিয়া

যে স্থলে দান না করে সে স্থলে ঐ কর্জ দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির শিরে

ভূমির দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও হান রাজস্ব হইতে মুক্তি পাইতে পারে না।

কোন ক্রমেই পড়িতে পারে না। পরন্তু ভূমি ইত্যাদি স্থাবর

সম্পত্তি দান করিলে ঐ ভূমির উপর যে রাজস্ব অর্থাৎ রাজস্ব থাকে

তাহা হইতে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুক্তি পাইতে পারে না।

মৃতকের দত্ত বস্তু যাহাকে দেওয়া উচিত তাহার কথা।

ধনাধিকারী মরণ কালে যে বস্তু দান করিয়া মৃত হয় সেই বস্তু

দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার জ্ঞাতিদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য অন্যকে

দেওয়া যাইতে পারে না [illegible] নাবালগ হইলে

শরাগতে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দত্ত বস্তু দেওয়া যাইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

তাহার [illegible] হস্তে ঐ দ

শরাগতে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি

তাহার পিতা, পিতামহ, ম

যে বস্তু দত্ত হয় তাহা [illegible]

দিগের [illegible] সম্পত্তি

নাবালগ কি দেশান্তরে

স্থিত রাখিতে পারে

প্রাপ্ত ব্যক্তির ওর্শী নহে

বয়ঃপ্রাপ্ত না হওন

দের নিকট রাখা কর্ত্ত

উচিত তথাপি যদি

বস্তু আপন হাতে রা

উত্তরাধিকারি তবে

তাহা মৃতকের দেনার

ইংলণ্ড দেশের ব্যবস্থা মতে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি নাবালগ বা অনুপস্থিত থাকিলে দত্তবস্তু ধনাধিকারির ওর্শীর নিকট থাকা উচিত

মৃত ধনাধিকারির যে ওর্শী সেই তাহার [illegible] শত

ব্যক্তি যাহাকে কোন সম্পত্তি মরণ কালে দান করে সে না

থাকিলে ঐ দত্ত সম্পত্তি নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওন পর্যন্ত

জিম্মায় থাকা উচিত ও ঐ নাবালগের পিতা বা ওর্শীকে

ঐ মত ব্যক্তিকে দত্ত সম্পত্তির উ-

কর্ত্তব্য নহে, বরং দত্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব কিম্বা সুদ ও নাবাল

পিতাকে অথবা তাহার গুণ শিক্ষার নিমিত্তে দেওয়া যাইতে পা

কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে ও আবশ্যক দেখিলে না- বালগের উপকারার্থে দত্ত বস্তুর আসল বা সূদের কোন অংশ দিতে পারেন। অপর এই সকল বিধান দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অনুপ- স্থিত ও দেশান্তরে থাকে তবে তাহার প্রতিও খাটে, ও ইঙ্গলণ্ড দেশের ব্যবস্থামতে তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ঐ দত্ত বস্তু ওসীর নিকট থাকা উচিত।

পর্য্যন্তও দেওয়া যাইতে পারেনা।

শরার বিধিমতে মৃত ব্যক্তি কোন বিবাহিতা স্ত্রীকে কোন সম্পত্তি দান করিলে ঐ সম্পত্তি সেই স্ত্রীকেই দেওয়া কর্ত্তব্য যেহেতু স্ত্রী তাহার স্বকীয় ধনের অধিকারিণী হিন্দু শাস্ত্র মতে স্বামির অনুমতি লইয়া তাহার স্ত্রীকে দেওয়া উচিত কেননা এমত সম্পত্তিতে স্ত্রীর স্বত্ব হইলেও তাহার উপর স্বামির কর্ত্তৃত্ব চলে। ইঙ্গ- লণ্ড দেশের ব্যবস্থা মতে ঐ মত সম্পত্তি স্ত্রীকে না দিয়া তাহার স্বামিকে দেওয়া উচিত যেহেতু ইঙ্গরাজদিগের ভার্য্যা স্বামিকে পৃথক জ্ঞান করা যায় না, এবং স্বামী বিদ্যমানে ভার্য্যা পৃথকে বাস করিলে- ও তাহাকে পৃথক বলা যায় না কিন্তু যদি স্বামী ভার্য্যার প্রতিপালন নিমিত্তে কোন উপায় না করে এবং দত্ত বস্তু ন্যূন পক্ষে ২০০০ টাকার ন্যূন না হয় তবে যাবৎ স্বামী ভার্য্যার প্রতিপালন নিমিত্তে কোন উপায় না করে তাবৎ ওসীব্যক্তির ভার্য্যার উদ্দেশে দত্ত বস্তু স্বামির হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে

বিবাহিতা স্ত্রীর সম্পত্তি কোন দান হইলে শরা মতে তাহা স্ত্রীকে দেওয়া উচিত।

শাস্ত্রমতে স্বামির অনুমতি লইয়া তাহা স্ত্রীকে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইঙ্গলণ্ডদেশের ব্যবস্থা মতে স্ত্রীকে দত্ত সম্পত্তি স্বামির হস্তে অর্পণ করা উচিত

যে গতিকে স্ত্রীকে দেওয়া কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মৃত ধনাধিকারির স্থাবর কি অস্থাবর সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি তাহার ওসী বিক্রয় করিতে পারে, এবং মৃতকের দান দিবার নিমিত্তে কি কর্জ্জ পরিশোধের নিমিত্তেই হউক যে কোন কারণেই ওসী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় করে ঐ বিক্রয় কখন অসিদ্ধ হইতে পারে না যদি ওসী বিশিষ্ট কারণ বিনা কিম্বা হানিজনক রূপে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করে তবে তজ্জন্যে সে দায়ী হয়, কিন্তু বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না (ক)। ইঙ্গরাজ প্রজাদিগের ওসীর প্রতিও উক্ত বিধান খাটে, এবং চতুর্থ জর্জ্জ বাদশাহের নবম বর্ষীয় আইনের ২৩৩৩ অধ্যায়ের বিধি মতে মৃতকের কর্জ্জ পরিশোধের নিমিত্তে কি স্থাবর কি অস্থাবর সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তি ওসী বিক্রয় করিতে পারে, পরন্তু ওসী কর্জ্জ

ওসী মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে

বিশিষ্ট কারণ বিনা কিম্বা হানিজনকরূপে বিক্রয় করিলে ওসী তজ্জন্য দায়ী, কিন্তু বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না।

উক্ত বিধান ইঙ্গরাজ প্রজাদিগের প্রতি খাটে।

(ক) স—নি—নন্দকমার রায়, স্থা—রাণী হরিপ্রিয়া, রি—৫ বালম ২৩৩ পৃষ্ঠা।

পরিশোধের নিমিত্তে কি অন্য প্রয়োজনে সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহা খরীদারদের জানিতে পারে না অতএব ওসীর যদি বিক্রয় করা এবং খরিদারেরাও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রয় করা প্রমাণ হয় তবে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারে না

দেনা পরিশোধ ও উত্তরাধিকারিদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন হইলে ওসী অবসর হয়।

ওসীর কর্ত্তব্য যে উপরোক্ত মতে মৃতকের দেনাদি পরিশোধ করিয়া ও মৃত ব্যক্তি যাহাকে যে দান দিয়া ছিলেন তাহাও দিয়া সম্পত্তির যে অবশেষ থাকে তাহা উত্তরাধিকারিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয় ও তাহা হইলেই সে আপন কর্ম হইতে অবসর হয়

ওসীর যে কপে সংসারের কার্য করা উচিত তাহার কথা।

ওসীর কর্ত্তব্য যে মৃত ব্যক্তির সংসারের সকল কার্য্য নিরর্থক বিলম্ব না করিয়া সম্পন্ন করে ও অত্মলাভের নিমিত্তে মৃতকের ত্যাজ্য সম্পত্তি অনাবশ্যক রূপে আপন অধীনে রাখা উচিত কিন্তু আদালত হইতে ওসীর কার্য্যের বিষয় কোন তত্ত্বাবধারণ হইতে পারে না এবং মৃতকের সম্পত্তির তালিকা কি বার্ষিক নিকাশ- ও আদালতে দাখিল হইতে পারে না, তাহাতে যদি মৃত ব্যক্তির

ওসীর মন্দাচরণের নিমিত্তে আদালতে নালিশ হইতে পারে।

উত্তরাধিকারী কিম্বা তাহাদের আত্মীয় অন্তরঙ্গ কেহ ওসীর কার্য্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করে তবে তাহারা ওসীর নামে দেওয়ানী আদালতে জাবেতা নালিশ করিলে আদালতের ক্ষমতা আছে যে

আদালত ওসীকে কর্মচ্যুত কিম্বা তাহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে অন্য উপায় করিতে পারেন।

মৃত ব্যক্তির উইল পত্রানুসারে ওসী কার্য্য করিয়াছে কিনা ইহার প্রমাণ লইয়া ওসীর অপারগতা কিম্বা মন্দাচরণ প্রকাশ হইলে যে জাতীয়ের যে ব্যবস্থা তদনুসারে তাহাকে কর্মচ্যুত কিম্বা তাহার সঙ্গে আর এক ব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত করণের দ্বারা বা অন্য রূপে

ইঙ্গরাজ প্রজার ওসীকে সম্পত্তির তালিকা এবং আপন কার্য্যের নিকাশ সুপ্রীম কোর্টে দাখিল করিতে হয়।

ওসীর কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়ম করেন (ক) ইঙ্গরাজ প্রজার যে ওসী হয় তাহার মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির এক তালিকা সুপ্রীমকোর্টে দাখিল করা উচিত এবং আদালতে যখন হুকুম করেন তখন আপন কার্য্যের নিকাশও দাখিল করিতে হয়।

ওসী যে গতিকে মেহনতানা পাইতে পারে না ও যে গতিকেতা-

মৃত ব্যক্তি ওসীর কোন মেহনতানা স্থির করিয়া না দিয়া থাকিলে সাধারণ মত সে তাহা পাইতে পারে না, যেহেতুক ওসীর ভার গ্রহণ করা না করা তাহার স্বেচ্ছাধীন কথা, কিন্তু যদি সওদাগর কি এজেণ্ট বা কুঠিওয়ালাদি কোন ব্যবসায়ী লোক আপন

(ক) ১৭৯৯ সালের ৫ আ—২ ধা।

ব্যবসায়ের উপলক্ষে ওসী হইতে স্বীকার করে তবে তাহারা রীতিমত কমিসান পাইতে পারে, ইহা ভিন্ন মোকদ্দমার তদ্বির ও সওয়াল জওয়াব করণ কি বহু পরিশ্রমে হিসাব ও নিকাশাদি প্রস্তুত করণ অথবা অনেক পত্রাদি লিখন পঠন ইত্যাদি কোন উপরি ও বাহুল্য কার্য্য যদি ওসী নিজেই করে তবে তাহার যে ওয়াজীবি মেহনতানা তাহা সে মৃতকের সম্পত্তি হইতে খরচ লিখিবা লইতে পারে

হা পাইতে পারে তাহার কথা।

সকল লোকের সম্পত্তি রক্ষক রাজা, অতএব কোন ধনাধিকারী মৃত হইলে তাহার উত্তরাধিকারিরা যদি নাবালগ কি অন্য কারণে মৃতকের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ হয় ও মৃতব্যক্তি ও কাহাকেও ওসী নিযুক্ত না করিয়া মৃত হয় কিম্বা কাহাকেও নিযুক্ত করিলেও সে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে অথবা স্বীকার করিলেও সে ওসীর ভার গ্রহণে অপারগ কি অযোগ্য হয় তবে এমত গতিকে সরকার হইতে অর্থাৎ জিলার জজ সাহেবের দ্বারা মৃতকের সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি ওসী নিযুক্ত হইবার বিধান আছে, ও ঐ রূপে নিযুক্ত হওয়া ওসী জিলার সাহেবের অধীনে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে মৃতকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে সে তাহার কৃত সমস্ত কার্য্যের নিমিত্তে সরকারে দায়ী হয় ও বিশ্বস্তরূপে সকল কার্য্য করিবার নিমিত্তে তাহার নিকট জামীন লওয়া যায় এবং তাহার সকল কার্য্যের নিকাশ আদালতে দাখিল হয়, আর তাহার পরিশ্রমের বেতন পায়। (ভ) অপর মৃত ধনাধিকারী যদি সদর মহলগুজার জমীদার হয় এবং তাহার উত্তরাধিকারি অপারগ হয় তবে তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম করণের ভার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের প্রতি নিয়ত আছে, ও কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস হইতে ঐ মত গতিকে এক ব্যক্তি সংসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার ব্যবহার আছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা উপযুক্ত স্থানে পশ্চাৎ লিখিব

যে গতিকে মৃতকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্তে জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ওসী নিযুক্ত হয় তাহার কথা।

ঐ রূপে নিযুক্ত ওসী আদালতে আপন কার্য্যের জন্যে দায়ী থাকে

জমীদারদিগের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করণের ভার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের প্রতি আছে।

কোন মৃত ধনাধিকারী তাহার সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে কাহাকেও ওসী নিযুক্ত না করিয়া মৃত হইলেও তাহার উত্তরাধিকারী নাবালগ কি অন্য কারণে অপারগ হইলে হিন্দু ও মুসলমানীয় ব্যবস্থামতে

শাস্ত্র ও শরা মতে যে ব্যক্তি

(ভ) ১৭৯৯ স —৫ আ ১৮০০ সা— আ—১৭ধা।

মৃতকের সংসারাধ্যক্ষ হওয়া উচিত সে আদালতের অনুমতি না লইয়াও অধ্যক্ষতা ভার লইতে পারে

তাঁহার অধ্যক্ষতা দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলে আদালতের হস্তক্ষেপণ করা উচিত।

অন্তরঙ্গ বা আত্মীয় কেহ জমীদারীর অধ্যক্ষতা ভার লইতে পারে না

মৃত ব্যক্তির কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিদের নিকট সম্পর্কীয় ও অন্তরঙ্গের মধ্যে যে ব্যক্তি দেশ ব্যবহার মতে সংসারের অভিভাবক হইতে পারে সে কোন আদালতের অনুমতি না লইয়াই মৃতকের সংসার রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে এবং এমত ব্যক্তিকে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে (য), কিন্তু যদি ঐ নিকট সম্পর্কীয় কি অন্তরঙ্গের প্রতি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকিলে ক্ষতি হইবেক এমত প্রমাণ হয় তবে কেবল এমত ব্যক্তিকে জিলার জজ সাহেবেরা হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন (য) কিন্তু উপরের লিখিত মত মৃত ধনাধিকারির ত্যাজ্য সম্পত্তি যদি জমীদারী হয় তবে এমত ব্যক্তিকে তাঁহার অন্তরঙ্গ কি নিকট সম্পর্কীয় কেহ তাহার সম্পত্তি রক্ষার ভার লইতে পারেনা এবং ঐ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের প্রতি আছে (র)।

কোন ইঙ্গরাজ প্রজা উইলের দ্বারা কাহাকেও সংসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে সুপ্রীম কোর্ট হইতে তাহার প্রোবেট লওয়া উচিত

সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞা পত্র না লইয়া কেহ ইঙ্গরাজ প্রজার সংসারাধ্যক্ষ ভার গ্রহণ করিতে পারে না

স্ত্রী বা অন্য নিকট সম্পর্ক সম্বন্ধে অন্য কেহ ইঙ্গরাজ প্রজার সংসারাধ্যক্ষ হইতে পারে না

বন্ধু কি পাওনাদারের পূর্ব্বে রাজধানীর আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল ইঙ্গরাজ প্রজার সম্পত্তি

ইঙ্গরাজ প্রজাদের মধ্যে কেহ উইল পত্রদ্বারা কাহাকেও সংসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে ঐ অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য যে উইলের প্রমাণ দিয়া সুপ্রিম কোর্ট হইতে প্রোবেট লয় ঐ রূপ প্রোবেট পাইলে সে অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কোন ইঙ্গরাজ উইল পত্রদ্বারা কাহাকেও ওসী নিযুক্ত নাকরিয়া মৃত হইলে তাহার নিকট সম্পর্কীয় যে থাকে সে আপন ক্ষমতায় তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে পারেনা, কিন্তু সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করিয়া তথা হইতে লেটর্স অব আডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ ক্ষমতা পত্র পাইলে উক্ত ভার গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ধনাধিকারির স্ত্রী, কিম্বা নিকট সম্পর্কীয় থাকিলে তাহারা যত মূল্যের সম্পত্তি তাহার দ্বিগুণ মূল্যের জামীন দিলে তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ সংসারাধ্যক্ষ হইতে পারেনা ও যে ব্যক্তির নিকট সম্পর্কীয় নাথাকে সেই ব্যক্তির বন্ধু কি পাওনাদার বলিয়া কেহ সংসারাধ্যক্ষ হইতে পারেনা, ও ঐ মত বন্ধু কি পাওনাদারের পূর্ব্বে রাজধানীর আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব সেই ব্যক্তির সংসারাধ্যক্ষস্বরূপ লেটর্স অব আডমিনিষ্ট্রেসন পাইতে পারে।

(ল) এদেশের কোন ইঙ্গরাজ প্রজা অথবা সহর কলিকাতার সুপ্রীম

(য) ১৭৯২ সা ৫ আ—৩ ধা। (র) ১৭৯৩ সা—১০ আ।
(য) ১৮০৩ সা—১ আ—১ ধা। (ল) ১৮৫৫ সা—৮ আ—৯ ধা।

কোর্টের এলাকাবাসী কোন ব্যক্তি যদি ৫০০ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া মৃত হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর এক মাসের মধ্যে তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাহার কৃত উইলের প্রোবেট কিম্বা লেটর্স অব্ আড্‌মিনিষ্ট্রেসন পাইবার জন্যে কেহ দরখাস্ত না করে তবে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার সুপ্রীম কোর্ট হইতে বাঙ্গালা রাজধানীর আড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের প্রতি অর্পণ হওয়ার বিধান আছে এবং ঐ সাহেব সেই সম্পত্তি উপযুক্ত মতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দায়ী হন (ব) কিন্তু যদি অ ড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনরেল সাহেব লেটর্স অব্ আড্‌মিনিষ্ট্রেসন পাওয়ার জন্যে দরখাস্ত করার পর অন্য কোন ব্যক্তি মৃতকের উইল অনুসারে অথবা অন্য কোন হেতুতে লেটর্স অব্ আড্‌মিনিষ্ট্রেসন পাওয়ার হক দর্শাইতে পারে তবে এমত গতিকে সেই ব্যক্তি তাহা পাইতে পারে (শ) বরং আড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনরল লেটর্স অব্ আড্‌মিনিষ্ট্রেসন পাওয়ার পরেও এক বৎসরের মধ্যে যদি অন্য কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে দরখাস্তী না হওনের বিশিষ্ট কারণ দর্শাইয়া উইলের প্রোবেট বা লেটর্স অব্ আড্‌মিনিষ্ট্রেসন পাওয়ার হক সাব্যস্ত করিতে পারে তবে এমত গতিকেও আড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনরলকে দেওয়া লেটর্স রদ পূর্ব্বক ঐ ব্যক্তিকে তাহা দেওয়া যায় (য)। অপর কোন ইঙ্গরাজ প্রজা ৫০০ টাকার ন্যূন মূল্যের অস্থাবর বস্তু রাখিয়া মৃত হইলে তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে লেটর্স অব্ আড্‌মিনিষ্ট্রেসন পাওয়ার জন্যে তাহার মৃত্যুর পর তিন মাসের মধ্যেও কেহ দরখাস্তী না হইলে আড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব ঐ সম্পত্তির অধিকাংশের দাবী দার যে থাকে তাহাকে ঐ সম্পত্তি সংক্রান্ত ৫০০ টাকার অনূর্দ্ধ টাকা লইবার জন্যে সার্টিফিকেট দিতে পারেন (স)

যদি কোন ব্যক্তির ত্যাজ্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির প্রতি অনেক দাবীদার হয় ও তন্মধ্যে কেহ ঐ সম্পত্তি বল পূর্ব্বক দখল করে অথবা কেহ ঐ রূপে বলপূর্ব্বক দখল করার আশঙ্কা জন্মে ও প্রকৃত উত্তরা

(ব) ১৮৫৫ সা ৮ আ ১১ ১২ ধা। (য) ১৮৫৫ সা ৮ আ—২১ ধা।
(শ) ১৮৫৫ সা ৮ আ—১৭ ধা। (স) ১৮৫৫ সা—৮ আ—৪৩ ধা।

রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে জিলার জজ সাহেবের দ্বারা কিউরেটর নিযুক্ত হইতে পারে তাহার কথা।

ধিকারী কে তাহা নিঃসন্দেহরূপে নির্ণয় হইতে নাপারে ও আদালতে বিচার হইয়া তাহারি নির্ণয় হওয়ার অপেক্ষা করিলে অন্যায় পূর্ব্বক দখলকারী ব্যক্তি সম্পত্তি নষ্ট কি তছরুফ করার সম্ভাবনা থাকে তবে এমত গতিকে জিলার জজ সাহেব যথার্থ উত্তরাধিকারী কে তাহা নির্ণয় নিমিত্তে সরাসরী বিচার আরম্ভ করিয়া যাবৎ তাহা নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ ঐ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে এক কিউরেটর অর্থাৎ সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে পারেন ঐ কিউরেটর জজ সাহেবের অধীনে থাকিয়া মৃতকের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করার বিধান আছে, এবং সে আপন কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ ও তাহার নিকাশ দেওনার জন্যে জজ সাহেবের নিকট দায়ী (স্থ)।

(স্থ) ১৮৪১ সা ১৯ আ

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।